প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমী
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগের
মুদ্রণ শাখা

প্রচ্ছদ
মাহবুবুর রশীদ

অক্লান্ত জ্ঞান-সাধক

সৈয়দ মুর্তাজা আলী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

কাব্যপাঠ

কাব্যপাঠ

কাব্যপাঠ

কাব্যপাঠ

পরিশিষ্ট

সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল

। দোনাগাজী বিরচিত ।

।। ভূমিকা ।।

'সইফুল মুলুক ও বদিউজ্জামাল' আলেফ লায়লার বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় উপাখ্যানগুলোর একটি। আলেফ লায়লার ৭৫৭তম রজনীতে এ উপাখ্যানের শুরু এবং ৭৭৮তম রজনীতে এর সমাপ্তি। এই রোমাঞ্চকর প্রণয়োপাখ্যান নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে ফারসী ও তুর্কী ভাষায়। কবিগণ নিজেদের ভাষায় ও নিজেদের কথায় এই উপাখ্যান বিবৃত করেছেন বটে, কিন্তু এ কাহিনী জগদ্বিখ্যাত বলেই হয়তো কেউ সাহস করে নিজের নাম রচনার সঙ্গে যুক্ত করেননি। তাই ফারসী ও তুর্কী কিস্‌সাগুলো অজ্ঞাতনাম কবিদের রচিত। ভারতে, ইরানে ও মধ্যএশিয়ায় বিভিন্ন কবি রচিত কয়েকটি তুর্কী-ফারসী পুথি পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে দীর্ঘ কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করবার প্রবণতাও লক্ষণীয়। আবার কোন কোন পুথিতে কাহিনী হয়েছে পল্লবিত, এমন কি কাহিনীর জের পুরুষান্তরেও টেনে নেয়া হয়েছে।

য়ুরোপের ও পাক-ভারত-বাঙলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথিগুলোর বিবরণী তথ্যপঞ্জীতে সঙ্কলিত হল। এগুলোর মধ্যে তিনটে পুথি উল্লেখ্য : একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ফারসী পুথি, এতে সইফুল মুলুকের পুত্র ভাজল মুলুকের সিংহাসনারোহণ ও তার মাতা বদিউজ্জামালের আত্মহত্যার কাহিনী বিবৃত। আর একটি গ্রন্থ মুহম্মদ আবদুর রশিদের সম্পাদনায় নেওল কিশোর কর্তৃক লাহোর থেকে ১৯১০ সালে প্রকাশিত। এই ফারসী কাব্যের রচয়িতা মহফিল। এটি কবির তখল্লুস বা কলমী নাম। কাব্যের নাম 'নুস্‌সাহ্‌-ই-খায়ের অল মুলুক মশহুর বাহ্‌ তুহফাহ্‌ অল মুলুক'। কবির স্বনামে রচিত এটিই একমাত্র ফারসী গ্রন্থ। আর আদিলশাহী দরবারের কবি গহওয়াসি দাখিনী উর্দুতে 'সইফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' উপাখ্যান

রচনা করেন ১৬২৪ সালে। বাঙলায় আমরা দোনাগাজী, আলাঅল ও শায়ের মালে মুহম্মদ রচিত উপাখ্যান পেয়েছি। বাঙলা পুথিতেও কাহিনী কোথাও দীর্ঘ আবার কোথাও হ্রস্বীকৃত।

হাজার বছরের পুরোনো আলেফ লায়লার এই কিস্‌সার ঔজ্জ্বল্য আজো অম্লান। আজো এ কাহিনী রোম্যান্টিক মনের ক্ষুধা মিটায়। চলচ্চিত্র দর্শকরাও মুগ্ধ হয়েছে এই বেদনা-মধুর প্রণয়চিত্রের প্রেমৈক প্রাণময়তায়। পরবর্তী কাহিনীকারগণের মূলানুগত্য কতখানি এবং তাঁদের রচনার উৎকর্ষ ও তাঁদের সাফল্যই বা কতটুকু তা জানবার-বুঝবার জন্যে আমরা এখানে আলেফ লায়লার গল্পসার তুলে ধরছি।

আলেফ লায়লার কিস্‌সার সারাংশ

খোরাসানের বাদশাহ মুহম্মদ বিন সবাইক (Sabaik)-এর আগ্রহে সদাগর হাসানের এক মামলুক (ক্রীতদাস) দামস্কের এক কথক রক্ষিত গ্রন্থ থেকে নকল করে আনে এই গল্প। ৭৫৭তম রজনীতে এ গল্পের শুরু এবং ৭৭৮তম উষাকালে এর সমাপ্তি।

পুরাকালে এক রাজা ছিলেন মিসরে। তাঁর নাম ছিল অসিম বিন সফুয়ান। তাঁর উজির ছিলেন ফারিস বিন সালেহ্। তাঁরা ছিলেন সূর্য ও অগ্নি পূজক। রাজা ও উজির দু'জনেই ছিলেন নিঃসন্তান। এ জন্যে সুখ ছিল না রাজার মনে। তার বয়েস যখন একশ' আশি বছর তখন নৈরাশ্যে ভগ্নহৃদয় রাজা রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে রোদন করতে লাগলেন সর্বক্ষণ। অবশেষে উজিরের পরামর্শে নবী সোলায়মানের বর কামনা করলেন রাজা অসিম। উজির ফারিস নিজেই গেলেন সোলায়মানের দরবারে। সোলায়মান ছিলেন রাজা ও নবী। ত্রিভুবন ছিল তাঁর প্রভাবে। আর জীন থেকে কীটপতঙ্গ অবধি সব প্রাণীরই ভাষা বুঝতেন তিনি। এদিকে সোলায়মানও আল্লাহ্‌র নির্দেশ পেলেন মিসররাজের অভিপ্রায় পূরণের। নবী ফারিসকে বললেন, 'ফিরে গিয়ে আপনি ও রাজা' শিকারীর বেশে বের হয়ে দেখবেন এক বিশেষ বৃক্ষ। আপনারা অপেক্ষা করবেন সে বৃক্ষশাখায়, তারপর যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে নেমে এসে নযর করলে বৃক্ষমূলে দেখবেন দুটো বিচিত্র সাপ; একটির মাথা বানরের মতো, অন্যটির শির দৈত্যের মতো। তখন দু'জনে

তীরবিদ্ধ করে মারবেন দুটোকে। তারপর লেজ ও মাথার কিছু অংশ কেটে ফেলে দিয়ে বাকী মাংস রেঁধে খাওয়াবেন আপনাদের স্ত্রীদের। এবং সে রাত্রের সহবাসেই তাঁরা হবেন অন্তঃসত্ত্বা।' সোলায়মান তিনটে দ্রব্য উপহার দিলেন ফারিসকে—মোহর খচিত আঙটি, স্বর্ণ ও মণিখচিত পরিচ্ছদ আর একখানা অসি। এবং বললেন, এসব আপনাদের ভাবী সন্তানদের জন্যেই।

যথাসময়ে সন্তান সম্ভবা হলেন রানী ও উজিরপত্নী। সোলায়মানের নবুয়ত মহিমা-মুগ্ধ রাজা ও উজির সপ্রজা বরণ করলেন ইসলাম। আনন্দের জোয়ার এল রাজ্যে, উৎসবের ধুম পড়ে গেল রাজ্যময়।

একই সময়ে জন্ম হল রাজকুমারের ও উজির পুত্রের। জ্ঞানীগুণী গণক-জ্যোতিষীরা বসে গেলেন নব জাতকের ভাগ্যগণনায় ও কোষ্ঠী নির্মাণে। জ্যোতিষীরা দেখলেন, প্রথম জীবনে বিদেশ পর্যটনের অশেষ দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে কুমার রাজা হিসেবে পাবে পরম সুখ ও চরম সুখ্যাতি।

এতে বিচলিত হলেন না রাজা, পূর্ণ হোক আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। রাজার অভিপ্রায়ক্রমে পুত্র নিয়ে উজীর পত্নীও বাস করছেন প্রাসাদে। কুমারের নাম রাখলেন সইফুল মুলুক আর উজির নন্দনের নাম রাখা হল সায়িদ। এক ঘরে এক শয্যায় মানুষ হতে লাগল দু'জন। পাঁচ বছর বয়সে হল হাতে খড়ি আর দশ বছর বয়সে শুরু হল সামরিক শিক্ষা। পনেরো বছর বয়সেই তারা হয়ে উঠল সর্ববিদ্যাবিশারদ।

বৃদ্ধ রাজার অভিপ্রায়ক্রমে পঁচিশ বছর বয়সে পাটে বসল সইফ, উজির হল সায়িদ। অভিষেক উৎসব শেষে বৃদ্ধ রাজা দু'জনকেই নিয়ে গেলেন প্রাসাদে। সোলায়মান প্রদত্ত উপহার ভাগ করে দিলেন তাদের। সইফ পেল আঙটি ও পরিচ্ছদ আর সায়িদ নিল অসি।

একই খাটে শোয় সইফ ও সায়িদ। পরিচ্ছদের পুটলিটা ছিল বিছানার পাশে। নিশীথে ঘুম ছুটে গেলে পরিচ্ছদটা দেখবার আগ্রহ জাগল সইফের। পুটলিটা নিয়ে অন্য কক্ষে গিয়ে সে খুলে দেখল পোশাকটি। পরিচ্ছদে অঙ্কিত ছিল এক সুন্দরীর চিত্র। দেখেই সে চমকিত, অনুরক্ত ও অভিভূত। বিরহ যন্ত্রণায় ভুমিশয্যা নিল সে। আর শেষ নেই তার রোদনের। এদিকে সায়িদও জেগে দেখল কুমার নেই।

বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন সায়িদ খোঁজাখুঁজি করে পেল ক্রন্দনরত সইফকে। অনেক সাধাসাধির পরে জানাল সে চিত্রের কথা। সায়িদ তখন পরিচ্ছদে সে-চিত্র দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করল সেখানে সুন্দরীর নামধামও রয়েছে লেখা। "মহামতি 'আদ'-পুত্র ইরামের উদ্যান-প্রবাসী বাবেল শহরবাসী জীনরাজাধিরাজ শাহয়াল (Shahyal) বিন শাহরুম-এর কন্যা বদিউজ্জামালের প্রতিকৃতি।'

নতুন রাজার অসুস্থতার জন্যে দরবার বসল না সেদিন। সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ রাজা বৈদ্য ও জ্যোতিষীদের ডাকলেন। তারা পরীক্ষা করে বুঝল এ রোগ প্রণয়জাত। রাজা সায়িদের কাছে শুনলেন সব কথা। ছেলেকে তিনি বুঝাতে চাইলেন জীনকন্যার সাথে মানুষের বিয়ে অসম্ভব। 'শতেক রাজকন্যা এনে দেবো তোমাকে, মন থেকে মুছে ফেল জীনকন্যার প্রেম।' ছেলের কিন্তু এক কথা—বদিউজ্জামালকে না পেলে নিভবে না হৃদয়ের এ আগুন। নিরুপায় রাজা তখন ডেকে পাঠালেন রাজ্যের যত পর্যটক, নাবিক ও সওদাগরকে। না, কেউ জানে না, বাবেল কিংবা গোলেস্তাঁ-ইরামের সন্ধান। তবে চীনদেশে খোঁজ নেয়ার পরামর্শ দিল একজন। কেননা চীন বড়ো শহর, সেখানে দুনিয়ার সব দুর্লভ বস্তু যেমন মেলে, তেমনি সেখানে রয়েছে পৃথিবীর নানা দেশের লোক। বৃদ্ধ রাজা নিজেই যেতে চাইলেন চীনে। সইফ বাধা দিল, বলল, এ কাজ প্রণয়ব্রতীর। বিবাগী হবে সে বদিউজ্জামালের খোঁজে।

শুরু হল প্রেমিকের তীর্থ পর্যটন। চল্লিশটি জাহাজে বহু লোক-লস্কর, ধন-সম্পদ নিয়ে যাত্রা করল সইফ। সঙ্গে রইল অভিন্ন হৃদয় বন্ধু সায়িদ।

যথাসময়ে তারা নোঙর ফেলল চীনের রাজঘাটে। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করে চীনেরা বন্ধ করল নগরদ্বার। তারপর সইফ-প্রেরিত মামলুকের মুখে পরিচয় পেয়ে চীনরাজ নিজে এসে অভ্যর্থনা করলেন সইফকে! মিসররাজ অসিমের সঙ্গে পরিচয় ছিল চীনরাজ ফগফুর শাহ্‌র। তাই কুমার সাদরে গৃহীত হল দরবারে। চল্লিশদিন রইল সে চীনে। কিন্তু এখানেও পর্যটক-নাবিক-সওদাগর কেউ চেনে না গোলেস্তাঁ-ইরাম। তবে হিন্দুস্থানের কোন দ্বীপে মিলতে পারে এ দেশের খবর।

আবার যাত্রা হল শুরু। এবার চারমাস সমুদ্রে ভাসার পর উঠল এক মারাত্মক ঝড়। বিশদিন ধরে চলল তার জের। তাতে তলিয়ে গেল সব,

কেবল রইল তার জাহাজটি। তারপর সইফ পেল এক দ্বীপ। সেখানে ছিল বিচিত্র সব ফল। এক গাছতলায় বসে ছিল বিপুলকায় এক বুড়ো। সে নামধরে কাছে ডাকল সইফের এক অনুচরকে। সে কাছে গেলে তার ঘাড়ে চেপে বসে বুড়ো বলল, বয়ে চল আমাকে। বুড়ো ছিল আসলে এক দুষ্ট জীন। অনুচর চেঁচিয়ে সাথীদের সতর্ক করে দিল। দৌড়ে জাহাজে উঠল সবাই।

আবার সাগরে ভাসল তারা। মাসখানেক পরে আর একটি দ্বীপে ভিড়ল তাদের তরী। এখানেও ছিল নানা সুমিষ্ট ফল। এখানে তারা দেখল অনেকটা মানুষের মতোই অদ্ভুত রূপালী এক জীব। মস্ত বড় তার কান। এক কান বালিশ করে আর অন্য কানে দেহ ঢেকে ঘুমুচ্ছিল সে। তার চোখও ছিল তেমনি টানাটানা। সইফের এক অনুচর কৌতূহলবশে পায়ে ঠেলল তাকে। আর অমনি জেগে উঠে তাকে খপ করে ধরে নিয়ে চলল সে। এ জীব আদমখোর গুল (Ghul) ; লোকটি যখন বুঝল তার মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল সঙ্গীদের। ওরা ছুটে পালিয়ে উঠল আবার জাহাজে।

কয়েকদিন পরে তারা পৌঁছল আর একটি দ্বীপে। এখানে ছিল এক পর্বত। এখানেও পেল এক শ্রেণীর ভয়ঙ্কর প্রাণী। এরা পঞ্চাশ হাত লম্বা, দাঁতাল এবং হাতীমুখো—এরা সইফদের ধরে নিয়ে গেল তাদের রাজার কাছে। তাদের চোখে মানুষ এক অদ্ভুত প্রাণী। এই জাঞ্জিবার নিগ্রোরা ছিল মানুষখেকো। রাজা তখনই খেয়ে ফেলল দু'জনকে। এ ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যে আর্তনাদ ও বিলাপ করছিল সইফ ও তার সঙ্গীরা। মনুষ্যকণ্ঠের ধ্বনি পাখির সুমধুর গান বলে মনে হল রাজার কাছে। তাই পিঞ্জরায় পূরে পুষবার ব্যবস্থা হল এই নর-পাখিদের। এভাবে পাখির আদরে খাঁচায় বাস করতে থাকে ওরা। অন্যদ্বীপে বিবাহিতা রাজকন্যা এই অদ্ভুত পাখির খবর পেয়ে পাখি চেয়ে লোক পাঠাল বাপের কাছে। তখন সইফ ও তিন সঙ্গীকে পাঠিয়ে দেয়া হল কন্যার বাড়ী। রাজকন্যার কাছে এদের কান্না-হাসি কিংবা কথাবার্তা সব কিছু সুমিষ্ট কাকলির মতো। এমনি করে ক্রমে রাজকুমারী হল সইফের প্রতি আসক্তা। এই বীভৎসা নারীর প্রেম সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল সইফ। বলল, হৃদয় সে দান করেছে তার উদ্দিষ্ট দয়িতাকে। কোন উপায়েই যখন বশ করা গেল না

সইফকে, তখন তাদের নির্যাতনের ব্যবস্থা করল ক্রুদ্ধা রাজকন্যা। বন থেকে ইন্ধন সংগ্রহ ও পানি বওয়ার কাজে নিযুক্ত করা হল তাদের। পাঁচ বছর কেটে গেল এভাবে। তারপর সইফ ও তার সঙ্গীরা মাসেককাল অবধি গোপনে কাঠের ভেলা তৈরী করে একদিন অকূলে ভাসাল সে ভেলা।

চারমাস সমুদ্রে ভাসার পর ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর লোকগুলো আবার পড়ল ঝড়ের মুখে। এক সময় দুইবার দুটো কুমীর ভেলা থেকে টেনে গ্রাস করল তার সঙ্গী তিনজনকে। সইফ এখন একা ও ত্রস্ত।

অদূরে ছিল এক পর্বতময় দ্বীপ, সে দ্বীপে ঠেকল তরঙ্গতাড়িত ভেলা। দ্বীপে উঠেই সে দেখল কুড়িটারও বেশী খচ্চরের মতো বিরাটাকায় বানর। বানরেরা তাকে হাজির করল তাদের রাজার সামনে। ওদের রাজা ছিল একজন মানুষ। এক তরুণ সদাগর ঝড়ের মুখে পড়ে তরঙ্গতাড়িত হয়ে উঠেছিল এ দ্বীপে। বানরেরা ছিল কর্মনিপুণ ও সংস্কৃতিবান। বানরেরা প্রতি শনিবারে ঊষাকালে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এসে ভক্তিভরে কুর্নিশ করে যায় রাজাকে। সইফকে সঙ্গী পেয়ে রাজা ভারী খুশী।

সইফের এখানে একমাস কাটল পরম সুখে ও সমাদরে। তারপর প্রিয়ার সন্ধানে রওয়ানা হল সইফ। একশ' বানর তাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে এগিয়ে দিয়ে গেল সে রাজ্যের সীমান্ত অবধি। এবার শুরু হল তার নিঃসঙ্গ পথ ও জীবন। চারমাস ধরে পদব্রজে গিরি-মরু-কান্তার অতিক্রম করে সে পেল এক পরিত্যক্ত নগর ও প্রাসাদ। এগুলো তৈরী করেছিল নবী নূহ্‌র পুত্র জাফেত। নির্জন প্রাসাদের এক কক্ষে সে দেখল সিংহাসনে আসীনা এক পরমা সুন্দরী। তাকে অভিবাদন করলে সুন্দরী জানতে চাইল সইফের পরিচয়। তারপর রাজভোগ্য আহার দিয়ে তৃপ্ত করল পথশ্রান্ত সইফকে। তারপর নিজের পরিচয় দিল সুন্দরী। সে হিন্দুস্থানের রাজকন্যা। সে-রাজ্যের রাজধানী সরন্দীপ। রাজার নাম তাজল মুলুক। কন্যার নাম দৌলত খাতুন। সরন্দীপে আছে এক মনোরম রাজোদ্যান, সে উদ্যানে রয়েছে এক সরোবর। একদিন সরোবরে সাথীদের সাথে জলকেলি করবার সময় মেঘের মতো কালো ছায়া ফেলে কি একটা চিলের মতো ছোঁ মেরে

তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে চলল উড়িয়ে। তারপর কিছুক্ষণ পরেই নামিয়ে রাখল এই মহলে। সে হয়ে উঠল এক সুন্দরী যুবতী। তার কাছে নিজের পরিচয় দিল সে। সে জীনদের নীলরাজ হাতিম। তার পিতা ছয় লাখ জীনের অধিপতি। আলকুলজুম দুর্গে তার বাস। এই জীনেরা ভূচর, খেচর ও জলচর। হিন্দুস্থান থেকে এই নির্জন প্রাসাদ একশ' বিশ বছরের পথ। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করে এনেছে নীলরাজ। তাকে চুম্বনে-আলিঙ্গনে আদর করে বটে, কিন্তু রমণ করে না সে। প্রতি তিনদিন অন্তর এসে তিনদিন থেকে সে চলে যায় শুক্রবারে আসরের সময়ে।

এবার সইফ শুরু করল তার বৃত্তান্ত। সইফ বদিউজ্জামালের নাম উচ্চারণ করতেই 'হায় বদিউজ্জামাল বোন আমার' বলে বিলাপ করে উঠল দৌলত খাতুন। বিস্মিত সইফ প্রশ্ন করে 'জীন বদিউজ্জামাল বোন হয় নাকি তোমার'? তখন দৌলত বলে, 'আমি যখন মাতৃগর্ভে তখন আমার আসন্নপ্রসবা মা বেড়াতে বের হন বাগানে। সেখানেই শুরু হয় তাঁর প্রসব-বেদনা। তাই উদ্যানেই জন্ম হল আমার। ঠিক সে সময়ে বদিউজ্জামালের মাও উদ্যানের উপর দিয়ে আকাশ পথে যাওয়ার সময়েই অনুভব করেন প্রসব-বেদনা। বদিউজ্জামালের জন্মও হল সে উদ্যানে। আমার মায়ের কাছ থেকেই চেয়ে নিলেন প্রসূতির প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও খাদ্য। এভাবে ঘনিষ্ঠতা হল উভয়ের।

'আমরা দুই শিশু পরস্পরের মায়ের স্তন্য পান করে হয়েছি দুধবোন। দুই মাস একত্রে বাস করার পর বিদায়কালে এক অভিজ্ঞান দিয়ে যান বদিউজ্জামালের মা। প্রয়োজন বোধে অভিজ্ঞান পুড়িয়ে তাকে স্মরণ করলেই তিনি আসেন আমাদের বাড়ী। সেই থেকে প্রতিবছর একবার আসেন তাঁরা আমাদের সরন্দীপে। হায়, যদি এ সময়ে সরন্দীপে থাকতাম, তাহলে বদিউজ্জামালের সঙ্গে তোমার মিলনে সাহায্য করতে পারতাম আমি।' সইফ দৌলতকে নিয়ে পালিয়ে যাবার কিংবা বাহুবলে নীলরাজকে হত্যা করার প্রস্তাব করলে দৌলত বলল, জীনেরা উড়তে জানে কাজেই পালানো অসম্ভব। আর হত্যাও করা যাবে না, কারণ জীনের প্রাণ থাকে দেহের বাইরে। তারপর দৌলত সইফকে বলে, সে জানে হাতিমের প্রাণের সন্ধান। বহু বাক্স, কাস্কেট

ও সিন্দুক পূরে সে তার প্রাণ-পাখি রেখেছে সমুদ্রের গর্ভে। এক নৃপতিপুত্রের হাতেই হবে তার মৃত্যু। সে রাজকুমারের থাকবে সোলায়মানী আঙটি। সে আঙটি দিয়ে পানি ছুঁয়ে আহ্বান করলে ভেসে উঠবে সিন্দুক—তারপর সিন্দুক-কাস্কেট-বাক্স ভেঙে তোতাপাখি মারলে মরবে সে নীলরাজ। সইফ উল্লসিত হয়ে বলল, তাহলে আমার হাতেই মরবে সে, কেননা সোলায়মানী আঙটি রয়েছে আমার হাতে। অবিলম্বে তারা ছুটল সাগর তীরে। আর যথানিয়মে ধরল তোতা। চলে এল তারা প্রাসাদে। এদিকে ঝড়ো মেঘের মতো ধূলো উড়িয়ে কালো ছায়া ফেলে এগিয়ে আসছে দৈত্য। আর্তচিৎকার করে প্রাণ ভিক্ষা চায় সে। প্রাসাদের দোর গোড়ায় যখন এসে পৌঁছল সে, তখনই ঘাড় মটকে মারল পাখিটা, আর পুড়ে মরল হাত্তিম—মুহূর্তেই তার দেহটি হল ছাইয়ের গাদা। তারপর সইফ প্রাসাদের দশটা দরজার কপাট খুলে নিয়ে তৈরী করল একটি ভেলা, আর দৌলতকে ও প্রাসাদের মণিমাণিক্য প্রভৃতি মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পাড়ি দিল সমুদ্র।

চারমাস সমুদ্রে ভাসার পর একরাত্রে দৌলতের নজরে পড়ল এক বন্দর। সে বন্দরে ছিল বহু জাহাজ। নাবিকদের জিজ্ঞাসা করে তারা জানল, এটি কামিন অল বাহ্‌বাইনের অমারিয়াহ। খবর শুনে দৌলত ভারী খুশী। কেননা এখানকার রাজা তারই চাচা আলিঅলমুলুক। আরো আশ্চর্য, যে নাবিকের সঙ্গে সইফের কথা হচ্ছিল, সে দৌলতের বাবারই নাবিক মুইনুদ্দীন। দৌলতের সন্ধানেই বেরিয়েছিল সে। এ আকস্মিক যোগাযোগে বেড়ে গেল তাদের উল্লাস। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন রাজা আলিঅলমুলুক—রাজ্যে ধুম পড়ে গেল আনন্দ উৎসবের। খবর পেয়েই সরন্দীপ থেকে সসৈন্য মহানন্দে উপস্থিত হলেন অমারিয়াহ্‌য়। এখানে সপ্তাহখানেক থেকে দৌলত ও সইফকে নিয়ে তিনি ফিরলেন সরন্দীপে।

কৃতজ্ঞ রাজা তাজলমুলুক হিন্দুস্থানের সিংহাসন দিতে চাইলেন সইফকে। সে সবিনয়ে জানাল তার অনাসক্তি। একদিন সে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছে নগর পরিভ্রমণে। পথে সায়িদের মতোই মনে হলো তার এক ব্যক্তিকে। সে ব্যক্তি তখন তার পরিচ্ছদ বিক্রী করবার চেষ্টা করছে নিলামে। সইফ অনুচরদের হুকুম দিল লোকটাকে তার আবাসে নিয়ে আসার জন্যে। ওরা ভুল শুনল, তাই লোকটাকে বেঁধে নিয়ে কারাগারেই রেখে এল।

সইফও ভুলে গেল সায়িদের কথা। এদিকে কারাগারে সায়িদকেও খাটতে হয় অন্য কয়েদীদের মতো।

মাসখানেক পরে হঠাৎ সইফের মনে পড়ল সায়িদের কথা। তখন খোঁজ করে জানা গেল বেচারা কারাগারে। তখনই হাজির করা হল সায়িদকে। পথের দুঃখ-কষ্ট ও বয়েস বৃদ্ধির ফলে তাদের অবয়বের পরিবর্তন হয়েছে অনেক। তাই পরস্পরকে চিনতে হল দেরী। বেদনামধুর অনুভূতির মধ্যে মিলন হল তাদের। সায়িদ বর্ণনা করল তার পথের অভিজ্ঞতা। এক দ্বীপে দৈত্যপ্রায় মানুষের কবলে পড়েছিল সায়িদ ও তার সঙ্গীরা। ওরা ছিল আদমখোর গুল (Ghul)। গুলেরা তাদের মনে করত গাধা। আর তাই তাদের ঘাড়ে চেপে তাদের করেছিল ওদের বাহন। এমনি করে বছরখানেক গাধার জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করার পর একদিন তারা দেখল এক দ্রাক্ষাকুঞ্জ। দ্রাক্ষা দিয়ে মদ বানিয়ে খেয়ে নাচে গানে মত্ত হল তারা। তাদের বদনে রক্তিত আভা ও মনে ফুর্তি দেখে গুলেরা জানতে চাইল এর রহস্য। বুদ্ধি করে সায়িদরা মদপানে উৎসুক করে তুলল তাদের প্রভুদের। তারপর প্রায় এক দীঘি-ভর্তি মদ বানিয়ে গুলদের আহ্বান করল মদ পানের জন্যে। ওরা ছিল সংখ্যায় প্রায় দুশ'জন। ওরা মানুষ খেয়ে জমিয়ে রাখত তাদের মাথার খুলি। সেই নরকরোটি ভরে পান করতে লাগল মদ। কিন্তু যখন টক বলে বেশী খেতে চাইল না, তখন সায়িদরা বুদ্ধি করে ভয় দেখাল তাদের— দশবার না খেলে সেদিনই হবে তাদের মৃত্যু। প্রাণভয়ে পান করল তারা অপরিমেয় মদ। তারপর নেশায় যখন তারা অচেতন, তখন সায়িদেরা সবাইকে জড়ো করে শুকনো দ্রাক্ষালতার গাদা চাপিয়ে লাগিয়ে দিল আগুন। তারপর দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখল তারা। পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে রইল গুলেরা। সায়িদরা মুক্তির আনন্দে ছুটে চলল সমুদ্রতীরের দিকে।

কিন্তু পথে ঘটল আর এক বিপদ। মেষপাল তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল দীর্ঘকর্ণ লম্বাচোখ ও দাড়িওয়ালা বিপুলকায় এক লোক। সায়িদদের সে আহ্বান করল পরম সমাদরে, নিমন্ত্রণ করল পরম আগ্রহে। কাছেই সে থাকে এক গুহায়। সেখানে আরো অতিথি ছিল তার। ভোজের আয়োজন হয়েছে তার বাড়ীতে। সায়িদরা সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করল তার নিমন্ত্রণ, গুহায় গিয়ে দেখে সেখানে আরো মানুষ রয়েছে বটে,

তবে তারা সবাই অন্ধ। ওদের কাছেই তারা জানতে পারল, গুলের খপ্পরে পড়েছে তারা। এই গুল মানুষকে এমনি করে নিমন্ত্রণ করে এনে প্রথমেই এক প্রকার দুধ খাইয়ে করে দেয় অন্ধ। তারপর তাদের এখানে আটকে রেখে একজন একজন করে মেরে খায় তার খেয়াল খুশি মতো। সায়িদ তার সামনে একটি ছোট গর্ত করে রাখল গুলের অজ্ঞাতে এবং তারপর গুল এসে সায়িদ ও তার সঙ্গীদ্বয়কে সস্নেহে বলল, 'তোমরা পথশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত, দুধটুকু খেয়ে নাও, তারপর ভোজের ব্যবস্থা হবে'। সায়িদ খাওয়ার ভান করে দুধটুকু গর্তে ফেলল আর ভান করল অন্ধ হওয়ার। এদিকে সত্যি গুল মেষমাংসের কবাব নিয়ে এল তাদের জন্যে। কবাব তাদের কেটে দিয়ে নিজেও খেল সে। তারপর মদ খেয়ে সে পড়ে রইল গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে। তার নাক ডাকার শব্দ শুনেই গুলের দু'চোখে লোহার দুটো শলা ঢুকিয়ে দিল সায়িদ। আর্তনাদ করে জেগে উঠল গুল, গুহার মধ্যেই হাতড়িয়ে ধরতে চাইল সায়িদকে। গুহার দ্বার ছিল বন্ধ। তাই সায়িদের পক্ষে পালানো ছিল অসম্ভব। একজন অন্ধের পরামর্শে সায়িদ গুলের তামার তরবারি নিয়ে গুলকে আঘাত করল দেহের ঠিক মধ্যখানে। এক কোপেই মরে গুলেরা, দুই কোপে বেঁচে উঠে ওরা। অন্ধলোকটি সায়িদকে আগেই জানিয়েছিল এ রহস্য। তাই গুলের অনুনয় সত্ত্বেও সে আর আঘাত করেনি। মারা গেল গুল। সায়িদ ও অন্ধরা গুলের সব ধনরত্ন ও মেষগুলো নিয়ে এসে দাঁড়াল সমুদ্রতীরে। সৌভাগ্যবশত, তারা দূরে দেখতে পেল একটি জাহাজ। অনেক সঙ্কেত ও চিৎকারের ফলে জাহাজীদের দৃষ্টি পড়ল তাদের দিকে। জাহাজ এগিয়ে এসে তুলে নিল তাদের। কিন্তু সুখ ছিল না তাদের কপালে। ঝড় উঠল তিন দিন পরে, সামুদ্রিক পর্বতে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তাদের জাহাজ। সায়িদ একটা তক্তা ধরে তরঙ্গতাড়িত হয়ে কূল পেয়েছে এই সরন্দীপে।

সরন্দীপে একই মহলে থাকে সায়িদ ও সইফ। কৃতজ্ঞ দৌলত প্রায়ই দেখা করতে আসে সইফের সঙ্গে। দৌলত বদিউজ্জামালকে আনাবার ব্যবস্থা করল তার মা'কে বলে। অবিলম্বে এসে হাজির হল বদিউজ্জামাল ও তার মা। বদিউজ্জামালের প্রশ্নের উত্তরে দৌলত তার হরণ ও উদ্ধার বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে সইফের পরিচয়, তার বলবীর্য, সাহস,

স্বভাব ও অনুরাগের সব কথা জানিয়ে দিল। বদিউজ্জামালের মনে জাগল পূর্বরাগ, কিন্তু বাইরে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, জীনে-মানুষে কি প্রেম সম্ভব? এতে ঘাবড়ে যায় দৌলত, কেননা বদিউজ্জামালের সঙ্গে মিলন ঘটাবে বলে সে কথা দিয়েছে সইফকে। দৌলত কাঁদে আর সাধে বদিউজ্জামালকে। অবশেষে হাতে পায়ে ধরে রাজি করাল দৌলত। কথা রইল জামাল দেখা দেবে মাত্র একবার, সইফ তাকে দেখবে এক পলক।

আনন্দিত দৌলত সময় ও স্থান ঠিক করে খবর দিল সইফ, সায়িদ ও বদিউজ্জামালকে। পানাহারের ব্যবস্থা হল উদ্যানস্থ সুসজ্জিত টঙ্গীতে। যথাসময়ে এল সইফ ও সায়িদ। কিন্তু উদ্বেগ-উত্তেজনায় অস্থির সইফ বসতে পারল না টঙ্গীতে। সে বিরহ ও বেদনার গান গেয়ে গেয়ে বিচরণ করছিল বাগানে। তার কপোল বেয়ে ঝরতে লাগল অশ্রুধারা। বদি-উজ্জামালকে নিয়ে যখন দৌলত টঙ্গীতে এল তখন টঙ্গী শূন্য। দৌলত ও জামাল পানাহারের পর বাগানের শোভা দেখছিল অলিন্দে দাঁড়িয়ে। এমনি সময়ে জামালের দৃষ্টি পড়ল সইফের প্রতি। তার আবৃত্তি শুনে, তার বিরহকাতর চেহারা দেখে বদিউজ্জামালের মনে জাগল কৌতূহল। দৌলতকে সে জিজ্ঞাসা করল এই তরুণের পরিচয়। দৌলত সুযোগ পেয়ে কাছে ডাকল সইফকে। জামালকে দেখেই মুহূর্তে মুগ্ধ সইফ মূর্ছিত হয়ে পড়লে গোলাব-জল ছিটিয়ে তাকে সুস্থ করল দৌলত। তখন সইফ ভূমিস্পর্শ করে অভিবাদন করল বদিউজ্জামালকে। দৌলত পরিচয় করিয়ে দিলে উভয়ের মধ্যে শুরু হল আলাপ; রূপমুগ্ধা বদিউ-জ্জামাল বাইরে ঔদাসীন্য বজায় রেখে বলল, 'আমার জন্যেই তুমি বিবাগী হয়েছ তা আমার বিশ্বাস হয় না, কেননা খাঁটি প্রেম নেই মানুষের হৃদয়ে।' 'আমাকে অবিশ্বাস করো না সুন্দরী, এক রকম নয় সব মানুষ।'—বলে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রোদন শুরু করল সইফ। বেদনায় তখন অভিভূতা জামাল তাকে সান্ত্বনা দেয়—'কুমার, আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে ভয় পাচ্ছি, কেননা প্রেমের ব্যাপারে মানুষ প্রায়ই বিশ্বাসঘাতক। নবী সোলায়মানও ভালবেসেছিলেন বিলকিসকে, কিন্তু অন্য রূপসী পেয়ে ভুলেছিলেন তাকে।' সইফ অনুনয় করে—'সব মানুষ একরূপ নয়, সুন্দরী, আমি চিরকাল অনুরক্ত থাকব তোমার প্রতি,

তোমার পদপ্রান্তেই মরণ বাঞ্ছা করি আমি।' জামাল বলে, 'তাহলে এস আমরা শপথ করি, আমরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকব এবং আমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, সে হবে আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত।' তারপর গভীর আবেগে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে রইল আর, চার নয়নে তাদের শ্রাবণের ধারা। এভাবে বাক্‌-দত্ত হয়ে উদ্যানে আবার মিলিত হল তারা বিয়ের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে। স্থির হল, সইফ যাবে জামালের পিতামহীর কাছে। তাঁর মাধ্যমেই পেশ করতে হবে শাদীর পয়গাম। পিতামহীর সঙ্গে সাক্ষাতের জটিল সব আদব-কায়দা শিখিয়ে দিল জামাল।

দাসীর ঘাড়ে চেপে আকাশপথে গুলিস্তাঁ ইরামে গেল সইফ। যথা-রীতি অভিবাদনাদি সম্পাদন পর্ব শেষ হলে দাসী বাকজাল বিস্তার করে সইফের পরিচয় ও জামালের আসক্তি প্রভৃতি অতি সুকৌশলে জানিয়ে দিল পিতামহীকে। অবশ্য শুনেই তিনি চটে উঠলেন প্রথমে। বললেন, 'জীনে-মানুষে কি বিয়ে হয়?' দাসী বলে 'এ বিয়ে না হলে আত্মহত্যা করবে জামাল।' সইফও অনুনয় করে, 'দয়া করুন, ভৃত্য হয়ে থাকব আপনার।' এই দাসীর নাম মর্জানাহ্‌ (Marjanah)। জামালের পিতামহীর দয়ার শরীর। রাজি হয়ে গেলেন তিনি। সইফকে উদ্যানে বেড়াতে বলে তিনি গেলেন পুত্র রাজা শাহয়ালের কাছে। শাহয়ালও মাতৃভক্ত সন্তান। মায়ের কথায় সায় দিলেন তিনি। তখন ডেকে পাঠানো হল সইফকে। এ দিকে নীলরাজের চরগণ সইফকে হাতিমের হন্তা অনুমানে তার সঙ্গে আলাপ করে তার পরিচয় ও হাতিমের হত্যা বিবরণ জেনে নিল তার কাছ থেকে। তারপর তাকে বেঁধে উড়িয়ে নিল নীলরাজের কাছে। ক্রুদ্ধ নীলরাজ তখন সইফকে প্রশ্ন করল, 'কেন তুমি আমার নয়নের মণি আমার পুত্রকে হত্যা করলে, সে তো তোমার কোন ক্ষতি করেনি?' সইফ জবাব দিল, 'সে লম্পট ছিল, রাজকন্যা-দের সে হরণ করে নিয়ে রাখত জাফেত প্রাসাদে।'

পুত্রহন্তার শাস্তি কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে নীলরাজ পরামর্শ চাইল তার উজির ও আমীরদের কাছে। প্রত্যেকেই নানা নিষ্ঠুর উপায়ে সইফকে হত্যা করার পরামর্শ দিল রাজাকে। কিন্তু বুড়ো আমীর বলল-- 'অপরাধী এখন আপনারই হাতে। আপনি যখন ইচ্ছা এবং যেমনি ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন তাকে। কিন্তু এখনই হত্যা করা উচিত হবে না।

কেননা সইফ শাহয়াল রাজার কন্যার বাক্-দত্ত স্বামী। একে হত্যা করলে কন্যার খাতিরেই শাহয়াল রাজা আসবে 'দাদ' নিতে। তখন এই প্রবল শক্তিকে বাধা দেওয়ার সাধ্য থাকবে না আপনার।' মনে ধরল রাজার আমীরের এই যুক্তি। এক গহীন অন্ধকার গুহায় বন্দী করে রাখা হল সইফকে।

এদিকে উদ্যানের কোথাও সইফকে খুঁজে পেল না মার্জানাহ্। রাজা ও রাজমাতা এ খবর পেয়ে ছুটে এলেন বাগানে। মালীর কাছে জানা গেল নীলরাজের চরেরা উদ্যান থেকেই ধরে নিয়ে গেছে একটি মানুষ। সইফ বেঁচে থাকলে উদ্ধার করে আনতে আর নিহত হলে রক্তের বদলা নেবার জন্যে রাজমাতা পুত্রকে নির্দেশ দিলেন। রাজা বললেন, জীন হয়ে মানুষের জন্যে স্বজাতির সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইচ্ছে নেই তার। এতে উত্তেজিত রাজমাতা পুত্রকে বললেন—'যদি আমাদের অতিথি হত্যার শাস্তির ব্যবস্থা না কর, তাহলে আমার স্তন্যের ঋণ কখনো মাফ পাবে না তুমি।'

মায়ের আদেশে শাহয়াল বিপুল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল নীলরাজের রাজ্য। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর বন্দী হল নীলরাজ, তার পুত্র ও সেনাপতিগণ। নীলরাজ বলে, 'একজন মানুষের জন্যে জীন হয়ে এতগুলো জীন মারলে তুমি?' শাহয়াল জবাব দেন, 'তুমি কি জান না—আল্লাহ্‌র কাছে একটি মানুষ সহস্র জীনের চাইতে শ্রেষ্ঠ।' অবশেষে নীলরাজ ফেরত দিল সইফকে। সন্ধি ও মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হল উভয় পক্ষ।

সইফকে নিয়ে মহানন্দে ফিরে এলেন শাহয়াল। মাকে বললেন সরন্দ্বীপে গিয়ে বদিউজ্জামালের সঙ্গে সইফের বিয়ের আয়োজন করতে। সরন্দীপরাজ হিন্দুস্থানের সব করদ রাজাকে আমন্ত্রণ জানালেন বিবাহোৎসবে। মহা ধুম পড়ে গেল চারদিকে। সইফের অনুরোধে সায়িদের সঙ্গে দৌলতের বিয়ে দিতে রাজি হলেন রাজা তাজুলমুলুক। উভয়ের এক সঙ্গে হল বিয়ে। চল্লিশদিন পরে মিসরের রাজধানী কাইরোতে গিয়ে দেখা করল তারা মা-বাবার সঙ্গে। সপ্তাহখানেক পরে ফিরে এল তারা সরন্দীপে। দেশের কথা মনে পড়লেই কাইরো গিয়ে বেড়িয়ে আসত তারা। এভাবে পরম সুখেই কাটল সইফ ও সায়িদের দাম্পত্যজীবন। তারপর যথাসময়ে স্বর্গবাসী হল তারা।[১]

১ Richard F. Burton-এর অনুসরণে

দোনাগাজীর কাব্যের গল্পসার

ত্রিলোকের অতুল্য মিসর শহর। সে দেশ প্রাচুর্যের। তার ফসলে 'জগতের দুর্ভিক্ষ ছাড়ে'। সে দেশের রাজার গুণের নেই অন্ত। বলে-বীর্যে দয়ায়, দানে-ধর্মে, দেবতা ও গুরু সেবায় তিনি আদর্শ ধার্মিক রাজা। তাঁর অধিকারে রয়েছে চার শ' শহর। কিন্তু কোথাও নেই দীন-দুঃখী। রাজা নিশীথে ঘুরে বেড়ান ছদ্মবেশে আর পাপী-তাপীর যথোচিত ব্যবস্থা করেন। কাজেই প্রজাদের সুখের সীমা নেই। মিসররাজ সোলায়মান নবীর করদরাজ। তাই 'ভক্তিভাবে করে রাজা তান পদে পূজা।'

একদিন সোলায়মান মিসররাজকে স্বধর্মে দিলেন দীক্ষা। আর দান করলেন তিনটে দ্রব্য : অঙ্গুরীয়, কাবাই ও অশ্ব। তিনটেই অলৌকিক শক্তিধর। অঙ্গুরীয়ের যাদুবলে দেও দৈত্য বন্দীরাখা চলে, রাক্ষস-দানবের অবধ্য হয় আর পরী-অপসরীর হিংসা থেকে থাকা যায় মুক্ত। 'এবং গন্ধর্বকিন্নর প্রভৃতি থাকে বশ।'

কাবাতেই একরাতে সয়ফুল মুলুক দেখতে পায় বদিউজ্জামালকে। আর অশ্ব—

'অতি লঘ্নগতি চলে জিনি জলধার
অগ্নিজিনি তেজবন্ত বাউ জিনি গতি
চলিতে আকাশ ধাএ স্থিত বসুমতী।'

সোলায়মান বলেছিলেন— 'গৌরব থাকএ যাকে সমর্পিবা' এবং 'একস্থানে তিনদ্রব্য না দিও কাহারে।'

কিন্তু রাজা নিঃসন্তান। তাই রাজার মনে নেই কোন সুখ। কেননা 'পুত্রহীন যে জন তার বিফল জীবন'। কাজেই রাজা 'ভোজন-শয়ন-রীতি-বসন-বচন' ত্যাগ করে যোগীবেশে নির্জনে

নামাজের অবশেষে হই দণ্ডবত।
পুত্রদান বর মাগে প্রভুর অগ্রেত।
—'আপ হতে বাপ কৈলা বাপ হতে বেটা
গোটা হতে গাছ কৈলা গাছ হতে গোটা।

এদিকে রাজকার্য চলে না দেখে হাসান-নন্দন, মুখ্যপাত্র আজার নেস ও অপর আমীর হামিদ-পুত্রের উপদেশে রাজা আবার রাজকার্যে মন দিলেন।

গণক-জ্যোতিষীর মুখে জানা গেল রাজভাগ্যে পুত্রযোগ আছে। তবে এস্ত্রান শহরের নৃপতি উস্মরের পুত্র রাজা শাহ কহতানের দুহিতার গর্ভেই এ পুত্র লাভ সম্ভব। মিসররাজ কহতানের সুন্দরী কন্যা বিয়ে করলেন। যথাসময়ে রাজা লাভ করলেন পুত্ররত্ন। জ্যোতিষীরা বললেন এ রাজকুমার :

সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈব বিচক্ষণ।
রূপগুণ তুলনা বর্জিত ত্রিভুবন।
কিন্তু : চতুর্দশ হএ যদি বয়স বৎসর
উদাস হৈব মতি রাজার কুঞ্জর
রাজ্যসুখ তেজিয়া তেজিয়া উপভোগ
দেশান্তরী হইবেক ভাবিয়া বিউগ।
দেখিব অপূর্ব বহু ভ্রমিব বিস্তর
দিগন্তর গিরি চর আকাশ সাগর।
রাক্ষস গর্ন্ধব দেব দেখিব দানব
কভু হেন নরজন্মে না দেখে মানব।
পাইব বহুল দুঃখ মৃত্যু সমতুল
তার হেতু লোক নাশ হইব বহুল
নিজকার্য সাধি—পুনি আসিবেক ঘর
পশ্চাতে হৈব সুখী রাজ রাজেশ্বর।

দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে কুমার-জীবনে ফলে গেল, সেই বিচিত্র বৃত্তান্তই এ কাব্যে বর্ণিত।

॥ ২ ॥

যেদিন কুমারের জন্ম সেদিনই 'সালেহ' পাত্রও লাভ করল এক পুত্র সন্তান। রাজার আগ্রহে সে শিশুও রাজপ্রাসাদে রাজপুত্রের সঙ্গে লালিত হতে লাগল। পাত্র-বধূ দুই শিশুকেই স্তন্যদান করেন। রাজপুত্রের নাম হল সয়ফুল মুলুক আর পাত্র-তনয়ের নাম থুইল সায়াদ। উভয়েই 'দ্বিতীয়ার শশী যেন বাড়ে প্রতিনিত'। এবং তাদের 'পঞ্চম বরিষে শাস্ত্র পড়িবারে দিল'। যথাকালে কুমার অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য নানা বিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠল। বারো বছর বয়সেই তার 'তেজবন্ত দীপ্তিমান হৈল কলেবর'।

এবং 'অর্ধদিনে সূর্য যেন নিদাঘের দিনে/নিরক্ষিতে তার জোত অক্ষি মধ্যে হানে'। কুমারের অপরূপ রূপ দেখে রাজ্যের নারী-পুরুষ বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত।

নারীরা—

কুলের কলঙ্ক তেজে গরবিত লাজ
কামাতুর হইয়া তেজিল জ্ঞান কাজ।

এমন কি—

কেহ কেহ পিছে পিছে যাইত ধাইয়া
দন্তমুখ পদ ভাঙ্গে উঞ্চটা খাইয়া।

রাজ্যে যখন এভাবে কামানল জ্বলে উঠল, এক ব্যক্তির পরামর্শে রাজা এক নির্জন প্রাসাদে কুমারের বাস নির্দিষ্ট করে দিলেন। কুমার সেখানে প্রাণবন্ধুর সঙ্গে

শাস্ত্র-অস্ত্র-কাব্য-খেলা মনে যেই লএ
কায়মনে দুইজনে সেই কর্ম করএ।

সায়াদ ও কুমার

'দুই মাত্র একপ্রাণ দুই কলেবর।
শয়নে ভোজনে কভু নাই ছাড়াছাড়ি
তরুলতা যেহেন থাকএ জড়াজড়ি

এহেন বন্ধুত্বের উষ্ণ অনুভবে তারা নির্জন নিবাসে পরিতৃপ্ত। সেখানে তারা—

নানা রসে বঞ্চএ খেলএ নানা খেলা
ক্ষেণেকে আনন্দে উঠে প্রাচীরের মাঝ
ক্ষেণেকে খেলএ খেলা বালক সমাজ।
ক্ষেণেকে অশ্বেত চড়ে ক্ষেণেক মাতঙ্গ
ক্ষেণে অস্ত্র ক্ষেণে শাস্ত্র ক্ষেণে নানারঙ্গ।

কুমার ও সায়াদের বয়স যখন চৌদ্দ, তখন একদিন রাজা তাদেরকে কাছে ডাকলেন। আর সোলায়মান-প্রদত্ত উপহার ভাগ করে দিলেন তাদের। কুমার পেল আঙটি ও কাবাই আর সায়াদ পেল অশ্ব।

সেদিন রাত্রেই শিয়রে-রাখা কাবাইর মধ্যে কুমার এক আশ্চর্য রূপসী মূর্তি প্রত্যক্ষ করল। তার পরিচয়ও লেখা ছিল কাবাইর উপর। সুন্দরীর নাম বদিউজ্জামাল। পিতার নাম শাহবাল আর রাজ্যের নাম গোলেস্তাঁ-ইরাম।

যে-রাজকুমার এতকাল কতো সুন্দরী রাজকন্যার গোপন প্রেম-পত্র উপেক্ষা করেছে, কতো রাজার দুহিতা-দানের প্রস্তাব করেছে অগ্রাহ্য, সে আজ অঙ্গরাখার উপর চিত্রলেখা দেখে গভীর অনুরাগে পাগলপারা। শ্রাবণের ঘনধারার মতো কখনো অশ্রু ঝরায়, কখনো উন্মাদের মতো চারদিকে তাকায়, কখনো মূর্ছিত হয়ে পড়ে, কখনো তরুকে, কখনো পাখীকে বা কখনো পবনকে জিজ্ঞাসা করে রূপসীর সংবাদ। এদিকে সকালে ঘুম থেকে জেগে কুমারকে পাশে না দেখে উদ্যানে খুঁজতে গেল সায়াদ। নানা প্রশ্ন করেও কুমারের বেদনার কথা জানতে না পেরে বিচলিত সায়াদ রাজাকে দিল সংবাদ। শোকাভিভূত রাজা কিংবা পাত্ররা কুমারের রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে রাজ্যের ওঝাদের খবর দিল, নানাভাবে পরীক্ষার পর ওঝারা বলল—এ ব্যাধি নয়—আধি। মা এসেও ছেলের অন্তরের কথা বের করতে পারলেন না। বন্ধু সায়াদ যখন আত্মহত্যা করতে চাইল, তখন কুমার তার মর্মবেদনার বৃত্তান্ত প্রকাশ করল। গোলেস্তাঁ-এরাম রাজ্যের নামও শোনেনি কেউ। সে অসম্ভব তো জীবনে সফল হবার নয়। সবার পরামর্শে এক সুচতুরা বিদুষী যোগীকন্যার সাহায্য নেয়া হল— সে যদি তার রূপে, প্রেমে ও বাক্‌চাতুর্যে কুমারকে ভুলিয়ে ভাল করতে পারে—এই ভরসায়। কুমারের মনে মদন-জ্বালা দানের চেষ্টায় রত হল যোগীকন্যা।

পড়এ কামদ শ্লোক বিরহের কথা।
কহএ কন্দর্প রোগ বিচ্ছেদ বিউগ
গাহএ কামদ গীত আমোদ সম্ভোগ।

কিন্তু তার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হবার উপক্রম, তখন সে পুরোনো কাহিনী বিবৃত করল।

এ কাহিনী দীর্ঘ। সে কিস্‌সার সংক্ষিপ্তসার এরূপ: ইউনান শহরে তখন ইস্কান্দর বাদশাহ্‌র আমল। তাঁর ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। সে 'তেরচ নয়ানে হেরি হরে সব জীব'। তার 'অধর অমৃতে চেত পাএ সব শিব' আর 'হাসিতে খসএ তার তড়িতের ছটা'। রাজকন্যা সপ্তায় তিনদিন এক মনোহর উদ্যানে বাস করত আর চারদিন থাকত প্রাসাদে। সেই উদ্যানের পাশে ছিল নগরের বাজার। সেখানে এক গয়নার দোকান ছিল এক সুন্দর যুবকের।

তান সম রূপ নাহি এ তিন ভুবন
অমৃতে গড়ল তার নয়ান বয়ান।

একদিন রাজকন্যা বাজারের মধ্যেদিয়ে উদ্যানে যাবার সময় বাতাসে তার দোলার পর্দা সরে গেল, আর সে মুহূর্তে বেনে-যুবকের রূপ দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ল কন্যা। অনেক চেষ্টায় উদ্যানে তার মূর্ছাভঙ্গ হলে বৃদ্ধা ধাই সুকৌশলে তার এই রূপানুরাগের কথা জেনে নিল। রাজকন্যার বণিক নন্দনের প্রতি প্রেমের অশোভনতা বুঝাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু রাজকন্যার যুক্তি অন্যরূপ—

কন্যা বোলে প্রেমশাস্ত্রে নাই ব্যবহার
উত্তম অধম জাতি করিতে বিচার।

বিশেষ করে 'প্রেমের নাহি লাজ জাতিকুল'। কাজেই রাজকন্যার প্রেমবিকাশের সহায় হল ধাই। একদিন জীর্ণ বেশে ধাই ও কুমারী বাজারে গেল গয়না কেনার ছলে। সেখানে তারা নানা গয়না দেখে, কিন্তু কোনটাই পছন্দ করে না। কেননা আসলে ওরা 'বচাবচ করে রূপ দেখিতে অন্তরে'।—এতে বিরক্ত হয় বেনে এবং বলে 'দূর হও, দূর হও, উঠাও নেও ধন'। তখন বসন-বিন্যাস ছলে 'এক আঁখি, অর্ধ অঙ্গ আর এক স্তন' দেখাল কন্যা। রূপ দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ল বেনে। এই তরুণ বেনে ছিল বিবাহিত। তার স্ত্রী ছিল যেমনি গুণবতী, তেমনি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। সে বুঝল স্বামী তার কামবিষে জর্জরিত। এবং যে-নারীকে নিয়ে এ কামের উৎপত্তি তার সান্নিধ্য ছাড়া স্বামী সুস্থ হবে না। তাই সে এ প্রণয়ে স্বামীকে কেবল উৎসাহই দিল না—উপায়ও বলে দিল। স্ত্রীর পরামর্শে বেনে উদ্যানের দিকে নজর রাখল, রাজকন্যাও বেনের প্রত্যাশায় 'চিকের গবাক্ষে হেরি থাকে নিরন্তর'। কাজেই বেনেকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাজকন্যা :

নিকলিয়া দর্শন দিলেক তুরমান
রক্তবর্ণ বসন করিয়া পরিধান।
বসনে ঢাকিয়া অঙ্গ দিল দরশন
সাক্ষাতে আসিয়া দূর করিল বসন।
পুনি শির ঢাকিয়া বুকেতে হরি চীর…
কাজল বরণ বস্ত্র করি পরিধান

হস্তেত দর্পণ লই বাহিরে আসিল
দেখাই দর্পণ মুখ পৃষ্ঠ দেখাইল।
পুনি গৃহে প্রবেশিয়া জলঝারি আনি
কুমার গোচরে ঢালি ফেলাইল পুনি।
সূচি এক হস্তেত লইয়া দেখাইল
পুনর্বার আসিয়া দেখাইল পুষ্পহার।

এ হেঁয়ালি বুঝবার বুদ্ধি ছিল না বেনের। তার স্ত্রী সব শুনে এর রহস্য বুঝিয়ে দিলে স্ত্রীর উপদেশে বেনে রাজন্যার সঙ্কেত অনুসরণে তিমিরাভিসারে গেল। একরাতে রমণাবস্থায় তারা ধরা পড়ে গেল কোতওয়ালের হাতে। দু'জনকেই বন্দীশালে রাখা হল। স্ত্রীর পূর্ব উপদেশ স্মরণ করে বেনে ঘুষ দিয়ে এক সিপাহীকে বশ করে তাকে দিয়ে স্ত্রীর কাছে এ বিপদের সঙ্কেত জানাল। তার স্ত্রী ও দাসী শিরে দুই ভাণ্ড মিষ্টি পিঠা নিয়ে উপস্থিত হল কারাগারের দ্বারে। দ্বারীদের জানাল সে ব্রহ্মচারিণী এবং 'ইষ্ট দেব তুষ্ট হেতু নিত্যব্রত' করে। আজ তপস্যামন্দিরে যখন সে তন্দ্রামগ্ন ছিল, তখন স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছে কয়েদীদের মধ্যে মিষ্ট পিষ্টক বন্টনের জন্যে। অতএব, 'এক ভাণ্ড তুম্মি সবে খাও বিবণ্টিয়া', আর ভাণ্ডের মিষ্টি আমি নিজে কয়েদীদের বেঁটে দেব। এভাবে কারাগারে প্রবেশ করে, পোশাক বদলে রাজকন্যাকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিল আর নিজে রইল স্বামীর সাথে। সকালে রাজকন্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হল রাজ দরবারে। বন্দীদের যখন হাজির করা হল দরবারে, তখন দেখা গেল রাজকন্যা নয়—এক অপরিচিত দম্পতি। বণিক-বণিতার বাকচাতুরীর জোরে মুক্তি পেল তারা। শুধু তাই নয় বেনে-বৌয়ের অনুরোধে বেনে উদ্যানের দ্বারপাল নিযুক্ত হল। এরপর থেকে স্ত্রীর মধ্যস্থতায় রাজকন্যা ও বেনের কামকলা অব্যাহত রইল।

রাজনবী সোলায়মান মিসররাজকে পাঁচটি দ্রব্য উপহার দিয়ে বিনিময়ে এক দুর্লভ কেতাব চেয়ে নিয়েছিলেন। ঐ কেতাবে শেষনবী মুহম্মদের সিফৎ বর্ণিত ছিল। পূর্বোক্ত তিন সামগ্রী ছাড়াও তাতে দু'টি যাদু-বটিকা ছিল। এই বটিকা ধারণে 'না হএ অকালে মৃত্যু শত্রু পরাভব'।

সোলায়মান নবীর এ উপহার নিয়ে এসেছিল কয়েকজন পরী। তাদের মুখে রাজা শুনেছিলেন যে পরী জ্যোতিষী নোসাদর ছিলেন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা। নোসাদরই সোলায়মানের আগ্রহে তিরিশ বছর আগে শাহবালের ভাবীকন্যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বদিউজ্জামালের 'চীর-চিত্র' অঙ্কিত করে দেয়। এখন সোলায়মান নবী আর জীবিত নেই। কাজেই 'এরাম-গোলেস্তাঁ' রাজ্যের সংস্থান জানা অসম্ভব। তাছাড়া পরী-মানুষে বিয়েও অশ্রুতপূর্ব। তবু কুমারকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রীর পরামর্শে মিসররাজ সাতশ' প্রধান সেনাপতিকে গোলেস্তাঁ-এরাম রাজ্যের সন্ধানে পাঠালেন। বলে দিলেন,— 'সপ্তদ্বীপ জলস্থল পর্বত কানন। করিবা সকল তুম্মি সর্বত্রে গমন।' কিন্তু চৌদ্দমাস পৃথিবী পর্যটন করেও তারা শাহবাল বা তার রাজ্যের খবর সংগ্রহ করতে পারল না, তবে বিভিন্ন দেশের চারশত রাজকন্যার চিত্র সংগ্রহ করে ফিরে এল তারা। পাছে আশা ভঙ্গে কুমারের চিত্ত বিকার ঘটে এই ভয়ে দূতদের প্রত্যাগমন বার্তা গোপন রাখা হল।

এদিকে কুমার সয়ফুল মুলুক উঁচু টঙ্গীতে বসে দূতদের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় পথের দিকে চেয়ে চেয়ে আশা-নিরাশায় দিন কাটায়। তারপর যখন সে শুনল যে দূতরা বিফল হয়ে ফিরে এসেছে, তখন সে 'অশান্ত বিক্ষুব্ধ হই কান্দিয়া বিকল'। রাজা তখন বিভিন্ন দেশ থেকে আহৃত চারশ' রাজকন্যার চিত্রপট দিলেন পুত্রকে। কিন্তু 'যদিবা সে সব রূপ অপরূপ ছিল। সেই বিনে আনেতে কভু মন না রুচিল।' কুমারের আগ্রহাতিশয্যে কুমারকে কন্যার সন্ধানে পৃথিবী পরিক্রমের অনুমতি দিলেন রাজা। শুরু হল যাত্রার আয়োজন, নৌকা, খাদ্য ও লোকলস্কর যোগাড় হতে লাগল। এদিকে সুচতুর মন্ত্রী কুমারের মতি ফেরানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে রাজ্যের সব সুন্দরী এনে পুরীর পথে দাঁড় করিয়ে দিল। রূপ, যৌবন, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা কুমারের মন ভুলানোর কাজে যে সফল হবে, সেই হবে রাজবধূ ও ভাবী মুখ্য পাটেশ্বরী। এই পথেই মহলে যাবে কুমার মাতৃসন্দর্শনে বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এ সব তরুণীর উৎসাহের অন্ত নেই। কেননা এদের যারা পূর্বে কুমারকে দেখেছিল তারা ছিল কুমারের রূপের পাগল। যারা রূপের কথা শুনেছিল তারা ছিল বিকল। কিন্তু কুমার প্রেমৈক।

'যাহাতে যাহার মন মজিয়া থাকএ। সে বিনে আনেত চিত্ত কভু না লাগএ।' কাজেই 'কার রূপ না রুচিল কুমারের মতি'।

অবশেষে বহু লোকলস্কর, হাতী-ঘোড়া, ধনরত্ন ও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চার হাজার নৌকায় বেদনাবিধুর চিত্তে কুমার ও সায়াদ রওয়ানা হল। যতক্ষণ নৌকা দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল ততক্ষণ রাজা-রানী সাশ্রু নয়নে একমাত্র পুত্রের বিদায়ে 'একদৃষ্টে নৌকা ভিতে দুইজন হেরে'।

প্রথমে এরা পৌঁছল চীনে। সে দেশের রাজা ছিলেন ফগফুর। কোন শত্রু রাজ্য আক্রমণ করতে এসেছে আশঙ্কা করে তিনি সসৈন্যে এগিয়ে গেলেন সমুদ্রতীরে। তখন—

কম্পএ চীনের মাটি দুই দল লোকে
জলস্থল আবরিল উভয় কটকে।

কুমারের বৃত্তান্ত শুনে পরম সমাদরে ও সহানুভূতির সঙ্গে তাকে গ্রহণ করল চীনরাজ। চীনা চিত্রকরদের চিত্রপটেও বদিউজ্জামালের সন্ধান যখন মিলল না, তখন তিনশ' বছর বয়স্ক ভূপর্যটক এক যোগীকে ডেকে পাঠাল। যোগীর নাম 'জগম'। সেও কখনো গোলেস্তাঁ-এরামের নাম শোনেনি। তবে সে জানাল যে চীন থেকে প্রায় দু'বছরের পথ বিপদসঙ্কুল সমুদ্র মধ্যে 'কতিতা' নামে এক দ্বীপ রয়েছে। নানা দেশী সাধুগণ আসে সেই দেশে। 'তথা পুছি পাও যদি সে দেশ উদ্দেশ।' চীনরাজ থেকে বিদায় নিয়ে কুমার 'কতিতা'র উদ্দেশে পাড়ি দিল। এক দিন ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ল কুমার। তখন নিশ্চিত মৃত্যু জেনে কুমার বিলাপ শুরু করল আর সমীরকে সম্বোধন করে বলল :

বদিউজ্জামালকে : কহিঅ জীবন দিল তোর অন্বেষণে
কৃপা করি দিতে দেখা অমরা ভুবনে।

এ ঝড়ে ডুবল কুমারের নৌবহর। কেবল তার নৌকাটিই রইল। আর রইল প্রাণবন্ধু সায়াদ ও তার নৌকা। কিন্তু কিছু দিন পর যে ঝড় এল তা চারদিন ছিল, আর তাতে 'কুমার সায়াদ মধ্যে হৈল সঙ্গ ভঙ্গ'। এবং কুমারের নৌকার সব লোকও 'ঝড়ে বানে ভয়-ত্রাসে হইল নিধন'। তবু রইল জন পঞ্চাশেক। বন্ধু সায়াদকে হারিয়ে কুমার নিঃসঙ্গ ও অসহায় বোধ করতে লাগল। তার জন্যে করল অনেক বিলাপ। এবার জঙ্গীদেশে এসে পৌঁছল কুমার।

এই জঙ্গীদেশী নর সব দানব আকার
রাক্ষস প্রকৃতি করে মনুষ্য আহার।
বলহীন সাধুজন পন্থে যদি পাএ,
ধন লুটে দ্রব্য নেয় নর ধরি খাএ।

একশত জঙ্গী-তরণী কুমারের নৌকা আক্রমণ করে। কুমার একা, তবু বীর বিক্রমে শরবৃষ্টি করে বহু জঙ্গী মেরে অবশেষে বন্দী হল। কুমারের সঙ্গী সংখ্যা এখন সতেরো। কুমার ও সঙ্গীগণ রাজার সম্মুখে নীত হল। সে-রাজার

সর্বাঙ্গ অঙ্গার মত বিকৃত আকার।
উচ্চ এক সিংহাসনে বসিয়া আছএ
রাক্ষস আকার অঙ্গ দেখি লাগে ভয়।
শূকরের দন্ত যেন আছে নিকলিয়া
রক্তবর্ণ দুই আক্ষি চাহে পাকাইয়া।

রাজাদেশে কুমার ও অন্য সতেরো জন বন্দীকে খাদ্যসামগ্রী রূপে বন্টন করে দেয়া হল নানা জনের কাছে। কুমার ও অন্য দুই জন রাজকুমারীর ভাগে পড়ল। ভাগ্যের কথা, রাজকন্যা কুমারের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি হল আসক্ত। এ কন্যার

হেন ভয়ঙ্কর মূর্তি বিকৃত আকার।
পর্বত শিখর শির কেশ থোপা থোপা
নারিকেল ছোবড়াএ বান্দিয়াছে খোপা।
করীবর কর্ণ হেন শ্রবণ যুগল
গাঁথিয়া শামুক সারি দিয়াছে কুণ্ডল।

'কুমার ঘৃণাএ ছিল আকুল জীবন।' তাই কন্যার প্রেম প্রত্যাখ্যান করল সে। রুষ্টা কুমারী নির্যাতনের ব্যবস্থা করল—

বুলিল নিশাএ তারে হাতে দিব দড়ি
দিবসে কুটিব আটা কাটিবে লাকড়ি।
অল্প যদি করে কর্ম মারিবা বিস্তর
মারিতে মারিতে যেন যাএ যমঘর।

অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে দিন যায়। কুমার ও তার সঙ্গী দুই জন মিলে বনে এক 'ভূড়' তৈরী করল। এক রাত্রে সে ভূড়ে চড়ে তারা ভাসল সাগরে। 'দিকের নির্ণয় নাহি স্রোতে লই যাএ।' এভাবে দু মাস ভেসে বেড়ানোর পর আবার ঝড়বৃষ্টির মুখে পড়ল তারা। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

ঘনঘোরে ঘিরিয়া ঘুরিয়া দিবাকর
গলিত পুষ্পের ধারা পরম দুষ্কর।
নির্বহে দুর্বহ বাউ বহে বেগবন্ত
পর্যটিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পর্যন্ত।
অনিল সলিল শিলা বৃষ্টি সৃষ্টিনাশ।

আবার দু'মাস ধরে ভূড় নির্বিঘ্নে চলল; তারপর এক চরে এসে ঠেকল ভূড়। সেখানে ছিল এক সুউচ্চ পর্বত। পর্বত থেকে নানা আশ্চর্য ফল সংগ্রহ করল তারা; তারপর গিরি চূড়ায় দেখল হীরামণিমাণিক্যে রচিত টঙ্গী। সেখানকার এক টঙ্গীতে তারা দেখল এক পরমাসুন্দরী তরুণী। এ রূপসী সাগরকন্যা। তার সঙ্গে সয়ফুল মুলুকের পরিচয় হল। তাকে জানাল সে নিজের সব বৃত্তান্ত। সাগরকন্যা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। কিন্তু সে সবিনয়ে তার অসামর্থ্য নিবেদন করলে সহানুভূতিশীলা সাগরকন্যা—

ভক্ষ্য ভোজ্য বসন ভূষণ বহু দিয়া
যাইতে মেলানি দিল গৌরব করিয়া।

আবার ভাসাল ভূড়। মাসখানেক পরে এল ঝড়বৃষ্টি।

দিবানিশি অভেদ যে ইন্দু অপ্রকাশ।
বজ্রপাত হএ ঘন ধারা বরিষণ
চপলা চমকে ঘন গহন গর্জন।
বিষম তরঙ্গ মেঘ বহএ বাতাস
পাতাল ফালাএ চাহি ধরিতে আকাশ।

ঝড়বৃষ্টি দশদিন ধরে চলল। সে-সময়ে

বরুণ পবন আর শমন মদন
দশদিন কুমার বধিতে কৈল রণ।
অন্তর্দহে মদনে সর্বাঙ্গ দহে শীতে
তরাসে জীবন কাঁপে তরঙ্গ দেখিতে।

তখন কুমার ‘নবীর কলেমা পাঠে স্মরে করতার’। আর ‘বদিউজ্জমাল স্মরি ছাড়এ নিঃশ্বাস’। ‘সমুদ্রে নানা জাতি জন্তু সব দেখি লাগে ডর’। বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর সব প্রাণী। এক প্রকারের মৎস্যের ‘আঁখির জোতে হইত নিশি দিবাময়’। তখন তাদের

বায়ু বিনে সাথী নাহি জল বিনে স্থল
সূর্য বিনে দিক নাহি ভূড় বিনে বল।
স্রোত বিনে গতি নাহি ফল বিনে ভক্ষ্য
ত্রাস বিনে সুখ নাহি প্রভু বিনে লক্ষ্য।—(এসব চিত্র

য়ুরোপীয় অভিযাত্রী ও পর্যটকদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।)

অবশেষে ভেলা এক চরে গিয়ে ঠেকল। এই চরে ‘নানা জাতি নানা ফল তথাত ফলিছে’। কাজেই তারা ‘যেই ফল চিত্তে লএ পাড়িয়া খায়ন্ত’। সন্ধ্যায় তারা এক বৃক্ষে আশ্রয় নিল। রাত্রে দেখে ভয়ঙ্কর অবস্থা।

শূকর শৃগাল সিংহ যক্ষ ব্যাঘ্র ঘোড়া
মহিষ হরিণ হস্তী উট গাধা মেড়া।

প্রভৃতি সব অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ও বিচিত্র জীবের লীলা। কোন কোন জন্তুর ধ্বনি ‘কবিলা রবাব সুর সারিন্দা হেন শুনি’। কোন জন্তু খলখল হাসে, কারো দাঁতের প্রভায় ‘তিমির বিনাশ’ করে। কোন বিরাটকায় জন্তুর শ্বাসে আগুন বের হয়। প্রভাতে নানা ফল নিয়ে অকূলে আবার ভেলা ভাসাল তারা। সমুদ্রে এবার একটানা ছয়মাস কাটিয়ে তারা পৌঁছল এক আজব চরে। এটি অদ্ভুত তৃণে-তরুতে-লতায়-ফলে-ফুলে-পাতায় এবং আর পাখীর কাকলিতে অতি মনোরম। ‘এমত আশ্চর্য স্থান নাহি ত্রিভুবন।’ এখানে তারা পরম সুখে রইল কয়দিন, কিন্তু সুখ লেখা নেই তাদের কপালে। দুঃখের ব্রত তাদের। একটি বিরাটকায় পক্ষী মেঘের মতো ছায়া ফেলে হঠাৎ এসে কুমারের সঙ্গী একজনকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কুমার ও তার অপর সঙ্গী ভয়ে দিবারাত্র পালিয়ে বেড়াতে লাগল সেই চরে। তবু শেষ রক্ষা হল না, একদিন অপর এক পক্ষী এসে কুমারকে নিয়ে উড়াল দিল। অনেক দূরে এক গিরির উচ্চবৃক্ষে ছিল পক্ষীটির বাসা। সেখানে নীচে এক সর্পও থাকত। সে সাপটিই খেয়ে

ফেলত পক্ষীটির প্রতিবারের শাবক। কুমারকে নিয়ে যখন পক্ষী সেখানে উপস্থিত হল, তখন দেখল সাপটি পাখীর নীড়ে উঠছে। কুমারকে রেখে পাখি সাপের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল। সে কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ!

ক্রোধে সর্পমুখ হতে অনল নিকলে
বৃক্ষ পত্র তৃণ আদি সমুখেত জ্বলে।

অবশেষে পক্ষীর মৃত্যুতে যুদ্ধাবসান হল। কিন্তু সাপও তখন অন্ধ। কুমার মুক্তি পেয়ে এবার স্থলপথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করল। কিছুদিন হাঁটবার পর এক বানর-রাজ্যে গিয়ে পৌঁছল সে। বানরদের নিয়ম ছিল তারা মানুষকেই তাদের রাজা করত। কেননা

সত্য আছে যাবত না হএ রাজা নর
দম্পতি সঙ্গম নহে যতেক বানর।

বানরেরা কুমারকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল। নিঃসঙ্গ মানুষ রাজা কুমারকে পেয়ে আনন্দিত হল। এ রাজা ছিল বসোরাবাসী বণিক। ঝড়ে নৌকা-ডুবির পর ভেসে এ চরে এসে উঠে এবং বানরেরা তাকে প্রথামতো রাজা করে। এই রাজার সঙ্গে কুমারের সুখেই কাটল কয়দিন। এখানে এক পরীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল সে, কিন্তু সে পরীও 'গোলেস্তাঁ-ইরামের' নাম শোনেনি। আশার আলো নেই কোথাও। তবু তাকে যেতেই হবে দয়িতার সন্ধানে। রাজাদেশে বানরেরা বহু যত্নে তাকে বানররাজ্যের সীমা পার করে দিল। দুই নর সঙ্গীসহ কুমার অনেক দিন হেঁটে সমুদ্র তীরে পেল এক চর। সেখানে সে দেখতে পেল বিপুলকায় পিঁপড়ে।

শিকারী কুকুর হোন্তে অধিক ডাগর।
হরিণ মহিষ হস্তী যেই জন্তু পাএ
বলে পিপীলিকা সবে ধরি ধরি খাএ।

এখানে আর এক আশ্চর্য ব্যাপার। 'মৃত্তিকাএ তথাতে প্রভুর নাম লএ'। এখান থেকে কুমার সসঙ্গী অন্য বনে গেল পালিয়ে। কিন্তু সেখানে পড়ল আরো বড় বিপদে। সেখানে 'একপক্ষী ব্যাঘ্রমখ রক্তবর্ণ আঁখি' হঠাৎ উড়ে এসে তার সঙ্গীদুটোকে তুলে নিল। সেও উপস্থিত বুদ্ধিবলে পক্ষীর পা ধরে ঝুলে রইল। পক্ষী তার সঙ্গী দু'জনকে চার ভাগ করে চার শাবকের মুখে দিয়ে আবার অন্যত্র গেল আহার্যের সন্ধানে। এই অবসরে

কুমার দৌড়ে পালাল। রাতে বৃক্ষে বিশ্রাম করে আর দিনে হেঁটে চলল কুমার। কতদিন এভাবে হাঁটার পর এক রাতে যখন কুমার বৃক্ষে নিদ্রামগ্ন, তখন হঠাৎ বিকট গর্জনে জেগে দেখল এক ভালুক ও তার দুই শাবক তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত। আত্মরক্ষার্থে সে এক ডাল ভেঙে ছুঁড়ে মারল, এতে আহত হল একটি শাবক, প্রতিরোধলিপ্সু ক্রুদ্ধ মাতা ভয়ঙ্কর গর্জন করে তরু কামরায়, কিন্তু 'বারিদ বজ্রের ঘাতে না ভাঙ্গে সুমেরু'। ব্যর্থ হয়ে ভালুকটি ছুটে গিয়ে আরো পনেরোটি ভালুক নিয়ে এল। এদিকে ভীত কুমার ছুটে পালাল—ভালুকগুলোও তার পিছু নিল। নিরুপায় কুমার রুখে দাঁড়ায় এবার এবং পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘায়েল করল পাঁচটা ভালুক। তখন এগারোটি পালিয়ে বাঁচল। কুমার এগিয়ে চলল। নিঃসঙ্গ শ্বাপদসঙ্কুল পথ।

সাগর কানন গিরি তরুতলে বাস।
ক্ষেণে জঙ্গী মাতঙ্গ বিহঙ্গ রিক্ষু আগে।
ক্ষেণে পশু ক্ষেণে পক্ষী ক্ষেণে কাল নাগে।

—আক্রান্ত হয়ে হয়ে কুমার অতিক্রম করে দুস্তর প্রেমপন্থ। একস্থানে গিয়ে সে দেখল বিরাট প্রান্তর, সুরম্য উদ্যান এবং অসংখ্য হরিণ-ছাগল-ভেড়া। তারপর এক পুকুর পাড়ে দেখল বসে আছে এক দৈত্য।

গিরি হেন মুণ্ড আছে আকাশে লাগিয়া।
দন্তসব ওষ্ঠ যিনি হইছে বাহির
দুই দণ্ডপন্থ ব্যাপি তাহার শরীর
হস্তপদ বেঙ্কা কোঙ্কা কি কহিব আর
কুম্ভকর্ণের দশগুণ শরীর তাহার।

পশু মেরে শিক কবাব খায় সে। আর মদ পান করে অপরিমেয়! তার—'মদের কটোরা ছিল পুস্কর্ণী সমান'। কুমার চালাকী করে দৈত্যকে মিত্র বলে সম্বোধন করল।

এতে দৈত্য মহাখুশী। সে বলে—

মিত্র যদি না বুলিতা বধিতুঁ এখন
এসব সহিতে তোকে করিতুঁ ভক্ষণ।

তারপর সস্নেহে বলল দৈত্য :

দেবতা গন্ধর্ব পরী যথেক দানব
যক্ষ ভূত এথাতে বৈসএ এইসব।

তুমি কেন এবং কি করে এখানে এলে বল। সব বৃত্তান্ত শুনে দৈত্যও জানাল সেও শোনেনি গোলেস্তাঁ-ইরামের নাম। হতাশ কুমারকে সে বাড়ী ফিরে যেতে পরামর্শ দিল। কুমার বলে বাড়ী ফিরে যাবারও তো উপায় দেখিনে। কোনদিকে কতদূরে আমার বাড়ী তাও কি জানি। দৈত্য বলে মনুষ্যালয়ে যেতে মানুষের লাগবে সহস্র বছর তবে, দৈত্যের লাগবে মাস খানেক। দৈত্য নিজ থেকে তাকে কাঁধে করে মিসরে পৌঁছিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু কুমার বদিউজ্জামালগত প্রাণ। প্রিয়ার সন্ধান-ব্রতে সে পণ করেছে জীবন। কয়েকদিন দৈত্যের সঙ্গে বাস করে আবার রওনা হল কুমার। পথে পেল এক পর্বত। দেখল 'নীলা মণি মাণিক্য বহুল তার মাঝ। মৃত্তিকা পাষাণ নাই মাণিক্যের মুড়া।' দেখে লোভ জাগে, সে কিছু মণিমাণিক্য সংগ্রহ করে পোটলা বাঁধল। আশ্চর্য মানুষের মন—

সহস্র বরিষ পন্থ নরের আলএ
অথচ দারুণ চিত্ত লোভ না ছাড়এ।

চলতে চলতে সে আর এক গিরি পেল। সেখানে দেখল এক আশ্চর্য উদ্যান ও সুরম্য বহু প্রাসাদ। এখানে 'অন্নজল অস্ত্রবস্ত্র আছএ প্রস্তুত'। কিন্তু জনমানবের দেখা নেই। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে এক টঙ্গীর সিংহ-দ্বারে এসে দেখল—

দুই ব্যাঘ্র দুই মৃগ দ্বারে আছে রক্ষী
তৃণ রাখিয়াছে দুই বাঘের সন্মুখে
মাংস সব রাখিয়াছে দুই মৃগমুখে।

কুমার বুদ্ধি করে তৃণ হরিণের মুখে এবং মাংস বাঘের কাছে দিল, আর সশব্দে দ্বার খুলে গেল। ঘরে গিয়ে দেখল রত্নসিংহাসনে এক যুবতী রয়েছে শায়িত। তারপর সাহস করে মুখের বসন দূর করে 'দেখএ সুন্দরী এক জিনি শশধর। মনুষ্য কুলেত হেন নাহি রূপবতী।' অনেক ভেবে শয্যা

সন্ধান করে শিথানে-পৈথানে পেল দু'টো পাথর, তার 'পালট' ভাঙলে যুবতী জেগে উঠল। পরস্পরের পরিচয় হল। কুমার জানল তরুণীর সরন্দ্বীপের রাজকন্যা। উদ্যানে জলক্রীড়া করবার সময় দানব রাজপুত্র কর্তৃক অপহৃতা। দানব কুমার তাকে বিয়ে করতে চায়। সে ধর্মের দোহাই দিয়ে দু'বছরের সময় চেয়ে নিয়েছে। দেও মাসে একবার দ্বিতীয় তিথিতে এসে দেখা করে যায়। কুমারের বৃত্তান্ত শুনে কন্যা জানাল যে বদিউজ্জামাল তার দুধবোন। সহর্ষে কুমার শুনল পরীদের রীতি এই যে, কোন মানবী যেদিন গর্ভবতী হয়, সেদিন কোন পরী গর্ভবতী হলে প্রসবকালে ঐ মানবীর সান্নিধ্যে থাকে— নইলে পরীরা প্রসব করতে পারে না। একবার এই তরুণীর বোনের জন্মকালে শাহবাল-পত্নী ছোসেন-জামালও তাদের উদ্যানে এসে বদিউজ্জামালকে প্রসব করে; ফলে উভয়ের পরিচয় ও সখ্য হয়। সে-থেকে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং উভয় পরিবারে যাওয়া-আসা আছে। কন্যা আরো জানাল—

সায়াদ আছিল যেন তোহ্মা প্রাণসখা
বদিউজ্জামাল মুঞি তেনমত লেখা।

তারপর যথাকালে দেও আসল। ছল করে কন্যা তার প্রাণের খবর নিয়ে নিল। দেও বলল :

যে জন মায়ের এক পুত্র সতীর তনএ
জন্মাবধি পরদার করি না থাকএ।
সোলেমান নবীর অঙ্গুরী হাতে থাকে
অঙ্গুরী দেখাএ যদি সেই কুম্ভ ডাকে,
তবে সে কুম্ভ আসিবে নিকটে তাহার।

কুমার সুকৌশলে কুম্ভ ডেকে তুলে তার ভিতর থেকে দেও-এর প্রাণ-রূপ পারাবত মেরে কন্যা নিয়ে সরন্দ্বীপ উদ্দেশে যাত্রা করল। ভূড় বেঁধে দিল সমুদ্র পাড়ি। সাত মাস সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোর পর ঝড় উঠল, সে ঝড় 'ছমাসের পন্থে নেয় অক্ষির নিমিষে'। তারপর তাদের ভুড় ঠেকল এক চরে। সেখান থেকে নানা অদ্ভুত ফল সংগ্রহ করে আবার ভেসে চলল। এভাবে তিন মাস চলার পর 'পর্বত সমান এক কুমীর ডাঙ্গর' এসে ভূড় ধরল। কুমার কুমীরের শির ও দুই হাত বিদ্ধ করল।

তবু কুমীর ভুড় নিয়ে চলল। অবশেষে কুমীর এক চরে পৌঁছল, আর তখনই আহত কুমীরের হল মৃত্যু। সে-চরে একমাস বাস করে আবার পাড়ি জমাল। আবার পেল আর এক চর। পাখীর রব, বাসন্তী শোভা ও সুস্বাদু ফলে ভরা এ চর পরীলোক। এখানে সহস্র বছর ধরে ধ্যানে যোগ সাধনা করছে এক তপস্বী। এখান থেকে কুমার রাজকন্যাকে নিয়ে আবার ভেলা ভাসাল অকূলে। এবার অনেকদিন পরে এক চরে ভিড়ল ভেলা। এখানে কয়দিন বাস করার পর হঠাৎ এক প্রভাতে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখে এক সাধুর ডিঙ্গা। তাদের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে জানা গেল তারা ওয়াচীনবাসী এবং তাজুল মুলুক সরন্দীপ রাজার ছোট ভাই তথা কুমারের সঙ্গিনী রাজকন্যার চাচা। ডিঙ্গায় চড়ে তারা সাগর পার হয়ে পদব্রজে এক মাসের পথ অতিক্রম করে ওয়াচীনে পৌঁছল। তখন রাজা তাজুল মুলুক মৃগয়ায় ছিলেন। এজন্যে কয়দিন তাদের কষ্টে দিন গেল। রাজা ফিরে আসলে পরিচয় হল। মহাসমারোহে তারা প্রাসাদে গৃহীত হল। তাজুল মুলুক স্বয়ং তাদের নিয়ে সরন্দীপ গেলেন। এভাবে হৃতকন্যা ফিরে পেয়ে রাজরানীর আনন্দের অবধি রইল না।

'পুরীর নিকটে এক উদ্যানে' কুমারের নিবাস নির্দিষ্ট হল। রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে কুমার সব বৃত্তান্ত জানাল—

কুমারে কহিল যথ অপূর্ব দেখিল
যথাতথা যেইমত দুঃখ উপজিল।

এক দিন বনে মৃগয়ায় গেল কুমার, পথে অভাবিত ভাবে পেয়ে গেল সায়াদকে। ঝড়ের তোড়ে সায়াদের ভেলা এসে লেগেছিল সরন্দীপে চৌদ্দ বছর আগে। পরিচয় হতে একটু দেরী হল।

কেহ মারে কেহ টানে কেহ নেয় বেড়ি
মৃত লৈয়া যেন শৃগালের হুড়াহুড়ি।

অবশেষে দুই বন্ধুর পরিচয় ও মিলন হল। সায়াদ তার পথের দুঃখ-কষ্ট ও অভিজ্ঞতা বিবৃত করল। একবার সে এক চরে খগচর প্রেতের হাতে বন্দী হয়ে খাঁচাবদ্ধ ছিল। তাকে অদ্ভুত প্রাণী হিঁসেবে অতি যত্নে

রেখেছিল তারা। এই প্রেতগণ

> সায়াদে বুলিল সব শূকরের শির
> কুকুরের মুখসব বচন গম্ভীর।
> ভল্লুকের পৃষ্ঠ জান কুকুরের পাও
> নিশিকালে ডাক ছাড়ে কুকুরের রাও।

এর পরে সে নরখাদক 'কাঞ্চনবরণ অঙ্গ বিকৃত আকার' জঙ্গীদের কবলে পড়ে। জঙ্গীরাজের আদেশে ডালিস্বরূপ স্থানান্তরে নীত হবার সময় সাগরে ঝড় বৃষ্টি এল। ডিঙ্গা গিয়ে ঠেকল 'আমান সাগরের' এক চরে। সেখানে ছিল মনুষ্যালয়। তারাই উদ্ধার করল তাকে। সেখানে এক বছর থাকার পর স্বপ্নে দেখল—সরন্দ্বীপে আসলে কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তাই বেনে ডিঙ্গায় চড়ে সে সরন্দ্বীপে এসে কুমারের সন্ধান ও প্রতীক্ষা করছিল।

সরন্দ্বীপ রাজার যে কন্যাকে কুমার উদ্ধার করেছিল তার নাম মালেকা। সে কুমারের সঙ্গে ধর্ম-ভাই-বোন সম্পর্ক পেতেছিল। উদ্যানে কুমারের টঙ্গীতে সে রোজ আসত। একদিন টঙ্গীতে কুমার ও সায়াদ ছিল আলাপরত। এমনি সময়ে এল মালেকা। তাকে দেখে সায়াদ পড়ল তার প্রেমে।

অবশেষে প্রেমব্রতী সয়ফুল মুলুকের জীবনের পরম মুহূর্ত হল উপস্থিত। বদিউজ্জামাল এল। মালেকা তার কাছে সবিস্তারে বিবৃত করল তার উদ্ধার কাহিনী। ছল করে বদিউজ্জামালকে নিয়ে উদ্যানে গেল মালেকা। সেখানে টঙ্গীতে বসে কুমার দেখল বদিউজ্জামালকে। বদিউজ্জামালও মুগ্ধ হল কুমারের রূপে। বিচলিত বদিউজ্জামাল নিশীথে গোপনে সাক্ষাৎ করল কুমারের সাথে। চুম্বন-আলিঙ্গন সব হল বটে; কিন্তু 'পরদার ডরে রতি সিদ্ধি না হৈল'। ক্রমে কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল। বদিউজ্জামাল রাজি। কিন্তু ভয় হয় পাছে পরী-মানুষের বিয়েতে অসম্মত হয় রাজা শাহবাল। কুমার অনেক যুক্তি দিল। ছলনা—কৃত্রিম ক্রোধ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রেম হল গাঢ়। গান্ধর্ব বিবাহও উচিত হবে না—শাহবাল তাতে রুষ্ট হবেন।

অবশেষে বদিউজ্জামাল বলল, তার পিতামহীর মাধ্যমে পিতাকে রাজি করানোর চেষ্টা চলতে পারে। পিতামহী 'মনুষ্য উপরে সদয়

হৃদয়'। পিতামহী থাকেন রজত নগরে। পথ সঙ্কটবহুল।

সে দেশে যাইতে পন্থ অধিক সঙ্কট
পশু পক্ষী নিশাচর দানব বিকট।
জলজন্তু ভয় আর তরঙ্গ সাগর
অনলের গিরি আর কুলাকর্ণ নর।
জঙ্গীদেশের নর সব নর খাএ ধরি
আর যথ সঙ্কট কথা কি কহিতে পারি।

কমার ঘাবড়ে গেল। আবার সেই বিপদের পথ। ভরসা দিয়ে—

কন্যা বোলে প্রাণ-প্রিয় না বাসিও ভএ
আরোহিয়া দিব এক দানব কান্ধএ।

বদিউজ্জামালের মাতামহীর নাম সরবাভানু! কুমার দানব কাঁধে চড়ে তাঁর কাছে গেল। পথে পেল ননীর সাগর—আনলগিরি, কুলাকর্ণ নর, হাবসীজঙ্গী প্রভৃতি। সব বৃত্তান্ত শুনে তাঁর সহানুভূতি জাগল। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন গোলেস্তাঁ-এরামে পুত্রের কাছে। তখনই রাজার কাছে নেয়া সমীচীন নয় ভেবে কুমারকে রেখে গেলেন এক উদ্যানে।

এদিকে দানবরাজা পুত্রহন্তার সন্ধানে দিকে দিকে দেও পাঠিয়ে দিয়েছে। একদল দেও উদ্যানে ঘুমন্ত কুমারকে পেয়ে নিয়ে গেল তাদের রাজার কাছে। ক্রুদ্ধরাজা তখনই তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে রূপমুগ্ধ মন্ত্রী তাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করল। শাহবাল রাজার ভয় দেখাল। কুমারকে এক আঁধার সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী করে রাখা হল।

এদিকে সরবাভানু গল্পচ্ছলে কুমারের রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করে বদিউজ্জামালও যে কুমারের প্রেম প্রার্থিনী তা সুকৌশলে পুত্রকে জানিয়ে দিল। আশঙ্কা সত্য হয়নি, রাজা শাহবাল সহজেই এ বিয়েতে সম্মতি দিল। তখন কুমারকে প্রাসাদে আনবার জন্যে পাঠানো হল চল্লিশটি পরী। কুমারের সন্ধান না পেয়ে ফিরে এল তারা। তারপর চারদিকে চল্লিশ সহস্র পরী কুমারের সন্ধানে গেল। অবশেষে এক বুড়ীর কাছে মিলল দুঃসংবাদ। রানীর প্রশ্নের উত্তরে সেই জানাল যে, 'কাফল'

দেশের দানবেরা একটি মানুষ ধরে নিয়ে গেছে উদ্যান থেকে। ক্রুদ্ধ শাহবাল বিপুল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেল দানব রাজাকে শাস্তি দেবার জন্যে। বদিউজ্জামাল দারুণ শোকে অভিভূতা। যুদ্ধ বাধল। সে কি সমর।

সমুখ মিলন যদি হৈল পরী দৈত্য
কম্পমান হৈল পাতাল স্বর্গ মর্ত্য।

সে মহাসংগ্রামে

বাপে পুত্র পুত্রে বাপ না চাহে ফিরিয়া
উর্ধ্বমুখে ধাএ সব প্রাণ সম্বরিয়া।

বহুদিন ব্যাপী জগৎ-ধ্বংসী সংগ্রামের পর জয়ী হল শাহবাল। কুমারকে ফিরে পেল বদিউজ্জামাল। প্রেম-ব্রতীর প্রেমৈক সাধনা অবশেষে সিদ্ধ হল। এমনকি দানবরাজও পুত্রহন্তা সয়ফুল মুলুকের রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে আশীর্বাদ করল তাকে। মহাআড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল তাদের।

তারপর স্থির হল সরন্দীপে যাবে তারা। সরন্দীপে পোঁছে দেখে সায়াদ মালেকাপ্রেমে দশমী দশা পেয়ে বসেছে। বন্ধুশোকে সয়ফুলও মনে হল বিগত-প্রাণ। সয়ফুলের শোকে বদিউজ্জামালও মুমূর্ষু। আর বদিউজ্জামালের শোকে তার বাপ আর পিতামহীও মরণোন্মুখ। চারদিকে গভীর শোকের ছায়া নেমে এল। এ খবর অন্তঃপুরে পোঁছতেই হাহাকার করে ছুটে এল মালেকা। লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করে সে মৃত্যুদের জড়িয়ে ধরে গড়িয়ে পড়ল। তাঁর স্পর্শ পাওয়া মাত্রই প্রাণ পেল সায়াদ, জেগে উঠল সয়ফুল ও বদিউজ্জামাল। সবাই বুঝল দেহের স্পর্শে যেখানে প্রেমিক প্রাণ ফিরে পায়—মরা মানুষ বেঁচে উঠে সে প্রেম যেমন তেমন প্রেম নয়। কিন্তু উজির পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে আপত্তি ছিল মালেকার পিতার। সয়ফুল মুলুক রাজ্যাংশ দেবার অঙ্গীকার করলে সায়াদ-মালেকার বিয়েও স্থির হল। শুরু হল বিয়ের উদ্যোগ। সে এক এলাহি কাণ্ড। বিপুল আয়োজন। নিমন্ত্রিত হলেন পরী জগতের ও সারা পৃথিবীর রাজন্য আর দেবলোকের প্রধান দেবতারা।

মহাধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল তাদের। বিয়ের পরে সয়ফুল দম্পতি দেশভ্রমণে বের হল। শেষ হল মধুযামিনী পর্ব (Honeymoon)। ফিরে

আসার পর কপোত কপোতীর মতো সুখেই কাটছিল তাদের দিন। কিন্তু একদিন সায়াদ পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সয়ফুলের প্রাণ কেঁদে উঠল মা-বাপের জন্যে। তারপর শাহবাল দম্পতি, মালেকার পিতামাতা ও অসংখ্য লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে সয়ফুল ও সায়াদ সস্ত্রীক যাত্রা করল মিসর অভিমুখে। বিমান পথে অল্প সময়েই পৌঁছল তারা মিসরে। মিলন হল মা-বাপের সঙ্গে দীর্ঘদিন পরে। এই বেদনা-মধুর মিলনোৎসবে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল মিসরে। জাঁকজমকে আপ্যায়িত হলেন অতিথিরা।

। আলাউল-কাব্যের কাহিনীসার।

আলাউল তাঁর কাব্যের উপক্রমে বলেছেন :

শ্রীযুত মাগন মনে হৈল অতি সুখী ॥
আম্মাকে বুলিলা গুরু কর অবধান
ফারসীর ভাষা এই প্রসঙ্গ পুরান।
সকলে না বুঝে এহি ফারসীর ভাব
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব।

অতএব আলাউলের অবলম্বন ছিল ফারসী কাব্য।

মিসর রাজের নাম সিফুয়ান। গোলেস্তাঁ-ইরাম রাজ্যের নাম। রাজার নাম শাহপাল। চিত্রকর নয়মুদ। সোলায়মান প্রার্থিত কিতাবের নাম গঞ্জনামা। সয়ফুলের মায়ের নাম মল্লিকামিশরী। শাহপালের পিতা ছিলেন শাহরুখ, পিতামহ সাদ্দাদ। বদিউজ্জামালের মা ছিলেন হোসেনজামাল। সায়েদ ও সয়ফুল আজন্ম এক সঙ্গে লালিত হয়নি। নিদ্রা থেকে জেগে নয়—মদ ও নর্তকীর আসর শেষে সয়ফুল বদিউজ্জামালের চিত্র দর্শন করে। যোষী বা বৈদ্যকন্যার নাম নেই। উপ-কাহিনীর বণিকের নাম বজ্রক। অনুরাগ সঞ্চারের কাহিনীও পৃথক। সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামালকে একবার স্বপ্নেও দেখেছিল। সমুদ্রে ঝড়, জঙ্গীর হাতে বন্দী হয়ে জঙ্গী রাজকন্যার প্রেম প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি আছে। জঙ্গী রাজকন্যার রূপ বর্ণনাও আছে। সাগর কন্যার কাহিনী প্রায় অভিন্ন, অদ্ভুত মৎস্য, জন্তু ও বৃক্ষের বর্ণনা প্রায় অভিন্ন, তবে এখানে বৃক্ষের নামও আছে।—কুকুরমুখো মানুষ

ছগাচরের সামান্য বর্ণনাও আছে এতে। দানব রাজ্যের রাজা ছিল এয়মন নৃপতি আবদুল্লাহর পুত্র। সে ছগাচর রাজার কন্যাকে বিয়ে করে এবং সয়ফুলের সঙ্গে তার কন্যার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। এটি দোনাগাজীর কাব্যে নেই। পক্ষীর কবলে পড়েছিল সয়ফুল হালওয়ান দ্বীপে। সাপের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার বর্ণনা আছে। সাপ আর পক্ষীর যুদ্ধও হয়েছে বর্ণিত। নামেহাপরীর কথা দোনাগাজীতে নেই। দানব রাজ্যের রাজা কুলজুম। অপহৃতা মল্লিকাকে দানব রেখেছিল ইস্কিন্দার দ্বীপে। দৈত্যের প্রাণপাখী পারাবত। হাড়গিলা জন্তুর হত্যার বর্ণনাও আছে। সরন্দীপ রাজার ভাইয়ের নাম তাজল মুলুক ও তার রাজ্যের নাম ওয়াচীন (ওয়াচিত)। সায়াদ ও সইফের মিলন হয় বনে। এখানে পিতামহী সরবাভানু নেই—সে ভূমিকায় পাই বদিউজ্জামালের মাতাকে। সয়ফুল কর্তৃক নামেহাকে স্মরণ, ভ্রমর রূপে নামেহাপরীর আবির্ভাব, সয়ফুলের উদ্ধার প্রসঙ্গে শাহপালের সঙ্গে নামেহার আলাপ প্রভৃতি রয়েছে। দোনাগাজীর কাব্যে নামেহাপরীর ভূমিকা নেই। কুলজুম-শাহপাল পত্র বিনিময় এবং উভয়ের যুদ্ধে বীরযোদ্ধা ও সেনাপতির নাম প্রভৃতি এখানে সবিস্তারে আছে। দোনাগাজীতে পত্রের উল্লেখ নেই। যুদ্ধের দীর্ঘ বর্ণনা আছে, কিন্তু যোদ্ধাদের নাম নেই। এখানে মহরুফ, উদয়তপন, কোহতান, সুরুজা ফিলগুনবন্ত, খর্গধন, জরা, তালজঙ্গ, তাম্রমুখা, শিরজোর, হপ্তরঙ্গ, বীজপ্রভা প্রভৃতির বীরত্ব বর্ণিত। কুলজুম-সয়ফুল সম্বাদে প্রশ্নের সংখ্যা বেশী। সয়ফুলের নিকট বদিউজ্জামালের পত্র, ইস্কিন্দার দ্বীপ সয়ফুলকে যৌতুক দান—বিবাহ-মিলন ও দেশে প্রত্যাবর্তনে শেষ।

মালে মুহম্মদের কাব্যের কাহিনীসার

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শায়ের মালে মুহম্মদ আলাউলের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কারণ তখন আলাউলের কাব্যগুলো বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তাঁর কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন :

> এ পুথি শায়ের ছিল আগু জামানার
> সমস্কৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার।
> পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কষ্টেম্না
> তেকারণে অধীন করে চলিছ বাঙ্গালা।

অতএব, দোভাষী রীতিতে তিনি তাঁর অঞ্চলের অর্থাৎ নগর-বন্দর এলাকার লোকের জন্যেই রচনা করেছিলেন তাঁর কাব্য। কিন্তু তাঁর কাব্যে আলাউল কাব্যের হুবহু অনুকৃতি নেই। এতে বোঝা যায়, আলাউল বর্ণিত উপাখ্যান ছাড়াও অন্য কোন ফারসী বা উর্দু উপাখ্যানের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর।

সয়ফুল মুলুকের পিতার নাম সুফিয়ান। সোলায়মান উপহৃত বস্তু—পক্ষীরাজ ঘোড়া, মোহরাঙ্কিত আঙটি ও শাড়ী। সুফিয়ান ছিল নবী সোলায়মানের ইয়ার। মৃত্যুকালে সোলায়মান সুফিয়ানকেই বাদশাহী দিয়ে যান এবং সুফিয়ান মিসরেই শুরু করে তার বাদশাহী। তার প্রধান উজির হামিদ আহমদই ছিল সায়াদের পিতা। পুত্রার্থে সুফিয়ান নয়টি স্ত্রী গ্রহণ করে। অবশেষে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এয়ামনের শাহ্জাদীকে বিয়ে করে। তার গর্ভেই জন্ম হয় সয়ফুল মুলুকের। এয়ামনের বাদশাহ্র নাম আসির। শাহ্জাদীর নাম জহুরাবানু। এখানে যোষীর নাম যৌশন গোঁসাই—তার কন্যার ভূমিকা আছে. কিন্তু বণিক-তরুণের উপকাহিনী নেই। সায়াদের আত্মহত্যার চেষ্টা, রূপসীদের চিত্রপট সংগ্রহ, সুন্দরীদের দ্বারা সয়ফুল মুলুককে আকৃষ্ট করাবার প্রয়াস—সংক্ষিপ্ত। জগম বা জঙ্গম এখানে জয়িফ সন্ন্যাসী। দোনাগাজীর কতিতা দ্বীপের বদলে আছে কোহকাফ অঞ্চল। জঙ্গীর বদলে পাই দেও, জঙ্গী রাজকন্যার বদলে রয়েছে দেওনী। দেওদের একটানা তিনমাস নিদ্রাকালে সয়ফুল পালাল। শিকারী পক্ষী এখানে সিমোরগ বা ছেয়ামোরগ। সাপের লেজ (আজদাহ্র লেজ) ধরে সাগর অতিক্রম করার কথা এখানেও আছে। এখানে কুমীর সয়ফুলকে গ্রাস করে সাত সমুদ্রের ওপারে ডাঙায় বমি করে মুক্তি দেয়—এটি দোনাগাজীতে বা আলাউলে নেই। বদিউজ্জামাল ও মালেকার জন্ম একই সঙ্গে হয়নি, বদিউজ্জামালের মায়ের সঙ্গে মালেকার মায়ের পরিচয় হয় এদের জন্মের ছয়মাস পরে যখন বদিউজ্জামালের মা বায়ু পরিবর্তনের জন্যে সরন্দীপরাজের উদ্যানে আসে। দৈত্যের প্রাণপাখি ভ্রমর—তোতা বা কবুতর নয়। মালেকার পিতা সরদ্বীপরাজের নাম উমর সুলতান। সয়ফুল আর সায়াদ সদাগরী জাহাজেই সরন্দীপ গেল। পিশাচ, কুকুর, গৃধ প্রভৃতির দেশেই সায়াদ বিপদে পড়েছিল—পিঞ্জরাবদ্ধ সায়াদের বর্ণনা এখানে এবং দোনাগাজীর কাব্যে আছে। সয়ফুল ও সায়াদের মিলন ঘটে বনে। মালেকা-বদিউজ্জামাল সম্বাদ দোনাগাজীর বর্ণনার সঙ্গে মেলে। সয়ফুল-বদিউজ্জামালের গোপন

মিলনের বর্ণনা এ কাব্যেও রয়েছে। এ বর্ণনা ও দোনাগাজীর বর্ণনা প্রায় অভিন্ন। বদিউজ্জামালের যুদ্ধযাত্রাও উভয় কাব্যে অভিন্ন। সয়ফুল দম্পতির দেশ ভ্রমণ, দানবরাজ ও সয়ফুল মুলুকের প্রশ্নোত্তর এবং বিবাহোৎ-সবের বর্ণনাও একরূপ।

। রচয়িতা নিরূপণ ও রচনাকাল নির্ণয় ।

'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' উপাখ্যানের অন্যতম রচয়িতা আলাউল। রোসাঙরাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আগ্রহে তিনি এই প্রণয়-কাব্য রচনা শুরু করেন ১৬৫৮ সনে। ১৬৫৯ সনে মাগনের মৃত্যু হলে প্রতিপোষকের অভাবে রচনায় সমাপ্তি দানে উৎসাহ বোধ করেননি তিনি। তারপর রোসাঙের আর এক সচিব সৈয়দ মুসার অনুরোধে তিনি এই উপাখ্যানের শেষাংশ রচনা করেন ১৬৬৯ সনে [হি: ১০৭৯ সনে।]

কলা অব্দ হস্তে কহি শুন গুণিগণ
মৃগাঙ্ক গগন রস করিয়া স্থাপন। [মৃগাঙ্ক = ১০, গগন = ৭,
রস = ৯]

উনিশ শতকের দোভাষী শায়ের মালে মুহম্মদের রচনার সমাপ্তি কাল ১২৩৫ বাঙলা সন তথা ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ।

রসিক লোকের দেখে বহুত কাগতি
বার শও পঁয়ত্রিশ সালে লেখি এই পুঁথি।

দোনাগাজী-কাব্যে রচনা কাল দেয়া নেই। এমন কি, দোনাগাজীই যে এ কাব্যের কবি, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা, এ কাব্যে ভণিতার সংখ্যা নিতান্ত কম। তারপর অর্বাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে রয়েছে একমাত্র বিরহিমের ভণিতা।

তবু দোনাগাজীকেই আমরা এ কাব্যের রচয়িতার গৌরব দান করেছি, তার কারণ :

ক. প্রাচীনতর পাণ্ডুলিপিগুলোতে কেবল দোনাগাজীর ভণিতাই পাচ্ছি। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত খণ্ডিত পুঁথিতে ও বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডে রক্ষিত অধ্যাপক আলী আহমদ সংগৃহীত দু'খানা পাণ্ডুলিপিতে দোনাগাজীর ভণিতা মেলে।

খ. দোনাগাজীর ভণিতা মেলে পয়ারে আর বিরহিমের ভণিতা পাই ত্রিপদীতে। দোনাগাজীর ভণিতা 'পুষ্পিকা' নয়—বিবৃতির মধ্যেই তার আকস্মিক উপস্থিতি। বিরহিমের ভণিতা প্রথাসিদ্ধ।

গ. দোনাগাজীর কবিখ্যাতি কুমিল্লা জেলায় আজো অম্লান।

ঘ. দোনাগাজী তাঁর একটি ভণিতায় দোল্লাই দেশে তাঁর বাস বলে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক চাঁদপুর মহকুমার 'সোসাইর দ্বীপে' এক পরিবার কবি দোনাগাজীর বংশধর বলে দাবী করেন। এই 'সোসাইর দ্বীপ' পুরোনো দোল্লাই পরগনার অন্তর্গত। ত্রিপুরা (আধুনিক কুমিল্লা) জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত উজানি নগর গাঁয়েই কবি দোনাগাজীর নিবাস ছিল বলে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদও লোকমুখে শুনেছিলেন।

ঙ. বিরহিম সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিককার একজন জনপ্রিয় গায়েন। 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' সম্ভবত তাঁর ও শ্রোতাদের প্রিয় ছিল। স্মরণে রাখবার তাগিদে হয়তো তিনি নিজেই এর একখানা প্রতিলিপি তৈরী করেছিলেন, আর স্বভাবকবি গায়েন স্থানে স্থানে 'নিজমন উক্তি' ও ভণিতা যোগ করেছিলেন।

হয়তো গায়েন কৃত প্রতিলিপির বিশুদ্ধতার কারণেই অন্তত রসিক পাঠকের সেরূপ বিশ্বাসের ফলেই বিরহিমকৃত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি বা নকল বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত হয়েছিল বলে অনুমান করি। উল্লেখ্য যে, এই 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যটির প্রচার কুমিল্লা ও তার সংলগ্ন নোয়াখালি জেলার অঞ্চল বিশেষেই সীমিত ছিল চিরকাল। কাজেই কালক্রমে লোকে বিরহিমকেই এ কাব্যের রচক বলে জানে ও মানে।

চ. এ বিপুল কলেবর গ্রন্থে তবু বিরহিমের ভণিতাও মাত্র তিনটি আর দোনাগাজীর ভণিতা রয়েছে চারটি। তাছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে, দোনাগাজীর ভণিতাগুলো পাচ্ছি গ্রন্থের প্রথমার্ধে আর বিরহিমের ভণিতা রয়েছে শেষাংশে ও ত্রিপদীতে। এবং প্রাচীনতর পাণ্ডুলিপিতেই রয়েছে দোনাগাজীর ভণিতা।

ছ. এবার আমরা প্রাপ্ত ভণিতাগুলো তুলে ধরছি :

১. কহে হীন দোনাগাজী নিয়তি নির্দিষ্ট
ভোজনের কালে পুনি গজ রহে পৃষ্ঠ।
বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড : পুঁথি সংখ্যা—৪৬২

২. গজ পৃষ্ঠে আরোহণ নৌকা চড়ি যাএ
ভোজনের কালে যেন গজ ধরি খাএ
কহে শ্রী দোনাগাজী হিমালের দৃষ্টে
ভোজন করিতে যাএ গজ লৈয়া পৃষ্ঠে।
বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড : পুঁথি সংখ্যা—২৩০, পৃ: ৩৮।

৩. দোনাগাজী চৌধুরী দোল্লাই নামে দেশ
রচিল বিরহ পুথি চিত্তের আবেশ।
দারুণ বিরহ ভাব ধরে যার প্রাণে
জাতিকুল লজ্জা জ্ঞান হারায় খেয়ানে।
সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুঁথি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত, ক্রমিক সংখ্যা—৫২৪, পৃ: ৫৮ খ।

৪. কহে দোনাগাজী শুন দুঃখের কাহিনী
হৃদএ জলএ অতি বিরহে আগুনি।
সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুঁথি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত, ক্রমিক সংখ্যা—৫২৪, পৃ: ৯০ ক।

৫. কহে দোনাগাজী দুঃখ ধীরে ধীরে যাএ
যাইতে নাহিক শ্রধা ফিরে ফিরে চাহে।
সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুঁথি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত, ক্রমিক সংখ্যা—৫২৪, পৃ: ১০০ ক।

৬. অনেক দিবস ধরি যাহার আবেশ করি
প্রাণ শেষ করিল অসীম
কি জানি ঘটাএ বিধি এই কহি নিরবধি
চিত্তবিত্তহীন বিরহিম

ক. বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড : পুথি সংখ্যা—৪৬২, পৃ: ১১৮ ক

খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান
বিভাগে রক্ষিত পুথি : পৃঃ ২৭৫।

৭. বিরহিমে ভণে বুদ্ধি অকারণে
অদ্যাবধি পাএ তাপ
বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড পুঁথি সংখ্যা—৪৫৩।

পাঠান্তর :

বিরহিমে ভণে বুঝিতে কারণে
আরশ ভেদিয়া পাএ তাপ।
বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড : পুঁথি সংখ্যা—২৩০।

৮. লঘুত্রিপদীতে বোলে অধীনেতে
সহ্যকর ধৈর্য ধরি
হীন বিরহিম শুনিয়া অসীম
দেখিতে ধাইছে পাছে।
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে
রক্ষিত পুঁথি : পৃঃ ২৮৮।
খ. বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ডের পুথি সংখ্যা—২৩০, ৪৬২, ও ৪৬৩।

গোড়ার দিকে দোনাগাজীর ও শেষের দিকে বিরহিমের ভণিতা রয়েছে বলেই এ কাব্য যৌথ রচনা বলে বিশ্বাস করা যাবে না। কেননা, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিতে কেবল দোনাগাজীর ভণিতাই রয়েছে। এই পাণ্ডুলিপিটির প্রথম চার পাতা, মধ্যে মধ্যে অনেক পত্র এবং শেষের দু'এক পত্র খোয়া গেলেও কাহিনী প্রায় আদ্যন্তই মেলে। কাজেই শেষের দিকে বিরহিমের ভণিতার উপস্থিতি অনুমান করাও অসম্ভব।

জ. বিরহিমের ভণিতাগুলো পরীক্ষা করলেও বোঝা যাবে এগুলো স্বল্প শিক্ষিত অকবির রচনা। 'বিরহিম'-এর সঙ্গে পদান্ত মিলের খাতিরে তাৎপর্যহীন 'অসীম' শব্দের অসঙ্গত প্রয়োগ (৬ ও ৮ সংখ্যক ভণিতা) অজ্ঞতা ও অসামর্থ্যের সাক্ষ্য। ৬ সংখ্যক ভণিতায় 'কি জানি ঘটাএ বিধি এই কহি নিরবধি' এবং ৮ সংখ্যক ভণিতায় 'দেখিতে ধাইছে— পাছে'—বৈষ্ণব

পদাকারদের ভণিতার অনুকৃতি এবং কথক ও গায়েনসুলভ ভঙ্গিপ্রসূত।

তাছাড়া, 'লঘু ত্রিপদীতে বোলে অধীনেতে' এ ধরনের পদ হচ্ছে উনিশ শতকের বটতলার দোভাষী শায়েরদের প্রভাব ও অনুকৃতিজাত।

এসব নানা কারণে আমরা দোনাগাজীকেই 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' রচয়িতা বলে মানি। আর বিরহিম গায়েন এবং জনপ্রিয় লিপিকর বলেই আমাদের ধারণা। বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ডে রক্ষিত অধ্যাপক আলী আহমদ-সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলোর লিপিকালের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করি বিরহিম আঠারো শতকের শেষার্ধের লোক।

ভাষা ও ব্যাকরণ সূত্রে দোনাগাজীর সময় নিরূপণ করা যাবে না। কেননা, কাব্যের জনপ্রিয়তা ভাষার কালিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার অন্তরায়। পাণ্ডুলিপির সুলভতাই আলোচ্য কাব্যের জনপ্রিয়তা ও বহুলচর্চার সাক্ষ্য। এ কাব্যে কোন চৌতিশা, বারমাসী বা গান নেই। বৈষ্ণব পদকারদের অনুকরণে পদাবলীর আদলে সঙ্গীত রচনা এমন কি সুবিধা মতো ব্রজবুলির সঙ্গত ব্যবহার ষোল শতকের শেষার্ধ থেকে সতেরো-আঠারো শতকের কবিদের প্রথায় পরিণত হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদরচনা ছাড়াও প্রণয়োপাখ্যানে চৌতিশা, বারমাসী ও প্রসঙ্গতঃ সঙ্গীত যোজনা হয়ে উঠেছিল কাব্যরীতি ও কাব্যের প্রায় অপরিহার্য অংশ।

মুসলিম পদকারগণ ছাড়াও ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান, দৌলত উজির বাহরাম খান, সতেরো শতকের কাজী দৌলত, আলাউল, আবদুল হাকিম, নওয়াজিস খান, মুহম্মদ আকবর, শেখচাঁন্দ; আঠারো শতকের মুহম্মদ রাজা প্রমুখ তাঁদের উপাখ্যানে সঙ্গীত সংযোজন করেছেন। অবশ্য ব্যতিক্রমও যে ছিল না তা নয়, তবে সতেরো-আঠারো শতকে এ ব্যতিক্রম বিরলতায় দুর্লভ। আর চৌতিশা ও বারমাসী প্রায় সব গ্রন্থেই মেলে। মনে হয় সঙ্গীত, চৌতিশা ও বারমাসীর অনুপস্থিতি প্রাচীনতা দ্যোতক।

দোনাগাজীর নিজের উক্তিতেই প্রকাশ তিনি 'দোল্লাই দেশের' তথা দোল্লাপরগনার অধিবাসী। এই পরগনা ছিল আধুনিক কুমিল্লা জেলায়। আগেই বলেছি, দোনাগাজীর নিবাস আধুনিক কচুয়া থানার অন্তর্গত 'উজানিনগর' গাঁয়ে ছিল বলে শুনেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য-

বিশারদ। সম্প্রতি আমরা চাঁদপুর মহকুমার 'সোনাইর দ্বীপ' গাঁয়ে কবির বংশধর আছে বলে জেনেছি। আগের দিনের ত্রিপুরা-নোয়াখালী অঞ্চলে গাজী নামের বহুল প্রচলন ছিল। অধ্যাপক আলী আহমদ সংগৃহীত ত্রিপুরা-নোয়াখালীর পুথির অনেক লিপিকরের নামই গাজী। যথা, টোকা গাজী, বেচর গাজী, পিজু গাজী, শ্রীভাগন গাজী, শ্রীধন গাজী, কালা গাজী, মাদা গাজী (অন্য ধরনের নাম শেখ হেঙ্গু, শেখ ভেঙ্গু) ইত্যাদি। ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী কবির দোনাগাজী নাম তাই অদ্ভুত নয়। মৌলানা কেরামত আলীর প্রভাবে ত্রিপুরা-নোয়াখালীতে উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে 'আল্লাহ্' যুক্ত নাম জনপ্রিয় হয়েছে। এখনকার দিনে জহিরুল্লাহ, রহিমুল্লাহ, করিমুল্লাহ, মফিজুল্লাহ, সিদ্দিকুল্লাহ, ওহিদুল্লাহ প্রভৃতিই এ অঞ্চলের লোকের সাধারণ নাম।

ভণিতা বিরলতাও কবির ও কাব্যের প্রাচীনতার অন্যতম লক্ষণ। সতেরো-আঠারো শতকেই পর্বে পর্বে তথা এক এক প্রসঙ্গ সমাপ্তিতে 'পুষ্পিকা' দেয়া অপরিহার্য রেওয়াজে পরিণত হয়। তার আগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল কিংবা বৈষ্ণবপদে ভণিতার বহুলতা থাকলেও অনেক মুসলিম কবির রচনায় ভণিতা বিরলতা লক্ষণীয়। মুজাম্মিল, হাজী মুহম্মদ, জায়েনুদ্দীন, মুহম্মদ আকিল, মীর মুহম্মদ শফী, শেখ পরাণ প্রমুখের রচনা স্মর্তব্য।

দোনাগাজী যে আঠারো শতকের পূর্বের কবি তা তাঁর কাব্যের প্রতিলিপিগুলোর বয়েসের হিসেবেই নিশ্চিত রূপে বলা চলে।

এক জায়গায় বিদেশ অর্থে 'বিলাত' শব্দের প্রয়োগ দেখি। মুঘল আমলে (হুমায়ুনের পারস্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে) বিলাত অর্থে পারস্য বুঝাত, আবার ইংরেজ আমল থেকে বিলাত অর্থে ইংলণ্ড বা লণ্ডন বোঝায়। এখানে বিদেশ বা অন্যরাজ্য তথা সংলগ্ন প্রতিবেশী রাজ্য অর্থে ব্যবহৃত। যথা:

কামড় খাইয়া অশ্ব পুনি শীঘ্র ধাএ
বিলাত দেশের সীমা যদবধি পাএ।
কতদিনে বিলাত সীমানা লাগ পাইল
অশ্বসমে দুই কপি বিদায় করিল।

(কপি রাজ্যে সয়ফুল)

আর এক স্থলে 'ফারসী ও খোরাসানী'র পৃথক উল্লেখ রয়েছে। অন্য এক স্থলে পাচ্ছি ইরান, ফারসী ও খোরাসান-এর একই সঙ্গে উল্লেখ। যথা :

১. তুরুকী এরাকী ছিল মিশির ফারসী
রুমী খোরাসানী তবে আর যথ দাসী। (কন্যা বিদায়)

২. রুম শাম এরাক ফারসী হিন্দুস্তান
ইরান তুরান চীন রঙ্গ খোরাসান। (মালেকার বিবাহ পর্ব)

এটিও প্রচীনতার দ্যোতক। কেননা, মুঘল আমলে পার্স ও খোরাসান দুটোই পারস্য দেশ বা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আঞ্চলিক নিবাসানুসারে খোরাসানী, ইস্পাহানী, নিসাপুরী, তাব্রেজী প্রভৃতি নামেই অভিহিত হত ব্যক্তি। আর সাধারণভাবে সবাই ছিল ইরানী বা ফারসী। কাজেই এরূপ উল্লেখ অপরিচয়জাত অজ্ঞতার সাক্ষ্য। কেননা, পারস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠার আগেকার মানুষের পক্ষেই এ ভুল করা ছিল সম্ভব। এসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এমন কি দোনাগাজী ষোল শতকের কবি হওয়াও অসম্ভব নয়। কাজেই অস্বীকৃতির আশঙ্কা না করেই নির্দ্বিধায় বলতে পারি তিনি সতেরো শতকের গোড়ার দিককার কবি।

দোনাগাজীর 'চৌধুরী' উপাধি থেকেই বোঝা যায়, তিনি ধনী-মানী বংশের সন্তান। দেশ প্রচলিত বিদ্যা ও সংস্কৃতিতে ছিল তাঁর সহজ অধিকার। তাই তাঁর বৈদগ্ধ্যের, কবিত্বের ও উচ্চ বিত্তের জীবন-প্রতিবেশ-চেতনার সাক্ষ্য মেলে তাঁর কাব্যের সর্বত্র।

কবি সম্বন্ধে আর একটি মূল্যবান তথ্য এই যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে এ কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নিজের উক্তি এরূপ :

করিল যুবতী সবে নৃত্য গীত রঙ্গ
সুখের সাগরে ছিল রসের তরঙ্গ।
সে সব কহিতে মতি হএ রসে বশ।
রস কি কহিব গেল রসের বয়স।
গঞ্জিল যৌবন-ধন আন আন রসে
কিবা ফল বৃদ্ধকালে সে সব সুরসে।

যুবতী দেখিলে মুখ পুনি নাহি হেরে
যুতিলে দেখিলে মুখ উপহাস্য করে।
মুকুতার পাঁতি দন্ত হইল নিপাত।
বাক্য আপেক্ষি কইতে নারি বাত ;
উচ্চারিতে সঙ্কট হাসএ শিশুগণ
নিরক্ষিতে জুতিহীন যুগল লোচন।
চলিতে বিভোল মন পিছলে চরণ
যুক্তিবুদ্ধি উক্তিহীন কহিতে বচন।
শ্রবণে শুনিয়া কার্য না যাএ করণ
বলবুদ্ধি বিহনে কি ফল জীবন।
আপনা যৌবন ধন গেল আন পাশ
আনের সম্বাদে কিম্বা অধিক উল্লাস।
তোষ (তুষ্টি) হীন মতি আর গাহন গৌরব
তে কারণে খর্ব হৈল কৌতুক উচ্ছব।

বার্ধক্য মানব জীবনের অমোঘ নিয়তি। জীবনের এই পরিণামের কথা, এই চিরন্তন ট্র্যাজেডীর কথা বৃদ্ধ কবির মুখে আত্মার আর্তনাদের মত শোনায়।

কাব্যালোচনা

প্রেমের পথ চিরকালই দুর্গম ও দুস্তর। দেহ-মন-আত্মার অভিন্ন ঐকিক ঐকান্তিক প্রয়াসেই কেবল এ সাধনায় সিদ্ধি সম্ভব। তাই লোক-লস্কর ধন-সম্পদ সম্বল করে যাত্রা করলেও শেষ পর্যন্ত রাজকুমার হয় নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল। দেহ-প্রাণ-আত্মার এই কৃচ্ছ্র সাধনায় সঙ্গ-সাক্ষ্য সহায়ক নয়—বাধা। বাহুবল, মনোবল, প্রণয়বাঞ্ছা ও রাগনিষ্ঠা পাথেয় করে প্রেমিককে অতিক্রম করতে হবে মৃত্যুসঙ্কুল 'গিরি-মরু-কান্তার ও দুস্তর পারাপার।' এরই ফলে রূপ রসে, কাম প্রেমে ও মোহ আত্মিক আকর্ষণে হয় উন্নীত। এভাবেই ঘটে প্রেমতীর্থে উত্তরণ। সোনা যতই জ্বলে ততই বাড়ে তার ঔজ্জ্বল্য, তেমনি বাধাবিপত্তি যতই হয় দুর্লঙ্ঘ্য প্রেমের উপলব্ধি ততই পায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা। খাঁটি সোনার মত দুঃখের দাহনেই মেলে খাঁটি প্রেম।

প্রথমে প্রেমের রস বিচ্ছেদে পুড়এ
আনলে উনাইলে জান হেম গলএ।

দৈহিক পীড়ন, মানসিক নির্যাতন ও আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই আসে প্রেমে সাফল্য ও সার্থকতা। তাই বিরহেই হয় প্রেমের বিকাশ। মানুষকে তিলে তিলে নতুন করে সেই অনুভব। এমনি করে প্রেম মানুষকে করে মহৎ, জীবনে দেয় কর্মের প্রেরণা, বাড়িয়ে দেয় আনন্দের ঐশ্বর্য, প্রসারিত করে অনুভবের জগৎ। এ জন্যেই কবি বলেন:

ভাবে সে ভাবক হএ প্রেমে হএ পিয়া
প্রেমহীন যে জন বিফলে থাকে জিইয়া।

প্রেমই জীবনের মূলধন, জীবনের ভিত্তি ও অবলম্বন। তাই প্রণয়োপাখ্যান মাত্রেই প্রেমৈক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বেদনামধুর কাহিনী। কাজেই প্রণয়-পথ কুসুমাস্তীর্ণ হতেই পারে না—হতে পারে না ঋজু ও সহজ। এ জন্যেই প্রণয়োপাখ্যানে ঝড়, দৈত্য, রাক্ষস কিংবা নাগকবলিত হয় নায়ক—এ যুগের নাটক-উপন্যাসের নায়ক যেমন পায় পারিবেশিক বাধা ও মানসিক যন্ত্রণা কিংবা গ্রীক নাটকের নায়ক যেমন হত নিয়তি-নির্যাতিত।

তাই হৃদয়ের রক্তক্ষরা বেদনা মর্মভেদী কান্না, প্রত্যাশী আত্মার আর্তনাদ ও ব্যাকুল বাসনাপ্রসূত দাহ প্রেমিকের নিত্য সঙ্গী। এ সঙ্গে থাকে ধৈর্য ও অধ্যবসায়, লক্ষ্যগত নিষ্ঠা আর আবেগ-তাড়িত প্রাণের প্রেরণা।

আস্তিক মানুষের সৃষ্ট এ সব সাহিত্যে যে জীবন-দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত তা হচ্ছে 'দুখ বিনা সুখ নেই', কিংবা 'দুর্লভ বস্তু মাত্রেই দুঃসাধ্য', অথবা 'চেষ্টা বিনা সিদ্ধি নেই, কষ্ট ছাড়া নেই ইষ্ট'—তবে আস্থাপ্রসূত স্বস্তি। কোন ঐকান্তিক চাওয়া ও আন্তরিক প্রয়াসই ব্যর্থ হবার নয়—এ জীবন-সত্যের উপলব্ধি বা স্বীকৃতিই নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জীবন যাত্রা। আমাদের দেশী সাহিত্যে রাধা-শকুন্তলা-শবরীও এই তত্ত্বের প্রতীক।

এ কাব্যে সর্বত্রই adventure ও thrill উচ্ছ্বলিত। কালিদাস যেমন মেঘদূতে বিরহী যক্ষ দম্পতির অন্তর্বেদনা বর্ণনাচ্ছলে ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও জীবনের পরিচয় দিয়ে গেছেন, এবং এ উদ্দেশ্যেই তিনি মেঘকে

বাঁকা পথে পাঠিয়েছিলেন অলকায়। কবি দোনাগাজীও তেমনি প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই যেন লেখনী ধারণ করেছিলেন। এখানেও কবি নায়কের অভিসারের বা প্রণয়াভিযানের নিরুদ্দেশ যাত্রা বর্ণনার সুযোগে জীব ও উদ্ভিদ জগতের অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়েছেন। কালিদাস তাঁর উদ্দেশ্যের অনুগত করে আকাশের মেঘকে কৃত্রিম উপায়ে চালিত করেছেন। দোনাগাজীও ঝড়ের পর ঝড়ের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু ঝড়ো সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত এবং আকাশে 'সিমুর্গ' কবলিত সয়ফুল মুলুকের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছিল পৃথিবী পরিক্রমা। এ কাব্য পাঠ কালে মনে পড়ে যায় য়ুরোপীয় পর্যটক ও অভিযাত্রীদের কথা। নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় বেরিয়ে তাঁরাও লাভ করেছিলেন এমনি সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যেখানে জ্ঞানের শেষ, সেখানেই কল্পনা ও বিশ্বাসের শুরু। সেকালে মানুষের জ্ঞান ছিল সীমিত, তাই কল্পনা দিয়েই পূর্ণ করত তাদের জ্ঞানের কোঠা। আর বিশ্বাস তো অজ্ঞতারই সন্তান। তাই সেকালের অনভিজ্ঞ মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাস-কল্পনার উৎস ও আশ্রয় ছিল সোলায়মানী পুরাণ ও সিকান্দরী জরিব। আবার এ দুটোই যে জিজ্ঞাসু মানুষের কল্পনার প্রসূন, তা বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। সেকালে মানুষের জীবন অঞ্চলের সীমায় বদ্ধ থাকত বটে, কিন্তু তারা মনে জানত ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝত যে পৃথিবী অনেক বড়। কাজেই লোকালয়ের বাইরে যে-জগৎ জ্ঞানের অগোচর, সে-জগতে রয়েছে এমন সব প্রাণী ও উদ্ভিদ—যার কেবল কল্পনারই সম্ভব। আর একেবারেই মিথ্যা কিছু কল্পনা করেনি মানুষ। জীব-উদ্ভিদ জগতে বহু বিচিত্র, ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত সব জীব ও উদ্ভিদ তো সত্যি রয়েছে জলে স্থলে সাগরে সাহারায় পরিব্যাপ্ত হয়ে।

সে যুগের স্বল্পজ্ঞান মানুষের জীবন ছিল ভয়, বিশ্বাস, বিস্ময় ও কল্পনা-নির্ভর। তাদের ভৌগোলিক জ্ঞানে ও তাত্ত্বিকবোধে পার্থক্য ছিল সামান্যই। কাজেই দোনাগাজীর কাব্য অদ্ভুত রসাশ্রিত নয়—সমকালীন জীবন-চেতনারই প্রতিকৃতি মাত্র। আজকের যুগে এ কাব্য আমাদের কাছে অদ্ভুত, অপ্রাকৃত ও অলৌকিক বলে মনে হলেও সেদিন পাঠক ও শ্রোতার কাছে এ কাব্য ছিল বাস্তব জীবনরসসিক্ত চেতনা জগতের আলেখ্য। কেননা তাদের চেতনায় স্বপ্ন ও কল্পনার, বিশ্বাস ও বাস্তবের

ব্যবধান আজকের মতো এমন প্রকট ছিল না। তাদের বোধে জীবন ছিল নিয়তি-নির্দিষ্ট। কাজেই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, ধন-জন, মান-যশ ছিল আল্লাহ্‌র হাতে। অতএব, তাদের ধারণায় এ সব ক্ষেত্রে মানুষের কোন ভূমিকা নেই তারা কেবল নিমিত্ত— অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। নিজের জীবনের এই নিষ্ক্রিয়তা তাদের মনো-জগতে ঐশ্বর্যবান দুঃসাহসিক নায়ক সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল, জীবনের বৈষয়িক ভাবনামুক্ত রাজকুমারই তাদের প্রতিভূ ও প্রতিনিধি— তাদের বাঞ্ছা রাজপুত্রের মাধ্যমেই সিদ্ধি ও অভিব্যক্তি খুঁজেছে।

সুন্দর ও কদাকার, শান্ত ও হিংস্র, আশ্চর্য ও বিভীষিকাময় স্থলচর, জলচর ও খেচর প্রাণীর বিস্তৃত বর্ণনায় কবির উৎসাহ অশেষ। তরুলতা ফুলফলের বর্ণনায়ও কবির অবহেলা ছিল না। প্রকৃতি-নিসর্গ ও প্রাণী জগতের প্রতি কবির এই আকর্ষণ, এই মানস প্রবণতা ও সাফল্য কবিকে করেছে বিশিষ্ট, কাব্যকে দিয়েছে অনন্যতা। নাতিস্থূল রুচি ও অপরিণত মনীষাসম্পন্ন পাঠকের কাছে এ কাব্যের আবেদন আজো অশেষ। এ যুগেও উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য হিসেবে এর অনেক অংশই পাবে বিশেষ কদর। Romantic কল্পনার এমন অবাধ বিস্তার মধ্যযুগেও ছিল বিরলতায় দুর্লভ।

এ কাব্যে রস আছে, রস-বৈচিত্র্যও আছে, নেই কেবল কাব্যোক্ত নর-নারীর চারিত্রিক রঙভেদ। ভাল যারা তারা অতি ভাল, মন্দ যারা তারা নিরেট মন্দ। অবশ্য আত্মার ও আত্মত্রাণের গরজে ভালরাও ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়। এ কাব্যের যারা মন্দ তারা কেউ পুরো মানুষ নয়। এদের কেউ কুকুরমুখো, কেও শূকরমুখো, আবার কেউ বা বানরমুখো নিগ্রো। এবং সবাই আরণ্যজন— জঙ্গলী বা জঙ্গী। তবু এদের মধ্যেও দেখতে পাই হৃদয়বান দৈত্য, সঙ্গীতরসিক জঙ্গী, রূপমুগ্ধা নারী, যারা মানুষখেকো হয়েও হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তির প্রভাব স্বীকার করে। বানর হয়েও সংস্কৃতিবান কিংবা দানব হয়েও শত্রুর গুণমুগ্ধ, সুবিবেচক, প্রীতি-পরায়ণ ও উদার। সবাই স্বধর্মনিষ্ঠ এবং নীতিবোধও তাদের তীক্ষ্ণ ও প্রবল, এমনকি যে দানব লম্পট, তারও। তবু কাব্যোক্ত পাত্র-পাত্রীদের বহির্জীবনে যত বৈচিত্র্য আছে, মনো জগতে কিন্তু তেমন কোন বর্ণালি বিকাশ নেই।

ফারসী কাব্য

১. মাহমুদ গজনীর উযির হাসান সিমান্দী কর্তৃক দামাস্কের রাজদরবারে রক্ষিত গ্রন্থ 'রুহ আফজা' থেকে এ কিস্‌সা সংগৃহীত।

২. অধিকাংশ ফরাসী কাব্যে কাহিনী সংক্ষেপিত হয়েছে।

৩. ফারসী কাব্যগুলোতে কবির নাম নেই। অবশ্য মহফিলের কাব্য ব্যতিক্রম।

৪. একটি ফারসী কাব্যে কাহিনীর জের প্রসারিত হয়েছে। এই কাব্যে সয়ফুল-পুত্র তাজল মুলুকের সিংহাসন প্রাপ্তি ও মাতা বদিউজ্জামালের আত্মহত্যা বর্ণিত হয়েছে।

৫. ফারসী কাব্যগুলোতেও কাহিনী-বিন্যাসে পারম্পরিক ব্যতিক্রম ও বর্ণনাগত পার্থক্য কম নয়।

উৎকণ্ঠ অকুতোভয় নায়কের সম্পর্কেই এসেছে অন্য পাত্রপাত্রীরা, তার জীবনেই এসেছে বাধা-বিপত্তি ও প্রেম-বিরহ-মিলন, তাকে জড়িয়েই কবি বর্ণনা করেছেন সব ঘটনা, দৃশ্য ও জীব-উদ্ভিদের কাহিনী, প্রকাশ করেছেন সব বক্তব্য। তাই কোন বর্ণনাই অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না। তবু কবির বর্ণনায় সর্বত্র অতিশয়তা লক্ষণীয়। তাঁর হাতে কাহিনী বিস্তৃতি পেয়েছে। কবি কথক, বাক-পটু ও আবেগপ্রবণ। সংযত বর্ণনার সৌন্দর্য-বুদ্ধি তাঁতে অনুপস্থিত। বাক্-জাল বিস্তারের আগ্রহই তাঁর বিশেষ প্রবল। এ ক্ষেত্রে মালে মুহম্মদ সংযত বাক্ এবং আলাওলও মধ্যপন্থার অনুসারী। ফলে দোনাগাজীর কাব্যই বাঙলায় 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' উপাখ্যানের বৃহত্তর গ্রন্থ।

দোনাগাজী চৌধুরীর দেখবার দৃষ্টি, ভাববার মতো হৃদয় ছিল। তাই তাঁর সমাজের আচার, রীতি-নীতি ও উৎসব-পার্বণের নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করতে পেরেছেন তিনি। অবশ্য রাজা-বাদশাহ্র ব্যাপার বলে তা অনেক ক্ষেত্রেই আদর্শায়িত। কিন্তু তবু বাস্তবের ছোঁয়া মুক্ত নয়। তা ছাড়া আকর্ষণীয় করে বলার কায়দাও ছিল তাঁর আয়ত্তে। তাঁর বাক্-ভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর বৈদগ্ধ্যের প্রভা, রসিক মন ও বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি, আপ্তবাক্য, সুউক্তি ও উপমাদির সুপ্রয়োগে ও সুবিন্যাসে তাঁর কাব্য উজ্জ্বল। কবিত্বের দ্যুতিও সুলভ। সবটা মিলে একটা স্নিগ্ধ সুষমায় এ কাব্য প্রীতিপদ।

॥ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য ॥

বলেছি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল অশেষ। এখানে সামান্য নমুনা তুলে দিচ্ছি :

পক্ষী : নানা জাতি পক্ষীসব নানা ভাতি শোভে
ভ্রমরা ভ্রমএ সব মধু পান লোভে।
দক্ষিণে পবন বহে মলয় সহিত
কোকিল কুহরে ডালে অতি সুললিত।
আর যথ পক্ষীসব বসিয়া শাখাএ
সুললিত নাদ করে ফল ফুল খাএ।
কোন কোন পক্ষী তাতে করিয়াছে বাসা
জোড় সঙ্গে কেলি করে ফল পানে আশা।
কথকথ পক্ষী তাতে তুলিয়াছে ছাও
কৌতুকে আহার দেয় তার বাপমাও।

প্রভাত : প্রভাত সময় অতি শীতল সমীর
আকাশে প্রকাশে রবি বিনাশে তিমির।
উদ্যানে আসিতেছিল নানা পক্ষী সব
নানা ভিতে সুললিতে করে নানা রব।
প্রভাতে নিদ্রাতে লোক মুদিত নয়ন
আলস্য শয্যাতে চিত্ত কিঞ্চিত চেতন।
শ্রবণে চেতন আঁখি ঘুমেত মধুর।...

উদ্যান : তাহাত উদ্যান এক অতি রম্যস্থান
নিন্দিয়া অমরাপুরী স্বর্গের সমান।
রজতের কোঠা করিয়াছে চারি ভিতে
কাঞ্চন বিচিত্র চিত্র পবিত্র চরিতে।
সুবর্ণ প্রাসাদ টঙ্গী নির্মি তার মাঝ
হীরামণি মাণিক্য রচিয়া কৈল সাজ।

নিশিযোগে আসি যেন পূর্ণিমার শশী
জগৎ উজ্বলা করে তিমির বিনাশী।
তরুলতা ফলমূল পুষ্প বহুতর
নানা বৃক্ষ নানা ভাতি দেখিতে সুন্দর।
যথা তথা দিঠি যাএ দেখি মনুহর
নানা ফুলে নানা গন্ধ সরস সুন্দর।

এরূপ সুন্দর বর্ণনা আলাউলের কিংবা মালে মুহম্মদের কাব্যে দুর্লভ।

নৌবহর : নৌকাময় সাগর বান্ধিল চারিপাশ
সেতুবন্ধ করে কিবা সীতার উদ্দেশ।
একে একে নৌকা সব গিরি জিনি আছে
কৌতুকে পর্বত কিবা সাগরে ভাসিছে।
এক এক ডিঙ্গার আকাশে লাগে মাথা
সূর্য পাশে পুছে কিবা কুমারীর কথা।
স্রোতে নাড়ে নাড়ে আর পবনে চালাএ
পাল ছান্দি সুছন্দী যথা তথা যাএ।

আলাউল : চল্লিশ বহিত্র আনি পূর্ণ সাজ কৈল।
এক এক বহিত্র জান পর্বত প্রমাণ
মসজিদ ইন্দ্রফল ফুলের উদ্যান।
প্রতি নাএ মহামতি জ্যোতিষ সম্বাদ
জানায় নক্ষত্র গ্রহ সমুদ্রের ভেদ।

মালে মুহম্মদ : যত জাহাজ করে সাজ হিসাব এই তার
ধূপ ধূনা ও রঙ্গনা চল্লিশ হাজার।
কাপ্তান নাখোদান সাল্লম ছোক্কানি
খোসালিতে সারেঙ্গেতে টেণ্ডল বাদবানী।
ফি জাহাজে লোক সাজে এক এক হাজার
হিসাবেতে লোক যতে কে করে সুমার।
তোপ বন্ধুক, লাট বন্ধুক ঢাল তলওয়ার
রায় বাঁশ, গুলি বাঁশ সাংসুল হাতিয়ার। ইত্যাদি

কুমারে নৌকা : রজত কাঞ্চনে জড়ি বিবিধ প্রকার
ডিঙ্গা এক বানাইল চড়িতে কুমার।
চারিশত গজ শত গজ পাশ
সুন্দর সৌষ্ঠব অতি গহীন পঞ্চাশ।
কুমার রহিতে এক বানাইল পুরী
বাহিরে ভিতরে ভেদ রাজনীতি করি।
আলিম পণ্ডিত আর জ্যোতিষ গণক
নানা যন্ত্র রাজবেশ্যা গাহন নর্তক।

এখানেও দোনাগাজীর কবিমন ও সৌন্দর্যবুদ্ধির কাছে আলাউল কিংবা মালে মুহম্মদ হার মেনেছেন।

ঝড় বর্ণন : ১. দৈব যোগে একনিশি আকাশ তিমির
সঘন গগনে ঘন বাজএ গম্ভীর।
নয়ানে লক্ষিতে নারে আপনার গাও
তরঙ্গ পাতালে-স্বর্গে লই যাএ নাও।
দিউটি মশাল যথ নিভাএ সমীরে
চপলা চমকি বজ্র পড়এ সাগরে।
সঘন গগনে ঘন বাজএ গম্ভীর
শীতবাতে বিন্দুপাতে কম্পএ শরীর।
বিশেষ কম্পএ তনু জীবন সংশএ
কর্ণধার সমুখ বিমুখ না দেখএ
বাতাসের রঙ্গ আর সাগরের রোল
কোলাহলে না শুনন্ত কেহ কার বোল।···

২. দৈবগতি পবন উথলি একদিন
উথলিয়া জলদ জলধি হৈল নীল।
ঘনঘোর ঘিরিয়া ঘুরিয়া দিবাকর
গলিত পুষ্পের ধারা পরম দুষ্কর।
নির্বাহ দুর্বহ বাউ বহে বেগবন্ত
পর্যটিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পর্যন্ত।

অনিল সলিল শিলা বৃষ্টি সৃষ্টি নাশ
ইন্দ্রদেব শেষ শিলা ত্রাসে পরিত্রাস।
দিনেশ তনয় শিলা মহিষ সোয়ার
ঘন ঘুরি প্রলয় করেন্ত বারবার।
জলাকার ধোয়াকার হীন ভিন নএ
ঘূর্ণাকার অন্ধকার ধন্ধকার মএ।

আলাউল: আর কুবাউ হইল দৈবের আরম্ভ
চক্রবায়ু উগ্র বৃষ্টি চতুর্ভিতে-ধূম্র।
মহা অন্ধকার করি রুধিলেক দৃষ্টি
চমকিত হইল কুমারে দেখি বৃষ্টি।
হেন কালে ঝড় বায়ু হৈল অতিশয়
সর্বলোক চমকিত ঘটিল প্রলয়।
সমুদ্র গর্জন শুনি সর্বপ্রাণ কাম্পে
সঘন প্রকাশি বিম্ব দৃষ্টি প্রাণ ঝাম্পে।
পর্বত প্রমাণ ঢেউ প্রবল আসিয়া
পাতালে ফেলাএ ডিঙ্গা আকাশে তুলিয়া।
ক্ষেণেকে নিকটে করে ক্ষেণে করে দূর
নৌকা নৌকা লাগি সব নৌকা হৈল চুর।

মালে মুহম্মদ: এসাই তুফান সাজে সাজিল আসমান
আপনার বদন আপে না দেখে নয়ানে।
কবরের মত হৈল জাহাজে আন্ধার
চিকড়ি কান্দেন লোকে বড় শোরশার।
বড়ই হাওয়ার জোর হৈল তুফান
সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পর্বত সমান।
দুই কূল জুড়িয়া ঢেউ উঠে লহরিয়া
আসমানে লাগিয়া যেন আছেন গড়িয়া
একজনের শোরগোল দোসরা না শুনে
কানেত লাগিল তালা পানির গর্জনে।

এখানেও রয়েছে কবিদৃষ্টি ও সাধারণ চোখের পার্থক্য। আলাউলের বর্ণনা

প্রাণহীন, মালে মুহম্মদের বর্ণনা বাস্তব আর দোনাগাজীর বিবৃতি প্রাণবন্ত ও বৈদগ্ধ্যাশ্রিত।

ঝড়ের মুখে অনুচরদের খেদ :

কেহ বোলে না দেখিল পুত্র-মাতাপিতা
কেহ বোলে না দেখিল দুহিতা বণিতা।
কেহ বোলে না দেখিল গুরুর চরণ
কেহ বোলে না দেখিল ইষ্টমিত্র জন।
কেহ বলে সে ধন রহিল সেইস্থান
না কহিল কপটে রমণী বিদ্যমান।
কেহ বোলে অমুকে রাখিল মোর ধন
পুত্র কন্যা উদ্দেশ না জানে কোনজন।
কেহ বোলে ক্রোধ করি ছাড়িল ভবন
স্ত্রী পুত্র না মিলিয়া করিল গমন।

আলাউলে নেই।

মালে মুহম্মদ : করে সবে হায় হায় না দেখিনু বাপ মায়
না দেখিনু ভাই বেরাদর।
দরিয়ায় মউত হৈল বেটা বেটি না দেখিল
না হৈল মামু-চাচার দেখা
জানের পেয়ারা বিবি না দেখিল তার ছবি
এই ছিল নসিবের লেখা।

এখানে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ঘেসেড়ানী কিংবা দাসুবাসুর খেদ স্মর্তব্য।

সয়ফুল মুলুকের রূপ :

মহাতেজশালী হৈল রূপে কামজিৎ
কটাক্ষে কামিনী কামে করে বিমোহিত।
অনঙ্গ মাখিয়া অঙ্গ গঠন তাহার
গ্রীবা দেখি কুসুম্ব হৈল তার হার।
নাসা কুলবতী কুলনাশা তিলফুল
কশ্যপ তনয় দোলে করি সুতমুল।

ভুরু মদনের চাপ না ছাড়এ গুণ…
বিনিগুণে লক্ষ গুণ হানে পুষ্পধনু
জরজর কুসুম্ব ঘাএ অবলার তনু।
মুখে তিল বিন্দু কাল অতি ইন্দুমাঝ
মধুলোভে বিরাজে সরোজে অলিরাজ।
নয়ান চকোর কিবা চঞ্চল চপলা
রবি-শশী ইন্দ্রধনু তাতে ঘন মেলা।
ওষ্ঠবর্ণ বিম্ব ফল বান্দুলি জিনিয়া
রসিকে হিয়ার রক্ত কিবা আছে পি'য়া। ইত্যাদি।

শেষ চরণের ব্যঞ্জনা নতুন ও অতুলনীয়।

বদিউজ্জামালের কেশশোভা :

পৃষ্ঠভাগে দুলিয়াছে রূপসীর বেণী
কিবা ধনু আবরি রহিছে ভুজঙ্গিনী।
কিবা তার কেশ কালা করিয়া স্মরণ
নয়ান পুতলি কালা বোলে সর্বজন।
কস্তুরী জিনিয়া গন্ধ সুগন্ধি বেষ্টিত
চরণে লুটাএ রূপ হৈয়া বিমোহিত।
কিবা মদনের ধনু পাতালেত ধায়
আকাশ পাতাল ক্ষেতি বিন্ধিবারে চায়।
বাসুকী বাসরে কিবা ভুজঙ্গিনী যায়
চরণে পড়িয়া তার মাগএ বিদায়।
কিবা কালে সংসার দহিতে করে সাধ
চরণে পড়িয়া বোলে ক্ষেম অপরাধ।
কেশপাশ সমুখে বিরাজে অলিরাজ
কাজল কাননে কিবা সীতার বিরাজ।
কিবা মেঘ ঘটাএ আকাশ আছে ভরি
চপলা চমকি আছে দুই ভাগ করি।
তার বর্ণ উদ্দেশিয়া কাজল জন্মিল
এ লাগি সুন্দরী সবে নয়ানে ধরিল।
নিশি নিয়াছিল কিছু বর্ণ চুরি করি
নিশানাথে হিয়ায় রাখিল যত্ন করি।…

কস্তুরী হরিল কিছু তাহার বরণ
অদ্যাবধি সুগন্ধে বেষ্টিত এ কারণ।
মুনি তপস্বীর মন সে বর্ণে মজিল
কোরান পুরাণ বেদ কালি দি'লিখিল।
তার বর্ণ ছায়া কথ জলদের গাএ
তেকারণে রবি-শশী জলদে লুকাএ।
চাচর চিকুর কিছু কর্ণ কাছে গিয়া
রসিকের মনো দুঃখ কহে বুঝাইয়া।

ইত্যাদি।

কেশের এমন দীর্ঘ সৌন্দর্যানুধ্যান বাঙলা সাহিত্যের কোথাও আছে বলে জানিনে। এমন রসিক দৃষ্টি, এমন রূপ-চেতনা নিশ্চয়ই অসামান্য। এ যদি কবিত্ব না হয়, তবে কবিত্ব কি। বণিক-নন্দন ও বদিউজ্জামালের রূপ বর্ণনও এমনি রসঘন ও চিত্তাকর্ষক। আলাউলের ও মালে মুহম্মদের কাব্যে রূপবর্ণনা প্রথাসিদ্ধ, তাই বৈশিষ্ট্যহীন। অন্য গুণও কবি দোনাগাজীর রয়েছে। বীভৎস রস সঞ্চারেও তার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

জঙ্গীরাজকন্যার রূপ :

জন্মাবধি নাহি দেখি আছএ কুমার
হেন ভয়ঙ্কর মূর্তি বিকৃত আকার।
পর্বত শিখর শির কেশ থোপা থোপা
নারিকেল ছোবড়ায় বান্ধিয়াছে খোপা।
করীবর কর্ণ হেন শ্রবণ যুগল
গাঁথিয়া শামুক সারি দিয়াছে কুণ্ডল।
উষ্ট্র গ্রীবা জিনি অতি দীর্ঘ তার গলা…
পিঙ্গল যুগল ভুরু বিকৃত আকার
রক্তবর্ণ দুই আঁখি গহীন মাঝার।
নাসা অগ্র দুইগজ উঞ্চ বহুতর
প্রসিদ্ধ সুড়ঙ্গ দুই তাহার ভিতর।
নাসার অন্তর হতে লোম নিকলিয়া
দুই গোঁফ সম দুই ভিতে আছে গিয়া।

নাসা জিনি অধর ওষ্ঠ উঞ্চ একহাত
মোড় দি' নিকলি আছে বড় বড় দাঁত।
হস্তীর শরীর যেন খস্ খস্ ধার
সর্ব অঙ্গে লোম অতি ভালুক আকার।
বগলের লোম আছে কটিতে নামিয়া
প্রতি লোমে ঘর্মজল পড়ে চুয়াইয়া।
স্তন দুই নারিকেল লটকি আছএ
করতাল শব্দ করে হাঁটিতে সমএ।
করপদ উরু বাহু অতিশয় মোটা
তালগাছ 'তাড়' গড়ি দিছে গোটা গোটা।
কর অঙ্গুলে আছে অঙ্গুরী স্থানে স্থান
নখসব বাড়িয়াছে বিঘৎ প্রমাণ।

আলাউলে : মস্তকে পিঙ্গল বর্ণ কেশ হয় থোপা
নিদাঘের উলুঘাস যেন উলু ফাঁফা।
হেন দীর্ঘ কেশ তার কহন না যাএ
আকাশ চাহিতে যেন স্কন্ধ লাগে পাএ।
করীবর জিনি কর্ণ ললাট উঞ্চল
মৃত মনুষ্যক মুণ্ড শোভিত কুণ্ডল।
লোমহীন ভুরুযুগ নয়ান কোটরে
তরাজুর ডাণ্ডিপ্রায় হেটে উর্ধ্বে নড়ে।
ঘনপর্তি জিনি নাসা বায়ু খরতর
নিস্বরিছে লোমসব নাভির উপর।
নাসিকা পরশি হেটে চিবুক অধরে
যত্নকরি দন্তপাটি ঢাকিতে না পারে।
ঐরাবত জিনি গ্রীবা মধ্যে নাহি চিন,
নিরক্ষি চাহিতে মাত্র দেখে মুণ্ড তিন।
জলপূর্ণ মোসক জিনিয়া পয়োধর
যুগল বালিস কিবা নাভির উপর।
তাল বৃক্ষসম যুগ ভুজ পরিপাটি
সে ভুজের লোম কাটি ছাইতে পারে টাটি।

মালে মুহম্মদে : রূপ আকার যেইমত কে লিখিতে পারে।
উপরের ঠোঁট গেছে উপরে চলিয়া
নিচেকার ঠোঁট গেছে নাভিতে পড়িয়া।
লোহার হাতিয়ারের মত মুখের ছেকল
মরত্তা পুঁজের মত সদা পড়ে লোল।
লোলের বিকারে যাও দেখিতে অবাক
তাহাতে পড়িছে কিড়া যেন বোলার চাক।
পয়োধর দোন তার মটকা বরাবর
ঢুলাঢুলি করে দোন জানুর উপর।
দেউনীর মুখে দন্ত দেখে লাগে ডর
হাতীর দন্ত হৈতে বড় এমনি ডাঙ্গর।
নাড়াভুরার টাল যেমন বান্ধে চুলের খোপা
টিলাতে দেখায় যেমন ঢেঁকিশাকের ছোপা।
ভারী পলওয়ারে (?) ছুইয়া দুইকানের ছুরাখ
নাকের পশমে মুখ ঢাকিছে বেবাক।
কান দুটি যত ভারী কি কব সেকথা
দুই কানের দুই ছেদে দুই হাতীর মাথা।
দুই চক্ষু যেমন খোল নাকাড়ার জোড়া
নীচের উপরের ভোঙা যেন নারিকেলের বাগুড়া।

দোনাগাজীর বর্ণনা জীবন্ত। আলাউল প্রদত্ত চিত্র প্রাণহীন। আর মালে মুহম্মদ অঙ্কিত দেওনী নীরস। দোনাগাজীর কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে তুলনা-মূলক আলোচনা দীর্ঘ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে যুদ্ধ বর্ণনাটি আলাউলে সুদীর্ঘ ও দোনাগাজীতে নাতিদীর্ঘ আর মালেমুহম্মদে অতি সংক্ষিপ্ত। আলাউল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন বীরের দ্বৈরথ। দোনাগাজী করেছেন সাধারণভাবে। কিন্তু সব বিবৃতিই প্রাচীন রীতি অনুগ,—গতানু-গতিক, তাই বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

সামুদ্রিক জীব : সমুদ্রের মধ্যে আছে নানা রত্নধন
নানাবর্ণ জীবজন্তু জলচরগণ।
একপদ দ্বিপদ ত্রিপদ চতুষ্পদ
ষষ্ঠ অষ্ঠ পদ আর সহস্র নিপদ।

করমুণ্ড শাখা পাখা চক্ষু মুখ দন্ত
নানাবর্ণ পক্ষীসব উৎপত্তি অনন্ত।...
হেনহি সময়ে দেখে সমুদ্রের তীরে
জলহস্তে নানা জন্তু নিকলে বাহিরে।
শূকর শৃগাল সিংহ যক্ষ ব্যাঘ্র ঘোড়া
মহিষ হরিণ হস্তী উট গাধা মেড়া।
কুম্ভীর কচ্ছপ কর্ক মার্জার বানর
কুকুর শশক ভেড়া সাগর খচ্চর।
গয়াল নীল যে গরু নানা পশু নব
জল হতে নিকলিয়া করে কলরব।
ফলফুল আছে যথ আছিল পড়িয়া
তোকাই খায়ন্ত সব বন বিচারিয়া।
কোন জন্তু চিৎকার করে অতিশএ
তরুলতা বৃক্ষ আদি ধরণী কম্পএ।
কোন জন্তু জল হতে উর্ধ্বে মাথা তুলি
স্মরএ প্রভুর নাম আকাশে নেহালি।
কোন জন্তু রব করে সুললিত ধ্বনি
কবিলা রবাব সুর সারিন্দা হেন শুনি
কোন জন্তু মুখ মেলি খলখল হাসি
তাহার দন্তের জোতে তিমির বিনাশে।...
কোন কোন জন্তু সব করিয়া মণ্ডলী
ফালাফালি জড়াজড়ি করে নানা কেলি।
বনচর যথ আছে উড়িতে না পারে
তাহার দ্বিগুণ আছে জলের ভিতরে।
এক জন্তু জলেত দেখিল ভয়ঙ্কর
মাথা হোন্তে দশগুণ শরীর ডাঙ্গর
ঘনঘন গর্জিয়া উঠএ অকস্মাত
ধরণী কাম্পএ যেন বজ্র হএ পাত।
জল হৈতে আলগা করিয়া নিজ গাও
শ্বাস করি করে অতি ভয়ঙ্কর রাও।...

শ্বাস হন্তে নিকলএ জ্বলন্ত আনল
করএ আনলময় সাগর সকল।
কোন জন্তু খুরায় মৃত্তিকা সব তুলি
ক্রোধে কিবা ফেলাএ আকাশ ভিতে তুলি।

তরু, ফুল ও ফল : নানাজাতি ফল ফুল বহুল বিধান…
যুথী জাতী মালতী কথ বা জানি নাম…
সে বনে আগর চন্দন আছএ বহুল…
ডালিম্ব আনার লেবু আঞ্জির খেজুর
অমৃত্ত হলিল আর কলিল মধুর।
লাল কাল শ্বেত পুষ্প ছিল সেই বনে…
এক পুষ্প হাসে যেন হাসএ মানব
আর এক পুষ্প দেখে যেন সুরুজ উদএ
সূর্যমুখী সূর্যমুখে নিরক্ষি থাকেএ।…
বৃক্ষ সব আশ্চর্য আছিল সেই স্থানে
আর এক বৃক্ষ অতি অপূর্ব আকার
মনুষ্যের মুণ্ড মত ফল ধরে তার।
মাজু বৃক্ষ পত্র মত সে বৃক্ষের পাতা
পত্র তার ফল মাত্র ফল নাহি তথা।
নিশি হৈলে মুণ্ড ফল ঝরিয়া পড়এ
'সোহা সোহা' শব্দ করি সে বৃক্ষ ডাকএ।
দিবসেত মুণ্ড পুনি বৃক্ষে লাগে গিয়া
আর এক বৃক্ষ আছে তাহার সম্পাশে
খলখল খটখট নিশিকালে হাসে।
আর এক বৃক্ষ তথা পূর্ণ ফুল ফল
নিশিকালে নিশাকর জিনিয়া উজ্জ্বল।…
কোন পত্রে গাহে গীত হেনমত শুনি
কোন পত্রে সারিন্দা মৃদঙ্গ হেন ধ্বনি।
রজতের বৃক্ষ এক দ্বারেত দেখিল
সুবর্ণের পত্র সেই বৃক্ষেত আছিল।
মুকুতার ডাল সেই মাণিক্যের ফল
রবিশশী জিনিয়া উজ্জ্বল ঝলমল।

পাখি : শুয়া তোতা ঘুঘু ময়না শালিক মউর
কুকিলে করএ কুহু কুহলে মধুর।

কোন বিচিত্র ও বর্ণালি পাখির কল্পনা করা সম্ভব হয়নি কবির পক্ষে। কেবল 'সিমুর্গ' জাতীয় মানুষখেকো বিপুলকায় শিকারী পক্ষীর কথা আছে।

সম্ভোগচিত্র : অধরে মাধুরী পান করে ঘনে ঘন
ভোজনের আদ্যে লোকে ভক্ষএ লবণ।
ক্ষণেকে সাবুটি করে তুলি লএ কোলে
ক্ষেণেকে চুম্বএ পুনি ধরি তার গলে।
ক্ষেণেকে হিয়ার ভিতে ক্ষেপে দুই কর
কুচযুগ মর্দন করএ নিরন্তর।
ক্ষুধার্ত পাইয়া অন্ন ছাড়িয়াছে কোথা
পিয়াসী না খাএ জল কেমন সত্যতা।
কামাতুর নির্জনে পিয়ার লাগ পাএ
উহুঁ উহুঁ নহি নহি কেমতে মানাএ।
কেশ পাশ গলিয়া চরণ পাশে ধাএ…
মুছিল কাজল রেখা সিন্দুরের ফোঁটা
ঠামে ঠামে লাগিয়াছে অরুণ ঘন ঘটা। ইত্যাদি।

রাজকন্যা ও বণিক তরুণ অবৈধ মিলন কালে কোতোয়ালের হস্তে বন্দী হয়। কোতোয়াল রাজসমীপে ঠারে বা হেঁয়ালিতে এদের অপরাধ ও ঘটনা নিবেদন করছে :

আজি রজনীযোগে অপূর্ব ফলিল
নিশাপতি নিজ জুতি খদ্যোতেরে দিল।
দহিল সকল জল নিশাপতি জুতি
আনল বরিখি ঘন পূর্ণ কৈল ক্ষিতি।
শাল শাল্মলি গাছে মাদারের ফুল
অমৃতে পূরিল গাছ গোরসে গরল।

এমনি হেঁয়ালি রয়েছে বণিকতরুণের উদ্দেশে রাজকন্যার প্রতীকি সংকেতে। [গল্পসার দ্রষ্টব্য।]

সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামালের সূর্যনিন্দা।

দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' কাব্যে বিরহী মজনুকে চন্দ্রের নিন্দা করতে দেখি। এখানে দোনাগাজীর নায়ক-নায়িকাও সূর্যোদয়ে তাদের মিলন-নিশির অবাঞ্ছিত অবসানে সূর্যকে তিরস্কার করছে :

আহারে দারুণ রবি পাপিষ্ঠ দিবস
কেনে আসি ভঙ্গকর রসিকের রস।
অনেক দিবসে আহ্মি পাই এক নিশি
তাতে রসভঙ্গ তুহ্মি কেনে কর আসি
রসেত বিরস করি পাও কোন্ ফল
রসভঙ্গ পাপে তুহ্মি যাও রসাতল।
না জান রসের রস তুহ্মি মহাপাপী
থাকহ তপন হৈয়া চিরকাল তাপি।
যাবত জীবন তোর ভ্রমিয়া অস্থির
এই দোষে প্রতি প্রাতে ছাড়িও মন্দির।
আইস আইস দিবাকর আইসহ দিবস
ছাড়িলুঁ আগুনে তোর আজিকার রস।

দৌলত উজির বাহরাম খানের কাব্যে চন্দ্র নিন্দা আরো কবিত্বময় হয়তো বিরহী হৃদয়ের অভিব্যক্তি বলেই এই উৎকর্ষ সহজেই সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া তিরস্কারের পরিবেশ আর কারণও ভিন্ন। রস-পার্থক্যের সেও এক কারণ। একি দৌলত উজিরের প্রভাব প্রসূত!

জগতে বোলএ তুহ্মি সুধাকর নাম
তোহ্মার শীতল গুণ অতি অনুপাম।
মোর প্রতি কেনে তুহ্মি গরল সমান
আনল সদৃশ মোর দগধ পরাণ।
তোহ্মার সমান মোর ঈশ্বরী বদন
তোহ্মারে দেখিতে শ্রধা এহার কারণ।
দুঃখিত জনের কৃপা নাহিক তোহ্মার
তেকারণে প্রতি মাসে মৃত্যু একবার।...

বিরহীজনের প্রতি শশী দয়া হীন
এই পাপে প্রতি মাসে একপক্ষ ক্ষীণ।
বিরহী জনের তনু দগধে কারণ
প্রতিমাসে একবার বিধুর মরণ।...
দুঃখের বারতা জান রাহুর গ্রহণে
দুঃখিত জনের প্রতি দয়া নাহি মনে।
বিরহী জনের তনু দগধে স্বরূপ
তেকারণে দুইপক্ষে ধর দুইরূপ।
যদি মুঞি লম্ফ দিয়া চন্দ্র লাগ পাম
নামাই গগন হোন্তে সাগরে ডুবাম।

দোনাগাজীর কাব্যের কোন কোন চরণে কবিত্বের চমকপ্রদ দ্যুতি বিচ্ছুরিত। সেগুলো সুভাষিত বুলি রূপে অন্যত্র উদ্ধৃত।

এখানে দু-একটা চিত্রকল্প তথা বাকপ্রতিমার নমুনা তুলে ধরছি:

১. ত্রাসযুক্ত শ্রমযুক্ত আর দীর্ঘশ্বাস
মুখে বাক্য না আইসে কহিতে নৃপপাশ।

২. পদেত পাদুকা নাই না পারে হাঁটিতে
পাষাণেত পদাঘাত লাগে বারেবার
চরণ বিদারি পড়ে শোণিতের ধার।

৩. তুরঙ্গ সুরঙ্গগামী খগ অবতার
লঘুচারী যেহেন চপলা চমৎকার।
জলে খুরা ধোএ মাত্র না ছোঁএ অঙ্গে
অবিলম্বে লঙ্ঘএ সাগর অলঙ্ঘ্যে।

৪. তান সম রূপ নাহি এ তিন ভুবন
অমৃতে গড়ল তার নয়ান বয়ান।

৫. কন্যাএ দেখাএ ছলে টানিয়া বসন
এক আঁখি অর্ধঅঙ্গ আর এক স্তন।

৬. কোতোয়াল: শিলা হতে কঠিন বদন সদারুষ্ট
কাকুতি না শুনে দুষ্ট দুষ্টতায় তুষ্ট।

৭. চিকুর আউল করি বক্ষে কুটি হাত
জীবন তেজিতে চাহে দানব সাক্ষাত।

৮. মুমূর্ষু দানবের গতি :

শরীর প্রকাণ্ড অতি তাহার বাতাসে
বড় বড় বৃক্ষসব ভাঙ্গে চারিপাশে।
সমুদ্রে হিল্লোল হৈল শূন্য ধূলাকার
মৃত্তিকাতে গগন হৈল অন্ধকার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল ভূমিত
নিঃশব্দে পড়িয়া প্রাণ দিল আচম্বিত।

৯. চাঁদ ও রূপসী :

আকাশে পাতালে শশী দেখে দুই স্থানে
কেশ লুকাইয়া ফাঁদ পাতিছে মদনে।

১০. কি কৈলি কি কৈলি মোর জীবের জীবন।
কি কৈলি কি কৈলি মোর জীবনের আশ···
কি কৈলি কি কৈলি মোর ক্ষুধার ভোজন
কি কৈলি কি কৈলি মোর তৃষ্ণার জীবন।
কি কৈলি কি কৈলি মোর গিরিষার বাও
কি কৈলি কি কৈলি মোর বরিষার নাও।
কি কৈলি কি কৈলি মোর শীতের ওড়ন।
কি কৈলি কি কৈলি মোর তিমিরের শশী
কি কৈলি কি কৈলি মোর কৌতুকের নিশি।
কি কৈলি কি কৈলি মোর কর্ণের কুণ্ডলী
কি কৈলি কি কৈলি মোর অক্ষির পুতলী।

তুলনীয় : বিদ্যাপতি :

(ক) শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষার বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।

(খ) হাথক দরপণ মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বল।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার
দেহক সরবস্ব গেহক সার। ইত্যাদি।

সয়ফুল মুলুকের প্রার্থনায় বৃদ্ধকবি দোনাগাজীর তথা অসহায় মানুষের আত্মার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে :

নির্লক্ষ্যের লক্ষ্য তুহ্মি অন্ধলের আহ্মি
ব্যক্তগোপ্ত জান তুহ্মি জগতের সাক্ষী।
অনাথের নাথ তুহ্মি আপদ তারক
তিলেকে খণ্ডাতে পার জনম-পাতক।
তুহ্মি রবি তুহ্মি শশী তুহ্মি রাত্রদিন
তুহ্মি স্বর্গ তুহ্মি মর্ত্য তুহ্মি সে অধীন।

অসমের বন্ধু তুহ্মি তুহ্মি করতার
তুহ্মি বিনে অধমের গতি নাই আর।
সেবক বৎসল তুহ্মি কৃপাময়
মনুরথ সিদ্ধি কর হইয়া সদয়।
পূর্ণ কর মোর আশা পার কর মোক
তুহ্মি সে খণ্ডাতে পার জনমের দুখ।

এ প্রার্থনা অদ্বৈতবাদী সূফীর।

সরন্দীপ কেবল হিন্দুস্তান নয়, আধুনিক সিংহল দ্বীপই তাঁর কল্পনার সরন্দীপ তাই কবি বলেন :

সরন্দীপ দেশ জান সাগর মাঝার
নিরবধি এই দেশ সাগর সঞ্চার।
সাগরে জন্মএ লোক সাগরে তরএ
তথাবাসী লোকের সাগরে নাহি ভএ।

নায়ক-নায়িকার মিলনেই সমাপ্ত হয় কাহিনী। কবি উপখ্যানের এ রেওয়াজ লঙ্ঘন করেছেন। তিনি সায়াদ ও মালেকার প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ এবং তাদের মিলনে (উযিরপুত্র ও রাজকন্যার অসম বিবাহে কন্যার মাতাপিতার আপত্তির) বাধা অপসারণ বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘ বৃত্তান্ত রচনা করেছেন। অপ্রধান চরিত্রে গুরুত্ব আরোপ কাব্য-রীতি বিরুদ্ধ তো বটেই, তা ছাড়া এতে পাঠকের আগ্রহ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ব্যাপারেও ব্যর্থ হয়েছেন কবি। অবশ্য 'ইউসুফ জোলেখা'

কাব্যে শাহ্ মুহম্মদ সগীরও ইউসুফের ভাই ইবনে আমিনের বিবাহ পর্ব রচনা করেছেন। তবু তাতে কাহিনী ছিল। এখানে বৃত্তান্ত কাহিনী-বিরল। কেবল তুচ্ছ সমস্যার সমাধান প্রয়াসে কবি বৃথা বাক্জাল বিস্তার করে পাঠকের ধৈর্যের উপর পীড়ন চালিয়েছেন।

।। সমাজ ও সংস্কৃতি ।।

প্রেমতত্ত্ব :

বাঙলা দেশে খাঁটি শরীয়তী ইসলাম কখনো অনুসৃত হয়নি। সুফী-মতের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল বাঙালী মুসলমানদের ধর্ম। তাই সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের প্রভাব ছিল মুসলমানদের মজ্জায়। মধ্যযুগের সব কবির স্তুতি অংশে তাই আল্লাহ্ ও রসুল অভিন্নসত্তার জাহেরীরূপ বলে পরিকীর্তিত। তা ছাড়া সৃষ্টি প্রেরণার মূলে রয়েছে প্রেম। আল্লাহ্র প্রেমানুভূতিই জগৎসৃষ্টির উৎস :

আদ্য প্রভু সৃজিয়াছে প্রেমে ত্রিভুবন…
সৃষ্টি সৃজিয়াজে প্রভু প্রেম অনুভবি
প্রেমভাবে সৃজিয়াছে মোহাম্মদ নবী।
তাই, প্রেম সে পরমতত্ত্ব জানিঅ নিশ্চএ
আদি অন্ত প্রেমেত সংসার উপজএ।
প্রেম যে পরম তত্ত্ব প্রেম সে উত্তম
প্রেম সে মজাএ মন প্রেমে সে জনম।
জগত জনম জান প্রেম অবতার।…

'আদ্যপ্রভু' কথাটিতে বৌদ্ধ 'আদিনাথ' তত্ত্বের প্রভাব ও ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

শিক্ষা

পাঁচ বছর বয়সেই শুরু হত বালক বালিকার বিদ্যাচর্চা।

রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্রকে :

পঞ্চম বরিখে শাস্ত্র পড়িবারে দিল।

সেকালের পাঠ্যতালিকার তথা পাঠ্যসূচীরও উল্লেখ রয়েছে।

> শিখিয়া আপনা শাস্ত্র [শাস্ত্রবিদ্যা] শিশু
> কাব্যশাস্ত্র রতিশাস্ত্র শিখিল পুরাণ
> সিদ্ধিশাস্ত্র [যোগ] আগম জ্যোতিষ আর যথ
> শিখিল যথেক শাস্ত্র কি কহিব কথ।

সে-যুগে সাধারণ ঘরেও নারী-শিক্ষা দুর্লভ ছিল না, যোষীকন্যা ও বেনে-বউ কেবল শিক্ষিতা নয়, বিদ্যা, বুদ্ধি ও চাতুর্যে পুরুষের বাড়া। যোষী, কন্যা ছিল ঃ

> নবীন যৌবনী কন্যা প্রসঙ্গে বিদুষী…
> যুক্তি অনুযুক্তা যুক্ত উক্তি অতিরক্তা
> বিলাসী সঙ্গীত ভাষী কাব্য পরিভক্তা।
> চাতুর্যে মাধুর্যে অতি বাচে অগ্রগণ্য।…

আর বেনে-বউয়ের পরিচয় এরূপ ঃ

> আছিল পণ্ডিত সেই বণিক বনিতা।…
> সর্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত প্রচুর
> পারগ সর্বজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত চতুর।

। নারীর স্থান ।

পুরুষ-প্রধান সমাজে নারী ছিল পরান্নজীবী ও অসহায়। সারা-জীবনে তার কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। কন্যা রূপে পিতার, জায়া রূপে স্বামীর এবং মাতা রূপে পুত্রের অভিভাবকতায় কাটত তার জীবন। তার বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুর বাড়ি ছিল, কিন্তু নিজের বাড়ি ছিল না কখনো। তবু পরকে আপন করা, অনাত্মীয় নিয়ে ঘর করা, নতুন জায়গায় ঘর বাঁধার মতো মনের জোর ও স্বভাবের ঐশ্বর্য রয়েছে তার। সে জানে 'পিতৃগৃহে কন্যাজন্ম অন্যের কারণে।' সে জন্যেই হয়তো নতুনকে বরণ করার মানসিক প্রস্তুতি থাকে তার। তাই পুরুষের চোখে সে 'মহামায়া বামাজাতি মায়ার গঠন।' তবু অনাদর-অবহেলা ও পীড়নের ভয় থেকে যায় তার মনে। তাই সে স্বামী বা

প্রেমিককে বলে :

সত্য তুহ্মি আহ্মা আগে কর মহামতি
আহ্মা ছাড়ি অন্যস্থানে না করিবা গতি।
তোহ্মার অধীন হৈলে না করিবা হেলা।...

শঙ্কাকাতর মাও কন্যা সমর্পণ কালে জামাতাকে বলে পাঠায়

কহিও বুঝাইয়া মোর এহি নিবেদন
পালিতে অবলা বালা করিয়া যতন।
ক্ষেমিতে সদয় মনে তার যত দোষ
ধর্মেত পাইবা পুণ্য মোর পরিতোষ।

। যোগ ও যোগীর প্রভাব ।

সাংখ্য ও যোগ অতি প্রাচীন অনার্য জীবনতত্ত্ব। ব্রাহ্মণ্যযুগে এ দুটো সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বে উন্নীত হয়। এই তত্ত্ব দুটোর প্রভাবে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগে বাঙলার বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে যোগ-তান্ত্রিক বিকৃতি ঘটে। যোগীতান্ত্রিকের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে যায় এদেশে। বাঙালী মুসলমানের সূফী সাধনায়ও যোগের তথা দেহতত্ত্ব ও দেহ সাধনের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। হিন্দু সমাজে এক সময় বিবাগী মাত্রেই ছিল যোগী, তাই হাটে-বাটে ও ঘরে-ঘাটে সর্বত্রই দেখা যেত যোগী। এ জন্যেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে বঙ্কিম সাহিত্য অবধি সব গ্রন্থেই পাই যোগীর উল্লেখ। দোনাগাজীও প্রসঙ্গত উপমা দিয়েছেন যোগীর।

ক. কিবা যোগীবেশে ভ্রমি সকল সংসার।

খ. যোগ-কণ্ঠী লইয়া ভ্রমিব দেশে দেশে
বৃক্ষতলে নদীকূলে ব্রহ্মচারী বেশে।

গ. যোগীবেশে যোগিয়া বসন বিবর্জিত।
ভোজন শয়ন রতি বচন বর্জিত।

ঘ. যোগিয়া বসন কেনে ভূষণ তোহ্মার।

। গৃহ, তৈজস, আসবাবপত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার।

রাজা-বাদশার কাহিনীতে গরীবের কুটীর, মধ্যবিত্তের ভবন ও ধনীর অট্টালিকার কথা মেলে না। এখানে রাজার টঙ্গী তথা প্রাসাদের ও তার আনুষঙ্গিক বস্তুর যোগ্য সামগ্রীর বর্ণনা পাই :

আর সেগুলো : কাঞ্চনের গৃহ সব রত্তনের খাম
হারামণি মাণিক্য লাগিছে ঠামে ঠাম।…
তাহাতে সুন্দর টঙ্গী রত্তন নির্মাণ।
রজতের কোঠা করিয়াছে চারিভিতে।

তৈজস পত্রও তাই মাটির হাড়া সরা নয় :

১. সুবর্ণের পাতিল সরা সুবর্ণের চুলা
সুবর্ণের কটোরা ঝারি সুবর্ণের থালা।

২. সুবর্ণের রত্নমণি রত্তনের থালা
রজত কাঞ্চন মণি খোড়া বাটি ডালা।

আসবাবপত্র : ১. খাট পাট পালঙ্ক খাইতে উপহার।

দোলনা : ২. কাঞ্চনের ঢুলনি এক রতনে জড়িয়া
তাহাতে রাখিছে কন্যা বসনে বেড়িয়া।

৩. সুবর্ণে জড়িত চিত্র পট্টবস্ত্র আর।
জরির ঝরোকা জড়ি বিচিত্র পাটের শাড়ী।

৪. জাতিকশি জরকশি শাড়ী পাটাম্বর।

৫. পাগড়ী পটকা, আর নিমা পায়জামা।

অলঙ্কার : ১. কর্ণবাল্লি বনিতার দুই পাশে সাজে
ঢুলনি খেলায় কিবা মদন সমাজে।
ভুজ সুশোভন তার বলয়া সুবলিত…
রত্তন আমারী এক জড়িত মণিহারা
চারিভিতে মুকুতা মাণিক্য দিয়া জোড়া।
অপ্সরা ধ্বনি করে কিঙ্কিনী নেপুর

২. অঙ্গদ বলয়া বাহু কঙ্কণ চরণ
অঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভন মণিমএ।

৩. কানে বালি কর্ণফুল লোলক শ্রবণ মূল
সুবর্ণ পিপলিপাত দোলে
মুক্তা মণি চূণী জড়া অরুণ প্রভৃতি তারা…
কপালে অলক টীকে বেশর বিরাজে নাকে…
তেল'রী [ত্রিলহরী] হাঁসুলি হার সিঁথিপাত শোভাকার
তাড় বাজুবন্ধ করে অঙ্গদ বলয়া ধরে
পৈঁচি কঙ্কণ শোভাকার
হীরা মণি হেমে জড়ি মদন মিশাই পড়ি
দিয়াছে বাহুটি বাহুতাড়
কনিষ্ঠ কানি অঙ্গুলে শ্রীঅঙ্গুরী শোভে ভালে
কটিতে কিঙ্কিনী ধ্বনি চরণে নেপুর শুনি
তোড়ল খারুয়া পাএ নখ মাখি আলতাএ
উঝাটি বিঝাটি পদাঙ্গুলে
মেলিয়া নালুয়া রয় চরণে শরণ লএ।

। কাজল, সিন্দুর ও মেহদী, চন্দন।

প্রসাধন সামগ্রী : ১. মেন্দি মাখা নখে যেন অরুণ শোভএ।
মুছিল কাজল রেখা সিন্দুরের ফোঁটা
ঠামে ঠামে লাগিছে অরুণ ঘনঘটা।

২. কর্পূর তাম্বুল পুষ্প দিল বিদ্যমান
কুঙ্কুম কস্তুরী আর চন্দন আগর
গোলাব আতর আর কাফুর কেশর।
আর যথ সুগন্ধি সকল রাজনীতি
আপনে কুমার অঙ্গে লাগায় নৃপতি।

৩. ললাটে সিন্দূর বিন্দু অরুণ সহিতে ইন্দু
চন্দনের ফোঁটা তার কাছে

জলদ কাজল রেখা ভুরু ইন্দ্র ধনুরেখা
সমযুক্ত বিরাজিয়া আছে।

। দান, যৌতুক ও উপহার সামগ্রী ।

উপহার : ১. ভক্ষ্য ভোজ্য আসন বসন নানাবিধ
ভূষণ বাহন দিত নানা মূল্য নিধি।

২. রজত কাঞ্চন দান দিলা বহুতর
রত্ন দিয়া তুষি আদেশিলা শীঘ্রগতি।

৩. রাজকন্যা দরশি নিছনি করিবার
মাণিক্য মুকুতা জরি নৈল অলঙ্কার।
সহস্রেক হস্তী ভরি বস্ত্র আভরণ
হীরা মণি মাণিক্য অমূল্য মূলধন।
উট বাজি গজ ধেনু রাজ ব্যবহার
খাট পাট পালঙ্ক খাইতে উপহার।
তুরুকী ইরাকী ছিল মিসির ফারসী
রুমী খোরাসানী তবে আর যথ দাসী।

উপঢৌকন : হস্তী ঘোড়া রত্নমণি রজত কাঞ্চন
শতেক তঙ্কার ছিল বহুল বসন।

যৌতুক : মাতঙ্গ তুরঙ্গ উষ্ট্র বৃষ ধেনুগণ
মুকুতা প্রবাল মণি মাণিক্য রতন।
বসন ভূষণ বহু বস্ত্র অলঙ্কার
দাস দাসী বহুল কহিব কথ আর।
সপ্তশত হস্তী ভরি মাণিক্য রতন
পঞ্চশত উট ভরি আর যথ ধন।

। বাদ্যযন্ত্র

১. ঢোল ধামা পিনাক সারিন্দা পাখোয়াজ

২. পরা ভেরী মৃদঙ্গ ঝাঁঝরা করতাল
দোহরি মোহরি দব ভেউর কর্ণাল।

সারিন্দা রবাব বেণু বীণা সিঙ্গা বাঁশী
ঢাক ঢোল কাড়া কবিলাস অভিলাষী।
কন্দিরা মন্দিরা ধারা ডম্বুর পিনাক
তাম্বুরা জঙ্গলা বাজে শঙ্খ শিঙ্গা ঢাক।

৩. দুমদুমি নাকাড়া দমা নানান বাজন
পাখোয়াজ সারিন্দা পিনাক কবিলাস
মঞ্জিলের বোলে সবে হইল উল্লাস।
শিঙ্গা বেণু বাঁশী আর সানাই কন্নাল
ডম্বুর তাম্বুরা আর ঝাঞ্জর করতাল।
বীণা দোনা শঙ্খ বান্ধি দোহরি, মোহরি
ভুষঙ্গ মৃদঙ্গ কাঁস তবল ভাঙ্গরি।

। যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধাস্ত্র।

যুদ্ধবিদ্যা ১. সর্বশাস্ত্রে কুমার হইল বিচক্ষণ
সর্ব অস্ত্র শিখিল লইল শরাসন।
গদাযুদ্ধে গদাধর হইল দুর্জয়
দ্বন্দ্ব মল্ল সমরেত হইল নির্ভয়।
খর্গযুদ্ধে মহাযোদ্ধা হৈল রাজসুত
অস্ত্রেশস্ত্রে বিশারদ হইল অদ্ভুত।

যুদ্ধাস্ত্র—শল্য, শূল, গদা, মুষল, মুদগর, নারাচ, নালিকা, অসি, খঞ্জর, বিভিন্ন ধনুর্বাণ,—অগ্নিবাণ, বরুণবাণ, সিংহবাণ, গজবাণ, অর্ধচন্দ্রবাণ, মেঘবাণ ইত্যাদি।

যুদ্ধোপকরণ : অশ্ব, গজ, রথ ও বাদ্য।

। আচার-সংস্কার-রীতিনীতি।

ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-আচরণ এবং সামাজিক রীতিনীতি, উৎসব-পার্বণ থেকে মানুষের জীবন-যাত্রার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়—এ সব সামাজিক মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের মানের পরিমাপকও।

সংস্কৃতি : নাটগীতি কাব্যকলা নিত্য ঘরে ঘরে
কাব্যশাস্ত্র কৌতুকে বঞ্চএ রাত্রদিন।

আদর্শ সুখের জীবন : নাটগীতি প্রতিনিতি নিত্য কাব্যরস
কামকলা প্রতিনিত কেলিকলা রস
নানা শাস্ত্র শিক্ষা সব শাস্ত্র অবধান
রতিশাস্ত্র রতিপতি রতি বিদ্যমান।
রমণী বাঞ্ছিত চিত্ত কামোদ আমোদ।···

প্রণাম : কদমবুসি, ষাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছিল।

ক. পুনি পুনি ভূমিগতে করে দণ্ডবৎ।
খ. নামাজের অবশেষ হই দণ্ডবৎ।
গ. যাত্রা কৈল প্রণাম করিয়া পিতামাতা।
ঘ. ভক্তিভাবে চরণ বন্দিল ততক্ষণ।
ঙ. ভক্তিভাবে কুমার করিয়া দণ্ডবৎ
পাদুকা চুম্বিল তান হৈয়া ভূমিগৎ।

মারোয়া নির্মাণ : করি 'দধি মঙ্গল' সুগন্ধি মাখি গাএ
সুবর্ণ শিরোপা মাথে সোয়ার চড়াএ।
সীতাপতি কদলী আনিয়া শুভক্ষণে
করিল আলাম খাড়া আনন্দিত মনে।
মারোয়া লেপিতে দিল যথ সোহাগিনী
করিল বিচিত্র সব পরীর রচনী।
ভরিল সুবর্ণ ঘট নৃপতি সকল
তৈল চড়াইল অঙ্গে মন কুতুহল।

আশীর্বাদ : কপালে চুম্বিয়া রাজা কৈল আশীর্বাদ।

তিথিলগ্ন :

১. মাহেন্দ্র সময় করি রাজার দুহিতা
যাত্রা কৈল প্রণাম করিয়া পিতামাতা।

২. শুভ লগ্ন নিয়া
দেব আরাধিয়া
গজ পৃষ্ঠে তুলি দিল।

৩. ইষ্টদেব স্মরি সবে নৌকা আরোহিয়া।···

নীতিবোধ : পরদার ডরে রতি সিদ্ধি না হইল।

নজুম গণক-জ্যোতিষী :

১. রাজ্যের সর্বজ্ঞ ডাকি আনহ সাক্ষাৎ
সন্ততি আছে বা নাই দিবেক গণিয়া।

২. এথাএ দুইপাত্র যথ যোষী-বৈদ্য আনি
রাজার জনম পত্র চাহিলেক গণি।

৩. দৈবজ্ঞ সর্বজ্ঞ যথ আনিলা তুরিত
বুলিলা শিশুর কর্ম করিয়া বিচার
ভাল মন্দ মোর আগে কহিবা তাহার।

সংস্কার :

১. মোর যথ ধনজন রাজ্য অধিকার
নিছনি এই সকল হউক তাহার।

২. শুভকার্য মাঝ কান্দি নাহি কাজ

৩. রাজকন্যা দরশি নিছনি করিবার
মাণিক্য মুকুতা জরি নৈল অলঙ্কার।···

৪. এসব প্রকৃতি সব অপদেব কাজ
শীঘ্র আন যথ ওঝা আছে রাজ্য মাঝ।
অপদের দৃষ্টি নহে নৃপতি নন্দন।

৫. দেবতা লক্ষিল কিবা গন্ধর্ব কিন্নরী
অপদেব দৃষ্টি কিবা পরী অপসরী।

অদৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরের কর্মফল :

আছএ তোম্মার কর্মে পুত্র বিচক্ষণ।

দরবারী সৌজন্য :

১. পত্র এক লিখি দূত পাঠাইয়া দিল...
উপহার অমূল্য বহুল ধন দিয়া।

২. মিসিরের রাজার দূত আনি বিদ্যমান
বহু ধন দিয়া তারে করিল সম্মান।

৩. গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া চলে নরপতি
দুই হস্তে চতুর্ভিতে ছিটে গজ মোতি...
লক্ষ লক্ষ ভরী সোনা নৃপতি নিছিয়া
যাচক উদ্দেশি ফেলে দূরেত ক্ষেপিয়া।

রাজকীয় নিশান: ধ্বজ ছত্র বৈরাগ নিশান রাজনীতি।

। ক্রীড়া।

নারিকেল খেলা ১. তুহ্মি মূর্খ অচতুর প্রেমে নাহি কাজ
নারিকেল খেল গিয়া গোঁয়ার সমাজ।

অন্যান্য খেলা ২. শতরঞ্চ চৌঅর পাশা সারি সারি
দিবস গোঞাএ নানা রঙ্গ রস করি।

৩. জলুয়া খেলে গেরুয়া মেলে মনোহর আখি
গেরুয়া জলুয়া আর খেলিল অঙ্গুরী।

। বেশ্যাবৃত্তি।

সেকালে বেশ্যাবৃত্তি এমন নিন্দনীয় ছিল না। তাই বেশ্যারাও ছিল না ঘৃণ্য। বস্তুত বেশ্যারাই ছিল নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পী এবং অভিনেত্রী। বেশ্যা পোষণ ছিল আভিজাত্যের ও বিত্তবানতার লক্ষণ। সে জন্যেই গৌরব-গর্ব ও মর্যাদার অবলম্বন ছিল বেশ্যা পোষণ। রাজকীয় দরবারী উৎসবেও তাই দেখতে পাই:

বেশ্যা সবে নৃত্য করে অতি সুললিত
রাজবেশ্যা নৃত্য করে অপরা বর্জিত।

এবং রাজকুমারের বিদেশ যাত্রার সময়েও সঙ্গে নিয়েছিল বেশ্যা:

আলিম পণ্ডিত আর জ্যোতিষ গণক
নানা যন্ত্র রাজবেশ্যা গাহন নর্তক।

। ধর্মাচার : উৎসব : পার্বণ।

১. দেবদ্বিজ আরাধি করএ দানধর্ম
কায়মনে পুত্র আশে করে এহি কর্ম।

২. ষষ্ঠি-পর্ব : হইল ষষ্টম রাত্রি জনম অবধি
নাটগীত আনন্দ পূরিল রাজপুরী,
বাজএ উৎসব বাদ্য সর্বরাজ্য ভরি
রতন কাঞ্চন দান দিয়া মহারাজ...
দৈবজ্ঞ সর্বজ্ঞ যথ আনিলা তুরিত
বুলিলা শিশুর কর্ম করিয়া বিচার
ভালমন্দ মোর আগে কহিবা তাহার।

৩. যজ্ঞ-পূজা : জ্ঞাতি অন্ন ভুঞ্জাইল দেব আচরণ
নানা দেব আবাহন কৈল আরাধন।
আগর চন্দন কাষ্ঠ আনল জ্বলিয়া
অবুর্দে অবুর্দে ঘৃত দিলেক ঢালিয়া।

৪. অতিথি সৎকার : লেখিল অতিথ পূজা সর্বশাস্ত্রে ধর্ম।
কথাত গৃহস্থ সেবা করএ অতিথ।...

৫. আচার (বর-কনে) : কুমার মুণ্ডের জল কুমারীর শিরে
কৌতুকে ঢালিল সবে নীতি অনুসারে।

৬. গ্রহশান্তি : গ্রহ শান্ত কর দান দিয়া বহুধন।
সর্বশাস্ত্রে শুনিয়াছি এমন বিহিত
দানে বিঘ্ন দূর হএ কহিছে পণ্ডিত।

অপদেবদৃষ্টি, দারু-টোনা ও চিকিৎসা :

১. এ সব প্রকৃতি সব অপদেব কাজ
শীঘ্র আন যথ ওঝা আছে রাজ্য মাঝ।

২. নাড়ী পরীক্ষিতে সবে আরম্ভ করিল
ষট নাড়ী স্থান করি নাড়ী বিচারিল।

৩. টোটকা ঔষধ :

সব্য লভ্য বটিকা নাসার অধেঃ রাখি
ঘন ঘন ছিটএ সুগন্ধি গন্ধ মাখি।

৪. টোনা :

কেহ বোলে টোনা কৈল বুঝি এই দুষ্ট
কেহ বোলে মন্ত্র পড়ি করিলেক নষ্ট।

৫. চিকিৎসা :

কোনজন ধন্ধ হই ধরএ ধরণী
কেহ শিরে তৈল দিয়া কেহ দেয় পানি।

। ফাগ ও কর্দম রঙ্গ ।

উৎসবের সময়ে আনন্দের আবেগ প্রকাশ করার জন্যে রঙ খেলা তথা ফাগু খেলার রীতি সুপ্রাচীন। ফাগ বা রঙের অভাবে কাদা ছোঁড়া-ছুড়ির প্রথা প্রাচীনতর। গ্রামাঞ্চলে কাদা মাখা-মাখি খেলা আজো বিরল নয়। হোলিতো আছেই।

১. পঙ্কজল আনি কেহ পঙ্ক লৈয়া হাতে
পঙ্ক মেলি মারে সব পঙ্কজ সভাতে।

২. সোহাগ কেশর চুয়া আগর আতর
একে রঙ্গে মেলি মারে আরের উপর।

৩. গোলাবের কেশর ঝারি সোহাগ মেলিয়া মারি
কেহ কার বসন তিতাএ।

। মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহার ।

মুসলিম কবিগণ দেশীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে সমভাবে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কোন অসুস্থ মন বা বিকৃত বুদ্ধি তাঁদের বিচলিত করেনি। দেশান্তরে উদ্ভূত ধর্মের সব কিছু জানার বড়ো অন্তরায় ছিল ভাষা। তাই ধর্মীয় ঐতিহ্যে তাদের সহজ অধিকার ছিল না। মুঘল আমলে ফারসীর বহুল চর্চার ফলে ও এদেশের উচ্চবিত্তের ও পদের ইরানী লোকের বহু-

লতার দরুন ইরানী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রভাব হয় ব্যাপক ও গভীর। আর ধর্মীয় ঐক্যের সুবাদে দরবারী ভাষার প্রতি প্রীতিবশে এ দেশী মুসলমানেরাও ইরান ও ইরানী ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আপন করে নেয়। এদিকে স্বাভাবিক কারণেই এদেশের মাটির সন্তান এ দেশের মাটি ও পরিবেশের ঋণ অস্বীকার করেন নি। তাই দেশজ উপকরণই মুসলমানের রচনায় বেশী। তার সঙ্গে মিশেছে ইরানী ঐতিহ্য। মানুষের ভাব-চিন্তা কর্ম দেশ-ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। ইসলাম-পূর্ব যুগে এ দেশের মানুষের ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ। তাই দেশী ঐতিহ্য বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যজীবন উদ্ভূত। প্রতিবেশী বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষবশে এ যুগে দেশী ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করার দুর্বুদ্ধি জেগেছে এক শ্রেণীর বুদ্ধি-জীবীর মনে। কিন্তু যেহেতু জীবনই ভাষার জন্মদাতা, আবার ভাষার মাধ্যমেই জীবন অভিব্যক্তি পায় এবং আমাদের ভাষাটি দেশজ তথা বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য মানস প্রসূত ; সেহেতু এ ভাষা ত্যাগ না করলে এ দেশী ঐতিহ্য পরিহার করার অপচেষ্টা বিড়ম্বিত হবেই। দেশী ঐতিহ্যের ও প্রতিবেশী বিধর্মীর ধর্মীয় ঐতিহ্যের আকস্মিক অভিন্নতায় গুরুত্ব না দেয়াই সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক। ঐতিহ্যের ব্যবহার কবির বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য :

১. ইসূফ না হৈল তার রূপের সমান
কূপেত লুকাইল গিয়া পাই অপমান।
কিবা রূপ তাহার দেখিতে করি আশ
ইসুফ মিসিরে আসি হইছিল দাস।

২. বিরাজে অমৃত কূপ অধরের তলে
সহস্র ইসুফ পড়ি ভাসে তার জলে।

৩. ফতেমা আলির যেন ছিল রস রঙ্গ
রসুল বঞ্চিল যেন আয়েশার সঙ্গ।
ইব্রাহিম সায়েরা যেমন রস কলা
তেমন বঞ্চোক রসে এহি বড় ভালা।

৪. ইসমাইল 'বলি'তে পলটি দিলা মেষ
সশরীরে ইদ্রিসকে নিলা স্বর্গ দেশ।

চতুর্থ আকাশ 'পরে আপেক্ষিলা ইসা
অলিদ দুর্বৃত্ত হাতে পোষাইলা মুসা।
বিকলের কল তুহ্মি অকূলের কূল
ইব্রাহিম দাহ কৈলা শীতল বহুল।
খিজিরক জীবদান দিলা বারেবার
সাগরেত দিয়া ভাটা মুসা কৈলা পার।
বিষম তরঙ্গে কৈলা নুহর নিস্তার
হেনমতে কর প্রভু মোর প্রতিকার।
কূপহোন্তে ইসুফে বৈসাইলা আসনে
দাসত্ব হরিয়া রাজা কৈলা কৃপা মনে।
আয়ুবের উপশম কৈলা মহারোগ
দারা পুত্র হৈল দিলা সম্পদ বিভোগ।
ইউনুসকে উদ্ধারিলা মৎস্যোদর হতে
মোরে অনুকূল প্রভু কর তেন মতে।

৫. জরথুস্ত্র শূন্য কাগজে মাখিয়া
রবির তনয় শুনি আছএ লিখিয়া।

। হিন্দু পুরাণের ব্যবহার ।

১. বলি কর্ণে এমত না কৈলা কদাচন।
ধনঞ্জয় শরাঘাতে ধন প্রাণ দিল।...

২. কল্পতরু তোহ্মার ধরুক সিদ্ধিফল।
হরএ মুনির মন করএ উদাস
যোগনষ্ট করএ তপস্যা করে নাশ।
কশ্যপ তনয় দোলে করি সূতমূল...
ভুরু মদনের চাপ না ছাড়এ গুণ
পদতলে পদ্মরেখা লক্ষ্মীর লক্ষণ।
নর দেব গন্ধর্ব থাকএ রূপ হেরি।

৩. বাসুকী বাসরে কিংবা ভুজঙ্গিণী যাএ।
৪. কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ যেমত আছিল।

৫. রামরাবণের যেন আছিল সমর।

৬. পূর্বে যেন যুদ্ধ কৈল সুরাসুরগণ।

বিবিধ

১. রাজা-বাদশারা বিয়ে করতেন কনে নিজের বাড়ী এনে। তাই মিশররাজের বিয়ে হল তাঁর দেশেই। ইয়মনরাজ তাই বলেন—'কন্যা লই মিসির নগরে কর গতি।

২. প্রত্যুৎগমনে অভ্যর্থনা :

রাজকন্যা আগুবাড়ি আনিতে কারণ
চলৌক দেশের লোক আছে যত জন।

৩. বিবাহোৎসবে বাদ্য :

বাদ্যভাণ্ড আনন্দ উচ্ছব নাটগীত।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ মন রঙ্গে- - -
আকাশ পাতাল ব্যাপি হৈল বাদ্যধ্বনি।

৪. কয়েদীর জীবন :

বুলিল নিশাএ তারে হাতে দিব দড়ি
দিবসে কুটিব আটা কুটিব লাকড়ি।
অল্প যদি করে কর্ম মারিবা বিস্তর
মারিতে মারিতে যেন যাএ যমঘর।

৫. সুশাসন : বটের তস্কর যেন খাণ্ডের নাহি ভএ
কদাঞ্চিত আপদ স্বপনে না দেখএ।

৬. শপথ : আহ্মার মাথাএ তুহ্মি জুড়ি দুই হাত।
শপথ করিয়া যাও আহ্মার সাক্ষাত।

৭. ধর্মসাক্ষী ছলে যদি কহিএ বচন

খাদ্য : অন্নজল দধি দুগ্ধ দিল উপহার
ফলমূল শর্করা লাগিল খাইবার।

৮. তত্ত্বকথা : চিত্তের নয়ানে জ্ঞান দেখে যেইজন
সেই সে পরম তত্ত্ব গুরুর বচন।

বাক্ মাহাত্ম্য : কহিতে লাগিল কন্যা শুন যুবরাজ
বচন সমান ধন নাহি তনু মাঝ।
তরুলতা পশুপক্ষী জীব সবে ধরে
মনুষ্য জীবনে সুখ বচনের তরে।
বৃষের জিহ্বাএ যদি বচন বসিত
মনুষ্য অন্যায় করি কেমনে চষিত।
না খায় কাহার অন্ন না পিন্দে বসন।
বাপ মাএ না বেচিল ধনের কারণ।...
তরুলতা তৃণের থাকিত যদি বাক
কি মতে মনুষ্য সবে কাটিত তাহাক।...
বচন কহিতে যদি থাকিত ভারতী
কেমতে খাইত নরে পশুপক্ষী জাতি।
কেমতে ধরিত মনে হীন জলচর।
তখনে যাইত ধাই নৃপতি গোচর।
মনুষ্য জিহ্বাএ যদি না হৈত বচন।
কেমতে হইত উক্তি মুক্তি বিরচন।
পণ্ডিতে কেমতে শাস্ত্র করিত প্রকট
কেমতে শিষ্যকে গুরু দেখাইত বাট।
জাতিকুল কেমতে হইত ভেদভিন...
না করিত কর্ম ক্রিয়া না অর্জিত শস্য
রাজা প্রজা না থাকিত, না হৈত রাজস্ব।
না হৈত ন্যায়-অন্যায় না হৈত ভেদাভেদ...
পশুবৎ হৈত সব জ্ঞান পরিচ্ছেদ।
কুম্ভকার কারুকর্ম যদি না থাকিত
অবচনে কৃষি ক্ষেতি কেবা শিখাইত।
রজক নাপিত তন্ত্রী সব না থাকিত
যাবন্ত ব্যবসা ভাব কিছু না হইত।

না থাকিত গুণ জ্ঞানহীন হিত অবহিত
পশুবৎ হইত লোক সর্ব বিবর্জিত।
বচন প্রভাবে হএ যাবন্ত বিচার
অন্ধকার ঘটে প্রাণ ধন্ধকার রূপে
দীপ্তিময় করিয়াছে বচনের দীপে।
সে বচন পরিস্কার যে কহিতে জানে
জ্ঞানবন্ত হেন তাঁরে লোক সব মানে।

। বিদ্যাপরীক্ষা ।

সেকালে মৌখিক প্রশ্নে লোকের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যার পরীক্ষা হত। ভৌগোলিক, ধর্মীয়, তাত্ত্বিক, সামাজিক নৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করা হত। সে প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রেই হেঁয়ালির রূপ পেত। বিয়ের পাত্রকেও পরীক্ষা করা হত এভাবেই। এখানে সয়ফুল মুলুকের জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা করছে দানব রাজ :

প্রশ্ন : বোল দেখি কোন্ বস্তু নিকটে সবার ?
উত্তর : মৃত্যু অতি নিকটে উত্তর দিল তার।
প্র : পুনি বোলে কোন্ বস্তু বোলহ মঙ্গল ?
উ : কুমার উত্তর দিল শরীরের কুশল।
প্র : সজীবে বহুল কিবা মৃত অতিশয় ?
উ : কুমার বলিল মৃত জানিঅ নিশ্চয়।
প্র : নারী কি পুরুষ 'ধিক সংসারের মাঝে ?
উ : নারী ধিক উত্তর দিলেক রাজকুমার।

। আপ্তবাক্য, প্রবচন, সু-উক্তি, সুভাষিতবুলি ।

১. পুত্রবিনে মিত্র নাহি পাত্র বিনে রাজা
সত্য বিনে ধর্ম নাই আস্থা বিনে প্রজা।
২. মিত্রমনে দুঃখ হৈল শত্রু আনন্দিত।
৩. তৃণবীজ মৎস্য ডিম্ব পুরা ছয়মাসে
বিধাতা নিবন্ধে থাকে জলদের আশে।

৪. কোথাত কমল নষ্ট হএ রবি জ্বালে।
৫. প্রেম করি কোন্ জনে আছএ কুশলে।
৬. পিপাসী সুতিয়া স্বপ্নে দেখে জলধার।
৭. জগতে এমন প্রেম কভু নাহি দেখি
দুই ঘটে এক প্রাণি বিধি দিছে রাখি।
৮. শরীর হইল মোর খাইয়া লবণ।
৯. পুষাক্রমে খাইয়াছি তোহ্মার লবণ।
১০. মানীর সম্মান হএ প্রাণের দোসর।
১১. কন্যা বলে প্রেম শাস্ত্রে নাই ব্যবহার
উত্তম অধম জাতি করিতে বিচার।
১২. জানিল প্রেমের নাহি লাজ জাতিকুল।
১৩. দারুণ ধনের লোভে কি না করে নরে
লহু তনু ধন ধার শিরোধার্য করে।
১৪. দুঃখীক দুঃখের কথা শুনি দুঃখ বাড়ে
রসের প্রসঙ্গ রস রসিক নিয়ড়ে।
১৫. কোথাতে কমল মিলে শিশিরের মাঝ।
১৬. মাতা সম বান্ধব নাহিক তিনলোকে
এমত গৌরব কেহ না করে কাহাকে।
১৭. জল বিনে মীন নাহি জিয়ে কদাচন
পুত্র বিনে পিতার জীবন অকারণ।
১৮. পোতলি বিহনে অক্ষি অন্ধকারময়।
১৯. প্রেমের অমৃত জান গরলেত মাখা।
২০. পাপের পিরীতি নাহি রএ সর্বথাএ।
২১. গুরুজন রসের সময়ে না জুয়াএ।
২২. অন্ন পূর্বে লবণ ভক্ষএ নরগণ
রতির লবণ জান চুম্ব আলিঙ্গন।
২৩. দৈব যোগে দুঃখদশা হৈলে উপস্থিত
সু-সম বিষম হএ ভাল বিপরীত।
অমৃতে জন্মাএ বিষ শুভে হএ মন্দ
খণ্ডিতে না পারে কেহ নিয়মনিবন্ধ।

২৪. না জানিয়া মর্ম ব্যক্ত করে যেইজন
পশ্চাতে তাহার কর্মে ঘটে বিড়ম্বন।

২৫. অপমানে নিত্য মৃত্যু জান সর্বথাএ
অপমান দিয়া প্রাণ লইতে জুয়াএ।
[অর্জন-যুধিষ্ঠির-বৃত্তান্ত স্মর্তব্য]

২৬. জি'তা যখনে ইচ্ছা পারএ মারিতে
কোন্‌জনে কোথা পারে মৃত জিয়াইতে।

২৭. কোথাত বাসুকী বাস কোথা সপ্তস্বর্গ।

২৮. রাজা-যোগী পিরীতে বৈসএ একস্থানে।

২৯. উঞ্চ-নীচ জল করে সকল সমান।

৩০. কুমুদ কমল জলে স্বর্গে রবিশশী
এত উঞ্চ-নীচ জান প্রেমের আবেশী।

৩১. পিয়াসী খাইতে জল প্রাণে কথ ধরে।

৩২. চকোর ছাড়িতে নারে শশীর আবেশ

৩৩. অন্ধলের বদনে দর্পণ কিবা শোভে।

৩৪. পতঙ্গ বধের হেতু দীপের সৃজন।

৩৫. যদ্যপি মালতী মালা বস্ত্রে আচ্ছাদিত
তথাপি সৌরভ তার চৌদিকে ব্যাপিত।

৩৬. গৃহ দহে অবশ্য আঙিনা পাএ তাপ।
[তুলঃ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়াএ।]

৩৭. বৃক্ষ যে মরিলে পত্র ঝরএ অবশ্য।

৩৮. ছিদ্রগ্রাহী শত্রু দুষ্ট ভয়গ্রাহী মিত্র
ভাল নহে মন্দ বোলে কি বড় বিচিত্র।

৩৯. পিতৃগৃহে কন্যা জন্ম অন্যের কারণে।

৪০. যোগ্য কন্যা পিতৃগৃহে কলঙ্কের চিন।

৪১. কথাতে পাষাণ লিখা ধুইলে লুকাএ
কথাতে সুজন প্রেম মদন লোভে যাএ।

। উপমাদি অলঙ্কার।

১. যৌবন-উদ্যানে তার কুসুম বিকাশ।

২. বিনি দেউটিএ তিমির করে নাশ

৩. পূর্ণ শশী লৈছে যেন দ্বিতীয়া শশী মাথে।

৪. তোহ্মা লাগি পূর্ণ শশী ঝারে উতপন।

৫. নিশি নিশানাথ বিনে করএ উঝল
দিবসে দিনেশ বিনে করে ঝলমল।

৬. শরদে জলদে যেন অধিক আড়ম্ব
বরিখিতে বরিখএ বহুল বিলম্ব।

৭. যৌবন-উদ্যানে ছিল কমল বিকাশ
মধুকর ছুটি গেল কমলের পাশ।

৮. মৎস্য ডিম্ব তৃণ যেন জল পাই জি'ল।

৯. ছায়া-কায়া মধ্যে যেন না হএ বিচ্ছেদ

১০. আকাশ ছাড়িয়া চন্দ্র আইল ভূমিত
ঘুটি পাই জোত 'ধিক হৈল চমকিত।

১১. অর্ধদিনে সূর্য যেন নিদাঘের দিনে
নিরক্ষিতে তার জোত আক্ষি মধ্যে হানে।

১২. ওষ্ঠবর্ণ বিম্বফল বান্ধুলি জিনিয়া
রসিকে হিয়ার রক্ত কিবা আছে পি'য়া।

১৩. নয়ান চকোর কিবা চঞ্চল চপলা।

১৪. কিবা শরঘাতে শশী খণ্ড খণ্ড হৈল
দশখণ্ড হই তার চরণে লাগিল।

১৫. চরণে লুটায় রূপ হৈয়া বিমোহিত।

১৬. পৃষ্ঠভাগে দুলিয়াছে রূপসীর বেণী
কিবা ধনু আবরি রহিছে ভুজঙ্গিনী।

১৭. [কটাক্ষ] কিবা মদনের ধনু পাতালেত ধাএ।
কিবা কালে সংসার দহিতে করে সাধ।

১৮. [সিঁথি] কিবা মেঘ ঘটাএ আকাশ আছে ভরি
চপলা চমকি আছে দুই ভাগ করি।

১৯. কপাল উপরে শোভে সিন্দুরের ফোঁটা
অরুণ লইছে কোলে জলধর ঘোঁটা।
২০. ভুরু ভুজঙ্গিনী কিবা মদন কামান।
২১. ভুরু-রাহু মুখচন্দ্র গ্রাসের আশে
মনোরথ চক্র নাকে ধরিল তরাসে।
কমল বদনে তিল করএ বিরাজ
মধুকর শোভে যেন কমলিনী মাঝ।
২২. বিরহ-সাগরে চিত্ত-তরঙ্গ উথলি
নয়ান-তরণী চড়ি ভাসিল পুতলী।
২৩. শ্রাবণের দিনে কিবা বরিষে ঘনধারা
মুখশশী হতে কিবা খসি পড়ে তারা।
২৪. মলয়া সমীরে যেন তরুলতা জি'ল।
২৫. তরুলতা কোথা পারে তুষিতে সমুদ্র।
২৬. মেঘের অন্তরে যেন ঘন ছুটে ভানু।
২৭. নিশাপতি নিজ জুতি খদ্যোতেরে দিল।
২৮. শশী নামি মদনে মেদনী দেয় কোল।
২৯. কুমুদী উদয় যেন শশীর উদএ।
৩০. হাসিতে হাসিতে যেন মরএ যামিনী
রক্তময় হৈল যেন লুপ্ত দিনমণি।
৩১. রক্তে রাঙা পরীশ্বর ফুটিল কিংশুক।
৩২. খণ্ড-এ হইল গিরি লহুতে সাগর।
৩৩. অনঙ্গ নিন্দিল অঙ্গ মদন ভূষিত।
৩৪. গোরস মাঝারে যেন শর্করা মিশাইল।
৩৫. মজিয়া রহিল অলি কমলের মাঝ।
৩৬. যৌবন-যমুনা কূপে বসন্তের বাও।
সহজে তরঙ্গ-পার মদনের নাও।
৩৭. তবে সে আশার পুষ্প হইল বিকাশ।
৩৮. নিকন্টকে বাঞ্ছার কমল বিকশিল।
৩৯. প্রেম-অগ্নি দহিছিল চিত্তের আগুনি।
৪০. বাঞ্ছা-সরোবরে তার ফুটিল কমল।

৪১. সুখে ভোগে তার উজ্জ্বল কলেবর
ফাল্গুন ভাদ্রেত যেন পূর্ণ শশোদর।

৪২. কমলের সৌরভে আকুল অলিরাজ।

৪৩. কুসুম্বরচিত অঙ্গ ক্ষীণ সে কোমর।

৪৪. চকোর হরিষ যেন শশী দরশনে।

৪৫. নতুবা সুরূপ অঙ্গে কিবা আভরণ
দীপের কি কাজ যথা দিনেশ কিরণ।

৪৬. কুরূপ রূপসী হএ আভরণ পরি
নক্ষত্র কোথাত দীপ্ত করএ শর্বরী।

৪৭. অনলের তাপে যেন ননী উথলএ।

৪৮. আচম্বিতে অশনি যেন ফুটিল চিত্তমাঝ।

৪৯. দুগ্ধে যেন অম্বল পড়িয়া হৈল দধি
মলিন হইল যেন পূর্ণ কলানিধি।

৫০. প্রদীপের শিখে যেন জন্মিল কাজল।

৫১. ভুবন-জীবন-হরা জগত মোহিতা।

৫২. সুগন্ধ কুসুম তার হইয়াছে দাস।

৫৩. সৌরভে ভ্রমর মতি তার পাছে ধাএ
বিভোল মজিতে চাহে অধর সুধাএ।
নয়ান-মদন-শরে তেরচ হেরণী।

৫৪. আশার তরুতে মোর না ধরিল ফল,

৫৫. শুষ্ক শস্য পাইল যেহেন জলধার
মৃত ঘটে হৈল যেন অমৃত সঞ্চার।

৫৬. আনন্দ-আনলে চিন্তা দহিল সকল।

—ইত্যাদি

পরম আগ্রহে কবি প্রাণভরে গেয়েছেন পরী-মানুষের প্রণয়গীতি। এই কাব্য রচনায় কবির দেহ-মন-আত্মা সাড়া দিয়েছে। তাঁর মন-প্রাণ-আত্মার প্রযত্নে গড়ে উঠেছে এ আনন্দলোক। দোনাগাজী চৌধুরী বৃদ্ধ বয়সে পরিপক্ক বুদ্ধি, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শনজাত প্রজ্ঞা ও অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগে রচনা করেছেন এ কাব্য। সংবেদনশীল

কবি-মন ও সৌন্দর্যবুদ্ধি তাঁর কাব্যকে দিয়েছে লাবণ্য আর তাঁকে করেছে বিশিষ্ট কবি। বাঙলায় 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' উপাখ্যানের তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি—দ্বিমতের আশঙ্কা না করেই তা উচ্চারণ করা চলে। আর মধ্যযুগের পাঁচালী কাব্যেরও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট কবি।

আহমদ শরীফ

। পাণ্ডুলিপির তথ্যকুঞ্জী ।

য়ুরোপের ও পাক-ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' উপাখ্যানের ফারসী, তুর্কী, উর্দু ও বাঙলা পুঁথির বিবরণী :

১. Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library : Part I. Persian Manuscripts by Hermann Ethe, Oxford, 1889.

Page : 431.

Sl. No. 460 : Kissa-l-Badi-al-Jamal-u-Saif-al Muluk. No date.

Sl. No. 461 : Shorter redaction of the same story differing from the preceeding one, dated Rajab, 26, A.H. 1019, Oct. 14, 1610 A.D.

Sl. No. 462 : Still shorter redaction, dated, Dhu-alhajjah, 4, A.H. 1082. April, 2, 1672 A. D.

Sl. No. 463 : Same as one in 462. No date.

India Office Library Catalogue, Vol. II, Part VI, Persian Books : by A.J. Arberry, London. 1937,

Page : 461

Sair-al-Suluk by Mahfil

Nushhah I Sair al-suluk Mashhur Bah Tuhfah al-Muluk (A metrical version of the story of

Saif al-Muluk. Edited by Maulavi Muhammad Abd-al-Rashid) pp 276 Lith. 25 Cm Newal Kishor, Lahore 1328 A. H. (1910 A.D.).

Page : 417

Qissah-i-Shahzadah Saif-al-Muluk—Anonymous, pp.209, Lith. Karimi Press, Lahore, A. H. 1345/1926 A D.

৩. Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Curzon Collection, Asiatic Society of Bengal, by Wladimir Ivanow, Calcutta, 1926. Bibliotheca Indica : Works No. 240 and 241.

a. Work No. 240, Calcutta, 1924.
Sl. No. 318(2) ; Qissa-i-Sayful Muluk-wa-Badiul-Jamal.

b. Work No. 241, Apsana-i-Sayful Muluk-wa-Badi-ul-Jamal -- A version of the story of Prince Sayful Muluk and Princess Badi-ul-Jamal closely following the one described in Iv. ASB. 318(2), wording of the text in this transcript does not coincide with that in the version referred to 318(2).

৪. Catalogue of Persian Manuscripts in the Library of the India office : Vol. I, Oxford, 1903. by Hermann Ethe.

Sl. No. 788 : A shorter redactin of the story of Sayful Muluk-wa-Badi-al-Jamal, dated Ramdan, 19, 17th year of the reign of Muhammad Shah (of Delhi) A. H. 1148 = Feb. 2, 1736, A. D. agreeing with Sl. No. 461 in Bodleian Cat.

Sl. No. 789 : Same as in Sl. No. 788.

Sl. No. 790 : do dated Jumada-al-awwal 8, A. H. 1217 = Sept. 6, 1802 A. D.

Sl. No. 791 : A shorter redaction differing much from other copies in wording, dated Rabt-al-thani, 11, A. H 1120 = June 30, 1708 A. D.

Sl. No. 792 : Another short redaction.

৫. Die Arabischen, Persischen und Turkischen Handschriften, by Gustav Flugel, Vol. II, Wien, 1865 A. D., Vienna.

Page : 27

(a) Persian : Sl. No. 790 : 2 BL. Iv. – 96r. Liebesgeschichte der Badi-al-Dschamal d.i. der allerschonslen mil dem Prinzen Seif al-Muluk d.i. dem Schwerte der konige, etc.

Page : 28

(b) Turkish : Sl. No. 793 :

Die Turkische ubersetzung der Erzah-lung des Pringen Seif-al-Muluk und des Schonen Badi-al-deschamal, Von unbek-anntem Verfasser. Vgl. die persische ubersetzung Nr. 790 und Sepater Nr. 802. etc.

From : (Ethe : India office Libray cat. Sl. No. 788).

An eastern Turkish Version in Mathnawibaits, composed in Rabi-al-wwal, A. H. 960 = Feb.-March 1553 A. D. is preserved in No. 2824 (ff 1—85) of this Collection.

৬. Die Handschriften—Verzeichnisse Der Koniglichen Bibliothek zu Berlin, by Wilhelm Pertsch, Berlin, 1888 A. D.

Page : 996

Sl. No. 1044 (Ms. orient. 4°, 137)

Die Erzahlung Von Saif-al-Muluk Badi-al-Jamal und dem Garten Iram, Uber dem Anfange steht etc.—Contains valuable informations, dated Safar 2, A. H. 1071. = Oct'7, 1660 A. D.

Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum : Vol. II, by Charles Rieu, London, 1881 A. D.

Page : 764a

(a) Egerton, 1018, Part I, 83 Folios : a 17th century Ms. This Uersion begins with a fanciful introduction : Hasan Mimandi, the Vizir of Sultan Mahmud, sets out from Ghaznah in quest of amusing tales to entertain his sovereign, and finds the story of Saif-al-Muluk in a book called 'Ruh-afza' kept in the treasury of the king of Damascus. See the Vienna Cat. Vol. II, p. 27. (i. e. Flugel).

Page : 764 b

(b) Harl. 502 : a 17th Century Ms. Folios 35. An abridged version of the tale of Saif-al-Muluk imperfect at the end.

Page : 765 a

(c) Add. 25836 : dated Ramzan, 24th year of the reign of Muhammad Shah (of Delhi) A. H. 1154 = 1741 A.D. Folios 44.

Page : 765 a

(d) Part II of the Ms. Folios 69. Story differs from the Version in Harl 502.

Page : 773a

(e) Add. 7675, Folios 71. A short version of the tale Saiful Muluk and Badiul Jamal, imperfect at the end.

৮. Descriptive Catalogue of the Persian, Urdu and Arabic Manuscripts in the Dacca University Library: Vol. I, by Dr. A. B. M. Habibullah, University Library, Dacca, 1966.

(a) Sl, Nos. 56/57
Call Nos. ks/394/ks 403

Sl. No. 56 : The present work, however, while retaining the main story,···extends the story to the accession of Tajul Muluk, a successor to his father Saiful Muluk and suicide of his mother Badiul Jamal.···The preface begins as in Ethe No. 788. Copied at Murshidabad, 2nd, Muharram, 8th year of the reign of Nawab Jafar Khan Nasir Bahadur by Hafizullah etc. 71ff.

Sl. No. 57 : A slightly abridged copy of the same version of the story without the preface and ending with the return of Saiful Muluk to his father. The copyist's colophon ascribes (F 39a) the authorship of this version to Munshi Umardaraz, son of Muhammad Chand, 39ff.

৯. A Descriptive Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in Edinburgh University Library by Md. Ashraful Hakh, H. Ethe and Edward Robertson, Edinburgh University 1925.

Page : 318

Sl. No. 356 : Qissa-i-Saif-al-Muluk-u-Badi al-Jamal, Folios 60, not dated

১০. Catalogue of the Library of India Office, Vol. II, Part II, by J. F. Blumhardt, London, 1900 A. D.

Printed books : Urdu

Page : 149

Poetry :

Qissah-i-Saif-al-muluk O Bodi-al-Jamal in Dakhani ; Verse by Ghawasi, pp. 114, Bombay, 1873.

Page 149

Prose : (Hindustani),

Saif-al-Muluk O Bodi-al-Jamal, a love tale by Najmal al Din Ahmad (Anjam) pp. 124, Delhi, 1892 A.D.

বাঙলা পাণ্ডুলিপি ঃ [ব্যবহৃত পুথি]

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত পুথি সংখ্যা ৩১৯ এবং ক্রমিক সংখ্যা ৫২৪। এটিই আমাদের আদর্শ পুথি। প্রায় দু'শ বছরের পুরোনো। ৫-১৮৫ পৃষ্ঠা বিদ্যমান। অত্যন্ত জীর্ণ। পাঠান্তরে 'ক' চিহ্নিত।

খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে রক্ষিত পুথি। অর্বাচীন পাণ্ডুলিপি ষাট-সত্তর বছরের পুরোনো। আদিতে আলাউলের কাব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত। অন্তে অলিখিত। পাঠান্তরে 'খ' চিহ্নিত।

গ. বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ডের ৪৬২ সংখ্যক পুথি। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৮ক পত্রে দোনাগাজীর ভণিতা মেলে। ২-৭৩, ৭৬, ১১৭, ১১৯-১২৬, ১২৮-১৫১ পত্র বিদ্যমান। পাঠান্তরে 'গ' চিহ্নিত। ১২৭৮ সনে লিপীকৃত।

ঘ. বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ডের ২৩০ সংখ্যক পুথি। ১-২০৪ পত্র বিদ্যমান। অন্তে খণ্ডিত। দোনাগাজী ও বিরহিমের ভণিতাযুক্ত। ১২৭৪ সনে লিপীকৃত। পাঠান্তরে 'ঘ' চিহ্নিত।

ঙ. বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ডের ৪৬৩ সংখ্যক পুথি। ৫০-১৫৪ পত্র বিদ্যমান। আদ্যন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল অপ্রাপ্ত। পাঠান্তরে 'ঙ' চিহ্নিত।

চ. বাংলা-উন্নয়ন বোর্ডের ৫০৭ সংখ্যক পুথি। ৪-২৬৬ পত্র বিদ্যমান। আদ্যন্ত খণ্ডিত। বিরহিমের ভণিতাযুক্ত। লিপিকাল ১২৯২ সন। পাঠান্তরে 'চ' চিহ্নিত।

ছ. বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ডের ৫০৮ সংখ্যক পুথি। ১-২৪৪ পত্র। তবে মধ্যে মধ্যে অনেক পত্র নেই। লিপিকাল ১২৯১ সন। বিরহিমের ভণিতাযুক্ত।

এগুলো ছাড়াও বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ডের ৩১৪, ৪৪৪, ৪৪৩, ৪৭৪, ৪৭৭, ৩৪৪, ৩৪২ ও ১৫৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির সাহায্যও মধ্যে মধ্যে নিতে হয়েছে। বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ডে মোট ৩১ খানা খণ্ডিত পুথি রয়েছে বিরহিমের ভণিতায়। বলা বাহুল্য, বাঙলা উন্নয়নবোর্ডের সব পুথিই অধ্যাপক আলি আহমদ সংগৃহীত।

'সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল'

কাব্যপাঠ

। সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল ।

[পরী-মানুষের প্রণয়োপাখ্যান]

। দোনাগাজী বিরচিত ।

। স্তুতি ।

বিসমিল্লাহ । আল্লাহুগনি । মোহাম্মদ নবী ।
গুণিগণ কহি শুন প্রেমের কথন
আদ্য প্রভু সৃজিয়াছে প্রেমে ত্রিভুবন ।
প্রথমে প্রভুর নাম করিএ বন্দন
আকাশ পাতাল ক্ষিতি যাহার সৃজন ।
সৃষ্টি সৃজিয়াছে প্রভু প্রেম অনুভবি
প্রেমভাবে সৃজিয়াছে মোহাম্মদ নবী ।
ততক্ষণে মনে যদি উপজিল জ্ঞান
প্রেমের ভাবিনী হৈয়া কৈলা প্রেমদান ।
সেবক রসুল প্রভু ভাবকের বশ
তান প্রেমে সৃজিল ভুবন চতুর্দশ ।
চতুর্দশ ভুবন ভাবক যথ জন
তান অংশ হোন্তে প্রভু করিল সৃজন ।
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র ভুবন যথ ইতি
অনুক্রমে তাহান অঙ্গেত[1] উৎপতি ।
অনাদিনিধান[2] প্রভু যথেক সৃজিল
সন্তান প্রধান মুখ্য তাহানে করিল[3] ।
সদাএ প্রণাম মোর[4] তাহান চরণে
মুখ্য সখা চারি মিত্র আর চারিজনে ।
দুহিতা বণিতা সুতাসুত তার বংশে[5]
সন্তান চরণ বন্দী তান যথ অংশে ।
পীর গুরু মাতাপিতা চরণ বন্দিয়া
নিবেদন করি এক শুন মন দিয়া ।

---

১. আর্শকোর্স তান অংশে—খ. ২. অনাথের ধন—গ.
৩. সদয় হইয়া প্রভু প্রেমদান দিল—খ, ৪. করি—খ,
৫. আর সুতাসুত বংশে—খ.

। প্রেমতত্ত্ব ।

। রাগ : ভূপাল ।

প্রেম সে পরমতত্ত্ব জানিঅ নিশ্চএ[১]
আদি অন্ত প্রেমেত সংসার উপজএ।
প্রেম সে পরমতত্ত্ব[২] প্রেম সে উত্তম
প্রেম সে মজাএ মন প্রেমে সে জনম।
জানিয়া প্রেমের রস অধিক মধুর
হৃদএ ভেদিল মোর প্রেমের অঙ্কুর।
জগত জনম জান প্রেম অবতার[৩]
প্রেমের প্রসঙ্গ এক চাহি কহিবার।[৪]
প্রথমে প্রেমের রস বিচ্ছেদে পুড়এ[৫]
আনলে উনাইলে জান হেম লাগএ।[৬]
হাসন কান্দন তাতে বিবিধ বিধান
নিবেদন করি এক কর অবধান।

---

১. অতিরিক্ত পাঠ : ' প্রেমের তরণী নৌকা প্রভু কর্ণধার।
এইমতে প্রশংসা করি বহুত্তর।—খ.

২. প্রধান বস্তু—গ. ৩. অবতরি—গ. ৪. আমি কি কহিতে পারি—গ.

৫. পুরা—খ. ৬. যেহেন লাগে সুরা—খ।

। মিশর ।

। পয়ার ।

ভুবন-দুর্লভ এক মিশর শহর
তিনলোকে নাই রাজ্য তার সমসর।
অতি রম্যস্থান সেই অতি শোভান্বিত[১]
নিন্দিয়া অমরাপুরী তাহার বিদিত।
নানাফল জন্মে তাতে শস্য[২] অতিশএ
যার শস্যে জগতের[৩] দুর্ভিক্ষ ছাড়এ।
তাহাত আছএ রাজা ধর্ম অবতার[৪]
গুণমন্ত জ্ঞানমন্ত বলবীর্য ধর।[৫]
সাধু সত্যবাদী অতি দয়ামন্ত চিত
দানধর্ম সৎকর্ম মনেত[৬] বাঞ্ছিত।
দেবগুরু পূজাতে বাঞ্ছিত অনুক্ষণ
ইষ্টদেব সেবাতে আস্তিক তার মন।
শুদ্ধমতি শুদ্ধগতি অতি সুচরিত
সদয় মন সদাশয় সদয় চরিত।
হরিষে সন্তোষে কিবা আপদে বিপদে
সঙ্কটে বিকটে কিবা ঐশ্বর্য সম্পদে
প্রভুর সেবন বিনে আন নাহি গতি[৭]
সর্বক্ষণ প্রভুভক্ত শাস্ত্র[৮] অনুমতি।[৯]
চারিশত শহর[১০] তাহার অধিকার
ভিক্ষুক দুঃখীক নাই রাজ্যেত তাহার।
ধনহীন দুঃখীক শুনিলে কোনখানে
ধনমন্ত করে তারে আপনার দানে।

১. শোভাসিত—গ. ঘ. ২. ফল তথাতে—ঘ. ৩. পৃথিম্বিত—গ.
৪. অতিবলধর—ঘ. ৫. বলবন্ত ফলবন্ত ধর—ঘ. ৬. সদায়—গ. ৭. মন—গ.
৮. আগ্যা—ঘ. আম্বা—গ. ৯. অনুক্ষণ—গ. ১০. সহস্র—ঘ.

কোতোয়াল ভেশে রাজা হৈয়া নিশাচর
ভ্রমএ রজনী যোগে প্রতি ঘরে ঘর।
যাহার সঙ্কট দেখে করে উপকার
অনুচিত দেখিলে উচিত করে তার।
অপকর্ম আবেশ দেখিলে কোনখানে।
করেন্ত পাপের শাস্তি শাস্ত্রের বিধানে।
এহিমতে মহীপাল পালে নিজ রাজ্য
শাস্ত্র অনুমতে কর্ম ধর্ম মতে কার্য।
এহি মতে সুখে রাজ্য করে কথদিন
কাব্য শাস্ত্র কৌতুকে বঞ্চএ রাত্রদিন
নানান সন্তোষ[11] অতি সুখ অনির্বার
শোক দুঃখ নাই তার রাজ্যের মাঝার।
ছোটবড় হিংসা কেহ না করে কাহাকে
ছলবল[12] করিতে না পারে কোন পাকে।
এই মতে নিবন্ধে বঞ্চএ কথকাল
সেদেশে আপদ নাই দুর্ভিক্ষ আকাল।
ধনমন্ত সাধু সব শহরে বাজারে[13]
নাট গীত কাব্যকলা[14] প্রতি ঘরে ঘরে
কাঞ্চনের গৃহ সব রত্তনের খাম
হীরামণি মাণিক্য লাগিছে ঠামে ঠাম।
বটের তস্কর যেন খণ্ডের নাহি ভএ
কদাচিত আপদ স্বপনে না দেখএ।
প্রজাসব সদাএ থাকএ আনন্দিত—
সর্বলোক থাকে সদা রসে[15] আমোদিত।
সোলেমান নবীবর[16] ত্রিলোকের রাজা
ভক্তিভাবে করে রাজা[17] তান পদে পূজা।

১১. শাস্ত্র শান্ত—গ. ১২. বলাবল—ঘ. ১৩. ধনমন্ত সুখমন্ত নগরে নগরে—গ.
১৪. বাক্যালাপ—ঘ. ১৫. প্রজাপতি শান্তমতি রসে—গ. ১৬. পয়গাম্বর—গ.
১৭. পুনি—খ.

সোলেমান নবী অতি[১৮] সদয় হৃদয়
নৃপতির প্রতি কৃপা ছিল অতিশয়।[১৯]
করিত বহুল কৃপা অধিক আদর
উপাধিক দ্রব্য সব দিত নিরন্তর[২০]।
ভক্ষ্য ভোজ্য আসন বসন নানা বিধি[২১]
ভূষণ বাহন দিত নানা মূল্য নিধি[২২]।
একদিন কৃপামনে[২৩] নবী সোলেমান
নিজ দীনে নৃপকে করিলা মুসলমান।
জ্ঞান-রত্নধন বহু দিলেন্ত নিপুণ
আর তিন দ্রব্য দিলা বাখানিয়া গুণ।
বুলিলা অঙ্গুরী এই যার করে থাকে
দেও দৈত্য দানবে আবদ্ধ থাকে[২৪] তাকে।
রাক্ষস দানবে তারে বধিতে না পারে
পরী অপ্সরী তারে হিংসা নাহি করে।[২৫]
আনিছি[২৬] কাবাই এই বহুমূল্য ধন
না মিলে মনুষ্যকুলে এমত বসন।
এহার বৃত্তান্ত গুণ পশ্চাতে জানিবা
গৌরব থাকএ যারে তারে সমর্পিবা।
ঘটক কটক জান এই অশ্ব আর
অতি লঘগতি চলে জিনি জলধার।
অগ্নিজিনি তেজবন্ত বাউ জিনি গতি[২৭]
চলিতে আকাশ ধাএ স্থিত বসুমতী[২৮]
এই তিন দ্রব্য আহ্মি দিলাম তোহ্মারে
একস্থানে তিন দ্রব্য না দিও কাহারে।
পাইয়া এ তিন দ্রব্য মিসির ঈশ্বর
অধিক সন্তোষ হই চলি গেল ঘর।

১৮. পয়গাম্বর—গ. ১৯. অতি কৃপাদৃষ্টিময়—খ. ২০. বহুরত্ত—খ. ২১. বহুদিয়া—খ, ২২. তুষিল বহুল ভাতি নানা দ্রব্য দিয়া—খ. ২৩. দৃষ্টি—খ. ২৪. বধিতে নারে—খ. ২৫. হিংসিতে না পারে—খ. ২৬. আর এই—গ. ২৭. বেগ তেজবন্ত বাউ যেন গতি—খ. ২৮. ভাগুগতি—খ.

নাটগীত প্রতিনিত নিত্যকাব্য রস[২৯]
কামকলা প্রতিনিত কেলি কলারস[৩০]
জনম অবধি সুখ চিন্তা নাহি তার
জনম কাটিল নৃপ এহি ব্যবহার।
নানা শাস্ত্র শিক্ষা সব শাস্ত্র অবধান[৩১]
রতিশাস্ত্র রতিপতি রতি বিদ্যমান।
রমণী বাঞ্ছিত[৩২] চিত্ত কামোদ আমোদ
এহি মতে গঞ্জি যাএ জীবন সম্পদ।
একশত সত্তর বৎসর গঞ্জি যাএ
বিবিধ প্রকারে কেলি করন্ত সদাএ।
দৈবগতি একদিন অন্তস্পুর মাঝ
দেবীসনে[৩৩] উদ্যানে ভ্রমএ মহারাজ।
নানা জাতি[৩৪] পক্ষীসব নানা ভাতি শোভে
ভ্রমরা ভ্রমএ সব মধুপান লোভে।
দক্ষিণে পবন বহে মলয় সহিত[৩৫]
কোকিল কুহরে তথি অতি সুললিত।
আর যথ পক্ষীসব বসিয়া শাখাএ
সুললিত নাদ করে ফলফুল[৩৬] খাএ।
কোন কোন পক্ষী তাতে[৩৭] করিয়াছে বাসা
জোড় সঙ্গে কেলি করে[৩৮] ফল পানে আশা।
কথ কথ পক্ষী তাতে তুলিয়াছে ছাও
কৌতুকে আহার দেয় তার বাপ মাও।
দেখিয়া নৃপতি মনে স্নেহ উপজিল
হরিষে বিষাদ জন্মি মরম ভেদিল।

---

২৯. কাব্যএ সরস—গ. ৩০. সন্তোষ সরস—গ. ৩১. অভিধান—গ. ৩২. রঞ্জিত—গ. বঞ্চিত—খ. ৩৩. নারী সঙ্গে—খ. ৩৪. বর্ণ—খ. ৩৫. বৃক্ষ প্রবল দুলিত—গ. ৩৬. ফুলেমধু—গ. ৩৭. কোন পক্ষীসবে—খ. ৩৮. রসে—গ.

। রাজার পুত্র কামনা।

। রাগ : দক্ষিণ ভাটিয়াল ।

ভাবিল মোহর জন্ম গেল অকারণ
পুত্রহীন বৃথা মোর কি ছার জীবন।[১]
পুত্র বিনে কি লাগিয়া জিএ নরজাতি
পুত্র বিনে সংসারেত কি সুখে বসতি।
পুত্র বিনে মিত্র নাহি পাত্র বিনে রাজা
সত্য বিনে ধর্ম নাই আস্থা বিনে প্রজা।
পুত্র সে পরম বন্ধু পুত্র অতি ধন
পুত্র হীন যেই জন বিফল জীবন।
কিবা মোর ধন জন কিবা রাজ্যসুখ
বিফল[২] জনম মোর না দেখি পুত্রমুখ
পশুপক্ষী জাতের পুত্রের হাবিলাষ
হেন পুত্রহীন মুঞি অধম নৈরাশ।
মুঞি পাপীতাপী অতি[৩] কি পাপ করিল
পুত্র নিধি কেনে মোহকে[৪] না দিল।
রাজ্যে মোর কার্য নাহি কিবা ধনজন
পুত্রহীন যেইজন অসার জীবন।[৫]
মরিব গরল খাই রাজ্যসুখ তেজি
জীবন তেজিব কিবা শোকানলে মজি।
কিবা যোগী বেশে ভ্রমি সকল সংসার
কিবা প্রাণ দিব তেজি আহার বেভার।[৬]
যোগকন্থী লইয়া ভ্রমিব দেশে দেশে
বৃক্ষতলে নদী কূলে ব্রহ্মচারী বেশে[৭]।

১. পুত্র বিনে সবাকার—খ. পুত্রবিনে কান্দে রাজা পুত্র সে জীবন—গ. ঘ.
২. অধম—গ. ৩. জেন—গ. ৪. মোহরে—গ. ৫. খাটপাট আসনভূষণ বিবসন—গ.ঘ. ৬. তেজি আমি বেগর আহার খ. ৭. ভ্রমি ছাড়ি দেশ—খ.

বনচর[৮] হইয়া থাকিব বনমাঝ
লোকসঙ্গ তেজি মুঞি পশুর সমাজ।
পুত্রশোক যেক্ষণে উঠএ মোর মনে
পুত্রধন মানি আহ্মি প্রভুর চরণে।
ক্ষেণেক কান্দএ রাজা ভাবি মনস্তাপ
ক্ষেণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি করএ বিলাপ।
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বসে ছটফট চিত
ক্ষেণে কহে ক্ষেণে রহে উন্মাদ চরিত।
ক্ষেণেক ভাবিয়া পুনি[৮] স্থির কৈল মন
অন্তস্পুরে রহিল একা নির্জন একস্থান।[৯]
এহি যুক্তি নৃপতি ভাবিয়া মনে মন
পুত্র বরদান মাগে প্রভুর চরণ।
যোগীবেশে যোগিয়া বসন বিবর্জিত।
ভোজন শয়ন রতি বচন বর্জিত
নামাজের অবশেষে হই দণ্ডবত
পুত্রদান বর মাগে প্রভুর অগ্রেত।

। প্রার্থনা ।

তুহ্মি প্রভু নিরঞ্জন সংসারের সার
এক হোন্তে আন কৈলা জনম বেভার।
আপ হতে বাপ কৈলা বাপ হতে বেটা
গোটা হতে গাছ কৈলা গাছ হতে গোটা।
তরুলতা জড়িয়া করিলা এক কায়া
এক হতে আন আসে দিয়া বহু[১০] মায়া।
ধরিতে দিয়াছ হাত হেরিতে নয়ন
ভক্ষিতে দিয়াছ মুখ চর্বিতে দশন।

৮. ব্রহ্মচারী— ঘ. ৮. ক্ষেণেক ভাবি গ. ঘ. ৯. অন্তপুরী চলি গেল নির্জন কানন— খ. ১০. মহা— গ. ঘ.

শুনিতে শ্রবণ দিলা চলিবারে পদ
জ্ঞান-ধন-রত্ন দিলা এ রাজ্য সম্পদ।
প্রাণ হেন ধন দিলা সংসারের লোকে
ধন দিয়া কিনিতে না পারে কোন পাকে।
হেনবস্তু যার আছে অমূল্য বাখান
না বুঝিতে পতঙ্গে কীটেরে কৈল পান।
একমনে যাচি কার্য আগে তোহ্মা পাশ
দাতাএ না করে কভু যাচক নৈরাশ।
ধনজন রাজ্য সুখ দিয়াছ সকল
আশা বৃক্ষ কুসুমেত দাও পুত্র ফল।
তোহ্মার চরণ বিনে আন[11] নাহি গতি
পুত্র ফল[12] দিয়া মোর শান্ত কর মতি।
মোর যথ ধন জন রাজ্য অধিকার
নিছনি এই সকল হউক তাহার।[12]
তুমি বিনে কার স্থানে কহিমু গোহারী
ভূপতি নৃপতি[13] তোর দ্বারে যে ভিখারী।
এহি মতে কহি কহি প্রভুর অগ্রেত[14]
পুনিপুনি ভূমিগতে করি দণ্ডবত।
এহিমতে চল্লিশ দিবস গঞিঃ যাএ
পাত্র পরিজন কেহ উদ্দেশ না পাএ।
কেহ নাহি দেখে রাজা পাটের উপর
কানাকানি হৈল সব শহর নগর।
কেহ বোলে রাজার হইল কোন রোগ।
কেহ বোলে নাহি জানি হৈল কোন যোগ।
কেহ বোলে আছে কি না আছে নররাজ
এহি মতে কোলাহল হৈল লোক[15] মাঝ।

১১. আর গ. অন্য ঘ. ধনে—খ. ১২. দান—গ.
১২. মোর পারে এ সকল হোক তাহার—খ. ১৩. কৃপাকর নৃপতি—খ.
১৪. যে মহত্ব—গ. ১৫. রাজ্য—খ.

মিত্র মনদুঃখী হৈল শত্রু আনন্দিত
পাত্রমিত্র বীর যথ হৈল মনভীত।
না নিঃসরে মুখে কিবা বচন কহিব
কি কার্য করিব কোন্ চেষ্টাতে যাইব।
এহি মতে যথমিত্র পাত্র পরিজন
শুদ্ধমতি বিচক্ষণ হামিদ নন্দন।
আছিল আজারনেস হাসান তনএ
সভানের মুখ্যপাত্র সেই মহাশএ।
এহি দুইজনে মিলি যুক্তি করি সার
যেহোক সেহোক যাইব গোচরে রাজার।
ভালমন্দ দুইজনে কহিমু রাজস্থান
হিত উপদেশ যেন লএ তান মন।
এথ ভাবি দুইজনে[১৬] অন্তস্পুরে গিয়া
কহিবারে লাগিল সমুখে দাঁড়াইয়া।
শুন মহারাজা আহ্মি দুইর বচন
অবধান কর এক করি নিবেদন।
কিসেকে আপদ তোহ্মার হৈল কি সঙ্কট
কেমন বিপদ হৈল কিমত বিকট[১৭]।
নয়ান আসারে[১৮]কেনে আঁখি গেল তল
অমৃত বদনে কেনে শুষি গেল জল।
কোন শোকে তোহ্মার হানিল কর্ণ নাক
কিশোকে রহিত মুখ হৈল মূক বাক।
যোগিয়া বসন কেনে ভূষণ তোহ্মার
কি কারণে সিংহাসনে নাহি বস আর।
কোমল শরীরে কেনে অস্থিগত চর্ম
রাজ্যনাশ করিয়া সাধিবা কোন্ ধর্ম।
সত্য করি তোহ্মাতে যে কহি মহারাজ
মিছা দ্বন্দ্ব কোলাহল হৈল রাজ্য মাঝ।

১৬. এতবুলি রাজ অন্তস্পুরে—ক. ১৭. কেমত সঙ্কট হৈল কেমত আপদ—ক.
১৮. বাসরে—ক.

স্বরূপ বচন এই কহি তোহ্মা ঠাঁই
কেহ বোলে আছে রাজা কেহ বোলে নাই।
শত্রুমন আনন্দিত মিত্র বিমরিষ
অরাজক চরিত্র যে হৈল দশদিশ।
আপনা সুসার যদি চাহ নরপতি
সিংহাসনে উঠিয়া বৈসহ শীঘ্রগতি।
হিত উপদেশ বাণী শুনি নরেশ্বর
মধুর ভারতী কহে তাপিত অন্তর।
তুহ্মি সবে উচিত কহিলা যথ কথা
মন দিয়া শুন সব মোর মর্মব্যথা।
বয়স হইল মোর অতি বহুতর
নিজ ভুজবলে হৈল রাজা রাজেশ্বর।
করিল বহুল সুখ সম্পদ অপার
বিধি না পূরাইল হেন শ্রধা নাই আর।[১৯]
কিন্তু এক সন্ততি বিধি নাহি দিল মোরে
এহি শোকানল মোর[২০] হৃদয় অন্তরে।
সে সবে বোলএ ভাল বোল[২১] নরেশ্বর
আসিয়া বৈসহ রাজা সিংহাসন 'পর।[২২]
দিন কথ অবসর কর নরনাথ
রাজ্যের সর্বজ্ঞ ডাকি আনিমু সাক্ষাত।
সেসবে তোহ্মার কার্য বিচার করিয়া
সন্ততি আছে বা নাই দিবেক গণিয়া[২৩]।
এ বড় সঙ্কট কিবা[২৪] কেন কর শোক
পাটে বৈস নরপতি দেখউক সর্বলোক।
এথ শুনি নরেশ্বর শান্ত কৈল মতি
বাহির উদ্যানে চলে মন্দ মন্দ গতি।

---

১৯. বিধি পুরাইল তাতে শ্রধা নহে আর—ক. ২০ এহি সে আনলে দহে-ক.
২১. তবে কান্দি—ক. ২২. আইস বৈসহ রাজ্য রাখ আপনার—ক.
২৩. দিব বিচারিয়া—ক. ২৪. লাগি—গ. ঘ.

সিংহাসনে বসিয়া সাধিল[২৫] নিজ কাজ
যার যে[২৬] উচিত কৈল সবার সমাজ।

। মিশরাজের বিবাহের উদ্যোগে।

এথা দুই পাত্র যথ জুষী বৈদ্য আনি
রাজার জনম-পত্র চাহিলেক গণি।
গণিয়া সন্তোষ হৈল অধিক উল্লাস
সন্তোষে কহিল বাণী নৃপতি সম্পাশ।
আছএ তোহ্মার কর্মে পুত্র বিচক্ষণ
কিন্তু তার উপদেশ শুনহ রাজন।
এম্রান শহরে আছে নৃপতি প্রধান
উম্মর নৃপতি সুত শাহ কহ্‌তান।
অতি কুলবতী সতী তাহান দুহিতা
ভুবন-জীবন-হরা জগত মোহিতা।
সেই কন্যা তুহ্মি যদি কর পাটেশ্বরী
জন্মিব উত্তম পুত্র বিক্রমে কেশরী।
শাস্ত্রমতে যেমন দেখিল কহি কথা
সত্য সত্য এ বচন নাহিক[২৭] অন্যথা।
এথ শুনি মহারাজ হরিষ অন্তর
রজত কাঞ্চন দান দিলা বহুতর।
সেই দুই মুখ্যপাত্র আনি নরপতি
রত্ন দিয়া তুষি আদেশিলা[২৮] শীঘ্রগতি।
ভক্তিভাবে পত্র লিখি দূত কতজন
শাহা কহতান আগে পাঠাও বচন।
আজ্ঞা পাই পাত্র দুই পত্র এক লিখি
দূত পাঠাইয়া দিল হই মহাসুখী।
উপহার অমূল্য বহুল ধন[২৯] দিয়া
লিখিল বহুল ভক্তি আদর করিয়া।[৩০]

২৫. শাসিয়া—ক. ঘ. ২৬. রাজার—ক. ২৭. না হএ—ক. ২৮. বহুরত্ন দিয়া তুষিলেন্ত—গ. ঘ. ২৯. দানবহু-গ. ৩০. শীঘ্রগতি দূত সব দিল পাঠাইয়া—গ. দুইপাত্র পাঠাইল বহু সম্ভাষিয়া—ঘ.

শীঘ্রগতি খিয়া দূত এম্রান শহর
ডালি-ভেট গোচরিল[৩১] নৃপতি গোচর।
অবসর পাই দূত নরনাথ আগে
করজোড়ে নিবেদন করিবারে লাগে।
মিসির নৃপতি অতি অতুল্য মহিমা
রূপেগুণে ত্রিলোকে দিবার নাহি[৩২] সীমা।
তোহ্মার চরণে আস্থা করে অনুক্ষণ
অধিক বাড়িতে প্রেম বাঞ্ছিত সঘন।
ভক্তি দেখি সদয় হইলা নৃপবর
হাসিয়া গৌরবভাবে বুলিলা উত্তর।
কহ কহ ধিক প্রেম কোন্ মতে হএ
অবশ্য সেকর্ম আহ্মি করিব নিশ্চএ।
দতে বোলে সংকোচ লাগএ মতি
না জানি কিমত আজ্ঞা কর নরপতি।[৩৩]
রাজা বোলে আহ্মা হতে হএ যেই কর্ম
অবশ্য সাধিয়া দিব সাক্ষী কৈল ধর্ম।
দূতে বোলে কন্যা রত্ন মন্দিরে তোহ্মার
বিবাহ করিতে আশা আছএ[৩৪] রাজার।
সদয় হইয়া যদি কন্যা কর দান
কন্যা দিয়া পুত্র পাইবা শাস্ত্রের বিধান।
এথ শুনি নিঃশব্দ রহিল বীরবর
অন্তর হরিষে গেল পুরীর ভিতর।
মহাদেবী স্থানে বার্ত্তা[৩৫] কহিলেক গিয়া
আদেশ করিলা দেবী উল্লসিত[৩৬] হৈয়া।
বাহিরে আসিয়া রাজা অন্তর হরিষে[৩৭]
দূতগণ সম্বোধিয়া কহিলা বিশেষে।[৩৮]

৩১. পাঠাইল—ঘ. ৩২. ত্রিভুবনে নাহি তার—গ. ঘ. ৩৩. মহামতি—ক. ৩৪. উচিত হএ—ক. ৩৫. রাজা—ক. ৩৬. সন্তোষ—গ. খ. ৩৭. হই হরষিত—ক. ৩৮ করিলা পিরীত—ক.

তুহ্মি যে কহিলা বাক্য রাজার বাঞ্ছিত
মানিলু বচন আহ্মি জানিয়া উচিত।
দুই চারি দিন এথা করিয়া বসতি
কন্যা লই মিসির নগরে কর গতি।
এ বুলিয়া পাত্র মিত্র ডাকি পরিজন
কহিলা যথেক কার্য[৩৯] করিতে কারণ।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ উষ্ট্র বৃষ ধেনুগণ
মুকুতা প্রবাল মণি মানিক্য রত্তন।
বসন ভূষণ বহু বস্ত্র অলঙ্কার
দাসদাসী বহুল কহিব কত আর।
সপ্তশত হস্তী ভরি মানিক্য রতন
শঞ্চশত[৪০] উষ্ট্রভরি আর যথধন।
এক এক রত্ন যদি কেহ মূল্য করে
সপ্তরাজার ধন দিয়া কিনিতে না পারে।
সুবর্ণের পাতিল সরা সুবর্ণের চুলা
সুবর্ণের কটোরা ঝারি সুবর্ণের থালা।
অশ্বগজ সাজাইয়া সুবর্ণেত জড়ি
সুবর্ণ খুটাতে বান্ধি সুবর্ণের দড়ি।
দাসদাসী সুবর্ণে জড়িত অলঙ্কার
সুবর্ণে জড়িত চিত্র পট্ট বস্ত্র আর।
সহস্র সহস্র দাসীরূপে কামাতুর
ত্রিজগ মোহিনী রূপ জিনি অপ্সর।
সুগন্ধ কুসুম তার হইয়াছে দাস
যৌবন উদ্যানে তার কুসুম বিকাশ।
সৌরভে ভ্রমরমতি তার পাছে ধাএ
বিভোল মজিতে চাহে অধর সুধাএ।
যেদিকে চাহে দেখে কাম অবতারী
কটাক্ষ সন্ধানে প্রাণ লই যাএ হরি।

---

৩৯. কহিল কন্যাক সাজন-ক. ৪০. দশশত-গ. ঘ.

সহস্রে সহস্রে দাসী রূপেগুণে অন্ত
রূপে কাম-রূপ জিনি কামিনী অনন্ত।[৪১]
কর্ণ বালি বনিতার দুই পাশে সাজে
ঢুলনি খেলাএ কিবা মদন সমাজে।
ভুজ সুশোভন তার বলয়া সুবলিত
অবলোকি সহসা বনি জাতি বিমোহিত।
নয়ান মদন শরে তেরচ হেরনী
যার লাজে বন মধ্যে গেল কুরঙ্গিনী।
কোন কোন দাসী কোন দাসের সহিত
অনুক্রমে প্রেমভাব মরম পীড়িত।
শতেক অমূল্য রত্ন সব বণিজার
শতে শতে বিকি কিনি প্রেমের পশার।
রত্তন আমরী[৪২] এক জড়িত মণি হীরা
চারিভিতে মুকুতা মাণিক্য দিয়া জোড়া[৪৩]।
নিশি নিশানাথ বিনে[৪৪] করএ উঝল
দিবসে দিনেশ বিনে[৪৫] করে ঝলমল।
রাজকন্যা আরোহিতে করিলেক সাজ
শুভক্ষণে বান্ধিল মাতঙ্গ পৃষ্ঠ মাঝ।
মাহেন্দ্র সময় করি রাজার দুহিতা
যাত্রা কৈল প্রণাম করিয়া পিতামাতা।
কপালে চুম্বিয়া রাজা কৈল আশীর্বাদ
নয়ানে ঝরএ নীর হরিষ বিষাদ।
মহাদেবী স্নেহ ভাবি অতি মনস্তাপ
অধিক করুণা করি করএ বিলাপ।

---

৪১. আর যত দাসী জান রূপে কামবন্ত—ক. ৪২. দোদোল—ক.
৪৩. মনুহরা—ক. ৪৪. নিশিদিশি চপলা যে—ক. ৪৫. জিনি—ক.

। কহতান রানীর বিলাপ ।

। দীর্ঘছন্দ । রাগ : শ্রী । কেদার ।

যাও যাও মাতা[১] তুমি জামাতার ঘরে । ধুয়া ।

হাহা মোর মাতা প্রাণসম সুতা
জীবন-দুর্লভ মোর
আঁখির পুতলী মোরে যাএ ছলি
দশদিক করি[২] ঘোর ।
উদর অন্তরে দশমাস যারে
রাখিলাম বহুল আয়াসে[৩]
হেন প্রাণনিধি হরি নেএ বিধি
চলি যায় পরদেশে ।
তোর মুখশশী অধিক আবেশী
দেখিল নয়ান ভরি
এবে মোরে ছাড়ি চলি যাও বারি
জগৎ তিমির করি ।
নিদেঁ মেলি আঁখি শূন্য শয্যা দেখি
উঠিব দহিয়া হিয়া[৪]
তুলি নিদ্রা হনে খাওয়াইব কোনে
কার মুখে তুলি দিয়া ।

---

১. প্রাণাধিক যাও—ঘ. ২. স্বদেশ করিয়া—ক. ৩. আশে—গ. ঘ.
৪. উঠিব কি দেখিয়া—ক.

কেবা গলে ধরি নানা মায়া করি
হাসিয়া ডাকিব মাও
এহি মনে উঠি হিয়া ছটফটি
সদায় দহএ গাও।
দুঃখিত কুমারী মাতামুখ হেরি
রুদিত নয়ানে যাএ
পুনি পুনি হেরি কান্দে ফিরি ফিরি
হরিণী কাতর যাএ।
পিতা পদে ধরি ক্ষেণে মায়া করি
ক্ষেণেকে মাতার কোলে
বিষাদ ভাবিয়া ক্ষেণে কুটে হিয়া
ধরি পুরবাসী গলে।
পুনি প্রণমিয়া কথদূরে গিয়া
পুনি কান্দে রহি রহি
পুনি ভাবি তাপ করএ বিলাপ
করুণা বচন ও কহি।
পুরবাসী গণে সজল নয়ানে
করুণা ভাবিয়া মনে
শোকাকুল চিতে কান্দিতে কান্দিতে[৬]
যাএ কুমারীর সনে।
কেহ ক্ষেণে ক্ষেণে বিষাদিত মনে
কহে উপদেশ হিত
শুভকার্য মাঝ কান্দি নাহি কাজ
এবে শান্ত কর চিত।
কহিএ বচন যথ সখীগণ
কান্দন বহিত[৭] কৈল
শুভ লগ্নে নিয়া দেব আরাধিয়া
গজ পৃষ্ঠে তুলি দিল।

---

৫. বিলাপ—ক. ৬. কান্দে বিপরীত—ক. ৭. ক্ষেমা—ক.

। কন্যা-বিদায়।

। যমকছন্দ : পয়ার ।

রাজা মহাদেবী দুই বিষাদিত মন
কন্যা সম্বোধিয়া কহে বিনয় বচন।
যাও যাও মাও তুহ্মি জামাতার ঘরে
সর্বত্রে কুশল তোর[১] করুক ঈশ্বরে।
মিসিরের রাজার দূত আনি বিদ্যমান
বহু ধন দিয়া তারে করিল সম্মান।[২]
বুলিল নৃপতি স্থানে মোর আশীর্বাদ
তার পাছে গোচরিবা এ সব সম্বাদ।
কহিঅ বুঝাইয়া মোর এহি নিবেদন
পালিতে অবলা বালা করিয়া যতন।
ক্ষেমিতে সদয় মনে তার যথ দোষ
ধর্মেত পাইবা পুণ্য মোর পরিতোষ।
তান বাক্য পরিমাণি কন্যা চালাইল
ধর্ম উদ্দেশিয়া তান পদে সমর্পিল।
এহি বাক্য স্মরণ করিয়া নিজ মনে
কন্যা মোর পালিতে কহিঅ নৃপস্থানে।
সন্তুষ্ট হইল দূত পাইয়া[৩] মনস্কাম
পুনি পুনি নৃপ পদে করএ প্রণাম।
বুলিল যথেক মোরে কহিলা রাজন
দশগুণ[৪] করি মুঞি কহিমু বচন।

---

১. সদায় তোমারে বাঞ্ছা—ক. সর্বত্রে কল্যাণ হোক করুক ঈশ্বর—গ.
২. কৈল বহুমান—ক. ৩. সন্তোষ পাইয়া দূত নিজ—ক. ৪. শতভুল্য—ক.

এ বুলিয়া ভক্তিভাবে হই ভূমিগত
চরণ পরশে দূত হই দণ্ডবত।
চলিল মিসির দেশে কন্যার সহিত
আনন্দ হৃদয় অতি মতি সানন্দিত।
চলিল রমণী সব কন্যার সহিত
বাদ্যভাণ্ড আনন্দ উচ্ছব নাটগীত।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ মন রঙ্গ
শোকে দুঃখে চিন্তায় তরাসে দিল ভঙ্গ।
লক্ষ লক্ষ দাসদাসী সুন্দর সুন্দরী
ভূমিতে নামিল কিবা অমরা নগরী।
যেইখানে সেই সবে করে রাত্রিবাস
বিনি দেউটিএ তিমির করে নাশ।
সেইসব অপূর্ব যদি দেখে কোন জন
ধন্ধমতি হএ এহি লএ মোর মন।
যেনমতে[৫] জলধি বরখিয়াছে তারা
ইন্দ্রসভা ছাড়ি আইল সব অপ্সরা।
হস্তীসব পাছে পাছে উট সব ধাএ
পদঘাতে পদ্মমাঝে অপূর্ব দেখএ।
এক পদঘাত মধ্যে আর পদঘাতে
পূর্ণ শশী লৈছে যেন দ্বিতীয়া শশী মাথে।
অশ্বসব সুন্দর পবন জিনি গতি
রাখিতে সুস্থির বুঝে অশ্ববার মতি।
কদাচিত দণ্ড ছায়া সে সবে দেখিত
সপ্তদ্বীপ লঙ্ঘি ছায়া বাহিরে পতিত।
এহিমতে নানা রূপ কৌতুকে সরসে
মিসির নিকটে গেলা অধিক হরিষে।[৬]
এসব রাখিয়া এথা গেল দূতবর
কহিল উৎসব বার্তা নৃপতি গোচর।

---

৫. শিলামতে—গ. ঘ. ৬. অতি সহরিষে—ক.

করজোড়ে করে দূতে এহি নিবেদন
তোহ্মালাগি পূর্ণশশী ঘারে উৎপন।[৭]
কহতান নন্দিনী আইল তোহ্মা দেশ
শুভক্ষণে দেশে আসি করিল প্রবেশ।
হরিষ হইয়া রাজা অধিক উল্লাসে
বহু ধন রত্ন দিয়া চরগণ তোষে।[৮]
পাত্রমিত্র ডাকি আজ্ঞা কৈল মহারাজ
প্রতি ঘরে ঘরে হোক উৎসবের সাজ।
পরবাসী দেশবাসী আছে যথ নর
উচ্ছব আনন্দ হোক প্রতি ঘরে ঘর।
রাজকন্যা আগুবাড়ি আনিতে কারণ
চলৌক দেশের লোক আছে যথজন।[৯]
যুবক যুবতী সব শহরে নগরে
ছোটবড় যথ নারী আছে অন্তঃপুরে।
আনন্দ কৌতুক রঙ্গে করি নাটগীত
চলৌক বিবাহ সাজে আমার সহিত।
এ বুলিয়া শুভক্ষণে চলিলা রাজন
নানা শব্দে বহু রঙ্গ উৎসব বাজন।[১০]
পৃথিম্বি ভরিয়া লোক চলে তান সঙ্গ
যথা যাই তথা দেখি আনন্দ তরঙ্গ।[১১]
গজ-পৃষ্ঠে আরোহিয়া চলে নরপতি
দুই হাস্তে চতুর্ভিতে ছিটে গজমোতি।[১২]
কহে হীন দোনাগাজী নিয়তি নির্দিষ্ট[১৩]
ভোজনের কালে পুনি গজ বহে পিষ্ঠে।
লক্ষ লক্ষ ভরি সোনা নৃপতি নিছিয়া
যাচক উদ্দেশি ফেলে দূরেত ক্ষেপিয়া।[১৪]

৭, ঘারেত মিলন—গ.ঘ. ৮. বহু ধনরত্ন মণি দিলা পরিতোষ—ক. ৯. চলদেশে ভাললোক আছে যতজন—ক. ১০. নানা শব্দে বহুবাদ্য উৎসব কারণ—ক. ১১. যথা চাহি তথাএ দেখিয়া মনোরঙ্গ—ক. ১২. লালমুতি—ক. ১৩. নিয়নিরদিষ্ট—গ. আরোহণ নৌকা বই যাএ/ভোজনের কালে সেই গজ ধরিয়া খাএ—ক. ১৪. হাত উঠাইয়া ফেলে নৃপতি নিছিয়া—ঘ. খেচিয়া—গ.

ভরিল মিসির মাটি রজত কাঞ্চনে[15]
ভিক্ষুক দরিদ্র তুলি না লইল ঘিণে।
নর্তকীর নৃত্য কিবা থাকএ হেরিয়া
নিধনী ধনের স্নেহ আছে পাসরিয়া।
কিবা বহু ধন পাই ধনিয়া হইল
সন্ধান[16] করি আর ধন না লইল।
বেশ্যা সবে নৃত্য করে অতি সুললিত
রাজবেশ্যা নৃত্য করে অপরা বর্জিত।[17]
রাজকন্যা দরশি নিছনি করিবার
মাণিক্য মুকুতা জরি[18] লৈল অলঙ্কার।
সহস্রেক হস্তী ভরি বস্ত্র আভরণ।[19]
হীরামণি মাণিক্য অমূল্য মূল্য ধন।[20]
উট বাজী গজ ধেনু রাজ ব্যবহার
খাট পাট পালঙ্ক খাইতে উপহার।
তুরুকী এরাকী ছিল মিসির ফারসী[21]
রুমী খোরাসানী তবে আর যত দাসী।
লক্ষ লক্ষ সুন্দরী বাছিয়া লএ দাসী
কটাক্ষে ত্রিজগ পারে করিতে বিনাশী।
আর যথ রাজনীতি লই বহু ধন
আপনে কন্যার আগে ভেটিল রাজন।
আকাশ পাতাল ব্যাপি হৈল বাদ্যধ্বনি
দুই লোক পদতলে লুকাএ মেদনী।
শুভক্ষণে বিবাহ হৈল শুভকর্ম
নীতিশাস্ত্র যেমন আছিল কুলধর্ম।[22]
কন্যা সঙ্গে করি রাজা আনন্দে চলিল
হরষিতে আপনা পুরীতে প্রবেশিল।
অতি শোভাকার পুরী মহারম্য স্থান
অমরা নগর নহে তাহার সমান।

---

১৫. কাঞ্চন রস্তনে-ক ১৬. অপজ্ঞান—গ. ১৭. কি কহিবতাত—গ. ১৮. লইল যত—ক. ১৯. অলঙ্কার—ক. ২০. হীরামণি মুকুতামাণিক্য মুনুর—ক. ২১. রতইতি বিছিরিএ রাখিয়া পড়শী—ক. ২২. যেমত আছিল রাজকুল ধর্ম—ক.

স্বর্গপুরী না হএ তাহার সমসর
শত চন্দ্র শত ভিভে শত দিবাকর।
নক্ষত্র যথেক তার কেবা জানে লেখা
আকাশ ছাড়িয়া কিবা হৈতে চাহে সখা।
তাহাতে সুন্দর টঙ্গী রত্তন নির্মাণ।[২৩]
কুমারী রহিতে তথা করিয়াছে স্থান।
শুভক্ষণে রাজকন্যা অন্তম্পুরে গিয়া
রহিলেক সেইস্থানে কৌতুক করিয়া।
রজনী প্রবেশ হৈল উঠে নিশাপতি
কামকলা কৌতুকে আইল নরপতি।

২৩. আকাশ সমান—ক.

। সম্ভোগ ।

যদি খা আছিল রাজা বৃদ্ধ কলেবর
প্রথম দর্শনে খাএ মদনের শর।
দারুণ কামের শরে হৈল বিমোহিত
কি করিব কি বুলিব বিভোল চরিত।
ধরএ কুমারীর করে আপনার সুখে
সলজ্জিত সুন্দরী বচন নাই মুখে।
হেটমাথা করি রহে রাজার কুমারী
নয়ান চুম্বএ রাজা চান্দ মুখ হেরি।
অধরে মাধুরী পান করে ঘনে ঘন
ভোজনের আদ্যে লোকে ভৈক্ষএ লবণ।
ক্ষেণেকে সাবুটি করে তুলি লএ কোলে
ক্ষেণেকে চুম্বএ পুনি ধরি তার গলে।
ক্ষেণেকে হিয়ার ভিতে ক্ষেপে দুইকর
কুচযুগ মর্দন করএ নিরন্তর।
লজ্জাএ বিভোল[1] সতী রস নহি জানে
উঁহু উঁহু নহি নহি বোলে ক্ষেণে ক্ষেণে।
ক্ষুধার্ত পাইয়া অন্ন ছাড়িয়াছে কোথা
পিয়াসী না খাএ জল কেমন সত্যতা।
কামাতুর নির্জনে পিয়ার লাগ পাএ
উঁহু উঁহু নহি নহি কেমতে মানাএ।
নিষেধ না মানে রাজা করে নানা ভাতি
হেষ্ট মাথে লজ্জাএ আকুল কুলবতী।
বহুল তুষিয়া রাজা করে পরিহাস
মুখ ঘুরি[2] সুন্দরী বিমুখে অর্ধহাস।

---

১. বিকল—ক. ২. শশী—ক.

গদগদ ভাষে কহে মধুর ভারতী
আজি পাএ ধরি ক্ষেম নৃপ মহামতি।
রাজা বোলে তোহ্মার চরণে এই আশ
মধুর বচন দিয়া মোরে কর দাস।
এ বুলিয়া চরণ যুগল ধরিবারে
মন্মথ রঙ্গে তোলে জঙ্ঘের উপরে।
গ্রীবা চাপি ধরিলেক মুকাই বসন
দঢ় করি বসিলেক শৃঙ্গার আসন।
রুনুঝুনু কিঙ্কিণী নেপুর ঘন বাদ্য
দ্বিতীয় বিবাহ দেখ উৎসবের আদ্য।
কিবা কামরসে সাজে মদন প্রচুর
আপসরা ধ্বনি করে কিঙ্কিণী নেপুর।
কেশপাশ গলিয়া চরণ পাশে ধাএ
চরণে ধরিয়া কিবা কুমারী মানাএ।
চঞ্চল চিকুর কথ কন্যা পাশে দুলে
ভ্রমরে কমল দেখি ভ্রমএ বিভোলে।
ক্রুদ্ধমনে রতিরণে সাজে রতিপতি
কামকলা মনস্কাম রতির আরতি।
মুছিল কাজল রেখা সিন্দুরের ফোঁটা
ঠামে ঠামে লাগিছে অরুণ ঘনঘটা।
রতির কৌতুক বান্ধে সান্ধি পঞ্চশর
কামশরে কামিনীর ভেদিল অন্তর।
জয়জয় বাজএ বিচিত্র[৫] বাদ্য ধ্বনি
জয়ধ্বনি করে ঘন নেপুর কিঙ্কিণী।
খসিল বসন বাস গেল আশপাশ[৬]
আর্তনাদ দেখি কিবা জন্মিল তরাস।
কাঞ্চন আঞ্চল সনে যাএ আন ভিতে
অন্তর হইল কিবা কৌতুক দেখিতে।

---

৫. বিবাদ—ক. ৬. খসিল বসন সব গেল আন পাশ—ক.

আছিল যুবক গুরু বৃদ্ধ কলেবর
রসবতী রসে অতি কৌতুক অন্তর।
শরদে জলদে যেন অধিক আড়ম্ব
বরিখিতে বরিখএ বহুল বিলম্ব।
রতি শেষ না হএ আরতি 'ধিক অতি
পুরুষ পুরান ছিল নবীন যুবতী।
তৃণ বীজ মৎস্য ডিম্ব পুরা ছয়মাসে
বিধাতা নিবন্ধে থাকে জলদের আশে।
যুবতী যৌবন ছিল কমল বিকাশ
মধুকর ছুটি গেল কমলের পাশ।
প্রথম রমণে রামা ঋতু আপেক্ষিল
মৎস্য ডিম্ব তৃণ যেন জল পাই জি'ল।
আরতি হৈল পূর্ণ ক্ষেমে রতিরাজ
তুষ্ট হৈল মহারাজা সিদ্ধি হৈল কাজ।
লজ্জিত সুন্দরী মুখে নাহি সরে রাও
বসিলেক বসনে ঢাকিয়া সর্ব গাও।
বিমুখে বসিল রামা মুখ নাহি তোলে[৭]
সমুখ করিয়া নৃপে বসাইল কোলে।
এহি অনুক্রমে প্রেম-রসেত মজিয়া
মহাদেবী মহারাজা বঞ্চে বিরাজিয়া।
নওল যৌবন রামা নবীন বয়স
কটাক্ষ লীলাএ কৈল নৃপতিরে বশ।
মধুকর মধুলোভে হইয়া উদাস
স্নেহভাবে না ছাড়এ কমলের আশ।
দিবানিশি অন্তরে তিলেক নাহি[৮] ভেদ
ছায়া কায়া মধ্যে যেন না হএ বিচ্ছেদ।
দিনেদিনে রূপবতীর রূপ বাড়ি যাএ
গর্ভের লক্ষণ[৯] কিছু প্রকারে বুঝাএ।

---

৭. দুঃখ নাহি ভোলে—ক. ৮. নাইক ভিন্ন—গ. ৯. আকৃতি—ক.

নরপতি দেবীক দেখিয়া গর্ভবতী
অধিক সন্তোষ হৈল হরষিত অতি।
দেবদ্বিজ আরাধি করএ দান ধর্ম
কায়মনে পুত্র আশে করে এহি কর্ম।

। মিশররাজের সন্তান লাভ।

জন্মিল উত্তম পুত্র গেল দশমাস
অমাবস্যা ছাড়ি নব শশীর প্রকাশ।
আকাশ ছাড়িয়া চন্দ্র আইল ভুমিত[10]
দুটি পাই জ্যোত 'ধিক হৈল চমকিত।[11]
নিতিপ্রতি কলাপূর্ণ হএ কলানিধি
হইল ষষ্টম রাত্রি জনম অবধি।
নাটগীত আনন্দ পূরিল রাজপুরী
বাজএ উৎসব বাদ্য সর্বরাজ্য ভরি।
রতন কাঞ্চন দান দিয়া মহারাজ
না রাখিল দরিদ্র ভিক্ষুক রাজ্যমাঝ।
'বলি' 'কর্ণে' এমত না কৈল কদাচন
এহি অপমানে বলি পাতালে গমন।
'কর্ণ' হেন ধন দিতে কর্ণে না শুনিল
ধনঞ্জয় শরাঘাতে ধনপ্রাণ দিল।[12]
প্রভাত সমএ রাজা হই হরষিত
দৈবজ্ঞ সর্বজ্ঞ যথ আনিলা ত্বরিত।
বুলিল শিশুর 'কর্ম' করিয়া বিচার
ভালমন্দ মোর আগে কহিবা তাহার।[13]
আশীর্বাদ করিয়া সর্বজ্ঞ বিচক্ষণ
গণিতে লাগিল সবে হই এক মন।

---

১০. ভুমিতল—ক. ১১. অধিক প্রবল—ক. খ. ১২. প্রাণি বিসর্জিল—গ. আন দান দিল—ক. ১৩. করিবা প্রচার—গ. খ.

স্থির মনে সর্বজনে করিয়া বিচার
নিবেদন নৃপ আগে লাগে কহিবার।
শুন মহারাজা এক বচন আহ্মার
মহাভাগ্যবন্ত হৈব কুমার তোহ্মার।
রাজচক্রবর্তী হৈব নিজ বাহুবলে
সাধিব সংসার কার্য দেখিএ কপালে।[১৪]
পড়িব বহুল শাস্ত্র হৈব বহু জ্ঞান
করিব বহুল সুখ সন্তোষ সন্ধান।[১৫]
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈব বিচক্ষণ[১৬]
রূপগুণ তুলনা বর্জিত ত্রিভুবন।
মহাবীর্যবন্ত হৈব শিশু মহাবল
আর এক অপূর্ব দেখিএ তার ফল।
চতুর্দশ হএ যদি বয়স বৎসর
উদাস হৈব মতি রাজার কুঞর।
রাজ্যসুখ তেজিয়া তেজিয়া উপভোগ
দেশান্তরী হইবেক ভাবিয়া[১৭] বিউগ।
দেখিব অপূর্ব বহু ভূমির বিস্তর[১৮]
দিগন্তর গিরি চর[১৯] আকাশ সাগর।
রাক্ষস গন্ধর্ব দেব দেখিব দানব
কভু হেন নরজন্মে না দেখে মানব।[২০]
পাইব বহুল দুঃখ মৃত্যু সমতুল
তার হেতু লোক নাশ হৈব বহুল।
নিজ কার্য সাধি পুনি আসিবেক ঘর
পশ্চাতে হৈব সুখী রাজ রাজেশ্বর।
শাস্ত্রমতে আহ্মি সব যে মত দেখিল
বিস্তারিয়া তোহ্মা পদে সব নিবেদিল।

---

১৪. নিজ ধর্মফলে—ঘ. ১৫. সম্পদ সম্মান—ঘ. ১৬. বিচক্ষণ আর যত গুণ—ক. ১৭. বন্ধুমিত্র দয়া ছাড়ি হইব—গ. ভ্রামিবেক চতুর্দশ পাইব মনোযোগ—ঘ. ১৮. সব ভূমির উপর—গ. ঘ. ১৯ দেখিব অনন্তগিরি—ক. ২০. ভুবনবিচারি বহু পাইব মানব—ক. ২১. করিব পথ্য পান—গ. পালন—ঘ.

এথ শুনি বিরস হইল নৃপবর
আসিব আপদ শুনি দুঃখিত অন্তর।
হেষ্টমাথে নিঃশব্দ হইয়া নরপতি
বহুল ভাবিয়া পুনি স্থির কৈল মতি।
যেকরে সেকরে বিধি কি করিব আনে
কিফল বিফল তার ভাবনা চিন্তনে।
এ সব ভাবিয়া রাজা মনে কৈল সার
আজ্ঞা কৈল যত্ন করি শিশু পালিবার।
বিধাতা সংযোগ হেন নিবন্ধ আছিল
যেই নিশি নৃপতির কুমার হইল।
'ছালে' নামে রাজার প্রধান পাত্রবর
সেই নিশি উপজিল তাহার কুঞর।
বার্তা শুনি মহারাজা হই তুষ্টমতি
পাত্রকে ডাকিয়া আজ্ঞা কৈলা রঙ্গমতি।
তোহ্মার ছাওয়াল আন মোর অন্তপ্পুরে
মাতা সনে ছাওয়ালে থাকিব এক ঘরে।
দুইশিশু একত্রে থাকিব এক স্থান[২১]
একত্রে খেলিব খেলা বয়স সমান।
একপাঠ একত্রে পড়িব এক ঠাম
একরাজার একপাত্র হৈব পরিণাম।
এ সব শুনিয়া পাত্র হরিষ অন্তর
করজোড়ে নিবেদএ নৃপতি গোচর।
এহিমতে কৃপা যদি কর নরেশ্বর
এতাধিক কি সুখ সম্পদ আছে আর।
এবুলিয়া দণ্ডবৎ হৈল পাত্রবর
হরষিতে চাল আইল আপনার ঘর।

। সয়ফুলের শৈশব-বাল্য ও কৈশোর ।

ইষ্টদেব আরধিয়া মহোৎসব করি
পুত্রসমে রমণী পাঠাএ রাজপুরী।

বহু যত্ন করি দিয়া নিজ পয়োধর
পাত্রের রমণী পালে দুই শিশুবর।
সয়ফুলমুলুক হইল রাজসুত নাম
সায়াদ পাত্রের সুত নাম অনুপাম।
দুই শিশু দিনে দিনে হও প্রজলিত[২২]
দ্বিতীয়ার শশী যেন বাড়ে প্রতিনিত।
চতুর্থ বরিষ যদি বয়স হইল
পঞ্চম বরিখে শাস্ত্র পড়িবারে দিল।
পশুপক্ষী নর দেবে যথ বিদ্যা জানে
শিখিল যথেক শাস্ত্র এতিন ভুবনে।
পড়িল সকল শাস্ত্র শিশু দুইজন
নানা শাস্ত্রে বিশারদ হৈল বিচক্ষণ।[২৩]
শিখিল যথেক শাস্ত্র জানে যথ নর
ভুবনেত বিদ্যা নাহি দোঁহা অগোচর।
শিখিয়া আপনা শাস্ত্র শিশু বিচক্ষণ[২৪]
কাব্যশাস্ত্র রতিশাস্ত্র শিখিল পুরাণ।
সিদ্ধিশাস্ত্র আগম জ্যোতিষ আর যথ
শিখিল যথেক শাস্ত্র কি কহিব কথ।
সর্বশাস্ত্রে কুমার হইল বিচক্ষণ।
সর্ব অস্ত্র শিখিল লইল শরাসন।
গদাযুদ্ধে গদাধর হইল দুর্জয়
দ্বন্দ্ব-মল্ল সমরেত হইল নির্ভয়।
খর্গযুদ্ধে মহাযোদ্ধা হৈল রাজসুত
অস্ত্রেশস্ত্রে বিশারদ হইল অদ্ভুত।
বয়স হইল যদি দোয়াদশ বৎসর
তেজবন্ত দীপ্তিমান হৈল কলেবর।
অর্ধদিনে সূর্য যেন নিদাঘের দিনে
নিরক্ষিতে তার জোত আক্ষি মধ্যে হানে।

---

২২. আনন্দিত—ক, সানন্দিত—গ. ২৩. শিশু দুইজন—গ. এতিন ভুবন—ক.
২৪. মুসলমান—গ. ঘ.

মহাতেজশালী হৈল রূপে কামজিৎ
কটাক্ষে কামিনী কামে করে বিমোহিত ।
অনঙ্গ মাখিয়া[২৫] অঙ্গ গঠিয়া তাহার
গ্রীবা দেখি কুসুম্ব হইল তার হার ।
নাসা কুলবর্তী কুলনাশা[২৬] তিলফুল
কস্যপ তনয় দোলে করি সুতমূল ।
ভুরু মদনের চাপ না ছাড়এ গুণ
অলক্ষিতে পঞ্চশর হানে পুন পুন ।
কদাচিত সেই ধনুর্গুণ চড়াইতে
কটাক্ষের মধ্যে পারে ভুবন মোহিতে ।
বিনিগুণে লক্ষগুণ হানে পুষ্পধনু
জরজর কুসুমঘাএ অবলার তনু ।
মুখে তিলবিন্দু কাল অতি বিন্দু মাঝ
মধুলোভে বিরাজে সরোজে অলিরাজ ।
নয়ান চকোর[২৭] কিবা চঞ্চল চপলা
রবিশশী ইন্দ্রধনু তাতে ঘন[২৮] মেলা ।
ওষ্ঠ বর্ণ বিম্বফল বান্ধুলি জিনিয়া
রসিকে হিয়ার রক্ত কিবা আছে পিয়া ।
দশন ডালিম্ব বীজ হাসএ মধুর
বচন অমৃত অতি মধুর প্রচুর ।
ভুজযুগ মৃণাল জিনিয়া শোভাকার
লজ্জাএ মৃনাল গেল পুকুর মাঝার ।
মধ্য দেখি বনমাঝে গেল মৃগরাজ
অপমানে বনে গেল মনে পাই লাজ ।
নাভিদেশ গম্ভীর মদন[২৯] সরোবর
মন্মথ রঙ্গে[৩০] কামে দিয়াছে সাঞ্চর ।
উরু রামকদলী বলিত সুবলন
পদতলে পদ্মরেখা[৩১] লক্ষ্মীর লক্ষণ ।

---

২৫. সমান—ঘ. গ. ২৬. অতি—ক. ২৭. খঞ্জন—ক. ২৮. তারাগণ—ক. ২৯. অকুল—ক. জিনিয়া—গ. ৩০. মনোরথভঙ্গ—ক. মদনতরঙ্গে—ঘ. ৩১. পদ্মতলে পদরেখা—পদ্মা পদ্মার বানে বধুর লক্ষণ—ঘ.

অঙ্গুলী সুন্দর মাথে লক্ষণ শোভিত।
দুই চক্র মাঝে যেন তারা বিরাজিত।[৩২]
কিবা নিশানাথ তার রূপেত মজিল
আকাশ ছাড়িয়া আসি চরণে পশিল।
কিবা শরঘাতে শশী খণ্ড খণ্ড হৈল
দশ খণ্ড হই তার চরণে লাগিল।
ইসুফ না হৈল তার রূপের সমান
কূপেত লুকাইল গিয়া পাই অপমান।
কিবা রূপ তাহার দেখিতে করি আশ
ইসুফ মিসিরে আসি হইছিল দাস।
ভুবনে এমত রূপ না হৈছে না হৈব
হেন রূপ বাখানিয়া কেমনে কহিব।
যথদিন অবধি পৃথিম্বি জনমিল
নিজ পৃষ্ঠে হেন রূপ কভু না দেখিল।
আকাশ এমত রূপ তবে না দেখিয়া
অধ্যাবধি নিশিদিশি বিচারে ভ্রমিয়া।
ত্রিভুবনে নাই যার রূপের উপমা
কিমতে কিমত বুলি দিমু তার সীমা।
ভাবিয়া চিন্তিয়া এহি জানিল স্বরূপ
ত্রিলোকে না হৈল হেন রূপ অপরূপ।
চলিতে সুস্থির ধীর যেন মত্তকরী
নর দেব গন্ধর্ব থাকএ রূপ হেরি।
শহর নগর কিবা যাইতে রাজপথে
যেই দেখে তার মতি হানএ মর্মেতে।
যুবক যুবতী যেই দেখে বিদ্যমান
কামাতুর হইয়া হারাএ নিজ জ্ঞান।
সর্বাঙ্গে অনঙ্গ কিবা আছে তার মাঝি[৩৩]
সতীজাতি মতিভ্রম হএ রূপ দেখি।

---

৩২. দুইচক্রমাঝে যেন তারা বিকশিত—ক. দুইচন্দ্র পাপিষ্ঠ তারা যেন বিরাজিত—গ. দুই চন্দ্রপাশে দুই তারা বিরাজিত—ঘ. ৩৩. সর্ব অঙ্গ অলঙ্কার হানে দুই আখি—ক.

হরএ মুনির মন করএ উদাস
যোগনষ্ট করএ তপস্যা করে নাশ।
মন্দির ছাড়িয়া যদি নিকলে বাহিরে
কামাতুর হই লোক পিছে পিছে ফিরে।
পুরুষে হারাএ জ্ঞান নারী সবে লাজ
অরাজক হৈল কিবা মিসিরের মাঝ।
ভালমন্দ সেই দেশে যথ লোক[৩৪] আছে
লজ্জা ভয় পরিহরি ধাএ পাছে পাছে।
প্রধান নিউন[৩৫] কিবা কুলবতী সতী
লাজ ভয় তেজিয়া উদাস হৈল মতি।
কুলের কলঙ্ক তেজে গরবিত লাজ
কামাতুর হইয়া তেজিল জ্ঞান কাজ।
যুবতী[৩৬] পতির ভয় ছাড়ি গৃহ কর্ম
হিত বিপরীত জ্ঞান নাহি কুলধর্ম।
কেহ কভু মুখ দেখি হারাএ আপন
কার কার খসি পড়ে পিন্দন বসন।
কেহ কেহ পিছে পিছে যাইতে ধাইয়া[৩৭]
দন্ত মুখ পদ ভাঙ্গে উঞ্চটা খাইয়া।
হেন অসম্ভব ভাব হৈল দেশ মাঝ
একজনে কহে বার্তা নৃপতি সমাজ।
তোহ্মার কুমার রূপে নগর[৩৮] মোহিল
যুবতী কুলের লাজ সকল তেজিল।
কুমারে বালক ভালমন্দ নাহি জানে
ব্যাকুল কুলের বালা কামের কামানে।
রাজা বোলে কহ গিয়া কুমারের স্থান
কৌতুকে বসিয়া থাউক আপনা ভবন।
যেই মনে বাঞ্ছিত করুক সেই কাজ
নির্জনে আপন স্থানে করুক বিরাজ।

৩৪. নারী—ক. ৩৫. পদ্দালিক জন (পদাতিক জন?)—ক. ৩৬. নৃপতি—গ. ঘ.
৩৭. হাঁটিয়া—গ. ঘ. ৩৮. জগত—ক.

নৃপ আজ্ঞা শিরে ধরি নৃপতি নন্দন
আনন্দে খেলএ বসি আপনা ভবন।
প্রেম-সখা সায়াদ পাত্রের সুতবর
দুইমাত্র এক প্রাণ[৩৯] দুই কলেবর।
শয়নে ভোজনে কভু নাই ছাড়াছাড়ি
তরুলতা যেহেন থাকএ জড়াজড়ি।
শাস্ত্র-অস্ত্র-কাব্য-খেলা মনে যেই লএ
কায়মনে দুইজনে সেই কর্ম করএ।
তিলেক কাহারে কেহ না করে বিচ্ছেদ
আত্মপর কাহাক নাহিক ভিন্ন ভেদ।
কুমারে জানএ বন্ধু মোর প্রাণ সম
সায়াদে জানএ মুঞি দাসের অধম।

। রূপবান সয়ফুলের বিবাহ প্রস্তাব ।

এইমতে যেই কর্ম যেখনে বাঞ্ছিত
একমনে করে দুই কায়মনে নিত।
কুমারের রূপগুণ কুলের বাখান
নৃপতি সভাতে বার্তা গেল স্থানে স্থান।
নানাদেশে যথ বসে রাজরাজেশ্বর
সে সবের সভাতে ঘোষএ সর্বনর।
রাজা সবে শুনিয়া হইল ধন্ধমতি
স্নেহভাবে পুনি পুনি শুনিতে আরতি।
কেহ বোলে ভাগ্যবন্ত তার মাতাপিতা
ভাগ্যবন্ত স্থতা হৈব তাহার বনিতা।
যেসব নৃপতিঘরে[৪০] আছিল দুহিতা
মনেত বাঞ্ছিল তাকে দিতে নিজ সুতা।

---

৩৯. একমন দুইমাত্র—ক. একত্রে দুইপ্রাণ—খ.
৪০. যে সকলজনের ঘরেত ছিল সুতা— ক.

কদাচিত চাহে যদি কুমারী আহ্মার
যত্নে কন্যারত্ন দিমু চরণে তাহার।
কেহ কেহ মনে করি সম্বন্ধের আশ
দূত পাঠাইয়া দিল বৃদ্ধরাজের পাশ।
বুলিল সুন্দর হৈল তোহ্মার তনএ
ভুবন ভরিয়া তার গুণ বাখানএ।
রূপেগুণে কুলে শীলে রাজার কুমার
একত্রেত পঞ্চগুণ আছএ কাহার।
এসব শুনিয়া আহ্মি সদয় হৃদয়
আশীর্বাদ করি বিধি হউক সদয়।
চিরজীবী হেন হোক সর্বত্রে কুশল
কল্পতরু তোহ্মার ধরুক সিদ্ধিফল।
বিবাহ করাইতে আশা যদি থাকে মনে
কন্যা সুচরিতা আছে আহ্মার ভবনে।
কোন কোন কন্যাগণে শুনিয়া বাখান
না দেখিয়া হৃদএ হানিল পঞ্চবাণ।
মাতাপিতা অগোচরে দূত পাঠাইল
আপনা আবেশে[৪১] বর-সম্বাদ কহিল।
কহিল আহ্মাক তুহ্মি কর নিজ দাসী
তুহ্মি বিনে নাহি নেউক অন্যপতি আসি।[৪২]
তোহ্মার চরণ সেবা করিমু[৪৩] সদাএ
দাসী হেন মনেত জানিবা সর্বথাএ।
উদ্দেশে ভজিলুঁ আহ্মি তোহ্মার চরণ
সর্বথাএ এথাতে না হৈব অন্যমন।
রাজাএ ডাকিয়া পুত্র আপনার পাশ
দূত-মুখ বার্তা সব করিলা প্রকাশ।[৪৪]

---

৪১. উদ্দেশে— ক. ৪২. নহি আমি অন্যপতি আশী— গ.
৪৩. চরণে আমি পালিব—ক. ৪৪. দূত সব বার্তা শুনি হইল উল্লাস—ক.

কুমার শুনিয়া সব স্তব্ধমত রহে
এহি ঐহি মতে ভালমন্দ নাহি কহে।[৪৫]
না জানে শৃঙ্গার কেলি বিরহের[৪৬] রস
এসব বচনে নহে সরস বিরস।
স্বপ্নে কভু না জানে কেমন কামকলা
নানা রসে রঙ্গএ খেলএ নানা খেলা।
ক্ষেণেকে আনন্দে উঠে প্রাচীরের মাঝ
ক্ষেণেকে খেলাএ খেলা বালক সমাজ।
ক্ষেণেকে অশ্বেতে চড়ে ক্ষেণেকে মাতঙ্গ
ক্ষেণে অস্ত্র ক্ষেণে শস্ত্র ক্ষেণে নানা রঙ্গ।
পাত্রপুত্র মিত্রমাত্র একত্রে থাকএ
কায়মন চিত্তে কেহ কা'ক না ছাড়এ।
বালক চরিত্র কামরস নাহি জানে
ভালমন্দ উত্তর না দিলা নৃপস্থানে।
ভাবিল নৃপতি মনে ছাওয়াল অবোধ
বশ করি[৪৭] দূত সব করিলা প্রবোধ।[৪৮]
বুলিলা আহ্মার ইষ্ট যে'সব[৪৯] আছএ
যে সবেত পুছি কর্ম[৫০] করিব নিশ্চএ।
রাজা সব আগে মোর কহিঅ প্রণাম
সদাএ তা সব প্রতি মোর মনস্কাম।
যাইব মোহর দূত সংবাদ লইয়া
কহিঅ করিতে কৃপা সদয় হইয়া।
এ বুলিয়া দূত সব করিল বিদায়
পুত্রের বিবাহ আশা মনেত সদায়।[৫১]
কন্যা সবের গুপ্ত দূত যথ আসিছিল
সুবর্ণ পাইয়া যার যেই স্থানে গেল।

---

৪৫. মধ্যে বুলে মন্দহ বোলএ—গ. এই হোক মধ্যে—ঘ.
৪৬. বিবাহের—গ. ৪৭. রস রাখি—ক. ৪৮. প্রসাদ—ক. ৪৯. কুটুম্ব—ঘ.
৫০. বুঝিয়া কার্য—গ. ঘ. ৫১. মনে চিন্তে সর্বদাএ—গ. মনে সর্বদাএ—ঘ।

এথাত নৃপতি আনি কুমার সুন্দর
প্রতিনিতি নিকটে বৈসাএ নিরন্তর।
মুখচন্দ্র দেখি অতি রাজা[৫২] হরষিত
পুছএ নানান বাক্য করিয়া পিরীত।
এহিমতে নৃপ আগে নৃপতি নন্দন
নিত্য আসি করে নৃপ-চরণ বন্দন।
নিশিকালে আপনা মন্দিরে চলি যাএ
সায়াদের সঙ্গে রঙ্গে কৌতুকে খেলএ।
ক্ষুধাকালে একস্থানে করএ ভোজন
নিদ্রাকালে একস্থানে করএ শয়ন।[৫৩]
শশীমুখ দুই এক[৫৪] একহি বয়স
বয়স বৎসর হৈল পূর্ণ চতুর্দশ।

৫২. মতি অতি—গ. ম.
৫৩. শোতে দুইজন—গ. ম. ৫৪. পূর্ণশশী মুখ দুই—গ. ম.

। উপহার-প্রাপ্তি ।

একদিন নৃপতি ডাকিয়া দুইজন
নিকটে বৈসাএ রাজা হরষিত মন ।
কুমারে বৈসাএ নিয়া আপনা নিকটে
সায়াদে বৈসাএ নিয়া ভিন্ন একখাটে ।
হরিষে পুছএ রাজা কুশল সম্বাদ
বহু ধন রত্ন মণি করিয়া প্রসাদ ।
সর্বত্রে কুশল করি কহে দুইজন
অধিক সন্তোষ হৈল নৃপতির মন ।
স্নেহভাবে নৃপতি অধিক হরষিত[১]
দৈবগতি মনেত উঠিল আচম্বিত ।[২]
সোলেমান নবী পূর্বে তিন দ্রব্য দিল
যাহাকে আদর থাকে দিবারে কহিল ।
এতধিক আদর আছএ মোর কার
উচিত সেতিন দ্রব্য দুইক দিবার ।
এ বুলি অঙ্গুরী অশ্ব কাবাই আনিলা
অঙ্গুরী কাবাই রাজা কুমারক দিলা ।
পাত্রসুত সায়াদক দিলা অশ্ববর
অধিক হইল দোহ হরিষ অন্তর ।
বহুল হরিষ[৩] হৈয়া অতি কুতূহলে
আপনা মন্দিরে চলি গেল সন্ধ্যাকালে ।
মন্দিরে আসিয়া বহু কৌতুক সানন্দে
অর্ধনিশি রঙ্গে ভঙ্গে গোঞাএ আনন্দে ।

১. হরষিত মন—ষ. ২. পূর্বকথা হৈল স্মরণ—ষ. ৩. সন্তোষ—গ.

বহুনিশি জাগনে আলস্য কলেবর
শয্যায় সুতিল দোহ আনন্দ অন্তর।
কৌতুকে যাএন্ত নিদ্রা এক শয্যা মাঝ
দৈবগতি ক্ষেণেকে জাগিল যুবরাজ।
যেখনে কুমার সুতি আছিল আলিসে
কাবাই রাখিয়াছিল শিয়রের পাশে।[৪]
কাবাই দেখিয়া অতি হরষিত মন
পুনি পুনি বাখানিয়া করে নিরীক্ষণ।
কর্ম্মের লিখন কভু নারে[৫] খণ্ডাইতে
সুতি এক কুমারে দেখিল আচম্বিতে।

। বদিউজ্জামাল ।

লেখিছে সুন্দরী নাম বদিউজ্জামাল
কন্যার পিতার নাম নৃপ শাহ্বাল।
গোলেস্তাঁ ইরাম দেশের সেই রাজা
ইন্দ্রদেব গন্ধর্বে করএ তার পূজা।
কুমারীর রূপগুণ মূরতি দেখিয়া
কামাতুর কুমার রহিল নিরক্ষিয়া।
পুনি পুনি নিরক্ষে কাবাই হাতে তুলি
কোথাতে রহিল কিবা নয়নের পুতলি।
দিবাকর দেখি যেন করিল প্রকাশ
স্বর্গ-মর্ত্ত্য অসম্ভব করে প্রেম আশ।
কোথাত কমল নষ্ট হএ রবি আলে
প্রেমকরি কোন্ জনে আছএ কুশলে।
কুমারী না দেখি প্রেম করিল আবেশ
আছউক দেখিব নাহি সে দেশ উদ্দেশ।

৪. অতিরিক্তপাঠ : জাগিয়া নয়ন মেলি সে দুই দেখিল/হরষিতে অঙ্গুরী অঙ্গুলি মধ্যে দিল—প. ম. ৫. কেহ না পারে—প. ম.

। বদিউজ্জামালের রূপ ।

বিদ্যাধরী অপ্সরী গন্ধর্ব সমাজে
হেনরূপ কভু না দেখিল দেবরাজে।
যে রূপ ত্রিলোকে দিবার নাহি সীমা
তা দেখি কুমার মতি দিতে নারে ক্ষেমা।
পুনি পুনি নিরীক্ষএ পুনি পুনি রাখে
চুম্বএ মূর্তির মুখে আপনার সুখে।
নয়ানে নয়ানে ঘষে বয়ানে বয়ানে
মুখে মুখে বুকে বুকে অঙ্গ ঘরিষণে।
পৃষ্ঠভাগে দুলিয়াছে রূপসীর বেণী
কিবা ধনু আবরি রহিছে ভুজঙ্গিনী।
কিবা তার কেশ কালা করিয়া স্মরণ
নয়ান পুতলি কালা বোলে সর্বজন।
কস্তুরী জিনিয়া গন্ধ সুগন্ধি বেষ্টিত
চরণে লুটাএ রূপ হৈয়া বিমোহিত।
কিবা মদনের ধনু পাতালেত ধাএ
আকাশ পাতাল ক্ষেতি বিন্ধিবারে চাএ।
বাসুকী বাসরে কিবা ভুজঙ্গিনী যাএ
চরণে পড়িয়া তার মাগএ বিদাএ।
কিবা কালে সংসার দহিতে করে সাধ
চরণে পড়িয়া বোলে ক্ষেম অপরাধ।
কেশপাশ সমুখে বিরাজে অলিরাজ
কাজল কাননে কিবা সীতার বিরাজ।
কিবা মেঘ ঘটাএ আকাশ আছে ভরি
চপলা চমকি আছে দুই ভাগ করি।

তার বর্ণ উদ্দেশিয়া কাজল জন্মিল
এ লাগি সুন্দরী সবে নয়ানে ধরিল।
নিশি নিয়াছিল কিছু বর্ণ করি চুরি
নিশানাথে হিয়ায় রাখিল যত্ন করি।
কস্তুরী হরিল কিছু তাহার বরণ
অদ্যাবধি সুগন্ধে বেষ্টিত এ কারণ।
মুনি তপস্বীর মন সে বর্ণে মজিল
কোরান পুরাণ বেদ কালি দি লিখিল।
অদ্যাবধি সেই কেশবর্ণ মনে তুলি
গাহন্ত নর্তকী সবে শ্যামকালা বুলি।
তার বর্ণ ছায়া কথ জলদের গাএ
তেকারণে রবি-শশী জলদে লুকাএ।
চাচর চিকুর কিছু কর্ণ কাছে গিয়া
রসিকের মন দুঃখ[১] কহে বুঝাইয়া।
কামের নিলুয়া কিবা মদনের ফাঁসি
মন্মথের জঙ্গে কিবা অনঙ্গের রশি।
রসিক ডংসিতে যাএ কাল ভুজঙ্গিনী
ক্রুদ্ধ চিত্তে পিষ্ঠভিতে উলটিছে ফণী।
কপাল উপরে শোভে সিন্দূরের ফোঁটা
অরুণ লইছে কোলে জলধর ঘোঁটা।
গৃধিনী শ্রবণ জিনি শ্রবণ শোভিত
শ্রবণেত বিন্দা ছিল মুকুতা চমকিত।
ভুরু ভুজঙ্গিনী কিবা মদন কামান
ভঙ্গিমা নয়ান শরে হানে পঞ্চবাণ।
নাসিকা সুন্দর জিনি খগপতি নাসা
ভুরু কামচাপে কিবা জুড়িয়াছে ঘোসা (?)[২]
ভুরু-রাহু মুখচন্দ্র গরাসের আশে
মনোরথ চক্র নাকে ধরিল তরাসে।

---

১. দুঃখ সব-- ঘ. ধর্ম সব— গ. ২. গোসা— ক. ঘাসা— গ. ঘ.

কমল বদনে তিল করএ বিরাজ
মধুকর শোভে যেন কমলিনী মাঝ।
নয়ানে অরুণ দুই মুখ পূর্ণশশী
ভুরু কোণে কেশ ঘোর ঘনঘটা নিশি।[৩]
রসিক জি'বার কিছু না দেখি উপাএ
অধর অমৃতে যদি প্রাণ না রহএ।
নয়ান সুরঙ্গ অতি জিনিয়া কুরঙ্গ
অরুণ বরণ আঁখি মাখিছে অনঙ্গ।[৪]
কিবা অঙ্গ ছায়া তার পাএ রবিশশী
উঝল প্রকাশ অঙ্গ তিমির বিনাশী
অধর রঙ্গিমা অতি বান্ধুলি নিন্দিয়া[৫]
অপমানে[৬] নানা পুষ্প[৭] কালা কৈল হিয়া।
বিরাজ অমৃত কূপ অধরের তলে
সহস্র ইসুফ পড়ি ভাসে তার জলে।[৮]
মৃগগ্রীবা জিনি কিবা কাঞ্চনের ঘাম
কাঞ্চা সোনা উনাইয়া লাগিছে কাম।
কাম কল্পতরু কিবা মদন নলিনী[৯]
কুসুম কৌতুক তথা খেলাএ ঢুলনী।
গজ মুক্তা হার তার অধঃত নামিয়া[১০]
ঢুলনী খেলাএ সুখে[১১] গজকুম্ভ দিয়া।
কনক কটোরা কিবা কুচযুগ তার
এক ডালে ডালিম্ব-যুগল শোভাকার।
সুগম্ভীর মধ্যে যেন স্রোত বহিতেছে
হরিণী খুরার ধার তাহাতে নির্মিছে।
ত্রিলোকে মনুষ্য দেব যথলোক আছে
কার আশা-কর নাহি গেছে তার কাছে।

---

৩. ভুরুকালা কেশ মূল ঘন ছটা নিশি—ঘ. ৪. মাগিছিল অঙ্গ—ক.
৫. জিনিয়া—গ. ঘ. ৬. অচম্বিতে—ঘ. ৭. বালা-পুষ্প—ক.
৮. যেন পড়িয়াছে জলে—ক. পড়ি ভাসিতেছে—গ. ৯. বেলনি—গ. ঘ.
১০. মদনে নামিয়া—ক. আদত লাগিয়া—গ. ১১. তথা—ক.

মৃণাল জিনিয়া বাহু সুন্দর শোভন
অঙ্গদ বলয়া বাহু কঙ্কণ চরণ।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভন মণিমএ[১২]
মেন্দিমাখা নখে যেন অরুণ শোভএ।
দশনখ মূলেত নিকলি আছে ধলা
দ্বিতীয়ার শশী যেন অরুণ সনে মেলা।
করতল লাল দেখি মেন্দির বরণ
অরুণ লুকায় কিবা কৌতুক কারণ।
অনঙ্গ সাগর নাভি অগম শঙ্কর
মন্মথ রঙ্গ তাতে অতি মনোহর।[১৩]
ভ্রমিতে তাহার কূল বুদ্ধি হএ নাশ
পলাইতে তথা হনে জন্মিল তরাস।
ভ্রমিতে ভ্রমএ মতি ভ্রমি নাই কাজ
বিশেষ গোপত স্থান উভয়ের লাজ।
গুরুয়া নিতম্ব কটি জিনি পশুপতি
উরু রামরম্ভা জিনি সুবলিত অতি।
চরণ যুগল অতি রাতুল কমল
দেখিতে সুন্দর অতি বিমল উঝল।
রসিক নয়ান যদি চরণে রাখিত[১৪]
নয়ানের তপ্তজলে পদ ঠোষাইত।[১৫]
অলঙ্কার কি জানি কহিব কথ আর
সে অঙ্গ পরশে শোভা পাএ[১৬] অলঙ্কার।
মণিমুক্তা কাঞ্চন দেখিয়া রূপ তান
চরণে পশিয়া রহে ছাড়ি নিজ মান।
উঝল স্বরূপ দেখি বদন তাহার
অপমানে দর্পণ মুখেত মাখে ছার।

---

১২. সুবর্ণ মণিময়—ঘ.
১৩. মনুরত রঙ্গ—ক. মদন তরঙ্গ—গ. ভয়ঙ্কর—গ. ১৪. চরণ বাহিত—ক.
১৫. ধোলাইত—ক. ১৬. সে অঙ্গ পরশ যদি পাএ—গ. ঘ.

তা দেখি কৃপাদৃষ্টি করিল দর্পণে
অদ্যাবধি দর্পণ উজ্জ্বল তেকারণে।
সেই ছায়া দীপ্তিএ দর্পণ দীপ্তিমএ
অদ্যাবধি লোকে তাতে বদন দেখএ।
তাহার রূপের কথা লিখিতে অন্ত নাই
কি জানি কয়েক আন্মি কহিমু বুঝাই।
সর্বাঙ্গ নির্মিল বিধি মাখি রতিপতি
গঠনিয়া[১৭] তাহাতে কি মজিয়াছে মতি।
কুমারে কাবাই মধ্যে সেই মূর্তি দেখি
এক দৃষ্টে হেরিয়া জুড়াএ দুই আঁখি।

---

১৭. ঘটনিয়া—ক.

। সয়ফুল মুলুকের অনুরাগ ।

বিধির নির্বন্ধ মন মজি মূর্তিমাঝ
বিরহে করুণা করি কান্দে যুবরাজ।
পাত্রসুত স্তুতি নিদ্রা যাএ অচেতন
কান্দএ শয্যাএ বসি নৃপতি নন্দন।
বিরহ সাগরে চিত্ত তরঙ্গ উথলি
নয়ান তরণী চড়ি ভাসিল পুতলী।
সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে পানি নাহি তার ওর
পুতলের দরশনে পুত্তলী হৈল ঘোর।
শ্রাবণের দিনে কিবা বরিষে ঘন ধারা
মুখশশী হতে কিবা খসি পড়ে তারা।
সঘন কান্দন আর নিশি জাগরণ
মুখ শশী'পরে আঁখি অরুণ বরণ।
রহি রহি উহু উহু করে অকস্মাৎ
ফিরি ফিরি শিরেত মারএ বজ্রঘাত।
মুখ হেরি বক্ষ পুনি[১] করএ বিদার
নয়ানে হেরিয়া আঁখি বহে জলধার।
ক্ষেণেকে উন্মাদমতি চাহে চতুর্ভিত
ক্ষেণে ক্ষেণে ধাই গিয়া চাহে চারিভিত।
ক্ষেণে আর্তনাদ করে ক্ষেণেকে স্থকিত
ক্ষেণেকে মূর্ছিত চিত্ত পড়ে আচম্বিত।
ক্ষেণেকে বিলাপ করি কান্দে উচ্চস্বর
ক্ষেণেকে বিচারে গিয়া উদ্যান অন্তর।
ক্ষেণেকে পুছএ বার্তা তরুর নিকটে
ক্ষেণেকে পুষ্পেত স্তুতি করে করপুটে।

১. নক্ষ মুখ—গ. নাক মুখ—ঘ.

ক্ষেণেকে মোহচিত্ত ক্ষেণেকে উচাটন[২]
ক্ষেণেকে পবন সনে করে আলাপন।
ক্ষেণেকে মূরতি তরে পুছে স্থান দেশ
ক্ষেণেকে ললাটে হানে না পাই উদ্দেশ।
ক্ষেণেকে মুণ্ডেত তুলি মারএ পাষাণ
ক্ষেণেকে বসন ফাড়ি করে খান খান।
ক্ষেণেকে আকাশ ভিতে করে নিরীক্ষণ
কহএ পুছএ বার্তা সকরুণা মন।
কহ রে আকাশ তুহ্মি ভ্রম স্থানে স্থান
মোর প্রাণ-প্রিয়া বোল আছে কোন্‌খান।
রবিশশী নক্ষত্র শপথ তোর লাগে
সত্যকরি তত্ত্বকথা[৩] কহ মোর আগে।
কোথাত নিবাস তার বৈসে কোন্ দেশ
কোন্ পন্থে প্রবেশ করিমু তার দেশ।
কিবা জাতি কুল তান কি কর্ম করএ
কেন মনে নাহি বাসে পুরুষ বধ হএ।
যাইতে আহ্মারে পন্থ দেও দেখাইয়া
মোর দুঃখ তাহানে যে কহি বুঝাইয়া।
একসর বিভীষিকা কহে নানা বোল
ক্ষেণেকে মুছুশ্চিত ধরণী দেয় কোল।
অস্থির অধীর হিয়া ধৈর্য নাহি মানে
অসভ্য অভব্য[৪] হই ফিরে স্থানে স্থানে।
মনেত উন্মাদ অতি আকুল বিকল
পুনি পুনি জ্বলিয়া[৫] উঠএ প্রেমানল।
বিরল মন্দির এক ছিল পুরী মাঝ
তথা গিয়া উচ্চস্বরে কান্দে যুবরাজ।
কি করিব না জানে ভাবএ মনস্তাপ
নিউদ্দেশে উদ্দেশিয়া করএ বিলাপ।

---

২. অগ্রমন—গ. ঘ. ৩. তথ্যকথা—গ. সত্যবার্তা—ক. ৪. বর্বর—ক. ৫, দহিয়া—গ. ঘ.

। কুমারের বিলাপ ।

। রাগ : বিরহ সিন্ধুরা ।

দুঃখ কাহিনী প্রিয়াতে কহিব কেবা গিয়া । ধুয়া ।
কে আনিয়া দিব মোরে শরতের শশী
কে আনিয়া দিব মোরে দীপ্তিমান নিশি ।
কে আনিয়া দিব মোরে নির্ধনীর ধন
কে আনিয়া দিব মোরে ক্ষুধার্ত্তের ভোজন ।
কে আনিয়া দিব মোরে কমলের মুকন্দ
কে আনিয়া দিব মোরে মোর প্রাণ বন্ধ ।
কে আনিয়া দিব মোরে ঘটের প্রাণ
কে আনিয়া দিব মোরে নিশির স্বপন ।
কে আনিয়া দিব মোরে শয্যার দোসর
কে আনিয়া দিব মোরে রসের নাগর ।
কে আনিয়া দিব মোরে জঙ্গলার বাতি
কে আনিয়া দিব মোরে দিবা নিশাপতি ।
কে আনিয়া দিব মোরে প্রাণের দোসর
কে আনিয়া দিব মোরে স্বপ্নের উত্তর ।

। বিলাপ—দুই ।

। দীর্ঘছন্দ : করুণা ভাটিয়াল ।

নিরল মন্দিরে গিয়া কান্দএ অস্থির হৈয়া
অধিক করুণা করি মনে
করিব কেমন বুদ্ধি না জানএ কেমন শুদ্ধি
উদ্দেশ না পাই কোন স্থানে ।
পুছিব কাহাতে গিয়া কেবা দিব দেখাইয়া
কোনে বা কহিব উপদেশ
না জানি কথাতে আছে যাইব কাহার কাছে
তার লাগ পাইব কোন্ দেশ ।
কর মুঠি বুকে হানি হা হা করে পুনি পুনি
উচ্চস্বরে করএ বিলাপ
মনেত ভাবিয়া ব্যথা বিভীষিকা কহে কথা
পবন সহিতে বাক্যালাপ ।
মারুত চরণে তোর এক নিবেদন মোর
মন দিয়া কর অবধান
বদিউজ্জামাল নাম বঞ্চএ কেমন ঠাম
স্বরূপে কহিবা মোর স্থান ।
ভুবনে এমত ঠাঁই তোহ্মার গমন নাই
বিধাতা না কৈল সৃজন
গতি তোর যথা তথা কহি যাও সত্য কথা
কোন্ দেশে মোর প্রাণধন ।

এইমতে কহি কহি বিলাপএ রহি রহি
পুনি পুনি পড়ে মুরছিয়া
চৈতন্য লম্ভিয়া পুনি পুনি দুঃখ মনে গুনি
করঘাতে মারে মুণ্ড-হিয়া ।

শুন শুন প্রভঞ্জনা কেনে কর প্রবঞ্চনা
উত্তর না দাও কি কারণ
মোহর বধের ভএ তোহ্মা মনে না লাগএ
ধর্মভয় নাহি তোর মন ।

পুনি পুনি এ বুলিয়া দুই করে কুটে হিয়া
নয়ানে বহএ জলধার
কি হৈল কি হৈল বুলি বুক হতে হাত তুলি
বুকেত মারএ পুনর্বার ।

কথা কথা কহি বাত কেবা পাএ উত্তর[১] তাত
উন্মাদের আকার প্রলাপ
নিশি অবশেষ[২] কালে নানা জাতি পক্ষী বোলে
পক্ষীতে করএ মনস্তাপ ।

শুন পক্ষী বার্তা মোর নানা দেশে গতি তোর
কোন্ দেশে মোর প্রাণেশ্বরী
তত্ত্বকথা লৈয়া সার লইয়া উদ্দেশ তার
মোর আগে কহ তত্ত্ব[৩] করি ।

আহ্মার শপথ লাগে কহিবা প্রিয়ার আগে
মোর দুঃখ সব বিবরিয়া[৪]
মোর শত নমস্কার কহিঅ চরণে তার
রাতুল চরণ পরশিয়া ।

এ বুলি কুমার ধাএ চরণ ধরিতে চাএ
ডরে পক্ষী সব যাএ উড়ি
না পাই বিহঙ্গ লাগ করি নানা অনুরাগ
বিলাপ করএ তথা পড়ি ।

---

১. ত্তর— ক. ২. অবসান— গ. ঘ. ৩. সত্য— গ.ঘ. ৪. বিবচিয়া— গ.ঘ.

যেখানে যে লএ মতি বিলাপএ নানা ভাতি
প্রলাপ করএ নানা মতে
দেখএ উদ্যান মাজ পুষ্প 'পরে অলিরাজ
কহে দুঃখ তাহার অগ্রেতে।
শুন অলি বলি তোকে প্রাণি মোর দহে শোকে
তুহ্মি সুখে কর মধু পান
আহ্মার কমলমুখী কোন্ স্থানে আছে দেখি
কোন্ সরোবরে তার স্থান।
তুহ্মি যদি জান তারে কোথাএ বসতি করে
আহ্মাতে কহিবা তত্ত্ব কথা
না কর প্রপঞ্চ আর কহ কহ বাক্য সার
ভাণ্ড[৫] যদি খাও মোর মাথা।
বদিউজ্জামাল করি ক্ষেণে ক্ষেণে নাম ধরি
ভূমিতে পড়এ অচেতন
ক্ষেণেকে চৈতন্য পাই আন স্থানে যাএ ধাই
আনমত করে আলাপন।[৬]
বিরল মন্দিরে গিয়া আরবার কুটে হিয়া
কি বুদ্ধি করিব নাহি জানে
মুণ্ডে[৭] দুই কর তুলি প্রিয়া প্রিয়া প্রিয়া বুলি
পুনি পুনি দুই কর হানে।
প্রভাতে বিহঙ্গ বাণী প্রকাশিতে দিনমণি
সচকিত পাত্রের নন্দন
শয্যাতে পাতল লাগি আচম্বিতে উঠে জাগি
অঙ্গ মোড়ে মেলিয়া নয়ন।

৫. ছল—গ. ভাঁড়—ঘ. ৬. বিলাপন—ক. ৭. কর্ণে—ক.

। কুমারের সন্ধানে সায়াদ ।

। পয়ার ।

প্রভাত সমএ অতি শীতল সমীর
আকাশে প্রকাশে রবি বিনাশে তিমির ।
উদ্যানে আসিতেছিল নানা পক্ষী সব
নানা ভিতে সুললিত করে কলরব ।
প্রভাতে নিদ্রাতে লোক মুদিত নয়ন
আলস্য শয্যাতে চিত্ত কিঞ্চিত চেতন ।
শ্রবণে চেতন আঁখি ঘুমেত মধুর[৮]
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে রাজ অন্তঃপুর ।
জাগ জাগ চল চল পক্ষী করে রোল
চতুর্ভিতে নগরেত শুনি এহি বোল ।[৯]
সায়াদ আলস্যমতি নিদ্রা[১০] উজাগর
অচৈতন্য সুতিয়া আছিল নিদ্রা পর ।[১১]
নয়ান মুদিত চিত্ত কিঞ্চিত জাগিয়া
নয়ান মেলিল শয্যা পাতল পাইয়া ।
আঁখি মেলি কুমারে না দেখি শয্যা মাঝ
ব্যাকুল হইল কথাএ গেল যুবরাজ ।
কি হৈল কি হৈল করি চাহে চারি ভিত
সব্য [সাব্যস্ত?] করিবারে নারে অস্থির চিত ।[১২]
দণ্ড-তিল-পল নাই আহ্মা ছাড়ি ভিন
আজি কেনে বিপরীত অভাগ্যের চিন ।
কিবা কোন অপরাধ পাইয়া আহ্মার
তেকারণে মন ভিন করিল কুমার ।

---

৮. ঝুরিত নেপুর— ক. ৯. বিবাদ কোলাহল—গ. ঘ. ১০. নিশি—গ. ঘ.
১১. অচেতন সুতিছিল শয্যার উপর—গ. ঘ. ১২. সর্ব করিবারে নারে স্থির সহর চিত—ক. সভ্য করিবারে নারে অসভ্য চরিতে—গ.ঘ.

কি জানি বিজ্ঞান চিত্ত হৈল সর্ব্বথাএ[১৩]
অধমে-প্রধানে প্রেম কভু না জুয়াএ।
প্রধান কুমার মুঞি হীন সেবাকার
অযোগ্য জানিয়া কৃপাহীন হৈল তার।
কিবা নৃপ গোচরে সাধিতে কোন কাজ
আপনা ইচ্ছাএ চলি গেল যুবরাজ।
কিবা কোন দাসী দেখি নতুন যৌবন
কেলিরস কৌতুকে সরস হৈল মন।
দাসীর সম্ভাষে গেল রতির কারণ
লজ্জা বাসি মনে মোরে না কৈল চেতন।
এহি ঐহি মনেত ভাবিয়া বহুতর
সব্য করিবারে নারে পাত্রের কোঞর।
উন্মাদ বিষাদ[১৪] মতি আকুল জীবন
আঁখি টলমল জল রুদিত নয়ন।
বিচ্ছেদের তাপ অতি জন্মিল তাহার
কিবা কোন অপরাধে রুষিল কুমার।
কি মুঞি অধম অচেতনে ছিল স্মৃতি
এহি অপরাধে ক্রুদ্ধ হৈল তান মতি।[১৫]
সায়াদ বিষাদ মতি করএ বিলাপ[১৬]
আচম্বিতে শুনিল কান্দন আলাপ।[১৭]
শুনিয়া চমকি চিত্ত উঠে অকস্মাৎ
চপলা চমকি যেন পড়ে বজ্রঘাত।
লড় দিয়া গড়ি পড়ি তার কাছে গিয়া
ললাটে হানএ কর চরিত্র বুঝিয়া।[১৮]
কি হৈল কি হৈল করি পুছে বারে বার
কি কারণে হেন গতি হইল তোহ্মার।

---

১৩. কিবা চিত্ত বিজ্ঞান হইল সর্ব্বদাএ—গ.ঘ. ১৪. বিভোল—গ. ১৫. মোর ক্রোধ কৈল মতি—গ.ঘ. ১৬. বিবিধমতে করএ বিষাদ—গ.ঘ. ১৭. কান্দনের নাদ—গ.ঘ.
১৮. দেখিয়া—গ.ঘ.

সুখের শরীর কেনে বিরসের রস[১৯]
কি কারণে হেন হৈল কহ মোর পাশ।
কোন্ অপমান হৈল তোহ্মা চিত্ত মাঝ
কিবা কোন্ দুষ্কর সঙ্কট হৈল কাজ।
কিবা কোন্ মনের বাঞ্ছিত[২০] না পূরিল
তাহার কারণে তোর মতিভ্রম হৈল।[২১]
প্রকাশ না কর কেনে আপনার কর্ম
পৃথিম্বিত তোহ্মার অসাধ্য কোন কর্ম।
এহি মতে উপদেশ দিয়া বহুতর
কহিল পাত্রের সুত কুমার গোচর।
কুমার অস্থির মতি উন্মাদ আকার
না বোলে উত্তর বাণী কান্দে অনিবার।
নয়ান মেলিয়া নাহি হেরে কার ভিতে
হেটমাথে মুণ্ড নাহি তোলে কদাচিতে।
সায়াদে ভাবিল একি হইল সঙ্কট
ধাই জানাইতে গেল নৃপতি নিকট।
ত্রাসযুক্ত শ্রমযুক্ত আর দীর্ঘশ্বাস
মুখে বাক্য না আইসে কহিতে নৃপপাশ।
বিপরীত দেখি রাজা চমকিত[২২] মতি
সচকিতে পুছিতে লাগিল শীঘ্রগতি।
রাজা বোলে কেন হেন ব্যাকুল চরিত
কিবা আত্ম[২৩]-বিরোধ করিলা দুই মিত।
কিবা কোন আপদ[২৪] পড়িল আচম্বিত
তেকারণে হেন মত দেখি বিপরীত।
সায়াদে বোলএ হৈল বিপরীত কাজ
আচম্বিতে উন্মাদ হইল যুবরাজ।
পুছিলে না বোলে বাণী ডাকিলে উত্তর
হেটমাথা হইয়া কান্দএ নিরন্তর।

১৯. শোকেত কান্দন করে বিরস সরসে— গ.ঘ. ২০. মনোবাঞ্ছা তোমা—ক.
২১. খিজাইল—গ. খিচাইল—ঘ. ২২. সচকিত—ক. ২৩. অন্ত—ক. ২৪. সঙ্কট—ক.

শুনিয়া নৃপতি অতি ব্যাকুল হইল
কি বোল কি বোল করি পুছিতে লাগিল।[২৫]
কি বোল কি বোল করি পুছিতে পুছিতে
পদরথী ধাই যাএ কুমার দেখিতে।
পদেত পাদুকা নাই না পারে হাঁটিতে
শোকে ব্যস্ত হই ধাএ কুমার দেখিতে[২৬]
একে শোকাকুল অতি আর মতি ভোল
ঠাঁই ঠাঁই গড়ি পড়ে ভূমি দিয়া কোল।
পাষাণেত পদাঘাত[২৭] লাগে বারে বার
চরণ বিদারি পড়ে শোণিতের ধার।
উর্দ্ধমুখী ধাএ রাজা কুমারের কাছে
অন্য অন্য লোক সবে ধাএ পাছে পাছে।
নৃপতি আকুল ধাএ শোক মনে বাসি
ব্যাকুল সকল ধাএ নৃপতি উদাসী।
নির্ণয় না জানে কেহ কিবা ভাল মন্দ
কি কি করি ধাএ সব হই অতি ধন্ধ।
কোথা কোথা কোথা বুলি ঘোষে[২৮] নররাজ
একি একি কি কি করি লোকের সমাজ।
এহি মতে ব্যস্ত হই ধাইতে ধাইতে
মুরুছিয়া পড়িলেক কুমার সাক্ষাতে।
ক্ষেণেকে চৈতন্য লব্ধি মেলিয়া নয়ন
কুমার গলাএ ধরি করএ ক্রন্দন।
প্রিয়া-প্রেমভাবে কান্দে নৃপতি নন্দন
পুছএ নৃপতি তাকে ক্রন্দন কারণ।
পুত্র কোলে করিয়া কান্দএ বহুতর
ধীরে ধীরে পুছিতে লাগিল নৃপবর।
কহ বাপু কেনে তোর মলিন বদন
কোন্ শোকে মনস্তাপে এথেক রোদন।

---

২৫. ভূমিতে পড়িল—গ.ম. ২৬. সামান্যের মতে—গ.ম. ২৭. পাষাণ বজ্রসম ঘাত—গ.ম.
২৮. বুলিয়া ধাএ—গ.ম.

রাজ্যপাট আশ যদি থাকে তোর মন
অভিষেক করি তোরে দিমু এহিক্ষণ।
নতু কিবা বাঞ্ছা তোর কহ সত্য মর্ম
ধনপ্রাণ পণ করি সাধিমু সেই কর্ম।
কিবা কোন সুন্দরী দেখিলা কোন খানে
এহিক্ষণে আনি দিমু তোহ্মা বিদ্যমানে।
কেবা কোন্ দুরান্তর বুলিল তোহ্মারে।
অবিলম্বে তাহারে পাঠাইমু যম ঘরে।
কিবা মৃগয়ার আশাকৈল তোর মতি
এহিক্ষণে মৃগয়া করহ শীঘ্রগতি।
কিবা দেব গর্ন্ধব অপ্সরী বিদ্যাধরী
কিবা নর কুলে কোন দেখিলা সুন্দরী।
কাহাতে মজিল চিত্ত কহ মোর স্থানে
ভুজ বলে যিনি আনি দিমু এইক্ষণে।
হিত উপদেশ রাজা কহিল বিস্তর
কুমার কান্দন ছাড়ি না দিল উত্তর।
পুছিলে উত্তর নাহি শুনে বা না শুনে
বস্ত্র ফাড়ে ভূমে লুটে মুণ্ডে কর হানে।
হিতাহিত ভালমন্দ কিছু নাহি জ্ঞান
কায়মনে নয়ানে করএ মূর্তিধ্যান।
কার বাক্য [২৭] শ্রবণে না শুনে কদাচন
নয়ানে সঘন ধারা ঘন[২৮] বরিষণ।
পাত্রমিত্র সম্বোধিয়া বোলে মহারাজ
মোর আগে কুমারে ত্রাসএ কিবা লাজ।
তুহ্মি সবে জিজ্ঞাসি বুঝহ মর্মকথা
হৃদএ জন্মিল তার কোন্ মনোব্যথা।
রাজার আদেশ পাইয়া পুছে পাত্রগণ
না কহে উত্তর বাণী নৃপতি নন্দন।

২৭. আনবাণী—গ. ঘ. ২৮. জলধারা—ক.

শুনে বা না শুনে কিছু মুখে নাই বাণী
কান্দিয়া নয়ান দহে লোটএ ধরণী।
অধৈর্য অসব্য মূর্তি না কহে বচন
কেমত বুঝিতে কিবা পারে কোনজন।[২৯]
কেহ বোলে হৈল কোন ব্যথাএ পীড়িত
কেহ বোলে কাহাতে মজিল তার চিত।
কেহ বোলে বায়ু তান জন্মিল উন্মাদ
কেল বোলে কামাতুর হইল বিষাদ।
কেহ বোলে প্রেম পোড়ে বিরহের আগি
কাহার বিচ্ছেদ তাপে হইল বিউগী।
কেহ বোলে পরাধীন হৈল যুবরাজ
এসব প্রকৃতি সব অপদেব কাজ।
পাত্রে সব নিবেদিল নৃপতির আগে
পরাধীন চিহ্ন সব কুমারের লাগে।
তা শুনিয়া আদেশ করিল মহারাজ
শীঘ্র আন যথ ওঝা আছে রাজ্য মাঝ।
যে জনে কুমার পারে ভাল করিবারে
যথ ধন চাহে আহ্মি দিবাম তাহারে।
পাত্রমিত্র সবে রাজ-আজ্ঞা অনুমতি
নানাস্থান ওঝা সব আনে শীঘ্রগতি।
ওঝা সব সম্বোধিয়া বোলে মহারাজ
তুহ্মি সবে সুস্থ যদি পার যুবরাজ।
আহ্মার ভাণ্ডারে যথ আছএ সঞ্চিত
অর্ধ রাজ্য সমে দিয়া করিব পিরীত।
আর যদবধি কণ্ঠে বাঁচিব জীবন
তোহ্মা গুণ স্মরিয়া বঞ্চিমু অনুদিন।
এথ শুনি ওঝা সবে হরিষ অন্তর।
বহুমন্ত্র পরকার করিল বহুতর।

২৯, তার মন—গ.

করিল দেবতা পূজা অধিক বিশেষ
কোন মতে কার দৃষ্টি না পাইল উদ্দেশ।
বলি আবাহন করি বহুল[৩০] প্রকার
কোন মতে কোন ধাউত[৩১] নারে লখিবার[৩২]
আর যথ গুণ[৩৩] ছিল প্রকার করিল
ভাল কি করিব রোগ চিনিতে নারিল।
নৃপতি গোচরে গিয়া কৈল নিবেদন
অপদেব দিষ্টি নহে নৃপতি নন্দন।
বিরস হইয়া রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস
আদেশ করিল রাজা পাত্রমিত্র পাশ।
দেব দিষ্টি নহে যদি হয় কোন ব্যথা
বৈদ্য সব ডাকি আন আছে যথা তথা
এথ শুনি বৈদ্য[৩৪] সব ডাকিয়া আনিল
রোগ চিনি তিকিচ্চা করিতে আজ্ঞা দিল।
নাড়ী পরীক্ষিতে সবে আরম্ভ করিল
ষট নাড়ী স্থান করি নাড়ী বিচারিল।
নাড়ীতে না পাএ রোগ মুখে নাহি কহে
হেট মাথা করিয়া পণ্ডিত সব রহে।
লগ্নিগুরি[৩৫] বিচারি উদ্দেশ নাহি পাএ
সব্য করিবারে নারে ভাবে সর্বথাএ
অনেক প্রকারে সবে রোগ পরীক্ষিয়া
উদ্দেশ না পাই কহে নৃপ আগে গিয়া।
দেহে রোগ কদাচিত না হৈল কুমার
চিন্তারোগ চিত্তে হেন বুঝএ প্রকার।
মুখে নাহি কহে চিন্তা কে বুঝিতে পারে
চিন্তারোগ তিকিচ্ছা না হএ সংসারে।

৩০. বলি আবাহন—ক. বলি অব্যাহন—গ. চাহিল দ্বিজসরে অনেক প্রকারে—ঘ.
৩১. মত—গ. নামাতে—ঘ. ৩২. লখিবার—গ. ৩৩. কর্ম আছে—গ. ধর্ম—ঘ.
৩৪. ওঝা—ক. দ্বিজ—ঘ. ৩৫. লঘুগুরু—ক লগ্যিগির্ব্ব—ঘ.

কোন জনে লএ যদি চিত্তের আবেশ
চিত্ত বুঝি রোগ যদি করএ উদ্দেশ।[৩৭]
নতুবা আমরা সবে না চিনিল রোগ
অনুমানে বুঝি চিত্তে জন্মিল বিউগ।
রাজা বোলে পূর্ব্বেত গণিল মুষিগণ
চতুর্দশ অব্দে হৈব বিউগ লক্ষণ।
কিবা সেই কর্মযোগ[৩৮] হৈল উপস্থিত
এ বুলিয়া কান্দি রাজা পড়িল ভূমিত।
অধিক করুণা করি কান্দে নিরন্তর
কোমল বিমল দেহ ধূলাএ ধূসর।
রাজার কান্দন দেখি সকরুণা মন
রাজাকে বেড়িয়া কান্দে পাত্রমিত্রগণ।[৩৯]
অন্তস্পুরে হইলেক কান্দনের রোল
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল।
সহস্রে সহস্রে কান্দে সেনাপতিগণ
কোটি কোটি প্রজালোকে করএ কান্দন।
নগর শহর বেড়ি কান্দে সর্বলোক
পূর্বশোক স্মরণ করিয়া এই শোক।
কুমার বিগতি দেখি রাজার দুর্গতি
আকুল বিকল লোক শোকাকুল অতি।[৪০]
যাহার পূর্বের শোক পাসরি আছিল
শোকী হৈয়া পূর্বশোক দ্বিগুণ বাড়িল।
নৃপতিক বেড়িয়া কান্দএ নরগণ
আকাশ পৃথিম্বি[৪১] হৈল কান্দনের রব।
আকাশেত দেবগণে সকরুণা মন
দেবরাজ সহিতে কান্দএ দেবগণ।

৩৬. কেমন প্রকারে —গ. ঘ. ৩৭ চিকিস্যিব প্রকার বিশেষ—গ. চিনিকিবা প্রকার বিশেষ—ঘ. ৩৮. কর্মফল—ক. ৩৯. পাত্র পরিজন—গ. ঘ.

৪০. মতি—গ. ঘ. ৪১. পাতাল—গ. ঘ.

বহুল বিলাপ করি কহিলা রাজন
শুন শুন পাত্রমিত্র আহ্মার বচন।
শাস্ত্রমতে পূর্বেত কহিল মুনিগণ
গ্রহশান্ত কর দান দিয়া বহু ধন।
সর্বশাস্ত্রে শুনিয়াছি এমত বিহিত
দানে বিঘ্ন দূর হএ কহিছে পণ্ডিত।
আহ্মার ভাণ্ডার মাঝে আছে যথ ধন
সকল আনিয়া দান কর এহিক্ষণ।
কিবা ধন কিবা জন কিবা পাত্র রাজ্য
শোকান্বিত জনের এসবে কিবা কার্য।
যাও পাত্র নিজ ঘরে রাজ্য রাখ গিয়া
আহ্মি এথা প্রাণ দিব শোকেত মজিয়া।
সম্প্রতি কথ ধন কর আনি দান
দানে যদি কিঞ্চিৎ করএ পরিত্রাণ।
এথেক শুনিয়া যথ পাত্রমিত্রগণ
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দান কৈল যথ ধন।
রজত কাঞ্চন মণি যথেক আছিল
ধন নামে বটেক সঞ্চিত না রাখিল।
ভিক্ষুক দরিদ্র যথ দেশ দেশান্তরী
দান রবে ধনলোভে যাএ রাজপুরী।
দানগ্রাহী লোক সবে লেখিব কোন্ মতে
দান করে কোটি কোটি না পারি লিখিতে।
এহিমতে কথদিন কৈল ধন দান
অন্নজল তেজি নৃপ কণ্ঠগত প্রাণ।
অনাহারে অনাধারে নৃপতি দেখিয়া
পাত্র পরিজন রহে আহার তেজিয়া।
সহস্র সহস্র লোক ভক্ষ্যভোজ্য তেজি
শোকাকুল রাজ্য ভরি রাজশোকে মজি।
না হৈল উপশম দান দেবার্চনে
শোকাকুল নৃপতি কান্দএ রাত্রদিনে।

দান দিয়া ধন দিয়া করি নানা ছন্দ
কোনে-বা খণ্ডিতে পারে কর্মের নিবন্ধ।
কর্মের লিখন কেবা পারে খণ্ডিবারে
মিছামায়া মতিভ্রম মোহিত সংসারে।
এক যুক্তি হই[৪২] যথ পাত্র পরিজন
রাজস্থানে গিয়া সবে[৪৩] করে নিবেদন।
জোড়হস্ত করিয়া কহিল পাত্রগণ
শুন শুন নরনাথ এক নিবেদন।
ছাওয়াল কুমার সব দেখি লাগে ধন্ধ
তেকারণে আহ্মাতে না কহে ভাল মন্দ।
না বুঝি আহ্মরা সবে চিত্তের আবেশ
সঙ্কোচে কুমার কিবা না করে প্রকাশ।
আজ্ঞা কর মহাদেবী ধাইগণ সনে
বুঝুক কুমার মতি আসি এই স্থানে।
মাতা দেখি স্নেহ যদি উপর্জএ মতি
অবশ্য কহিতে পারে মনের আরতি।
দরিদ্র যথাত শুনে পাএ কিছু ধন
পাএ বা না পাএ ধাএ ধনের কারণ।
পিপাসী সুতিয়া স্বপ্নে দেখে জলধার
রুগীএ যেমতি করে ঔষধ প্রকার।
আশীক শুনিল যদি পূর্ণ হৈব আশ
হএ বা না হএ চাহে বচনে উদাস।
নৃপতি শুনিল যদি পাএ উপদেশ
হিত জানি শীঘ্রগতি করিল আদেশ।
আজ্ঞা দিল দেবী আসি সঙ্গে ধাইগণ
বুঝুক কুমার মতি করিয়া যতন।
আকুল শোকিত দেবী রাজ আজ্ঞা পাএ
দেহ ছাড়ি প্রাণ তান পুত্র আগে যাএ।

৪২. একত্র হইয়া যথ—গ. ঘ. ৪৩. নৃপ আগে করজোড়ে—গ. ঘ.

ছোট বড় পুরবাসী আর যথ নারী
আসিল দেবীর সঙ্গে যুবরাজ পুরী।
মাতা কি পুছিব বাক্য দেখি পুত্র মুখ
একশত গুণ হৈয়া বাড়িলেক শোক।
মুখে না নিঃসরে বাণী পুছিবারে বাত
সঘন বুকেত হানে কর মুষ্টিঘাত।
বিলাপ করএ দেবী করএ কান্দন
পাষাণেত মুণ্ড মারে তেজিতে জীবন।
ধাই সব সখীগণ আর যথ নারী
মহাদেবী সঙ্গে কান্দে মহারোল করি।
রবি শশী স্বপনে না দেখে যার ছায়া
ধূলাবালি আকুলি পড়এ সর্বকায়া।
ক্ষেণেকে বিলাপ করে ক্ষেণে অচেতন
পুছিবারে নাহি আসে মুখেত বচন।
ক্ষেণেকে মুছিয়া পড়ে ধরণীর মাঝ
ক্ষেণেকে জাগিয়া কোলে লএ যুবরাজ।
হেরিয়া কুমার মুখ কান্দে অনিবার
যুগল লোচনে বহে শোণিতের ধার।
কুমার রোদন দেখি বিরস বিষাদ
সখীগণে কান্দএ করিয়া আর্তনাদ।
সখীগণে অন্যে অন্যে করি জড়াজড়ি
অতি শোকে কান্দে পুনি ধরণীতে গড়ি
ব্যস্ত হইয়া সকলে কান্দে অনিবার
বুঝাইয়া কেহ নাহি পারে রাখিবার।
অশান্ত বিষাদ[৪৪] দেবী তাপিত হৃদএ
কুমার কোলেত করি বিলাপ করএ।

৪৪. অক্ষত—গ. ঘ.

॥ মাতার বিলাপ ॥

। রাগ : বেহার ।

শুন বাপু শুন বাণী মুঞি মাও অভাগিনী
মাথা তুলি চাহ মোর ভিতে
মাতৃবধ পাপ জানি বোলহ উত্তর বাণী
কহ বাক্য জীবন রহিতে।
দেখি তোর হেন গতি না ধরএ মায়ের মতি
জীবন তেজিব তোর আগে
অভাগী মায়ের আর না রহে জীবন ছার
ডংসিল তনয় প্রেম-নাগে[১]
বিষে আছে ছাই দেহ অমৃত বচন কহ
একবার রাখহ জীবন
মায়ের পরাণ যাএ তোর মনে নাহি ভএ
কেনে বিধি করিলা এমন।
দুগ্ধের ছাওয়াল মোর নতুন বয়স তোর
কিমতে হইলা মতি ভঙ্গ
পাষাণে বান্ধিয়া চিত না চাহে সে মোর ভিত
মায়ের মরণে তোর রঙ্গ।
করিয়া বহুল আশ উদরেত দশমাস
রাখিলাম বহু যত্ন করি
দিয়া বহুমূল্য নিধি পাছে হরি নেএ বিধি
বিধি মোরে কৈল কোন বৈরী।
না কান্দ না কান্দ বাছা না কহ আম্মাতে মিছা
সত্য করি কহ মো'ত বাত
কহ খাও মোর মাথা কেনে বা না কহ কথা
কেন কান্দ কহি বা আম্মাত।
তোর পিতা নরপতি হৈয়া শোকাকুল মতি
কান্দিল তনয় অভিলাষে

১. পুত্র নাগে—য. ম.

যোগিগণ উপদেশে পুত্র পাইবার আশে
অভাগী আসিল বধূ বেশে।
বাপের বহুল আশ মায়ের শরীর নাশ
তুহ্মি পুত্র মোকে দিল দান
হেন পুত্র মতি ভিন মায়ের অভাগ্য চিন
এই দুঃখে তেজিব জীবন।
তেজি মাতাপিতা দয়া বাঞ্ছিয়া তোহ্মার মায়া
পাসরিল জন্মভূম প্রেম
বুঝি সেই পাপ লাগি হইলাম তাপ ভাগী
তোহ্মার অনাদর অনুক্রম।
হেন কে করিল তোক কে দিল এথেক শোক
মোর আগে কহ বিচরিয়া
প্রাণি নিল কোন চোরে দেখাইয়া দাও মোরে
শীঘ্র চোর আনি বিচারিয়া।
কেমন সুন্দর নারী মতি তোর কৈল চুরি
তার লাগি তাপিত হৃদএ
তারে আনি দিব তোকে ত্রিলোক যথাত থাকে
সত্য কহ হইয়া সদএ।
তোর রূপগুণ ধনী পথিকের মুখে শুনি
নৃপ সব হইয়া আকুল
যার যেই কন্যা দান দিবারে তোহ্মার স্থান
আশা মনে আছিল বহুল।
যথ রাজা রাজ্যেশ্বর পাঠাইল নিজচর
বার্তা দিল নৃপতি গোচরে
তোহ্মা পুত্র রূপগুণে সন্তোষ মোহর মনে
কন্যা রত্ন আছে মোর ঘরে।
জনকে পুছিল বাত উত্তর না দিলা তাত
বুঝিয়া তোহ্মার অনুমতি
সম্ভাষি সে সব চর যার যে আপন ঘর
বিদায় করিল নরপতি।

যথেক রাজার সুতা[২] রূপেগুণে সুচরিতা[৩]
তোহ্মা রূপেত মোহমতি[৪]
কামিনী কামেত মোহি সম্বাদ পাঠাএ কহি
কামনা করি তোহ্মা প্রতি।
সে সকল অনুচর না পাই উত্তর তোর
বিরসে মন্দিরে গেল চলি
হেন শুদ্ধ মতি তোর কেমতে হইল ভোর
কার রূপে আছ তুহ্মি ভুলি।
এহি মতে বিলাপিয়া কুটএ আপন হিয়া
হেরি হেরি পুত্রের বদন
কুমারে না তুলে আঁখি না চাহে মায়ের মুখী
নিজ তাপে করএ রোদন।
কান্দিতে কান্দিতে দেবী মহামনস্তাপ ভাবি
রাজার গোচরে চলি যাএ
শোকমতি নরপতি দেখিয়া দেবীর গতি
শোকে শোক একত্রে মিশাএ।[৫]
লোক লাজ সব তেজি শোকের সাগরে মজি
কান্দএ করিয়া জড়াজড়ি
দেখএ সকল লোকে কান্দে দুই অতিশোকে
ধরণী পড়িয়া গড়াগড়ি।
মহাদেবী মহারাজ কান্দিয়া সবার মাঝ
অতিশোকে হৈল অচেতন
ক্ষেণেকে চৈতন্য চিত্ত ক্ষেণেকে মোহ চিত্ত
তেজিবারে চাহএ জীবন।
দেখি পাত্র পরিজন কান্দএ করুণা মন
অন্যে অন্যে ভাবিয়া বিষাদ
মজি এই শোক মাঝ প্রাণ দিব মহারাজ
মনেত গুণএ পরমাদ।

২. শতে শতে রাজসুতা—গ. ৩. অদ্ভুতা- ৪. তোমাকে পাইবঁ আশা কার—গ.
৫. মজ্জএ—ক,

। সয়ফুলের মর্মবেদনা নির্ণয়ে সায়াদের প্রয়াস ।

। যমকছন্দ । পয়ার।

রাজা মহাদেবী দুই করএ বিলাপ
কান্দএ সকল লোক ভাবি মনস্তাপ।
পাত্র পরিজন সবে চিন্তিয়া হৃদএ
রাজশোকে রাজ্যনাশ অরাজক ভএ।
সবে মিলি মন্ত্রণা করিল একমতি
হেন কর্ম কর সবে শান্ত হএ মতি।
বৃদ্ধ[1] এক পাত্র কহে হই আগুসারি
শুন মহারাজা এক অবধান করি।
করিলা বহুল চেষ্টা কুমার কারণ
কোনমতে বুঝিতে নারিলা তার মন।
আর এক মন্ত্রণা লইল মোর মতি
নিবেদন করি এক শুন মহামতি।
তোহ্মা প্রতি কৃপা যদি থাকএ ঈশ্বর
এহি উপদেশে পাইবা কুমার উত্তর।
কহ কহ করিয়া উঠিলা নরপতি
কহিতে লাগিল তবে করিয়া মিনতি।[2]
পাত্রসুত কুমারের প্রাণ সমতুল
শিশুকাল হতে তার গৌরব বহুল।
প্রাণসম সায়াদক দেখএ কুমার
সায়াদহ সেই বিনে মনে নাহি আর।
জগতে এমন প্রেম কভু নাহি দেখি
দুই ঘটে এক প্রাণি বিধি দিছে রাখি।

১. বিজ্ঞ—ক. ২. কাকুতি—ক.

যে অবধি যুবরাজ উন্মাদ আকার
তবধি পাত্রসুত কান্দে অনিবার।
অন্নজল তেজিয়া কান্দএ দিবানিশি
কুমার উদাসে হৈল দ্বিগুণ উদাসী।
ক্ষেণেকে চৈতন্য হএ ক্ষেণে মোহ চিত
তুহ্মি দুই হইতে সে দ্বিগুণ পীড়িত।
শিশুকাল হতে দুই একপ্রাণ কাএ
তিলমাত্র ভিন্ন ভেদ নাহি সর্বথাএ।
সায়াদে ডাকিয়া আজ্ঞা কর নৃপবর
লউক যেমতে পারে কুমার উত্তর।
ই শুনি ক্ষেণেক শান্ত হইল রাজন
আজ্ঞা কৈল ডাকি আন পাত্রের নন্দন।
একে আদেশিতে লোক ধাএ শতে শতে
শীঘ্রগামী ধাএ সব সায়াদে আনিতে।
দেখিল সায়াদ আছে নির্জন মন্দির
অত্যন্ত অনাথ হই কান্দিয়া অস্থির।[৩]
নৃপআজ্ঞা সম্বাদ কহিল দূতগণে
উত্তর না বোলে বাক্য শুনে বা না শুনে।
বিলাপিয়া ভূমিতে লুটাএ সর্ব গাও
নয়ান শোণিত ধারে পাখালএ পাও।
দূতসবে বুঝাই কহিল বহুতর
নিবারে নারিলা কেহ নৃপতি গোচর।
সে-সবে বুলিলা রাজা-আজ্ঞা নাহি ধর
রাজ্যেত বসতি হেন গর্ব কেনে কর।
নরেশ্বর জানহ ঈশ্বর আকার[৪]
মৃতঘটে প্রাণ মাত্র না পারে দিবার।
সম্পদ আপদ দিতে নৃপতি পারএ
বধিতে রাখিতে পারে যারে মনে লএ।

৩. অত্যন্ত অস্থির—ঘ মনেত অত্যন্ত হই কান্দএ অস্থিরে—ক.
৪. অবতার—গ.ঘ.

আপনে পণ্ডিত সর্ব্ব শাস্ত্রেত অভ্যাস
নৃপ আজ্ঞা রাখহ চলহ নৃপপাশ।
বহুভাতি সেসবে কহিল বুঝাইয়া
শোকাকুলে উত্তর কহিল দড়াইয়া।[৫]
ধন-জীবনে আশা থাকে যার মতি
সে সবেরে কহ গিয়া সেবিতে নৃপতি।
রাজপ্রেমে আশা নাহি ধনে নাহি মন
মৃত্যুভয় নাহি মোর অসার জীবন।
কোন্ কর্ম্ম নৃপতি গোচরে মোর আছে
যাইব সাধিতে তাহা নৃপতির কাছে।
শোকান্বিত জন জান অসার জীবন
রাজভএ কি বা কাজ মরিব এখন।
জীবন তেজিব আহ্মি যুবরাজ তাপে
কি কার্য আছএ মোর রাজার সমীপে।
চলি যাও তুহ্মি সব রাজার গোচরে
করিঅ উত্তর মোর মহারাজ তরে।
চরণ বন্দিয়া তান কহিএ সম্বাদ
ক্ষেমিতে কহিঅ মোর এহি অপরাধ।
এথ শুনি সে সব নৃপতি আগে গিয়া
শুনিল যেসব কথা কহে বুঝাইয়া।
অধিক দহিল মতি তাহার বচনে
আপনে চলিয়া রাজা গেল সেই স্থানে।
নৃপ আগে পাছে লোকে ধাএ সর্বজন
পাত্রমিত্র আদি যথ ইষ্ট মিত্রগণ।
দেখিল নির্জ্জন স্থানে পাত্রের নন্দন
বিলাপ করিয়া পড়ি আছে অচেতন।
চেতন করিয়া রাজা লাগিল কহিতে
পাত্রমিত্র সভানে লাগিল বুঝাইতে।

৫. বুলিল ক্রুদ্ধ হৈয়া—গ.ঘ.

শুন বাপু নিরলে[৬] কান্দনে নাহি কাজ
আপনে চলিয়া যাও যথাএ যুবরাজ।
বুঝহ কুমার মতি পার যেই মত
কান্দহ মরহ কিবা তাহার সাক্ষাত।[৭]
তোহ্মার মরণে যদি স্নেহ উপজএ
কহিব মর্ম্মের কথা হেন মনে লএ।
কহিলে সে পারি আহ্মি করিতে প্রকার
নতু প্রাণ দিব আহ্মি সহিতে তাহার।
প্রকারে কুমার যদি পার চেতাইবার[৮]
তোহ্মা আহ্মা পরিতোষ সন্তোষ সভার
হিত উপদেশ হেন ভাবি মনে মন
চলি যাএ পাত্র সুত কুমার সদন।
কুমার নিকটে গিয়া পাত্রের তনয়
কহিতে লাগিল বহু করিয়া বিনয়।
শুন শুন যুবরাজ মুঞি তোহ্মা দাস
তোহ্মাপদ বিনে মোর আন নাহি আশ।
শিশুকাল হতে মুঞি তোহ্মার সেবক
কায়মনে তোহ্মাপদ ভাবিয়া ভাবক।
বসিতে সদাএ বসি থাকি তোহ্মা কাছে
চলিতে ছায়ার মত ধাই পাছে পাছে।
ভোজনে ভোজন তোর শয়নে শয়ন
শরীর হইল মোর খাইয়া লবণ।[৯]
রঙ্গে রঙ্গ সখা তোর সরসে সরসী[১০]
হরিষেতে তোহ্মাপদে থাকি দিবা নিশি।

৬. বিফলে—গ.ঘ.
৭. কান্দ বা মর বা ভাল তাহার বিদিত—গ. কান্দন মরণ—ঘ.
৮. ভুষিবারে—গ.ঘ.
৯. শরীর বাড়িল খাই তোমার বেতন—গ. ঘ. ১০. সাক্ষাতের শশী—ক.

মাতাপিতা পাসরি হেরিয়া তোহ্মা মুখ
তোহ্মাপদ বাঞ্ছিয়া বয়স যাএ সুখ।[১১]
তিল পল ভিন্ন ভেদ নাহি কদাচিত
কহিলা যেখনে যেই মনের বাঞ্ছিত।
যেখনে যে আজ্ঞা মোরে করিলা ইঙ্গিতে
প্রাণপণ করি মুঞি করিলুঁ নিশ্চিতে।[১২]
ভালমন্দ চিত্তে তোর যেই অভিলাষ[১৩]
প্রকাশ করহ মো'তে মুঞি তোহ্মা দাস।[১৪]
মুঞি সে তোহ্মার দাস তুহ্মি যুবরাজ
আহ্মা সঙ্গে কর কেনে আন মত কাজ।
কেনেবা কান্দহ কিবা আছে তোর মনে
বিস্তারিয়া এ বচন কহ মোর স্থানে।
তোহ্মার বাঞ্ছিত কর্মে করিব যতন
তোহ্মা কর্ম কারণে করিব প্রাণপণ।
এহিমতে সায়াদে কহিল বহুতর
ভালমন্দ যুবরাজে না দিল উত্তর।
সায়াদ কুমার শোকে করএ কান্দন
কান্দএ আপনা শোকে নৃপতি নন্দন।
পাত্রসুতে নৃপসুত উত্তর না পাই
কান্দএ বিলাপ করি আপনা হারাই।

---

১১. হেরিয়া তোমার মুখ ব'স যাএ সুখ—ক. পাইল বড় সুখ—ঘ.
১২. তুরিতে—গ. ঘ. ১৩. যেই তোর চিত্তের আবেশ—গ. ঘ.
১৪. আদেশ করিলা মোকে জানি নিজ দাস—গ. ঘ.

। সায়াদের বিলাপ ।

। রাগ : ধানশী/দুঃখিনী ।

আর জীবনে কিবা কাজ। ধু।

কি জানি করমে মোর কেন হেন গতি তোর
কোন্ মেঘে পূর্ণশশী করিয়াছে ঘোর।
বিনি তোর মুখশশী জগতে তিমির বাসি
বদন মলিন কেনে মুখে নাই হাসি।[১]
মাতাপিতা স্নেহপাশ[২] ছাড়িয়া সকল আশ
ছাড়িয়া সকল মায়া হৈলুঁ তোর দাস।
নিশিদিশি অবিচ্ছেদ ক্ষেণে নহি পরিচ্ছেদ
এখনে কি জানি অত ভিন্ন ভেদ।
তোহ্মার চরণ বিনে আর আশ নাহি মনে
তাহাতে নৈরাশ কর কি কারণে
কহ কহ সেই কথা কিবা আছে মনে ব্যথা
কপট করহ যদি খাও মোর মাথা।
এ কোন উচিত কর্ম আহ্মাতে না কহ মর্ম
হীন দেখি হেলা কর এহি কোন ধর্ম।
ধরিল কেমত শোকে গোপতে কহ তা মোকে
কেনে বা বুঝাই কথা না কহ আহ্মাক।
তোর পিতা নরপতি কান্দিয়া বিকল মতি
পুত্র বিনে আকুল জননী কুলবতী।
দারুণ তনয় শোকে পরাণ বিদরে দুখে
কেনে বিধি পিতৃবধী নির্মিয়াছে তোকে
তুহ্মি রাজসুত উত্তম আহ্মি নহি তোহ্মা সম
উচিত করিতে দয়া জানিয়া অধর্ম।
মরম মোহর আগে কহিতে কি দোষ লাগে
তাপিত যাহার হিয়া তোহ্মা অনুরাগে।

১. দেখি আমি আসি—ক. ২. গৃহবাস—গ. ঘ.

যেখনে মাতাএ মোরে প্রসবিল ভুমি'পরে
তখনে সমর্পি দিল তোহ্মা পাও 'পরে।
যেদিন জনম হৈল তোহ্মা পদে সমর্পিল
জনম অবধি তোহ্মা চরণে রহিল।
সেই মুঞি তোর দাস তোহর চরণে আশ
সেই হনে গোঞাই কাল তুয়া পদে পাশ।
কথাতে প্রধানে কারে আদর করএ যারে
অনাদর করি প্রাণ বধিছে তাহারে।
নৃপতি কহিল মোকে জিজ্ঞাসি চাহিতে তোকে
কেনে বা তুহ্মি কান্দ কোন শোকে
কেমত সুন্দরী নারী প্রাণ তোর কৈল চুরি
কেনে বা না কহ তাকে আনিতে[৩] বিচারি।
এ বুলিয়া বারে বারে মুণ্ডে হানে দুই করে
চরণে লোটএ মুণ্ড কান্দে উঞ্চস্বরে।
বিলাপিয়া দুই হাত মুণ্ডেত মারএ ঘাত
কুমার কান্দন তেজি নাহি কহে বাত।
পুনি চরণেত ধরি কান্দিয়া বিলাপ করি
পুনি পুনি মুরুছএ আপনা পাসরি।
ক্ষেণে কান্দে ক্ষেণে রহে ক্ষেণেকে কাকুতি কহে
ক্ষেণেকে ধরণী গড়ি পুনি পুনি মোহে।
পুনি পুনি শান্ত হৈয়া কহে কত বুঝাইয়া
উত্তর না পাএ পুনি কান্দে বিলাপিয়া,
মুরতি মুরত মাঝ মজিয়াছে যুবরাজ
না কহিল ভালমন্দ সায়াদ সমাজ।
না পাই উত্তর বাণী জীবন অসার জানি
নিজ মুণ্ড ছেদিতে চাহিলা খর্গ হানি।
মরিতে আপনা মতে খর্গ লইলেক হাতে
তেজিবারে চাহে প্রাণ তাহান সাক্ষাতে।[৪]

৩. তুমি আমাতে—ক.
৪. কুমার বিদিতে—গ. কুমার—ঘ.

। সয়ফুলের প্রেম ।

। পয়ার ছন্দ ।   রাগ : সিন্ধুরা ।

পাত্রসুত বহু ভাতি করিয়া বিলাপ
উত্তর না পাই মনে ভাবে মনস্তাপ ।
অতি দুঃখে খর্গ এক তুলি লৈল হাতে
জীবন তেজিতে চাহে কুমার সাক্ষাতে ।
শোকে তাপে পাত্রসুত মরণ ইচ্ছিল
নিঠুর কঠোর বাণী কহিতে লাগিল ।
মিত্র বধী মাতৃবধী শুন পিতৃবধী
করিল তোহ্মার সেবা জনম অবধি ।
মিত্র বুলি সদাএ মোরে কৈলা পরিহাস
তোহ্মা প্রেম হেতু মোর জীবন নৈরাশ ।
স্নেহ কেনে নাহি জানে তোহর হৃদয়
মিত্রবধ[১] পাপ কেনে নাহি তোর ভয় ।
কি আশা করিলা মনে পাইয়া কোন্ স্বর্গ
কপটে না কহি নাশ কর বন্ধুবর্গ ।
আপনা কপট লই থাকহ আপনে
মোর কোটি নমস্কার কপট চরণে ।
এবুলি অধিক তাপ ক্রুদ্ধ অতিশয়
আপনা বধিতে চাহে পাত্রের তনয় ।
খর্গ বুকে রাখি চাহে আপনা বধিতে
মাথা তুলি কুমারে চাহিল আচম্বিতে ।
মুখে নাহিক বাণী করে ধরি কর
খর্গ কাড়ি ফেলাইতে চাহে দুরান্তর ।
খর্গ ছাড়ি না দেঅন্ত পাত্রের তনয়
অধিক আদরে প্রেম বাড়ে অতিশয় ।

১. নরবধ—গ. ঘ

কুমারে দেখএ মিত্র তেজএ জীবন
অতি তাপে ধীরে ধীরে কহিল বচন।
গলে ধরি কান্দিয়া কহিল যুবরাজ
শুনরে অধম মিত্র তোর কিবা কাজ।
কোন্ জন প্রিয়া মোর না জানি উদ্দেশ
কি বুলি কেমন করি করিমু আবেশ।
কথা গ্রাম কথা স্থান কথাতে বসতি
কথা স্থান কথা স্থিতি কোন্ কুল-জাতি।
না জানি কেমন করি কহিমু বচন
কিন্তু এক বচন শুনহ দিয়া মন।
কাবাই অঙ্গুরী যবে দিলা মহারাজ
মুরতি দেখিল এক কাবাইর মাঝ।
সে মূর্তি কারণে প্রাণ না পারি রাখিতে
স্বপ্নেহ না জানি কথা কহিমু কিমতে।
এ বুলি মুণ্ডেত মারি কান্দে অনিবার
নয়ন সঘন বহে শোণিতের ধার।
মাতাপিতা যবে মোরে পুছিল বচন
না কহিল ব্যক্ত করি লজ্জার কারণ।
এখনে তোম্মাতে কহি লজ্জা পরিহরি
হরিল জীবন মোর চিত্ত যাএ চিরি।
সায়াদ বুলিল তুমি পণ্ডিত পূরিত
হাসিলা অমুক[১] করি অমুক[১] চরিত।
কহিলা অমুক[১] জান কার হেন কাজ
কোন ভয় নাই লোকে উপহাস্য লাজ।
অমুক অমুখে[১] বুলি করে কদাচার
যেমত তাহার কোলে নাই ব্যবহার।
অমুক[১] অধৈর্য মতি ধৈর্য নাহি মানে
শাস্ত্র অবিহিত কাজ কর কি কারণে।

১. অমূর্খ ?

পূর্বেত হাসিলা তুহ্মি কহিএ বচন
সদা সুচি মতি তুহ্মি আছিলা গহন।
যেখনে ভাবিয়া আহ্মি চাহি সম্প্রতি
সে সকল জন হোতে তুহ্মি মূঢ়মতি।
এ কোন্ বিচিত্র কার্য পবিত্র চরিত
মজএ তাহাতে মতি দেখি বস্ত্র চিত।
নবীন বয়স জান উন্মাদ সমএ
মতিমন্তে তাহাতে আপনা সম্বরএ।
স্থির কর নিজ মতি ছাড় এই কাজ
কুলেত কলঙ্ক জানি লোক ভএ লাজ।
আর এক কথা শুন হিত উপদেশ
কথাতে জ্ঞানীর মতি চিত্রেত আবেশ।
চিত্র জান গঠন লোকের সন্নিহিত[২]
উদ্ধারিয়া লেখএ যে মনের বাঞ্ছিত।
বিধাতা গঠএ লোক লোকে গঠে চিত
যাকে ভালবাসে লোকে করিয়া পিরীত।
মনুষ্য আকার চিত্র পারে লেখিবার
কথাত মনুষ্য হএ চিত্রের আকার।
বিচিত্র করিয়া চিত্র লেখিয়াছে লোকে
তাহাতে মজিয়া কেনে পাএ এথ শোকে।
ক্ষেমাকর যুবরাজ জানিয়া স্বরূপ[৩]
চিত্র মত বিচিত্র না হএ সেইরূপ।[৪]
বিশেষ জানহ তুহ্মি নীতি শাস্ত্র কাজ
সপ্তদ্বীপ মাঝারে আছএ যথরাজ।
রাজগোর[৪ক] মধ্যে নাম সকল লেখিল
গুলেস্তাঁ-ইরাম নাম তাতে না শুনিল।
ভুবন মাঝারে যদি সে দেশ থাকিত
অবশ্য তাহার নাম গোরতে লেখিত।

২. জানিহিত—ঘ. ৩. চিত্রের আকার—গ. ৪. তা সবার—ঘ. ৪ ক. মূলপাঠ: গড়া, গোর <গোত্র।

আপনে পণ্ডিত তুহ্মি সুস্থির হৃদএ
মিছা কাজে কি কারণে মতি কর ক্ষএ।[৫]
কুমারে বুলিল মিত্র না বুলিঅ আর
হোক বা না হোক মতি মজিল আহ্মার।
সত্য কি অসত্য হএ কিবা ভাল মন্দ
নয়ানে না দেখি মতি না ছাড়এ দ্বন্দ্ব।
সর্বশাস্ত্র মতে আর শুনহ কথন
প্রভুর নিবাস জান ভাবকের মন।
যে মনেত বাস জান প্রভুর সনে লেশ
সে মনে হইব কেনে অসত্য আবেশ।
আহ্মার চরিত্র ভাল জানহ আপনে
অনাচার অসত্য অধর্ম্ম নাই মনে।
কোনকালে পাপকর্ম্মে নাহিক আবেশ
তাহাতে অসত্য কেনে করিল প্রবেশ।
না বোল না বোল আর নিষেধ বচন
মূরতি উদ্দেশি আহ্মি তেজিব জীবন।
আহ্মার আদর যদি থাকে তোহ্মা মতি[৬]
উদ্দেশিয়া দেঅ মোরে কাহার মূরতি।
এই মতে বহুল উত্তর পদত্তুর
কহে শুনে যুবরাজ পাত্রের কুঞর।
অবশেষে দেখিল বচন নাহি মানে
গোচর করিল গিয়া নৃপতির স্থানে।

৫. কার্য করহ মতিমএ—গ. ৬. মনে—ঘ. ৭. তাহার কারণে—ঘ

। কাহিনীর অপর রূপ ।

। যোষীকন্যার প্রয়াস ।

মতান্তরে চাহিল কুমার চেতাইতে
না পারিল পাত্রের কুমার কোন মতে।
বহুল প্রকার কৈল নৃপতি পরিবার
না পারিল কুমারে চেতন করিবার।
মুদিত রুদিত অক্ষি বারিত বয়ান
অবাক ভারতী বাণী ঘোষে পরিমাণ।
মহারাজা মহাদেবী করএ বিলাপ
না পাইল চেতন বাড়িল মনস্তাপ।
রাজা হৈল অস্থির মহিষী জ্ঞান হত
মন্ত্রণা রহিত হৈল মন্ত্রিগণ যথ।
সে দেশে আছিল এক যুষীর দুহিতা
চেতাইল কুমারক সেই সুচরিতা।
বিস্তারিতে সেকথা প্রসঙ্গ দীর্ঘ হএ
তেকারণে খর্ব করি কহিনু নিশ্চএ।
হেনকালে পাত্রগণে জোড় করি কর
কহিলেন নিবেদন নৃপতি গোচর।
এদেশে বৈসএ বৈদ্য অতি জ্ঞানবন্ত
ভূত ভবিষ্যৎ শাস্ত্র জানএ যাবন্ত।
শাস্ত্রনামে নাহিক তাহার অবিদিত
সঙ্কট বিদ্যাতে অতি পারগ পণ্ডিত।[১]
আছএ তাহার কন্যা পরম রূপসী
নবীন যৌবনী কন্যা প্রসঙ্গে বিদুষী।[২]
যেই যে যুষীর কন্যা রূপে মনুহর
রূপেগুণে বিশারদ রূপের সাগর
রূপে অপরূপ সেই তরুণ তরুণী
রতি অবতরি কন্যা কাম অবরনি [আভরন] ?

১. সঙ্কেত বৃত্তান্ত বহু পণ্ডিত সভাত—ক. সংক্ষিপ্ত বিদ্যাতে—গ. প্রসঙ্গপণ্ডিত—ঘ.
২. সবারে নিন্দসী—ক. শাস্ত্রে অভ্যাসী—গ. প্রসঙ্গে বিদ্যাশশী—ঘ.

যুক্তি অনুযুক্তা যুক্ত উক্তি অতিরক্তা
বিলাসী সঙ্গীত ভাষী কাব্য পরিভক্তা।
চাতুর্যে মাধুর্যে অতি বাচে অগ্রগণ্য
সে যদি প্রকারে পারে করিতে চৈতন্য।
সাক্ষাতে আনহ রাজা সেই কন্যা রত্ন
নিঃসরাইতে পারে যদি করি কন্যা যত্ন।
নিঃসরিলে বচন উদয় হৈব কাজ
উপসম সৃষ্টিতে পারিব এহি কাজ।
এ বাক্য শুনিয়া রাজা কৈল অঙ্গীকার
যুষী কন্যা সাক্ষাতে তুরিতে আনিবার।
কহিল যুষীর কন্যা মোর ধর্মসুতা
আহ্মি ধর্ম পিতা মহিষী ধর্ম মাতা।
সাদরে সে কন্যা তরে কহ গিয়া কথা
নিঃশব্দে পুরীতে আইসুক মোর এথা।
রাজআজ্ঞা পাই তুষ্ট রাজার মহিষী
নিয়োজিল কন্যা তরে ধাত্রি পরবাসী।
নানা উপহার দিলা রত্ন অলঙ্কার
দোলাদুলি দাস লই নারী পরিবার।
সেসবে জানিল সেই যুবতীর রসে
পঞ্চবাণে কুমার হানিব রূপ শেষে।
এত ভাবি সকল হইল সানন্দিত
পরম হরিষ রসে চলিলা তুরিত।
যুষী কন্যা তরে গিয়া কহিল সম্বাদ
সাক্ষাতে দিলেক নিয়া রাজার প্রসাদ।
নৃপতির আজ্ঞা কহিল যথ ইতি
কুমারের অচেতন যাবন্ত ভারতী।
এথ অবসরে পত্র দিল কন্যা তরে।
দণ্ডবৎ করি কন্যা লইলেক করে।[৩]

৩. শিরে—গ. ঘ.

নয়নে মুছিয়া পত্র চুম্বএ বদনে
পরম ভকতিএ পাঠ কৈল সাবধানে।
পত্রপাঠ পড়িয়া যে মনে অনুমানে
যাবন্ত উন্মাদ তার মর্ম সন্ধানে।
এথেক চিন্তিয়া ধাত্রিগণের সমাজ
চলিলেন্ত যথা রাজা যথা যুবরাজ।
প্রবেশিল পুরী মহাদেবী উদ্দেশিয়া
প্রথমে প্রণতি কৈল আশীর্বাদ লৈয়া।
মুঞি হই অধম নারী অতি জ্ঞানহীনী
কোন্ হেতু মোহরে স্মরিল নৃপমণি।
গৃহকুলবধূ মুঞি মুষীর দুহিতা
গুণজ্ঞান বিবর্জিতা শাস্ত্র অপঠিতা।[8]
সভাসদ সভা নাহি দেখি জন্ম ভরি
বচন রচনে মূর্খ শোচনে কাতরি।
রাজসভা দেখিতে মনেত ভএ ভীত
কিরূপে কহিব বাক্য নৃপতি বিদিত।
তরুণী হরিণী মুঞি কেশরী বিদিত[৫]
ভএ বাসি কেমতে হইমু উপস্থিত।
আপনে জগত মাতা পরম ঈশ্বরী
কায়ামনে তোহ্মার চরণে আস্থা করি।
সদয় হইয়া তুহ্মি কর পরিত্রাণ
তবে সে পাইব রক্ষা মোর মনে প্রাণ
কন্যার কাকুতি অতি শুনিয়া মহিষী
আশ্বাসিয়া কহিল গৌরব মনে বাসি।
না চিন্তিঅ মনে তুহ্মি না বাসিঅ ভএ
নৃপতি স্মরিল তোরে শুন হরিষএ।
মুঞি তোর জননী নৃপতি তোর তাত
সঙ্কল্পিল নরপতি সভার সাক্ষাত।

৪. জ্ঞানে ধ্যানে বিবর্জিতা শাস্ত্রে অপণ্ডিত—ঘ. কুলেজ্ঞানে বিবর্জিতা শাস্ত্রে অপরিচিতা—গ. ৫. ক্রমে ক্রমে কহিতে লাগিল তান ভিত—গ. ঘ.

আচম্বিত যুবরাজ চৈতন্য হরিয়া
অজ্ঞান অবাক আছে আত্ম পাসরিয়া।
মুখেত বচন নাহি নাহি মেলে আঁখি
অনুক্ষণ নয়ান ঝুরএ মাত্র দেখি।
কোন্ রোগ জন্মিল কি হৈল রোগ তার
না পারিল বৈদ্যগণে করিতে বিচার।
দেবতা লক্ষিল[৬] কিবা গন্ধর্ব কিন্নরী
অপদেব দৃষ্টি কিবা পরী অপ্সরী।
ধমনী ধরিয়া কিছু না হৈল নির্ণয়
দেব অপদেব কিবা নাহি পরিচয়।
বাক্য নাহি বুদ্ধি নাহি জিজ্ঞাসি বচন
অনির্ণয় দেখিয়া সবে চিন্তে মনে মন।[৭]
একজনে রাজাত প্রশংসা কৈল তোক
তাহাত পূরিল স্বস্তি সভাসদ লোক।
তুহ্মি সে পাইবা তার রোগ পরিচয়
করিতে পারিবা তার ব্যাধির নির্ণয়।
এথেক জানিয়া তোক নৃপ আদেশিল
সন্দেহ করিবা দেখি নন্দিনী বুলিল।
তোহ্মা হতে যদি হএ হেন শুভ কাজ
সাবধানে চেতাইতে পার যুবরাজ।[৮]
নিকালিতে পার যদি তাহার ভারতী
বহুল প্রসাদ তোক দিব নরপতি।
নিজ কন্যা হেন দয়া ধরিব হৃদএ
অধিকার দিব আর নর-গজ-হয়
দোলাদুলি দাসদাসী রজত কাঞ্চন
মুকুতা মণি রাজধ্বনি দিব নানাধন।
তোহ্মা রূপ-গুণে যদি মজে যুবরাজ।
শুভলগ্নে বিবাহ করাইব যুবরাজ।

---

৬. লজ্ঝিল—গ. ঘ. ৭. সকল সর্বদা লোচন—গ. শোচন—ঘ.
৮. করাইতে চেতন পারহ যুবরাজ—গ· ঘ.

তুহ্মি হেন রূপবতী গুণের সাগরী
ভুবনে কথাতে হেন ঘটিব নাগরী।
চল চল যুবরাজ রাজা আছে যথা
সঙ্গতি লৈয়া তোক যাইব আহ্মি তথা।
এথ কহি কন্যা লই চলিল মহিষী
উদাস পুত্রের হেতু পরম উদাসী।
পরিচয় করে হেন নৃপতি সদনে
আশীষ করিল নৃপ কাকুতি বচনে।
বচন রচনে কন্যা চতুর ভাষিনী
উদ্বিগ্নে পরিতোষে উদাস নাশিনী
না চেতাই কুমার নৃপতি সাম্বাইল
মলয়া সমীরে যেন তরুলতা জি'ল।
গজপৃষ্ঠে আরোহণ নৌকা চড়ি যাএ
ভোজনের কালে যেন গজ ধরি খাএ।
কহে শ্রী দোনাগাজী হিমালের দৃষ্টে
ভোজন করিতে যাএ গজ লই পৃষ্ঠে।
নৃপ বোলে শুন মাতা যুষীর দুহিতা
সুত উদ্ধার মোর তুহ্মি মোর সুতা।
করহ চেতন তারে নয়ন মেলাও
রোগ পরিচিন কর বচন বোলাও।
যদি তুহ্মি এহি কর্ম পার করিবারে
আপনা আদেশ বাসী[৯] করিব তোহ্মারে।
বংশ উদ্ধারিলে গুণ মানিব তোহ্মার[১০]
যাবৎ কণ্ঠেত বৈসে জীবন আহ্মার।
কন্যা বোলে হীন ক্ষীণ মুঞি অতি ক্ষুদ্র[১১]
জলবিন্দু কথা পারে তুষিতে সমুদ্র।[১২]
আহ্মা হতে নৃপের যদি হএ সুসার
এথধিক উপাধিক কি ভাগা আহ্মার।

---

৯. নন্দিনী হেন বাসিনু—গ.

১০. গুণ করহ আমার—ঘ. ১১. অনাথিনী—খ. ১২. ডংসিতে পরানি—খ.

এথ শুনি অঞ্জলি করিয়া দুই কর
কাকুতি ভারতী কহে নৃপতি গোচর।
নতশির হৈয়া কন্যা লাগিল কহিতে
বিরল করাও স্থান কুমার চাহিতে।
মহিষী নৃপতি তরে কৈলা নিবেদন
করিল কুমার যথা বিরল ভুবন।
রাজা গেল রাজকার্যে দেবী অন্তঃপুরে
একাকী যুষীর কন্যা কুমারের ঘরে।
লইয়া জানুর 'পরে কুমারের মাথা
পড়এ কামদ শ্লোক বিরহের কথা।[১৩]
কহএ কন্দর্প রোগ বিচ্ছেদ বিউগ
গাহএ কামদ গীত আমোদ সম্ভোগ।
পঞ্চশরে যেহেন ভেদিল তার অঙ্গ
বিচ্ছেদ লবণ দিয়া বিন্ধিল অনঙ্গ।
হেনমতে নানান বিয়োগ যোগ করি
বিচারে কুমার রোগ প্রচারি চাতুরী।
সব্যলভ্য বটিকা নাসার অধঃ রাখি
ঘন ঘন ছিটএ[১৪] সুগন্ধি গন্ধ মাখি।
অনেক পর্যন্ত অর্ধ নয়ান মেলিয়া
ওষ্ঠাধর অনড় রহিল নেহালিয়া।
অবাক বচন মুখ অস্থির হৃদয়
মদন বেদনা এক রএ[১৫] পরিচয়।
কহিতে লাগিল কন্যাএ চাতুরী বচনী
কাকুতি করিয়া কহে মধুরস বাণী[১৬]।
মুঞি মূর্খ মূঢ়মতি বুদ্ধিশুদ্ধি হীন
জানিল জানিল হৈলা কামের অধীন।
দুতীয় বর্জিত এহি মন্দির নিবিষ্ট
কেনে নাহি কহ মো'তে মনের আবিষ্ট।

১৩. পঠএ বিরহ গীত বিচ্ছেদের কথা—গ. গাথা—ঘ.
১৪. ক্ষেণেকে লইয়া যে—ক. ১৫. মদনের ভেদন একার—ঘ.
১৬. সাদর গঞ্জনা কবি মধুর বচনী—গ. ঘ.

প্রচারিলে প্রচিহ্ন প্রকার করি দিব ।[১৭]
যেই সেই যথাতথা কহ[১৮] আনি দিব ।
কেমত কামিনী আছে অবশ[১৯] আহ্মার
দশদিশ চতুর্দিক ভুবন মাঝার ।
সপ্তখণ্ড পৃথিবী বিখ্যাত সপ্তখট[২০]
এসব আনিয়া তোহ্মা দিতে পারি ভেট ।
দেব অপদেব কিবা গন্ধর্ব কিন্নরী
পরী ইন্দ্র অপসরী ঘটাইতে পারি ।
মানুষী রূপসী যেই রূপেগুণে ধন্যা
ইঙ্গিতে আনিয়া দিতে পারি সেই কন্যা ।
কেমত রাজার হএ বনিতা দুহিতা
বিদিত করিব সেই শীঘ্রে অবিদিতা ।
তোহ্মার পিতার রাজ্যে কিবা অন্য দেশে
তোহ্মা আজ্ঞা যেই[২১] সেই যথা তথা বৈসে ।
স্বর্গ বিদ্যাধরী কিবা গন্ধব কুমারী[২২]
মোকে কহ শীঘ্র আনি দিব সেই নারী ।
এহি মতে বহুতর কৈল আশোয়াস
শুনি শুনি পুনি পুনি ছাড়িল নিঃশ্বাস ।
হেরি হেরি ঘুরি ঘুরি ঝুরি ঝুরি আঁখি
উদাস নিশ্বাস শ্বাস[২৩] কল্পনা উপেক্ষি ।
কন্যার বদন হেরি মেলিয়া নয়ান
সিদ্ধান্তের লেশমাত্র না ছিল বয়ান ।
কুমারী দেখিল মুখে না কহে বচন
আর এক মায়া প্রপঞ্চ করিল রচন ।[২৪]

---

১৭. প্রকারিল প্রাচীন প্রকার প্রকৃতি—গ. প্রকারএ প্রকৃতি—ঘ. হুঙ্কারে করি দিব—ক. ১৮. যেই আছে যথাত তথা তোকে—গ.ঘ.

১৯. বয়স—গ. ২০. খেট—গ. ২১. তোমার অধিক কাজে—ক. কিবা তোমা অংশে থাকে—গ. ২২. স্বামী করিয়াছে কিবা নতু অকুমারী—গ.ঘ.

২৩. ক্ষেণে ক্ষেণে মেলে আঁখি—প.ঘ. ২৪. আর প্রপঞ্চনা করি কত কহিল কথন—ঘ.

কহিতে লাগিল কন্যা শুন যুবরাজ
বচন সমান ধন নাহি তনু মাঝ।
তরুলতা পশুপক্ষী জীব সবে ধরে
মনুষ্য জীবনে সুখ বচনের তরে।
বৃষের জিহ্বাএ যদি বচন বসিত
মনুষ্য অন্যায় করি কেমতে চষিত।
না খাএ কাহার অন্ন না পিন্দে বসন
বাপ মাএ না বেচিল ধনের কারণ।
মনুষ্যে বেচএ তারে মনুষ্যেহ কিনে
এমত অন্যায় সব কথায় গিয়া জিনে।
তরুলতাতৃণের থাকিত যদি বাক্
কিমতে মনুষ্য সবে কাটিত তাহাক।
অগ্রপত্র বীজ তার কিমতে খাইত
তখনে রাজার দোহাই সবে দিত।
সে সকল আত্মা সব বিধির নির্মিত
আত্মা সবে সে সব না হিংসে কদাচিত।
সেসবে আত্মাকে চাহে করিতে অন্যায়
হেন বুধ বুলিবেক কিমত সভায়।
বচন কহিতে যদি থাকিত ভারতী
কেমতে খাইত নরে পশুপক্ষী জাতি।
কেমতে ধরিত মীন হীন জলচর
তখনে যাইত ধাই নৃপতি গোচর।
মনুষ্য জিহ্বাএ যদি না হইত বচন
কেমতে হইত উক্তি যুক্তি বিরচন।[২৫]
রাজাগণে কেমতে করিত রাজ্যকাজ
পাত্রগণে কেমতে ধরিত রাজধ্বজ।[২৬]
পণ্ডিতে কেমতে শাস্ত্র করিত প্রকট
কেমতে শিষ্যকে গুরু দেখাইত বাট।

---

২৫. যুক্তি বিবরণ—ক. ২৬. রাজধার্য—গ. ঘ.

জাতিকুল কেমতে হইত ভেদভিন
কেমতে হইত গুরু আর শিষ্য চিন।
না করিত কর্মক্রিয়া না অর্জিত শস্য
রাজাপ্রজা না থাকিত, না হৈত রাজস্ব।
না হৈত ন্যায় অন্যায় না হৈত ভেদাভেদ
পশুবৎ হৈত সব জ্ঞান পরিচ্ছেদ।
কুম্ভকার কারুকর্ম[২৭] তবে না থাকিত
অবচনে কৃষি ক্ষেতি কেবা শিখাইত।
কোন কর্ম নহে বিনে কর্মকার অস্ত্র
তন্ত্রবিনে হৈত সব বিবসন বস্ত্র।
রজক নাপিত তন্ত্রী সব না থাকিত
যাবন্ত ব্যবসা ভাব কিছু না হইত।
না হৈত কৃষাণ নাপিত বিনে লোকে
ধন বিহীন দেশে কি কার্য রাজাকে।
না থাকিত গুণজ্ঞান হিত অবহিত
পশুবৎ হৈত লোক সর্ব বিবর্জিত।
বচন অভাবে তাতে কথ হৈত আর
বচন প্রভাবে হএ যাবন্ত বিচার।
অন্ধকার ঘটে প্রাণ ধন্ধকার রূপে
দীপ্তিময় করিয়াছে বচনের দীপে।
সে বচন পরিষ্কার যে কহিতে জানে
জ্ঞানবন্ত হেন তারে লোকসব মানে।
বচন না বুঝে যেবা কহিতে না জানে
অমূরখ হেন কহে তাকে সভাগণে।
বচন কহিলে সত্য কহে ধর্মশীল
চপল কহিলে কহে অধর্ম কুটিল।
বচন বিষএ পাত্র রোগ পরিচয়
চিকিৎসিতে নারে যার রোগ অনির্ণয়।

২৭. কর্মকার—গ. ঘ

এমত বচন তুহ্মি রাখিয়াছ মনে
আহ্মাতে না কহ সত্য কিসের কারণে।
সত্য করি কহ যদি আহ্মার বিদিত
অবশ্য চিন্তিব তোহ্মা বাঞ্ছাপূর্ণ হিত।

।। প্রস্তাব ।।

শুন শুন আর এক মোর বাক্যালাপ
ইউনান শহরের এক গত পরস্তাব।
সে নগরে ছিল এক নৃপ বলবন্ত
সপ্তখণ্ড ক্ষিতি বলে শাসিল যাবন্ত।
ইস্কান্দর নাম তার ত্রিখণ্ডের জিৎ[১]
সোলেমান সম কিবা দ্বিতীয় বর্জিত।
আছিল দুহিতা তার জগত মোহিতা
গন্ধর্ব জিনিয়া রামা অপ্সরা জিতা।
রূপে অপরূপ সেই পরম সুন্দরী
নবীন যৌবনী বালা অনিন্দ্য কুমারী।[২]
তেরচ নয়ানে হেরি হরে সব জীব[৩]
অধর অমৃতে চেত পাএ সব শিব।[৪]
হাসিতে খসএ তার তড়িতের ছটা
কুঞ্চল চঞ্চল তরতরি মর্ম ঘাটা।[৫]
চলিতে চপলা পথ বিপুল পুলকি[৬]
লবণ লাবণ্যে পুলা ঝলকে মলকি।
কামমোহে কামিনী মুনির মায়াবতী
বিমলিনী কমলিনী নির্মল যুবতী।
অঙ্গভঙ্গে অনঙ্গে পড়এ উড়িপড়ি
মন্মথে কুসুমশর মারে পরিহরি।

১. ট্রিকন্দেরজিত—ক. সিকান্দর—গ. ঘ. ২. কিবাজিনি বিদ্যাধরী—গ. অবলা কুমারী—ঘ. ৩. ভবজিতা—গ. ৪. জিত করে সবসিতা—ঘ. ৫. জ্ঞান তড়িতের ঘটা—গ. ৬. কালা বিফল পলকি—ঘ. যেন ফুলকে ফুলকি—গ.

মৃগাক্ষ পূর্ণিমা ইন্দু অরুণ অধরী
পরিতোষী মিষ্টভাষী করুণা মাধুরী।
ঝলক পুলক অঙ্গ অলক কেশরী
মাতৃপিতৃ প্রাণধিক জীবন দোসরী।
পিতার দুহিতা বিনে আন নাহি গতি
সুতা বিনে মনে তার নাহি আর মতি।
সর্বক্ষণ তোষে পিতা দিয়া বহুধন
বস্ত্র অলঙ্কার আর রজত কাঞ্চন।
মুক্তা মণি মাণিক্য প্রবাল ভারে ভার
সুতাকে দেঅন্ত পিতা খেলাইতে তার।
নানান অপূর্ব বস্তু আনিয়া রাজন
কন্যার অগ্রেত দিয়া তোষে সর্বক্ষণ।
কন্যার ইঙ্গিত রাজা আজ্ঞা পরিমাণি
যেই ক্ষণে যেই চাহে সেই দেয় আনি।
অন্যে অন্যে আনি আনি চাহে বা না চাহে
দিয়া পরিতোষ করে কি কহিব তাহে।

। রাজকন্যার অনুরাগ ।

আর দিন উদ্যানে যাইতে সেই কন্যা
সাধ মনে করিলেক রূপেগুণে ধন্যা।
নৃপতির বহুতর আছিল উদ্যান
সে সকল উদ্যান কন্যাক দিল দান।
তাহাত উদ্যান এক অতি রম্যস্থান[৭]
নিন্দিয়া অমরাপুরী স্বর্গের সমান।
রজতের কোঠা করিয়াছে চারিভিতে
কাঞ্চন বিচিত্র চিত্র পবিত্র চরিতে।
সুবর্ণ প্রাসাদ টঙ্গী নির্মি তার মাঝ
হীরা মণি মাণিক্য রচিয়া কৈল সাজ।

৭. তিন অতি বিলক্ষণ—খ.

নিশিযোগে আসি যেন পূর্ণিমার শশী
জগত উঝলা করে তিমির বিনাশী।
তেনমতে যেহেন শতেক নিশাপতি
প্রতি গৃহে দীপ্তিমান মাণিক্যের জুতি।
ফটিক গঠিত বাটি রঙ্গিম উদ্যান
নীলমণি দিল আনি প্রতি স্থানে স্থান।
মন্দিরে আঙিনা যথ উদ্যানের মাঝ
নিশিকালে দিউটি দীপের নাহি কাজ।
সূর্য জুতি জিনি মণি মাণিক্যের জুতি
সূর্য জিনি জুতি হএ উদ্যানের ক্ষেতি।
তরুলতা ফল মূল পুষ্প বহুতর
নানা বৃক্ষ নানা ভাতি দেখিতে সুন্দর।
যথা তথা দিঠি যাএ দেখি মনুহর
নানা ফুলে নানা গন্ধ সরল সুন্দর।
ফলের সুগন্ধি পাই পুষ্পের সৌরভ
ভ্রমরাএ নানা ভাতি করে নানা রব।
স্থানে স্থানে সরোবর পবিত্র নির্ম্মাণ
রজত কাঞ্চনে বান্ধা ঘাট স্থানে স্থান।
শীতল বিমল জল পবিত্র নির্ম্মল
শতদল কমল বিমল রত্ন ফল।
হংস চক্রবাক আদি নানা বিহঙ্গম
সেই বৃন্দাবনে কন্যা করএ বিশ্রাম।
চারিভিতে গৌরবেত বিকশিত ফুল
সুবর্ণ থাপরে থোপা জিনিয়া বহুল।
কনক চম্পক তাতে অনেক শোভিছে
চারিপাশে ভ্রমি ভ্রমি ভ্রমরা লোভিছে।
টঙ্গী সব রঙ্গিমা সুরঙ্গ মনুরমা
তার জলে জলচরে চরে মধুরমা।
দুগ্ধ জিনি শ্বেত জল জাতী জিনি গন্ধ
সুস্বাদে সুরস জিনি যেন মকরন্দ।

চারিভিতে সরসীত বিকশিত ফুল
সুবর্ণ ঝরোকা শোভে জিনিয়া বহুল।
কনক চম্পক তাতে অনেক শোভিত।
চারি পাশে ভ্রমি ভ্রমি ভ্রমরা লোভিত।
টঙ্গী সব রঙ্গিম সুবর্ণ মনোরমা
স্বর্ণ সিংহাসন তাতে নাহিক উপমা।
ছুটি ছুটি গুটি গুটি কোটি কোটি তারা
পবিত্র সুবর্ণপুরী বিচিত্র আমরা।
ঠাঁই ঠাঁই চিত্র সব পবিত্র বিচিত্র
মধ্যে মধ্যে বিরাজে কুসুম পাত্রমিত্রে।
নবীন বয়সী কন্যা দেখি এই সব
পক্ষীরব শুনি পাই পুষ্পের সৌরভ।
আলোকি আলোকি তাহা ত্রিলোক মোহিনী
হরিষে হরীশ ভূষি[৮] বদন রোহিনী।
রঙ্গে রঙ্গ করি সব নব নব নারী
বিহারে কৌতুকে কাব্য নেহারে নেহারি।
প্রতি সপ্ত দিবসেত নৃপতি আদেশ
তিনদিন সে তিন উদ্যানে রসে বাস।
দিবানিশি খেলি তথা প্রভাত সমএ
চারিদিন বঞ্চে পিতা মাতার আলএ।
এহিমতে বহি যাএ সপ্তাহ বিলাস
চতুর্বিংশ পক্ষ দুই 'ধিক দশ মাস।
নতুন যৌবন কন্যা নবরস মনা
স্বপ্নেহ না করে কেহ কামের কামনা।
আপনে মোহিয়া কাম আপনেহ রতি।
ভ্রমেহ না করে কাম রতির আরতি।
আর দিন দৈব যোগে বিধির ঘটনে
উদ্যানে যাইতে রঙ্গ হইলেক মনে।

৮. হরিষ হরনিদ্রে হে—গ।

উদ্যানের দ্বারেত নগর খানি বৈসে
সেই পন্থ দিয়া কন্যা উদ্যানে প্রবেশে।
নগরেত আছএ পসার সারি সারি
নানা চিজ বিক্রি করেন্ত নরনারী।
তথাতে আছএ এক বণিক সুন্দর
গড়ি গড়ি জরি সব বেচে অলঙ্কার।
আছএ তাহার পুত্র নতুন যৌবন
তান সম রূপ নাহি এতিন ভুবন।
অমৃতে গড়ল তার নয়ান বয়ান
একে প্রাণ বধে আরে প্রাণ করে দান।
উদ্যানে সমীর ধারা বহে মন্দ মন্দ
তে কারণে ফলে ফুলে সরস সুগন্ধ।
চন্দ্রে সূর্যে পাইল কিঞ্চিত তার জুতি
তে কারণে স্বর্গে থাকি দীপ্তি করে ক্ষেতি
দিবানিশি পরশি বদনে কেশছায়া
রবি শশী একস্থানে দুই বর্ণ কায়া।
তার পদ ত্যাগ করি[৯] সূর্য কোলে করি
দরশএ দ্বিতীয়ার চন্দ্র নাম ধরি।
ঘৃণাএ ত্যাগিয়া সূর্য চরণে আবেশি
দিগন্তরে গিয়া হএ পূর্ণিমা রূপসী।
শরীর লাবণ্য ঘিরি মক্কিকের[১০] ধারা।
একই পর্বতে বহে দুইমত সরা [হ]।
বুঝিল বিধাতা অতি কামাতুর মনে
মর্মেত মথিয়া তাকে গঠিল আপনে।
যার রূপ বিধাতাএ করিল কামনা
কি দিব উপমা তার কি আছে তুলনা।

৯. তার পদ তাল নৈক্ষ্য কোলে সূর্য করি—গ. তার পদ ত্যাগনৈক্ষ—ক.
১০. শরীর লাবণ্য গিরি মাক্কিকের—ঘ. সরিল লবণ গিরি মাক্কিকের—ঘ.
সরিল লবণ গিরি মান্দিকের—ক.

তার রূপ দেখি সূর্য ভূমিতে লুকাএ
তার রূপগুণ শুনি ইস্রুফ বিকাএ।
তার রূপ দেখি লাজে পলাএ চপলা
তাপ রূপ চন্দ্রের হৃদয় কৈল কালা।
তার রূপে ধাই দীপে দহিল পতঙ্গ
তার রূপে ধাই কাম হইল অনঙ্গ।
তার রূপে কমল পাইল বিমলতা
তার রূপে সর্করা হইল মিষ্টযুতা
তার রূপে লবণাম্বু লবণে ভরিল
তার রূপে বিন্দু সিন্ধু জীবন পূরিল।
তার রূপে স্বর্গে সদা করে প্রদক্ষিণ
তার রূপে মর্ত্য হই চরণেত লীন।
তার রূপে অমৃতেত মৃতে পাএ জীব[১১]
তার রূপে পঞ্চমুখে স্মরে সদাশিব।
স্বর্গ মর্ত্য না দেখি জনম অবধি
হেন অপরূপ রূপ নির্মিয়াছে বিধি।
কি কহিতে পারি তার রূপের বাখান
রহিল 'নিরূপ' তার রূপে আচ্ছাদান।
নৈরূপ দর্পণে সেহি দর্পণ কল্পন।
অনঙ্গে করিল অঙ্গ তাতে সমর্পণ।
রাজকন্যা চতুর্দোলে যাইতে উদ্যানে
দৈবগতি উপস্থিত হৈল সেই স্থানে।
মণ্ডল বাতাস এক আসি আচম্বিত
দোলার আচ্ছাদন বস্ত্র কৈল একভিত।
রাজকন্যা দেখি সেই রূপরেখা লীলা
আচম্বিত মূর্ছাগত হইল অবলা।
অচেতন পড়িল তবে বচন নাহি কহে
উর্ধ্ব শোয়াস মাত্র[১২] ঘনঘন বহে।

১১. তাহার দর্শনে মৃতে ফিরে পাএ জীব—ক.
১২. কি হৈল কি হৈল বলি সবে কএ—খ.

ধাত্রি সব ধাই দাসী সব আসি
শব্দহীন তব্ধ দেখি হইল হুতাশী।
উদ্যানে নিলেক দোলা তুরিত করিয়া
পালঙ্কে সোতাইল নিয়া সকলে ধরিয়া।
অপদেব দৃষ্টি মন্ত্র পড়ে কোনজন,
কোনজনে করে শিরে তৈল বিবর্ষণ।
ধমনী ধরিয়া কেহ করএ বিচার
রোগ পরিমাণি কেহ নারে কহিবার।
অনেক বিলম্বে যদি নয়ান মেলিল
সবে মিলি অতি যত্নে পুছিতে লাগিল।[১৩]
কিহৈল কিহৈল তোর পুছিল বচন[১৪]
উত্তর না দিলা কেনে ছিলা অচেতন।
কন্যা বোলে শিরে ব্যথা আছিল আহ্মার
তেকারণে সিদ্ধান্ত নারিল কহিবার।
অখনেহ ভাল নহে আলসিত মতি
ইচ্ছা নাই কার সনে কহিতে ভারতী।
তুহ্মি সব যার যেই স্থানে চলি যাও
পাশে বসে থাউক ক্ষেণেক ধাত্রি মাও।
এথ শুনি দাসীগণে গেলেন্ত অন্তরে
তৃতীয় বর্জিত ধাত্রি রহিল গোচরে।
নির্ণয় না বুঝে ধাই না বুঝে চরিত
না পুছে মনের ভয় হৈলা বিস্মিত।
বুঝিয়া না বুঝেন ধাত্রি বুঝিয়া বিষয়
না কহে মনের কথা ধন্ধ অতিশয়।
পরিণাম বুঝি ধাত্রি নহে অগ্রগণ্য
যার সেই নিঃশব্দে রহিছে অন্য অন্য।

১৩-১৪. মিনতি করিয়া সবে পুছিল কিঞ্চিত—ঘ.
দোলামধ্যে কিসকে পড়িলা আচম্বিত
ঘূর্ণিপরবত হইয়া আছিলা ঘূর্ণিত-গ.

বিরহ বিচ্ছেদ আর মদন দহনা[১৫]
মুখেতে না আইসে বাক্য অবলা অঙ্গনা।[১৬]
আকুল বিকুল বালা সকল শরীর
চিত্ত দহে বিরহে নয়নে বহে নীর।
ধাঞিহ না পুছে বাক্য সঙ্কোচিয়া মনে
রাজকন্যা মন কথা না কহে আপনে।
এহিমতে নিঃশব্দে আছিল দুইজন
ভাবিতে লাগিল ধাঞি নিজ মনে মন।
সর্বশাস্ত্র বিশারদ যুক্তি অনুসারী
সুচরিতা বৃদ্ধনারী যুক্তি অতি সারি।
আহা বিধি ই কোন্ ঘটিল পরমাদ
আচম্বিতে হৈল কোন কন্যার প্রমাদ।
ধনের অভাব নাই রাজার কুমারী
মনস্কাম পূর্ণ নহে এই অকুমারী।
যেই চাহে সেই অন্ন ভাণ্ডারে তাহার[১৭]
অনিবৃত্ত নাহি কিছু ভবের মাঝার।
বুঝিল মদন বাণে হইছে বেদন[১৮]
লজ্জাএ না কহে হেন লএ মোর মন।
শঙ্কা পরিহরি ধাঞি পুছিল বচন[১৯]
প্রেমের অঙ্কুর হেন লএ মোর মন।[২০]
শুন কন্যা মুঞি সে জনম অভাগিনী
পতিপুত্র-অভাগী হইলুঁ তোহ্মার অধীনী।
আত্মরস পয়ো যেবা ভোগাইল তোক
বিসর্জিল পতিপুত্র ইষ্টমিত্র লোক।
সর্বত্রে ছাড়িয়া হইলুঁ তোহ্মার দাসী
তপজপ ছাড়ি হৈলুঁ তোর প্রতিয়াশী।

১৫. বিরহ দাহনা আর বিচ্ছেদ বেদনা—ক. অবলা অঙ্গনা—গ.
১৬. বুকেত বেদনা-ক. বিচ্ছেদ দহনা—গ.
১৭. যেই সাধ করে সেই প্রস্তুত তার-গ. ঘ. ১৮ বিনি সম্প্রদান তান না হৈল বেদন—গঘ.
১৯. কালএ বেদনা হেন ভাবি মনে মন—ক. কন্যা পরিহরি ধাঞি করে নিবেদন—ক.

যৌবন সমএ নিজ পত্তি ত্যাগ করি
হইনুঁ বহুল আশে তোর পরিচারি।
যৌবন জীবন নাশ হৈল তোর পাশে
হেরিয়া বদন তোর আছিলুঁ হরিষে।
তোহর যৌবন হৈল পূরিত সমএ[২১]
সম্বরিতে মোহর আশা-বৃক্ষ ক্ষএ[২২]।
কেনে বা দারুণ যমে পাসরিল মোরে
আচম্বিতে বজ্র কেনে না পড়িল শিরে।
কেনে বা জিয়াইল বিধি মুঞি হেন পাপী
কন্যার কারণে মুঞি হইনুম তাপী।[২৩]
আশার তরুতে মোর না ধরিল[২৪] ফল
আশার সমুদ্র মধ্যে শুখাইল জল।
আশার অমৃত মোর গরল মাখিল
আশার কর্মেত মোর নৈরাশা লিখিল।
তুহ্মি বিনে অন্য আশা নাহিক আহ্মার
অন্যভাব ভিন্নভাব চিত্তেত তোহ্মার।
তুহ্মি সে বাঞ্ছিত ধন তুহ্মি সে সঞ্চিত
তুহ্মি বিনে ধন প্রাণ সকল বর্জিত।
তুহ্মি যদি সরসে পূরিয়া কহ বাত
তুহ্মি সে স্মরিলে সপ্তস্বর্গ পাই হাত।
তুহ্মি যদি বিরসে চাহ এক পল
ভুবন[২৫] জীবন মোর সমস্ত বিফল।
জীবন সাফল মোর তোহ্মার হরিষে
তুহ্মি বিনে বিফল জীবনে সাধ কিসে।
কিজানি কর্মের দোষ মোর উপস্থিত
কোন অপরাধ কৈল তোহর বিদিত।

২১. সবেশে—ক. ২২. প্রতিশেষে—ক. প্রতিক্ষএ—ঘ. ২৩. শিশুকালে অশেষ করিল মনস্তাপী—গ. ঘ. ২৪. ঝরিবেক—ক. ২৫. ভোজন গ. ঘ.

অবচন বদনে[২৬] শোচন অবিশ্রাম
মোহতে কপট করি কৈলা কোন্ কাম।
স্নেহ জানি কহিবারে পারি সে সকল
যেইজন্য মন তোর আকুল বিকল।
কুলবতী বালা তুহ্মি অবলা কামিনী
না বুঝি বিহিত হিত নতুন যৌবনী।
খাইছ প্রেমের বাণ হৃদয়ে আপনা
মোর তরে কোন হেতু কর প্রপঞ্চনা।
প্রেম বিনে জন্ম নাহি প্রেম বিনে কর্ম
প্রেম বিনে সংকোচ লাজ প্রেম ক্রমে ধর্ম।
তোর মাতাপিতা যদি না করিত প্রেম
তোহর উৎপত্তি ভাব হৈত কোন কর্ম।[২৭]
দেখহ আদম আদি অদ্যাবধি নর
প্রেম বিনে কে কথা জন্মিল স্বতন্তর।
প্রেম করি না করিলে পিতাএ মর্দন
অপত্যপ্রেমে কিমতে মাতার হৈত স্তন।
সেই স্তন খাই যার বিদ্যমান কাএ
সেইজনে ছাড়িব প্রেম কিমত উপাএ।
মুঞি বৃদ্ধ নারী দেখি কম্পমান দেহী
লোমাবলী পাকি গেল শ্বেত শিরে কহি।
তথাপি প্রেমের ভাবনা ভাবি মতিছন্ন
দুগ্ধের প্রভাবে[২৮] কেশ পলটিল বর্ণ।
আছিল কাজল বর্ণ কেশ মোর শিরে
নিজবর্ণ তেগিয়া দুগ্ধের বর্ণ ধরে।
হেন প্রেম আহ্মি সেই দুঃখে দুঃখমতি[২৮ক]
আহ্মাতে না কহ কেনে বিস্তারি আরতি।[২৯]
তোর দুঃখে এক পোড়া নিজ দুঃখে আন
সকল জানম মুঞি প্রেম পরিমাণ।

২৬. অবদান অবচন—গ. ২৭. ক্রম—গ. ঘ. ২৮. প্রমাণ—ঘ. ২৮ক. জানি মূঢ়মতি—ঘ.
২৯. ভারতী—গ. কন্যা সে দুঃখ ভারতী—ঘ.

কহ কহ বাঞ্ছিয়াছ কাহার বিপরীতি
দেখিয়া কাহার রূপ বিকল তোর মতি।[৩০]
আহ্মাতে কহিলে কার্য হইব আবশ
যাহাক দেখিলা তাক করি দিমু বশ।
আহ্মি বিনে উপায় রচিবা কোন্ বুদ্ধি
আহ্মি বিনে কে তোর করিব কার্য সিদ্ধি।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল করিয়া অন্বেষ
সত্য কহ সত্য তোর পুরাইব আশ।
দেখিয়া ধাত্রির কৃপা করুণা আশ্বাস
নিজ মনস্কাম কন্যা করিলা প্রকাশ।
শুন ধাত্রি তুহ্মি বিনে কে আছে আহ্মার
শরীর বাড়িল মোর পালনে তোহ্মার।
মাতা হতে 'ধিক মাতা পুষ্প অধিকারী
তোহ্মার গুণের গুণ দিতে নাহি পারি।
শতমুখে বাখানে তোহ্মার যতগুণ
শতেক ভাগের ভাগ হএ শতগুণ।
মন দিয়া শুন কহি মোর নিবেদন
যেইপক্ষী নিরপেক্ষ[৩১] হানিল মদন।
যেক্ষণে আসি আহ্মি উদ্যানের ভিত
বণিক পসার পাশে দোলা উপস্থিত।
যখনে জ'রিয়া সুত দেখিল পসারে
তাহারে দেখিয়া কামে জরিল অন্তরে।
কাম পঞ্চবাণ জরি হানিল আহ্মারে
মকরকেতন[৩১ক] তনু জরোয়ারে মারে।
পুষ্পধনু ধরিয়া সান্ধিয়া পঞ্চবাণ
হৃদয়ে হানিয়া মোরে কৈল খান খান।
সেই অবধি নিরবধি সেই মনে উঠে
উশ্বাস-নিশ্বাস বাণ নিরবধি ফুটে।

৩০. মজিলেক—গ. ঘ. ৩১. মোর হৃদে—ঘ. নিরীহ পক্ষী—গ. ৩১ক. মকরা কতিতা—খ.

সে অবধি নিরবধি দহে মোর চিত্ত
জীবন যৌবন মোর সে বিনে অনিত্য।
সে পুরুষ আনিয়া মিলাও তুরমান
মৃত ঘটে মোহর জীবন কর দান।
সেই বিনে জীবন নাহি ভুবনে আহ্মার
সেই সে জীবন পতি জীবনের সার।
সে বিনে জীবন বৃথা নারিলে আনিতে
তেজিব জীবন মোর তোহ্মার বিদিতে।
ধাত্রি বোলে এ কোন বিষয়ে বোল কথা
অক্ষরে অক্ষরে লাগে কোটি কোটি ব্যথা।
মাতার জীবন তুহ্মি পিতার জীবন
আপনে অবলা তুহ্মি নতুন যৌবন।
শতে শতে নৃপতির তনয় এ কারণে
আইসএ ঘটক তোর পিতা বিদ্যমানে।
অহঙ্কারে পিতৃ তোর না দেয় উত্তর
আহ্মার কন্যার এহি নহে যোগ্য বর।
হেন তুহ্মি উত্তম উত্তমজন সুতা
অধম বণিক সুত হইলা বাঞ্ছিতা।
উত্তমের উত্তম উত্তমযোগ্য বর
মানীর সম্মান হএ প্রাণের দোসর।
মানীপ্রাণ বিসর্জিয়া আজি নিজ মান
রাজকন্যা হৈয়া কেনে বাঞ্ছিলা অসম্মান।
কন্যা বোলে প্রেম শাস্ত্রে নাই ব্যবহার
উত্তম অধম জাতি করিতে বিচার।
চলি যাও দূরেত না কর কদর্থনা [৩২]
বিরলে জীবন মুঞি ত্যাগিব আপনা।
ধাত্রি যদি শুনিল কঠোর কটু কথা
দেখিল কহিতে বাড়ে শতগুণে ব্যথা।

৩২. কদাচনা—ক. দর্শন—ঘ. কদস্তানা—খ.

জানিল প্রেমের নাহি লাজ জাতিকুল
হিত বুঝাইতে দোষ বাড়এ বহুল।
হিতাহিত গীত যথ পরিত্যাগ
গাহিবারে লাগিল প্রেম পঞ্চ[৩৩] রাগ।
স্থির হও স্থির হও রাজার কুমারী
স্বর্গের দেবতা আহ্মি মিলাইতে পারি।
কি বড় অসাধ্য কর্ম নগরুয়া লোক
শীঘ্র ঘটাইব আহ্মি না বাসিঅ শোক।
আসিব উন্মাদ হই তোহর অন্বেষে
সে কুমারে নয়ানে দেখিলে যদি সে।
দেবেহ লোভএ তোরে কেমতে রহে নরে
নতুন যৌবন বালারে শীতল করে।
এথ শুনি কন্যাএ সন্তোষ হৈল মন
চল্লিশ মাণিক্য দিল ধাত্রিক তখন।
দারুণ ধনের লোভে কি-না করে নরে
লহু তনু ধনধার শিরোধার্য করে।
যাবৎ জীবন ধন থাকে কণ্ঠ দেশে
ধন বিনে কে কথায় বঞ্চে অন্যপাশে[৩৩]।
ধন পাই ধাত্রি বহু হইল লজ্জিত
ধন লোভে হৈল কুল লাজে বিবর্জিত।
তখনে ধাইয়া গেল বৈদ্য বিদ্যমান
জ্ঞান-লক্ষ্মী ওষুধ আনিল তুরমান।
প্রেমের মদন ভাবোদয় অচেতন[৩৪]
আনিল ওষুধ যথ বটিকা তখন।
লৈলে তাহার ওষুধ জ্ঞান নাহি হরে
অতি ঘোর অচেতন শীঘ্র চেত করে।
সে বটিকা আনিয়া কন্যার হস্তে দিল
বাখানি বটিকা-গুণ বিবরি কহিল।

৩৩. পঞ্চ—গ. ঙ ৩৩. অন্নপাশে—ক. অন্বেষে—ঘ. ৩৪. মদন প্রমাদ ইরা অবেত চেতন—গ. ঙ. মদন প্রমাদ হইল আছে অচেতন—ঘ.

তুহ্মি আহ্মি যাইব কুমার দরশিতে
জ্ঞানহীন নহে যে রহিবা[35] সাবহিতে।
নতুবা তথাতে যদি পড়হ মুর্ছিতে
গোপ্ত তোর ব্যক্ত হৈব লোকের বিদিত।
এ বুলি মলিন বস্ত্র আনি জীর্ণ বাস
পরিধান করিবারে দিল কন্যা পাশ।
ধাত্রিহ মলিন বস্ত্র পরিধান করি
বেশ পলটিয়া চলে সহিতে কুমারী।
ক্রয় ছলে বণিকের পসারেত গিয়া
মাগিলেক অলঙ্কার বহু ধন দিয়া।
আঁখিমাত্র বেকত গোপত সব তনু
মেঘের অন্তরে যেন ঘন ছুটে[36] ভানু।
বণিকে আনিয়া দেয় যথ অলঙ্কার
বোলে ভাল নহে এহি আন দেখি আর।
আর বর্ণ দেখাইল আনিয়া বণিক
এহি নহে আন দেখি আর উপাধিক।
সেহ মন্দ বুলি নিন্দে কহে নহি নহি
এতধিক উপাধিক আর আন চাহি।
যেই চাহে সেই বোলে এহি নহে ভাল
ধনদিয়া নাহি কেনে বিলম্ব করে কাল।
ধন ফিরি নাহি নেয় খরিদ নাহি করে
বচাবচ করে রূপ দেখিতে অন্তরে।
শতদ্রব্য মূল্য করে এক নাহি কিনে
পরিহাস্যে নিন্দা করে বচনে রচনে।
রুষিল জরিয়া সুত দেখি কাল ক্ষএ
বিকি কিনি নাহি হএ দুইর বিষএ।
পসারের দ্বার জুড়ি আছএ বসিয়া
তেকারণে কটু মুখে কহিল রুষিয়া।

৩৫. ঘৃণ্যাগুণ তাহার লইবা—গ. ধেন্যামূলে তাহার লইব শবরিতে—ঘ.
৩৬. ছেদ—ক. ছাদ—গ. ঙ.

দূর হও দূর হও উঠাই নেও ধন[৩৭]
অন্যস্থানে ক্রয় কর তুহ্মি দুইজন।
কটু বাণী শুনি ধাত্রি কন্যা ভিতে চাএ
ঠারিয়া কহিল এবে কার্য নাহি রএ।
কন্যা চলে ছল করি ঘুচাইয়া বাস
বর্ণ দরশাএ মুক্ত করি এক পাশ।
কন্যাএ দেখাএ ছলে টানিয়া বসন
এক আঁখি অর্ধ অঙ্গ আর এক স্তন।
ধন ছাড়ি রাজবাড়ী উদ্দেশি চলিল
বর্ণ দেখি ছন্ন হই ঘুমিয়া পড়িল।
জরিয়া পড়িয়া রহে পীড়িয়া মদন
ইষ্ট মিত্রে বেড়িয়া ধরিল ততক্ষণ।
কি হৈল কি হৈল রোগ হৈল কোন ব্যথা
পুনি পুনি জিজ্ঞাসিল না কহিল কথা।
কেহ স্থির করিতে না পারে তার রোগ
সব্য নাহি ভব্য নাহি দৈব পরিযোগ।
ইষ্টমিত্র পরিজনে পরিযত্ন করি
একত্র হইয়া সবে নিল তারে পূরী।
আছিল পণ্ডিত সেই বণিক বণিতা
নবীন যৌবন সেই নব বিবাহিতা।
সর্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত প্রচুর
পারগ সর্বজ্ঞ বিজ্ঞ সুচারু চতুর।
দেখিয়া স্বামীর গতি মন্দ মন্দ স্বরে
কহিলা যাইতে সব মন্দির বাহিরে।
কোন হেতু স্বামীর হইল হেন গতি
আমি গিয়া পরিক্ষিব আপনার পতি।
এথ শুনি যথ জন আছিলেক ঘরে
অন্তপুরী ছাড়ি সবে আসিল বাহিরে।

৩৭. উঠ এথা হনে—ঘ.

স্বামী অচেতন দেখি বসিয়া রমণী
প্রথমে পরীক্ষে রোগ ধরিয়া ধমনী।
নাড়ী হেরি রোগ যদি না হৈল উদয়
জানিল মদন বাণ ফুটিল হৃদয়।
উরে শির রাখিয়া মুখেত রাখি কর
সাদরে গঞ্জনা করে শুনরে বর্বর।
জানিল জানিল তোর বৃত্তান্ত সকল
কামুক মনে হইলা আকুল বিকল।
কোন্ রূপবতী রূপ দেখি কোন্ স্থানে
পাসরিয়া আপনে রহিলা অচেতনে।
আম্মার সমান আছে কেমন যুবতী
স্বর্গে কি পাতালে কিবা আছে এই ক্ষিতি।
সত্য করি তত্ত্ব কথা কহ মোর পাশ
শীঘ্রে আনি দিব তোকে করিয়া অন্বেষ।[৩৮]
নারীর পিরীতি বাণী অমৃতের ধার
কর্ণপথে হইলেক জীবন সঞ্চার।
রুদিত মুদিত আক্ষি মেলি ধীরে ধীরে
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহে গদগদ স্বরে।
শুন প্রিয়া আহ্মি ছিল পসারেত বসি
নিত্য মত ছিল আহ্মি পসার আবেশী।
হেনকালে দুই নারী আসি কোথা হতে
পসারে রাখিল ধন বসিল সাক্ষাতে।
নানা অলঙ্কার মো'তে কিনিবারে চাহে
সাক্ষাতে আনিয়াছিলে কহে ভাল নহে।
এহা হতে ভাল দেখি আন দেখি আর
এহি মতে নিন্দিয়া ফিরাএ বারেবার।
কাল ক্ষয় করএ না কিনে অলঙ্কার
উপহাস্য নিন্দাবাক্য কহে বারেবার।

৩৮. অন্নাস—গ.

অতি জীর্ণ বসন মলিন পরিধান
অধমের দাসী হেন করি মনে জ্ঞান।
কটু মুখে অবস্বর[৩৯] বচন কহিল
এক নারী আন নারী ভিতে নিরক্ষিল।
সে নারীএ নারী কর্ণে কি কহিল ভেদ
কহিল যাইতে করি ধন পরিচ্ছেদ।
অলঙ্কার না নিল না নিল তুলি ধন
টানিয়া উলটি দিল অঙ্গের বসন।
উলটাই বসন দেখাইল অর্ধ অঙ্গ
শূন্য তনু থুই মোর প্রাণি নিল সঙ্গ।
সেই হনে মোর তনু মদন সন্ধানে
লইয়া কুসুম্ব ধনু হানে পঞ্চবাণে।
সেই বিচ্ছেদের শরে হানে মোর হিয়া
বিরহ আনল উঠে দহিয়া দহিয়া।
কন্যা বোলে সেই নারী সামান্য না হএ
ধন ত্যাগি যাএ অলঙ্কার নাহি লএ।
বসন টানিয়া ছলে দেখাইল তনু
ফুকিয়া জ্বালিয়া দিল মদন কৃষাণু।
রাজার কুমারী সেই এই ধাত্রি তার
সাজিয়াছে অপরূপে রূপেত তোহ্মার।
সে হএ না হএ কিবা চাহ পরীক্ষিয়া
উদ্যানের চারি ভিতে ভ্রম নিরক্ষিয়া।
প্রাচীর অন্তরে আছে প্রাসাদ নির্মাণ
তাহার মধ্যেত আছে অতি রম্য স্থান[৪০]।
তোর রূপে তার মতি মজি যদি থাকে
অবশ্য তথাতে বসি নেহারে তোহ্মাকে।
তোহ্মাকে দেখিয়া করে কোন্ কোন্ কাজ
সাবধানে চাহিয়া রাখিবা চিত্ত মাঝ।

৩৯. অবসর—ক. অলসব—ঙ. ৪০. অতুলিত বিরঞ্জিত স্থান—ক. আছে এক বিচিত্র যে স্থান—গ. ঙ.

তার পাছে আহ্মাকে কহিবা আদি অন্ত
রচিব উপায় আহ্মি তাহার যাবন্ত।
এথ শুনি কুমারের হৈল কৌতূহল
শুনিয়া উপায় পাএ শরীরেত বল।
নারীর বচন শুনি পরম হরিষে
চলি গেলা তুরমানে উদ্যান উদ্দেশে।
এথা রাজকন্যা বসি প্রাসাদ অন্তর
চিকের গবাক্ষে হেরি থাকে নিরন্তর।
হেন কালে জরিয়া-নন্দন উপস্থিত
দেখিয়া কন্যার মতি অতি হরষিত।
নিকলিয়া দর্শন দিলেক তুরমান
রক্তবর্ণ বসন করিয়া পরিধান।
বসনে ঢাকিয়া অঙ্গ দিল দরশন
সাক্ষাতে আসিয়া দূর করিল বসন।
পুনি শির ঢাকিয়া বুকেতু হরি চীর
পুনি বুক বসনে ঢাকিয়া ধীরে ধীর।
পুনি গৃহে গিয়া পুনি আইল বিদ্যমান
কাজল বরণ বস্ত্র করি পরিধান।
হস্তের দর্পণ লই বাহিরে আসিল
দেখাই দর্পণ মুখ পৃষ্ঠ দেখাইল।
পুনি গৃহে প্রবেশিয়া জল ঝারি আনি
কুমার গোচরে ঢালি ফেলাইল পুনি।
সূচী এক হস্তেত লইয়া দেখাইল
পুনরপি ফিরিয়া মন্দিরে প্রবেশিল।
পূর্ণবার আসিয়া দেখাইল পুষ্পহার
আরবার পশিল মন্দিরে আপনার।
আরবার নিকালিয়া দিল দরশন
ভূমি দিয়া পুনি গৃহে করিল গমন।
প্রাচীর মাঝারে গিয়া রুধিল কপাট
ধন্ধরূপে কুমার আছিল মধ্যবাট।

ডাণ্ডাইয়া অপেক্ষা করিল বহুতর
না দেখি চলিয়া গেল আপনার ঘর।
গৃহে গিয়া দেখিলেক আপনার নারী
প্রভুনাম জপে বহু ভক্তি অনুসারী।
জপ সাঙ্গ করি নারী স্বামী তরে আসি
পুছিলেক বহুল গৌরব মনে বাসি।
কহ কহ সত্য নি দেখিলা সেই নারী
অন্যজন হএ কিবা নৃপতি কুমারী।
জ'রিয়া বুলিল সত্য বচন তোহ্মার,
নৃপতি নন্দিনী চিত্ত হরিল আহ্মার।
নারী বোলে তোহ্মারে দেখিয়া কি করিল
কোনমতে দেখা দিয়া কিবা আচরিল।
কুমারে যে মতে আদ্যেত দেখা পাইল
পুনি পুনি আসি-যাই যে মত করিল।
যুবকে কহিল সব যুবতীর পাশ
স্নেহভাবে যুবতীর পুন পুন হাস।
স্বামীক কহিল নারী না চিন্তহ আর
মনুরথ কার্য সিদ্ধি হইব তোহ্মার।
তবে নি বুঝিলা তার ক্রিয়া বিধি মর্ম
বারে বারে গতাগতে কৈল যেই কর্ম।
কুমারে বোলএ আহ্মি বুঝিতে নারিল
পুনি পুনি আসি-যাই যথ আচরিল।
একমাত্র জানিলাম হৈল দরশন
অপরূপ রূপ দেখি ধন্ধ ছিল মন।
যুবতী কহিল তোকে কহিল বিধান
রক্তবর্ণ বসন করিয়া পরিধান।
যে অবধি তোর প্রেম আনলে দহিল
বিচ্ছেদ-প্রেম-কূপে[৪০] মজিয়া রহিল।

৪০. হৃদয় রক্তের কূপে—খ.

সেই যে শিরের আসি ঘুচাইল বাস
আপনার অবিনয় করিল প্রকাশ[৪১]।
তোর প্রেমে যদি মোর কাটা যাএ মাথা
তথাপি প্রেম ছাড়ি না হইব অন্যথা।
বস্ত্র চুরি করিয়া যে বুক দেখাইল
সে অবধি প্রেম-রসে হৃদয় দহিল।
বাণের আনলে চিত্ত দহি দহি ওঠে
আশ্বাস নিঃশ্বাস বাস পুনি পুনি ফুটে
পুনি যে কাজল বর্ণ বসন ধরিল
যাইতে রজনী যোগে আদেশ করিল।
দেখাই দর্পণ মুখ পৃষ্ঠ দেখাইল
নিশাকর অস্তগতে যাইতে কহিল।
সেই যে ঝারি আনি ঢালি গেল জল
পন্থের বৃত্তান্ত সব কহিল সকল।
নৃপতির চর সব থাকে স্থানে স্থানে
আর মার্গ নাই পুনি সরোবর বিনে।
সূচী দেখাইয়া দিল উপদেশ তার
লোহ যষ্ঠী আর পুরীর মাঝার।
সূচি দেখাইয়া তোরে দিল উপদেশ
কাটিয়া কণ্টক করে করিতে প্রবেশ।
সে যে দেখাইল আনি আনি পুষ্পহার
পুষ্প বনে যাইতে করিল অঙ্গীকার।
পুনি আসি ভ্রমিয়া যে গেলেক বিবর্তিয়া
প্রেম ক্রম-বাট তোক কৈল বুঝাইয়া।
নারীর মুখেত শুনি এমত বচন
জহরী-নন্দন হৈল আনন্দিত মন।
হরিষে-বিষাদে দেবী তিল পল গণি
করিল যথেক যুক্তি পুরুষ রমণী।

৪১. কহিল তোর পাশ—ঘ.

লই যাও কর্কচ করে যষ্টি ছেদিবার
পুষ্প বনে প্রবেশিতে পূর্বে হইও পার।
আর এক বচন করহ অবধান
সহস্রেক রক্ষিগণ ভ্রমএ উদ্যান।
রমণী বুলিল প্রভু শুন মোর কথা
নিশিযোগে আপনি চলিয়া যাও তথা।
চারিদিকে ভ্রমএ নাহিক অবসর
ক্ষেণে ক্ষেণে গতি করে উদ্যান ভিতর।
দৈবগতি যাএ যদি সেই পুষ্প বনে
কদাচিত তোহ্মাকে ধরিলে সেই স্থানে।
একজন ধন দিয়া উদ্যানের মাঝ
বশ করি নিবেদিবা আপনার কাজ।
কহিবা ধর্মের মিত্র আপনি আহ্মার
বিপত্তি সমএ এক কর উপকার।[৪২]
আহ্মার মন্দিরে গিয়া এক ইটা মারি
সজাগ করিয়া গিয়া আইস মোর নারী।
তবে আহ্মি পরিণামে রচিব উপাএ
যাও যাও যে করে সে করে বিধাতা এ
আর শুন না করিঅ বিলম্ব তথাএ
চোরের বিলম্বে কার্য নাহি সর্বদাএ।
সহস্র সহস্র দাসী ধাঞি শতে শতে
সহস্র সহস্র রক্ষী ভ্রমে চারিভিতে।
সে সবে নিভৃতে গেলে যার যেই স্থান[৪৩]
তবে সে বিরলে কন্যা ভ্রমিব উদ্যান।[৪৪]
দেখিও উদ্যানে বহে সুগন্ধি সমীর
মলয়া সমীর তথা বহে ধীরে ধীর।
পুষ্পবনে পুষ্পেত সুগন্ধি আমোদিত
কুহলে কুকিল কুহুকুহু সুললিত।

৪২. করহ উদ্ধার—খ. ৪৩. চলিয়া গেল আপনার ঘরে—ক. ৪৪. নিকলে কন্যা ঘরের বাহিরে—ক.

দিবসের দীর্ঘকালে রজনীর খর্প
সুনিদ্রিত শরীরে কন্দর্প করে দর্প।
এক অঙ্গে বলবন্ত হএ দুই রোগ
একের বিয়োগে ঘটে আনের সম্ভোগ।
কামীকে না পাত্র নিদ্রা নিদ্রাতে যে কাম
হইবে অনেক দোষ করিলে বিশ্রাম।
কদাচিত না হইবা নিদ্রাএ আলসি
সাবধানে অপেক্ষা করিবা তথাএ বসি।
নিদ্রাএ অনেক দোষ জানিবা নিশ্চএ
হেন সব কামে নিদ্রা যুক্ত নাহি হএ।
মোর এহি উপদেশ সর্বথা রাখিও।
আইসেনি তথাতে নিদ্রা নিশ্চয় দেখিও।
সন্ধ্যাকালে কুমার নারীর উপদেশে
বিধিবন্ধে কুসুমের উদ্যানে প্রবেশে।
তথা গিয়া পুষ্পবনে দেখে রম্যস্থান
বিকশিত পুষ্পসব বিবিধ বিধান।
পক্ষী সুললিত শুনি পুষ্পের সৌরভ
উল্লাস বিলাস তনু আলস্য উদ্ভব।[৪৫]
নিদ্রা চোরে নিলেক চেতন করি চুরি
সর্বকার্যে আহার-আলস্য-নিদ্রা বৈরী।
এথা রাজসুতা ছলে শয়ন করিল
যার যেই নিবাসে যাইতে আজ্ঞা দিল।
নিবৃত্ত হইল লোক বিরল ভুবন
খলবল আকুল বিকল ঘনঘন।
গাহএ বিরহ গীত কামাতুর মতি
ধীরে ধীরে উঠিয়া উদ্যানে কৈল গতি।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমি ভ্রমি বিচারে সকল
না দেখি কুমার মতি আকুল বিকল।

৪৫. প্রভাব—ক.

তারপর প্রাচীর কোণেত গিয়া দেখে
নিচিন্তে আছেন্ত পড়ি নিদ্রা যাএ সুখে।
প্রথমে কোলেত করি ধরি দুই কর
মুখ অক্ষি নিরক্ষিল চুম্বিল বহুতর।
জাগাইতে অতি সাধ ছিল মনে মন
পুনি মনে আচরিল নারীর লক্ষণ।
বুলিব কুমারে কন্যা কামাতুর অতি
অধৈর্য সহ্যহীনা জ্ঞানহীন মতি।
লাজ ধৈর্য হারাইল রতিপতি আশে
ধরিয়া জাগাএ বীর রতির আবেশে।
এথ ভাবি নিদ্রা তার না করিল ভঙ্গ
নিবারিল আলিঙ্গন চুম্বন অনঙ্গ।
এহি মতে রজনী করিল অবসান
চলিল নৃপতি সুতা শয়নের স্থান।
চারিখণ্ড নারিকেল বান্ধি তার পাশ
চলি গেল বিনোদিনী করি পরিহাস।
প্রভাত হইল যদি জাগিল কুমার
পুর-বাট ত্রাসিত হইয়া হৈল পার।
ধাই ধাই আপনা মন্দিরে প্রবেশিল
ইষ্টদেব সেবে তথা নারীকে দেখিল।
যুবতী তাহাকে দেখি সেবা ভঙ্গ করি
গঞ্জনা রঞ্জনা করি চতুর নাগরী।
বুলিল পূর্বেত মুঞি বুলিল তোহক
নিদ্রাময় মৃত নিদ্রা বৈসে যমলোক।
নিদ্রা সে মরণ রূপ নিদ্রা সেই কাল
দোহ লোকে নিদ্রাবাদী নিদ্রা সে জঞ্জাল।
নিশাচর নিশিযোগে খাএ ধন-রক্ত
সে জনের যেজন নিদ্রাএ অনুরক্ত।
রসিকের রসসিদ্ধি নিদ্রাতে জাগিয়া
তপসীর তপসিদ্ধি নিদ্রা তেয়াগিয়া।

নিদ্রাদোষে বৃথা হৈল আজিকার রস
যশস্বী[৪৬] পাইল যশ তুহ্মি অপযশ।
শুন মূর্খ[৪৭] নৃপসুতা তোকে আলিঙ্গিল
নয়ানে বয়ানে চুম্ব দশনে ডংশিল।
রঙ্গিম অধরে ক্ষত আনন শোভাকার
দশন মুতির জুতি বিরাজিত আর।
দেখি দেখি মুক্ত কর বসন ভূষণ[৪৮]
তাহাতে বা উপহাস করিছে কেমন।
বস্ত্রমধ্যে পাএ নারিকেল চারি খান
বাহুমূল হতে খসি পড়ে বিদ্যমান।
নারী বোলে রাজকন্যা তোরে উপহাসে
চারিখণ্ড নারিকেল বান্ধি তোর বাসে।
তুহ্মি মূর্খ অচতুর প্রেমে নাহি কাজ
নারিকেল খেল গিয়া গোঁয়ার সমাজ।
নারীর গঞ্জনা শুনি বণিক তনএ
আপনার কর্মদোষ মনেত মানএ।
কপালে অনুশোচ শোচি কর্মে মারে ঘাত
ঘটাইল বিধি নিধি নিল অকস্মাত।
নারী বোলে কি ফল বিগত অনুশোচি
আজুনিশি কর কর্ম মন অভিরুচি।
বিলম্বে যে বিঘটিত কার্য হএ সিদ্ধি
বিঘটিত ঘটনাএ সঘটন শুদ্ধি[৪৯]।
এহি মতে নানামতে করি আলাপনা
সান্ত্বাইল নিজপতি চতুর অঙ্গনা।
দিবস হইল শেষ রজনী প্রবেশ
চলিল কুমার যথা চিত্তের আবেশ।
পুর পার হই গিয়া পুষ্পের উদ্যানে
সাবহিতে সাপক্ষে রহিল সাবধানে।

৪৬. তপস্বী—ঘ. ৪৭. পানমুখে—ক. ৪৮. অঙ্গের বসন—গ. ৪৯. বিঘটিত কার্য নহে তুরিতে যে সিদ্ধি—ক.

পুষ্করণীর তীরে গিয়া কন্যা[৫০] উদ্দেশিয়া
আসিব আসিব মন্ত্র জপএ বসিয়া।
ধৈর্য না ধরএ মতি দর্শন নিকট।
শতেক বরিষ হতে তিলেক বিকট।
হেনকালে ধীরে ধীরে আসিল কুমারী
আচম্বিতে দুইয়ের নয়নে মিলে চারি।[৫১]
চারি চক্ষে নিরীক্ষএ দুই বদন ইন্দু[৫২]
দুই অঙ্গ লবণ যেহেন দুই সিন্ধু।[৫৩]
অধরে অরুণ চারি তরুণ তরুণী
জীবন হারক হারা[৫৪] পরাণ হরিণী।
অন্যে অন্যে দোহানে দোহান দরশিয়া
পড়িল দোহান দোহ পদ পরশিয়া।
মুখে মুখে বুকে বুকে অধরে অধরে
বেড়িয়ে রহিল দোহ প্রেম-চাবি করে।
কাঞ্চনের দুই তরু সুবর্ণ লতা চারি
বেড়িয়া জড়িয়া আছে[৫৫] এক কায়া করি।
কামে হৈল কামদ কামনা করে রতি[৫৬]
রতিরত তনুগত[৫৭] বাঞ্ছএ সুরতি।
কুচকুম্ভ যুগলে ভাসিছে মীনবরে[৫৮]
স্রোতে নিব করিয়া ধরএ বারেবারে।
কিবা কাম সরোবর হতে চাহে পার
কলসী বুকেত লই দিয়াছে সাঞ্চর।
এহি মতে প্রেম বার্তা করে দুইজনে
কামে মগ্ন উদ্বিগ্ন বিঘ্ন নাহি গণে।
দৈবযোগে কোতোয়াল ভ্রমি চারিভিত
আচম্বিতে আসিয়া তথাত উপস্থিত।

৫০. পুষ্পবন কোণে গিয়া তন্ত্রী—গ.ঘ.ঙ. ৫১. নয়ান হৈল চুরি—গ. ঙ. ৫২. বদন দুইজন—ক. ৫৩. দুইজনের দেখাদেখি হইল তখন—ক. ৫৪. হরএ যেন—ঘ. ৫৫. জড়িয়া রহিল দুই—ক. ৫৭. রতিবর অনুমতি—ক. অনুরতি—গ.ঙ. ৫৫. কাম হৈল কাম কামনা হইল রতি—গ. ঙ. ৫৮. মীনসরে—ক. মীনশিরে—ঘ.

পাণ্ডব[৫৯] মৃগয়া যেন হইল ব্রহ্মবধি[৬০]
বান্ধিলেক কোতোয়ালে দুই অপরাধী।
কাকুতি না শুনে দুষ্ট দুষ্টতাএ তুষ্ট
শিলা হতে কঠিন বদন সদা রুষ্ট।
সদয় হৃদয় নাহি অতি নিকরুণ
অমর্যাদা দুষ্ট বাদী পরম দারুণ।
সত্যতার গন্ধ নাহি দস্যুতা আচার
দয়া ধর্ম বিবর্জিত দুরন্ত দুর্বার।
সে সবে ভকতি করি কাকুতি করিল
কাতর হইয়া দুই চরণে ধরিল।
না শুনিল সে সব দয়ার নাহি গন্ধ
তুষ্ট করে ইষ্ট দেব[৬১] ধনের সম্বন্ধ।
অনপেক্ষ দোঁহকে বেষ্টিত করি চীরে
বান্ধিয়া রাখিল দোঁহে বন্দিশালা ঘরে।
কুমারে নারীর বাক্য মনেত স্মরিয়া
একজন বশ কৈল কিছু ধন দিয়া।
বুলিল মানিল তোরে ধর্মমিত্র করি
আইস গিয়া মোর গৃহে এক ইটা মারি।
ধন পাই সেই জনে ইট মারে গিয়া
তখনে বণিক নারী উঠিল জাগিয়া।

। উদ্ধার-পর্ব ।

দাসীকে জাগাএ নারী অতি তুরমানে
তোর কর্তা মোর ভর্তা পড়িছে বন্ধনে।
উঠ উঠ করি তার উপায় রচন
রজনী থাকিতে করি বন্ধন মোচন।
কথ ধন লই তুহ্মি নগরেত যাও
অতি মিষ্ট পিষ্টক আনহ যথা পাও।

৫৯. পন্থের—ক ৬০. বৃক্ষবধি—ক. ব্রহ্মবাদী—খ.ঙ. ৬১. বিনে—ক.

নারী বোলে অবিলম্বে যে-চাহে মূল্য দিয়া
যাও যাও সুবদনী শীঘ্র আন গিয়া।
নারীর বচনে দাসী হই সাবধান
অতি মিষ্ট পিষ্টক আনিল তুরমান।
দুই ভাণ্ডে থুই তাহা দুই ভাগ করি
ইষ্টদেব স্মরি দুই শিরে লএ নারী[১]
দাসীকে শিখাএ নারী আহ্মি মায়াকলা
প্রবেশিব উপায় পাইলে বন্ধীশালা।
নিজ পতি সঙ্গে আহ্মি বন্দীতে রহিয়া
রাজকন্যা মুক্ত করি দিমু পাঠাইয়া।
তুহ্মি তার আপনা মন্দিরে নিয়া দিও
তদন্তরে আপনা মন্দিরে প্রবেশিও।
হেনকালে উদ্যানের দ্বারেত মিলিল
রক্ষিগণ পাশে বহু বিনয় করিল।
প্রথমে সে সব দেখি করিল প্রণাম
করপুটে নিবেদিল নিজ মনস্কাম।
মুঞি অতি অভাগিনী ব্রহ্মচারী নারী
ইষ্টদের তুষ্টহেতু নিত্যব্রত করি।
সত্য গৃহী নহি আহ্মি নিত্য প্রতিয়াশী
এ ধন[২] বাঞ্ছিত নহি দানিক অন্বেষী[৩]।
নিত্য নিশি বসি বসি স্মরি প্রভু নাম
অবিশ্রাম জাগরণ তেজিয়া বিশ্রাম।
আজি নিশি দৈব যোগে চেতন হরিয়া
তপস্যামন্দিরে মুঞি পড়িল ঝুরিয়া।
স্বপ্ন হৈল ভাল তোর হইল অদৃষ্ট
বন্দীশালা ঘরে নিয়া বিবর্তহ পিষ্ট।
ততক্ষণে উঠিলাম নিদ্রা পরিহরি
আনিলুম মিষ্ট পিঠা দুই ভাণ্ড করি।

---

১. ধারি—ক. ২. মদন—খ. মদন্য—ক. ৩. দাম্ভিক সন্ন্যাসী—ক.

এক ভাণ্ড তুহ্মি সবে খাও বিবন্টিয়া
আজ্ঞা হৈলে আর ভাণ্ড তথা দেই নিয়া
প্রথেক শুনিল যদি সে সকল দুষ্ট
পাইতে খাইতে নামে দুষ্টরা সন্তুষ্ট।
বুলিল আনহ দেও যাও দেও নিয়া
যারে যেই ইচ্ছা করে দেও বিবর্তিয়া।
কন্যাত্র দাসীর শিরে যেই ভাণ্ড ছিল
সেই ভাগ সেই সকল গোচরেত দিল।
গেলেক অপর ভাগ লইয়া উদ্যানে
স্বামীক দেখিলা বন্দী রাজকন্যা সনে।
মিষ্ট পিষ্ট লোকক দিলেক বিবর্তিয়া
ফিরিয়া আসিল এথা সর্বত্রেত দিয়া।
যুবতী গেলেক যদি পতির সমীপ
নিরীক্ষিল সকলে জ্বলিতেছিল দীপ।
আড় করিয়া দীপ নিকটেত গেল
রাজকন্যার বন্ধন মোচন করে দিল।
পৈরাইল আপনার বস্ত্র অলঙ্কার
আপনে পড়িল সাজ যাবন্ত কন্যার।
কন্যাক বুলিল মোক বান্ধি স্বামী সনে
আড়েত বসিছে দাসী যাও সেই স্থানে।
দাসী সঙ্গে চলি তুহ্মি যাও তুরমান
দাসী তোহ্মা দিব নিয়া আপনার স্থান।
এথ শুনি কন্যায় হইল হরষিত
দম্পতিরে সঙ্গে এড়ি চলিল তুরিত।
দাসী পাশে গেল দাসী ঘরে নিয়া দিল
তদন্তরে দাসী নিজ গৃহে প্রবেশিল।
প্রভাত হৈল যদি রজনী দীপ্তমান[৪]
জাগিল জগত জীব যার যেই স্থান।

৪. রাত্রি দীপ্তি পরিমাণ—ঘ.

প্রসবে দিব্য দিবা গর্ভবতী নিশি
ত্রাসিত কন্যা আর আশিক বিনাশী ।[৫]
দ্বারীগণ জাগিল জাগিল রক্ষিগণ
জাগিলেক কোতোয়াল আনন্দিত মন ।
রাজকার্য করে রাজা দরবারে বসিয়া
হেন কালে কোতোয়াল প্রণামিল গিয়া ।
না কহে নিশির বার্তা সবার গোচরে
জোড় করে নৃপতিরে নিবেদন করে[৬] ।
আজি রজনী যোগে[৭] অপূর্ব ফলিল
নিশাপতি নিজ জুতি খাদ্যোতেরে দিল ।[৮]
দহিল সকল জল নিশাপতি জুতি
আনল বরিখি ঘন পূর্ণ কৈল ক্ষিতি ।
সাল সাল্মলী গাছে মাদারের ফুল[৯]
অমৃতে পূড়িল গাছ গোরসে গরল ।[১০]
কহিতে সঙ্কোচ লাগে লোকের বিদিত
বিরল হইলে স্থান পারি নিবেদিত ।
রাজাএ বোলে কেনে কহ এথেক তুলনা
বোলে কোন অপরাধ কৈল কোন জনা ।
কিবা ভয় সঙ্কোচ কহিতে সত্য কথা
কহ কহ অপরাধ তেজিমু সর্বথা ।
সে সকল একে একে নিবেদ বিদিত
বিরল হইলে স্থান পারি নিবেদিত ।
রাজা বোলে কহ কহ না বাসিও ভএ
উচিতে কি সঙ্কোচ পাপে তপ ক্ষএ[১১] ।

৫. নিবাসী—ও.
৬. করজোড়ে নৃপতিরে লাগে কহিবার—গ.
৭. বৃক্ষে—গ. আজি রাত্রি বৃত্তান্ত যে অপূর্ব কহিল—ক.
৮. কোতোয়াল দিল—ক. খাএত রহিল—ঙ. সুত ক্ষুদ্রেত রহিল—গ. খাতাতে আছিল—ঘ.
৯. সাইল সামির গাছ সামাদরে ফুল—গ. রহিল সামীর পাশে স্যায়া দরপণ—ঘ.
১০. গাছ গরসে গরল—ঘ. বক্ষ—গ. ১১. পাপেত প্রক্ষয়—ক. প্রলএ—গ. ঘ. ঙ.

সত্য সত্য সত্যকথা কহ সত্য করি
সত্যের বান্ধব আহ্মি অসত্যের বৈরী।
অনেক অভয় যদি দিলেক নৃপবর
নিবেদন করেন্ত জুড়িয়া দুই কর।
আজি নিশি রাজকন্যা পুষ্পের উদ্যানে
কেলি রসে বঞ্চিল বণিক সুত সনে।
শ্রুতি মাত্র রাজার দহিয়া উঠে হিয়া
স্বর্গ হস্তে পাট হতে পড়ে লম্প দিয়া।
অন্তস্পুরে গিয়া আহ্মি তনয়া সংহারি
সবংশে বণিক গিয়া আন বন্দী করি।
বিলম্ব না কর সবে যাও তুরমান
পরিত্রাণ চাহ যদি আপনা কল্যাণ।
কিন্তু তুহ্মি সবাকে কাটিতে করে সাধ
কেনে ছাড়ি দিলা পাই হেন অপরাধ।
সে সকলে করজোড়ে করে নিবেদন
বন্দীশালা মাঝারে রহিছে দুইজন।
রাজা বোলে মিথ্য কহ আহ্মার সাক্ষাত
অন্তস্পুরে কন্যা আহ্মি দেখিছি প্রভাত।
সে সবে কহেন্ত হেন নহে মহারাজ
বান্ধিয়া রাখিছি দোহ বন্দীশালা মাঝ।
রাজা বোলে এহি বাক্য নহে যদি সত্য
তুহ্মি সবের শোণিতে রক্তিম হৈব মর্ত্য।
সত্য হইলে আহ্মি হই নরপতি
দিল তুহ্মি সবারে নিশার অধিপতি।
সে সবে বুলিল-যদি মিথ্যা কহি বাণী
সবংশে বধিও সব শুন নরমণি।
রাজা বোলে সত্য যদি বচন তোহ্মার
শীঘ্র আন দোহানক নিকটে আহ্মার।
সে সকলে নিয়োজিল উদ্দেশি বন্দীশালা
অন্তস্পুরে গিয়া রাজা দেখিল অবলা।

ধৰ্ম্মমনে ভালমন্দ না বুলিল বাণী
সিংহাসনে আসি পুনি বৈসে নৃপমণি।
সে সকলে মন্দ ভাল না বুঝিল রীত
দম্পতি আনিয়া দিল নৃপতি বিদিত।
রাজা বোলে নহে এহি নৃপতির সুতা
দেখিল পুরীর মধ্যে সেই সুচরিতা।
কোতোয়াল প্রতি হৈল পরম দুঃখিত
মিথ্যা কহ মোর আগে হেন বিপরীত।
প্রথমে পুছিল বাক্য বণিকের তরে
ভয়েত পুরুষ মুখে বাক্য নাহি সরে।
যুবতী চতুর অতি কাতর বিধানে
নিবেদএ নৃপতরে মধুর বচনে।
তুহ্মি রাজা নরেশ্বর সাক্ষাত ঈশ্বর
ভএ বাক্য না নিঃসরে তোহ্মার গোচর।
তিলেক সদয় যদি করহ হৃদয়
নিবেদিতে তোহ্মা তরে পারি সবিনয়।[১২]
রাজা কহে সত্য কহ ভয় নাহি মনে
তুহ্মি কেবা কেনে আইলা আহ্মার উদ্যানে।
কোন্ অপরাধে বান্ধে কোতোয়াল দূতে
বিস্তারিয়া কহ সব আহ্মার বিদিতে।
নারী বোলে স্বামী এহি আহ্মি নারী তার
জহরী ব্যবসা করি গড়ি অলঙ্কার।
গতকালি তোহ্মার দুহিতা গুণবতী
অলঙ্কার গঠাইতে আনিল দম্পতি।
অবেলা হইল তথা প্রাণ ভয় ভিতে
রাজকন্যা অঙ্গীকারে রহিল তথাতে।
প্রমাদ হইল অতি দেখি পুষ্পবন
দম্পতি ভ্রমিতে গেল রঙ্গের কারণ।

১২. এ বিষয়—গ.

হেনকালে কোতোয়াল দূত উপস্থিত
অবিচারে আহ্মি সব বান্ধে আচম্বিত।
কাকুতি করিল বহু বিনয় বিধানে
কাতরে না শুনে দুষ্ট তুষ্ট নহে মনে।[১৩]
কহিল দম্পতি আহ্মি নহে পরদারি
তথাপি করিল বন্দী বিচার না করি।
ধনবিনে দুষ্ট সবে[১৪] বচন নাহি শুনে
আহ্মি দুই বন্দী হৈলাম নিবন্ধ কারণে।
নৃপতি শুনিয়া বাক্য জন্মিল প্রত্যয়
কোতোয়াল প্রতি কোপ হৈল অতিশয়।
বুলিস অধর্মকারী ধনলোভ করি
ধন উপার্জন করে ধর্ম পরিহরি।
বিশেষ কলঙ্ক করে না গুণি প্রমাদ
আহ্মার কন্যাক দেয় মিথ্যা পরিবাদ।
ছলে লোক দণ্ড করে ভাল এহি রক্ষী
কাট নিয়া এ সকল মর্যাদা উপেক্ষি।
এসকল দুষ্টবাদী লোভের কারণ[১৫]
মিথ্যাবাদ দিয়া নষ্ট করে নরগণ।
স্ত্রীপুত্র সহিতে সব করহ সংহার
বণিক নারীরে দাও ধন এ সবার।
নৃপতি আদেশে যথ কোতোয়ালগণ
সবংশে কাটিয়া সব পাড়ে ততক্ষণ।
ধন-বিত্তি আছিল সঞ্চিত যত ইতি
বণিক নারীরে দিল অতি শীঘ্রগতি।
আনন্দে পুরুষ নারী মন্দিরে আইল
নারীর বুদ্ধিতে ধন জীবন পাইল।
কথদিন পরে সেই রাজার কুমারী
দয়া মনে ডাকাইল বণিকের নারী।

১৩. কাতরে বাড়এ দুষ্টের দুষ্টতা প্রধান—গ. ঙ. বিদ্যমান—ঘ. ১৪. ধরি নের অন্যায়—ক. ১৫. লোকের দূষমন—ঘ.

বার্তা অনুসারে সেই বণিক বনিতা
আসিল কন্যার গৃহে ধন্য সুচরিতা।
দূরেত দেখিয়া কন্যা ধাই আগুসারি
গলাএ ধরিল আসি অতি মায়া করি।
বণিক বনিতা পড়ে চরণ পরশি
মুঞি ক্ষুদ্র অধম দাসীর হীন দাসী।
মোক এথ সম্ভাষা উচিত নাহি হএ
দিবাকর বিদিতে খদ্যোত অনুদএ।
কন্যা বোলে হেন কেনে কহ সুবদনী
সে-জীবন মানি মুঞি তোহ্মার অধিনী।
তুহ্মি যদি না করিতা মোর প্রতিকার
মান কুল প্রাণ বধ হইত আহ্মার।
তুহ্মি আত্মা তুহ্মি আউ তুহ্মি বিত্ত-ধন
তুহ্মি মোর তনু প্রাণ জীবের জীবন।
এইমতে সম্ভাষা আছিল বহু ভাতি
এমন আদর বাছা করএ[১৬] মিনতি।
তার সনে সিংহাসনে বৈসে রাজসুতা
নিকটেত বৈসাইল বণিক বনিতা।
মিষ্ট অন্নে পরিপাটি করাইল ভোজন
রত্ন অলঙ্কার বস্ত্র দিল বহু ধন।
শতবর্ণ অলঙ্কার দিল প্রত্যক্ষ
সহস্র বরণ বস্ত্র রত্ন লক্ষ লক্ষ।
সে নারী নিবেদে ভূমি পরশি কপালে
আজ্ঞা হোক মোর পতি হৈতে দ্বারপালে।
নৃপসুতা কহে গিয়া পিতার সদন
বণিক বনিতা মোরে করে নিবেদন।
যে জনে তাহার স্বামী বিনে অপরাধে
ধরি শাস্তি করিলেক মিথ্যা অপবাদে।

১৬ এহার আদর বাসি ভুহান—ক.

সে সবে পাইল শাস্তি আপনার
তার পতি পাইবারে সেই অধিকার।
দ্বারেত থাকিব সদা খাইব বেতন
দিবানিশি সাবহিতে সচকিত মন।
রাজা বোলে ভাল দিল সেই অধিকার
পরিতুষ্ট আছি আহ্মি বচনে তাহার।
রাজসুতা বণিকের প্রেমহ বিলাসী
দ্বারেত থাকিব করি পরম সন্তোষী।
যখনে চাহিত মনে তখনে ঘটিত
অন্যো অন্যো মদনের পসার লুটিত।

। সয়ফুল মুলুকের পরিবর্তন।

সেই যে যুষীর কন্যা প্রসঙ্গ কহিল।
শুনিয়া কুমার মনে রস উপজিল।
রসিকে শুনিল যদি রসিকের কথা
ঠাঁই ঠাঁই রস বুঝি হৈল যথাতথা।
দুঃখীক দুঃখের কথা শুনি দুঃখ বাড়ে
রসের প্রসঙ্গ রস রসিক নিয়ড়ে।
কহিতে কহিতে নিল মন্দির ভুবন
চমকিয়া কুমারের দহিল জীবন।
অনুশোচি পুনি পুনি পুছিলেক বাত
কহ কহ কহ দেখি কি হৈল পশ্চাত।
বন্দীত রহিল কিবা হইল মোচন
কার্যসিদ্ধি হৈল কিবা রহিল শোচন।
কন্যা বোলে ধর পিয় একধারা জল
সুগন্ধি নির্মল অতি মিষ্ট সুশীতল।
জল পি'লে ছন্নতা হইব তোর দূর
তবে সে শুনিতে বাক্য লাগিব মধুর।

কুমারে পিলেক জল প্রসঙ্গের আশে
দঢ় হৈয়া যুবরাজ বসিল হরিষে।
স্থিরতার ওষুধ তাহাতে মাখি ছিল
স্থির হৈয়া বসি পুনি পুছিতে লাগিল।
তদন্তরে অবশিষ্ট বর্ণিতে কহিল
করজোড়ে যুষীসুতা পুনি নিবেদিল।
সেই যে রমণী হৈয়া আরম্ভিল প্রেম
সখাএ সৌষ্টিব কৈল যুক্তি অনুক্রম।
বিকট সঙ্কট করে সখাএ সুসার।
সখাএ সাধএ কার্য পাখাএ উড়এ
পাখের প্রসাদে পক্ষী গগনে বেড়াএ।
উড়িতে না পারে পক্ষী পাখা নাই যার
চটকে কৌতুকে ভ্রমে গগন মাঝার।
তুহ্মি রাজকুমার রাজ্যের অধিকার
যথ লোক বৈসে বাঞ্ছে তোহ্মার সুসার।
হেন তুহ্মি বিবেচনা কহ তার মর্ম
কিমতে পাইবা সিদ্ধি মনুরথ কর্ম।
কহ কহ মো'তে তোহ্মা মনস্কাম সাধ
অবিলম্বে সিদ্ধি করি দিবাম প্রসাদ।[১৭]
যুবরাজে বোলে ভাল কহিলা বচন
সায়াদে ডাকিয়া আন আহ্মার সদন।
এথ শুনি যুষী কন্যা সায়াদে আনে ডাকি
কহিল সায়াদ স্থানে যাবন্ত বাকি।
কুমারে সায়াদ তরে লাগিল কহিতে
হরিল বসন-চিত্রে মতি যেই মতে।
সেই সে হইল মোর মতিভঙ্গ হেতু
সেই সে হইল মোর যম কালকেতু।
পূর্ণ শশধরে মোর সেই যে গ্রাসিল
মধ্যাহ্নের সূর্যমোর তিমিরে নাশিল।

১৭. কি বড় প্রমাদ—গ.

সেই অপরূপ যদি ঘটে কদাচন
তবে সে কণ্ঠেত মোর রহিব জীবন।

। সোলেমান পয়গাম্বর ।

সায়াদ কুমার মুখে এথেক শুনিয়া
নৃপতির আগেত গোচরিল গিয়া।
নিবেদিল অবধান কর মহারাজ
বসিয়াছে চেতন হইয়া যুবরাজ।
কহিলেক অচেতন বিশেষ যাবন্ত
চিত্র অপরূপ রূপ আদি আর অন্ত।
স্বরূপে আম্মাতে এই কহিলা বচন
সেরূপ দিবারে যদি পারে কোনজন।
তবে সে জীবন তান কণ্ঠেত রহিব
নতু সেই উপদেশে দেহ তেয়াগিব।
চৈতন্য সম্বাদে রাজা কিঞ্চিত হরিষ
চিত্রে মজিয়াছে শুনি চিত্ত বিমরিষ।
বুলিল কি হৈল এই বিকট বিষম
সর্বথাএ নহে এই সঙ্কট উপসম।
এরূপ পরীর রূপ আহ্মি নরজাতি
কেমতে পাইব পরী নরের শকতি।
সোলেমান পয়গাম্বর পরম প্রচণ্ড
তাহান অধীন ছিল ক্ষিতি সপ্তখণ্ড।
দেব নর গন্ধর্ব যথেক পরীজাতি
আনল বরুণ বাত বশ যথ ইতি।
পশু পক্ষী পতঙ্গ কীটের অধিকারী
সমস্ত ব্যাপিত ছিল একছত্র ধারী।
ত্রিজগত রাজা সব তান আজ্ঞাবশ
মানব দানব যক্ষ দেব দৈত্য দাস।

শতেক যোজন তান পাটের বিস্তার
না হইত নগরেত সামাই তাহার।
পক্ষীসব পাখাএ করিয়া আচ্ছাদন
শির'পরে থাকিত সব রবি নিবারণ।
বাউভরে পাট তান শূন্যেত থাকিত
যথাতথা নিত তানে আদেশ করিত।
দ্বাদশ সহস্র তান দাস পরিবার
ডাণ্ডাইয়া থাকিত তথা বাউ অশ্বে আর।
সে নবী ভবেত রাজা ছিল কথকাল
আহ্মি সব আছিলাম তার আজ্ঞাপাল।
একদিন নবীবর সজীবে থাকিতে
নিজ সিংহাসনে মুঞি আছি আনন্দিতে।
চতুর্ভিতে বসিয়াছে পাত্র পরিজন
যার যে নিয়ম নীতি কার্য নিয়োজন।
হেনকালে মহাবাউ হৈল আচম্বিত
ধুলিমাত্র স্বর্গমর্ত্যে ভানু আচ্ছাদিত।
চারিভিতে হেরিতে হৃদয়ে ভয়ভীত
নহে পরী নহে কিছু সঙ্কট বিপরীত।
মেদনীর ধূলি উঠি আকাশ কৈল মহী
ধুলি যেন মৃৎ-বাত্যা স্বর্গ মর্ত্যে বহি।
সেই বাত্যা শেষ নাহি শূন্যে কৈল ধূলি
নিশা আর দিনেশে আকাশে কোলাকুলি।
যেই যথা সেই তথা অবোল অশক্ত
কম্পন হইয়াছিল পাতাল সমস্ত।
সিংহাসন সমে আহ্মি ছিল কম্পমান
সিদ্ধান্ত বর্জিত মাত্র গ্রাসিল পরাণ।
সেই ধূলি মধ্যে দেখি তরী একখান
স্বর্গ বর্গ আপেক্ষিয়া শরীর সমান।
অকস্মাৎ ঘনশ্যাম করি দুইখান
সপ্তপরী আসিলেক মোর বিদ্যমান।

সপ্তশশধর কিবা সপ্ত দিবাকর
নির্মল বিমল তনু পরম সুন্দর।
মধুর অধর খানি সুধার সময়
ঝলমল বদন বিমল কুবলএ।[১]
বয়ান সুরঙ্গ সব নয়ান কুরঙ্গ
তনু সব পুষ্পধনু মন্মথ অনঙ্গ।
আচম্বিত সে সকল দেখি বিদ্যমান
ভয় ত্রাসে মোহর শরীর কম্পমান।
সে সবে আহ্মাকে দেখি করিল প্রণয়
বোলে শত্রু নহি আহ্মি না বাসিঅ ভয়।
সোলায়মান নবীর নির্দেশে আহ্মি সব
আসিছি প্রসাদ লই তোহ্মার বান্ধব।
ভয় না করিঅ তুহ্মি না করিঅ ভীতি
স্থির হও ধীর রহ ধৈর্য কর মতি।
এথ শুনি সুবদনী কৈলুঁ অনুনয়
করিলুঁ পরম ভক্তি করিলুঁ বিনয়।
কাতর হইয়া মুঞি পুছিলুঁ বচন।
কোন্ হেতু তুহ্মি সব এথা আগমন।
কোন ভাগ্যে মোহর স্মরিল নবীবর
নিয়োজিল তুহ্মি সব কিসের অন্তর।
সেসবে কহিল শুন বচন আহ্মার
আনিয়াছি পাঁচদ্রব্য তোহ্মাক দিবার।
ষড়ঋতু ভেদে তার নাই পরাভব
সর্বঋতে ঋতুজিৎ পরম স্বভাব[২]
অঙ্গুরী আনিল যেই অঙ্গুষ্ঠ বিরাজ।
হস্তে দিলে নিরাপদ যথেষ্ট সমাজ।

১. পুষ্পলবিমল তনুবদন লোভএ—খ.
২. বিযুত দুর্লভ—ঘ.

এই যে অঙ্গুরী এক যার করে থাকে
দেবদৈত্য দানবে বধিতে নারে তাকে।
গন্ধর্ব কিন্নর পতি থাকে তার বশ
দেব অপদেব সদা বাঞ্ছে তার যশ।
পাথর বটিকা দুই আনিয়াছি আর
তার এক গাঁথি রাখে শরীরে যাহার।
না হএ অকালে মৃত্যু শত্রু পরাভব
সংসারের প্রিয় হএ জগত বান্ধব।
সিংহদন্তে নখী পক্ষী কীটের অভয়
আপনার রণে বাণ পরাণ অক্ষয়।
তুরঙ্গ সুরঙ্গ গামী স্বর্গ অবতার
লঘুচারী যেহেন চপলা চমৎকার।
জলে খুরা ধোএ মাত্র না ছোঁএ অঙ্গে
অবিলম্বে লঙ্ঘএ সাগর অলঙ্ঘ্যে।
পক্ষী নহে হেট রহে না হএ খেচর
শূন্যে ধাএ মৎস্য নহে তরএ সাগর।
স্থির হৈতে স্থির অগ্রে আগত বিগত
দিবসে দিগন্তে পাএ রবির তেমত।
পঞ্চদ্রব্য পাইলেক পঞ্চভৌম সম
হরিষ বিশেষ মুঞি সন্তোষ পরম।
এহি ঐহি সব হই দ্বিগুণ নহে উন
এক হনে আন গুণ পরম নিপুণ।
যার সেই গুণ সেই হএ মহাধর
অনুপামা অতুল অসীম স্বতন্তর।
তদন্তরে কাঞ্চন জড়িত পাটাম্বর
দিল অনুচরগণে আজ্ঞার গোচর।
দেবের সৃজন বটে অতি বিলক্ষণ
পরম পবিত্র অতি বিচিত্র বসন।
ভকতি করিয়া মুঞি কাবাই লই হাতে
বয়ানে নয়ানে চুম্বি ধরিল মাথাতে।

পুনি পুনি ভুমিগত হই দণ্ডবৎ
কৈলুম নবীক ভাবি পরম ভকত।
সে সবাকে প্রশংসি দিলাম বহু রত্ন
করিয়া স্তবন স্তুতি ভক্তি পরিযত্ন।
সেসবে কহিল ধন-পূর্ণ মোর দেশ
হীরামণি মাণিক্য নাহিক পরিশেষ।
সুবর্ণ পুঞ্জে পূঞ্জে আছে স্থানে স্থান
আহ্মাক এসব দেঅ কিসের কারণ।
আহ্মি সবে নহি কভু ধন অনুরাগী
এক দ্রব্য তোহ্মা স্থানে নবী আছে মাগি।
যেই দ্রব্য নবীবরে তোহ্মাতে মাগিল।
তাহার যাচক হেতু আহ্মা নিয়োজিল।
কহিলাম হেন মোর কোন্ দ্রব্য আছে
নাহিক তেমত দ্রব্য সোলেমান কাছে।
কহিলেক তোর কাছে আছে আছে আছে
দিবারে কহিলে নাম কহিবাম পাছে।
পুছিলাম কহ কহ নাম লও তার
নবীক না দিতে দ্রব্য কি শক্তি আহ্মার।
কহ দেখি কি বস্তু আছএ মোর ঘরে
এথেক গৌরব করি চাহে নবীবরে।
সেসবে বুলিল শুন বচন আহ্মার
কিতাব আছএ এক নিকটে তোহ্মার।
শেষ নবী মুহম্মদ উৎপত্তির শ্রেষ্ঠ
আদমের জ্যেষ্ঠ সব নবীর কনিষ্ঠ।
অনাদিনী সৃজনের সেই আদি মুখ
অলক্ষ্যের লক্ষ্য সেই অসুখের সুখ।
নিধনীর ধন নৈরাকারের আকার
অস্থিতের স্থিত অবিচারের বিচার।
যার 'দীন' আদিঅন্ত পরম প্রচণ্ড
করিব তর্জনী যার শশী দুই খণ্ড।[৩]

৩. যার নামে স্বর্গমর্ত্য পাতাল কৈল খণ্ড—গ.

যার হেতু স্বর্গবর্গ হৈল উৎপতি
যাহার কারণে পাপী পাএ অব্যাহতি।
যার তরে অনুভাব সপ্তম যাবন্ত
যার দীক্ষাশিক্ষা হৈব অনন্ত পর্যন্ত।[৪]
সে কিতাবে তার কীর্তি বর্ণ লিখিয়াছে
তান মুখ্য চারি সখা লোক ভাল আছে।
আদম প্রভৃতি হএ যত পয়গাম্বর
সবার চরিত্র তথা লেখা তদন্তর।
অঙ্গুরী আছএ এক সোলেমান করে
যাহার কারণে তার রাজ্য অকাতরে।
রাজবর্গ রঙ্গ তার রাগ অনুরাগ
সে অঙ্গুরী মধ্যে গুণ বৈসে ভাগে ভাগ।
অপূর্ব দর্পণ গুণ বসে অনুপাম
কল্পিয়া হেরিতে মাত্র আছে মনস্কাম।
দূর বা নিকটে কিবা গত বা আগত
কল্পিয়া চাহিতে দেখে প্রত্যক্ষ-বেকত।
একদিন জিব্রীল প্রভুর অনুচর
বসিছিল সোলেমান নবীর গোচর।
শেষ নবী মুহম্মদ পরম কারণ
প্রশংসিল জিব্রীল করিয়া ধন্য ধন।
সেই শক্তি হৈত হৈব ভুবনের মুক্তি
শুনি সোলেমানের হইল বহু ভক্তি।
সেই ভাবনাএ তিনি অঙ্গুরী হেরিতে
লম্ভিতে কিতাব দেখে তোহ্মার পুরীতে।
তাহান বাখান সেই কিতাব দেখিয়া
এথেকে তোহ্মাতে আহ্মা আছে নিয়োজিয়া।
বাকি সব আদি যথ দিয়াছেন রত্ন
কিতাব যাচন কৈল পরম প্রযত্ন।

৪. যারে দেখি শিক্ষা হৈব অনন্তের অন্ত—ঘ.

জরখুস্ত্র শূন্য[৫] কাগজে মাখিয়া
রবির তনয় শুনি আছএ লেখিয়া।
তাপিতের চক্র[৬] তার করী-চর্মে ঘুরি
ধন 'পরে রাখিয়াছে বহু যত্ন করি।
আনহ কিতাব দেখি তার কোন্ মত
শুনিছি নবীর মুখে তাহার মহত।
ভাবিলাম মিথ্যা কহি নাহি কোন ফল
গোপ্ত ব্যক্ত সোলেমানে জানএ সকল।
না দিলেহ সোলেমানে বলে লৈতে পারে
সর্ববিদ্যা কোন্ মতে ছলিমু তাহারে।
কিন্তু পিতৃ পরিছেদ আছে নিয়মিত
এ কিতাব কাহাকে না দিতে কদাচিত।
দিতে পিতা বচন লঙ্ঘন বাসি দোষ
না দিলে পরম ভএ নবী অসন্তোষ।
বহু পরিবেদনায় করি গুণ দোষে
কহিলুঁ কিতাব আছএ মোর পাশে।
কিন্তু ভুবনেত আছে যথ রাজাগণ
কাহার সঞ্চিত নাহি মোর সম ধন।
এ কিতার থাকে মোর ধনের উপর
এহার প্রভাবে মোর ধন বহুতর।
এ বুলি কিতাব দিয়া সেসব বিদিতে
পুনরপি দ্রব্য সব লাগিল চাহিতে।
একে একে সকল চাহিয়া ভালমতে
নয়ান পড়িয়া গেল বসনের ভিতে।
অত্যন্ত অপূর্ব বস্ত্র পরম সৌষ্ঠব
পুষাক্রমে না শুনে না দেখে হেন দ্রব্য।
অতি পরিস্কার বস্ত্র পরম পবিত্র
তার মধ্যে আছএ বিচিত্র এক চিত্র।

৫. জযর দুরন্ত শূন্য—গ. ৬. তাপিরের চক্ষ—গ. ভাবিয়ের চর্ম—ঘ.

সে চিত্রের বাখান রূপে অনুপামা
এতিন ভুবনে নাই দিতে তার সীমা।
চাহি চাহি মুহিয়া পড়িল অচেতন
পরিযত্ন করিয়া চেতাএ পরীগণ।
পুনি পুনি মুহিয়া পড়এ বারেবার
চেতাইল পুনি পুনি পরী পরিবার।
তদন্তরে চেতন পাইয়া ভালমতে
পুছিলাম আহ্মি পুনি সেসব অগ্রেতে।
কহ এইমত চিত্র কেবা করিয়াছে
কিবা কহ যুক্তিযুক্ত প্রশংসা করিছে।
কামের কামনা সাধে কিবা আছে লেখি
কিবা তিনলোকে হেন আছে কাকে দেখি।
সে সকলে অন্যে অন্যে কহে নাহি জানি
একজনে কহিলেক আহ্মি আছি শুনি।
সোলেমান নবীর সাক্ষাতে পরীগণ
সদ সর্বদাএ থাকে কোটি কোটি জন
তাহাতে আছএ এক নৌশাদর নাম
জ্যোতির্বেদ শাস্ত্রেত পারগ অনুপাম।
অবিদিত বিদিত গোচরে সব তার
আগত বিগত সব বিদিত তাহার।
একদিন সোলেমান পুছিল তাহাক
কহ নৌশাদর আহ্মা এক পূর্ব বাক।
দণ্ডবৎ হইয়া করিল নিবেদন
আগত কহিব কিবা বিগত বচন।
সোলেমান কহে কহ আগত আচার্য
কথদিনে কথাত হইব কোন্ কার্য।
নৌশাদরে কহিলেক শুন পয়গাম্বর
আজু হতে গঞি গেলে তিরাশী বৎসর।
গুলেস্তাঁ-এরাম রাজ্যে রাজা শাহবাল
তাহার উরসে কন্যা হইব সেকাল।

ত্রিভুবনে হেন রূপ নাহি কেহ আর
বিনে এক নবী ইউসুফ নাম যার।
বাখানিতে যে নামের বিবরণ বর্ণ
মুহিয়া মহীতে পড়ে অচেতন হুয়।
যেরূপ রূপের কথা পরী নৌসাদরে
বাখানিয়া নিবেদিল সোলেমান তরে
বিস্তারিয়া না কহিল সে সকল কথা
কহিতে সে সব হএ ভিন্ন এক পোথা।
শুনি শুনি নবীবরে পূরিয়া সন্তোষ
পুছিবারে লাগিলেন্ত নৌসাদর পাশ।
শুন নৌসাদর যেন বাখনিলা রূপ
চিত্র এক গঠি আন সে রূপ স্বরূপ।
নৌশাদরে বোলে হেন আছে কোন্জন
তারমত চিত্র গঠে বিচিত্র লিখন[৭]।
শুনিয়াছ ইসুফ বাপের অনুরাগ
সংসারে সৃজিল প্রভু রূপ ষড়ভাগ।
চারিভাগ দিয়া প্রভু ইসুফ গঠিল
দুইভাগ সমস্ত ভুবনে বিবর্তিল।
শাস্ত্রেত ইসুফজিৎ লেখে যার রূপ
কিমতে নির্মিব চিত্র সেরূপ স্বরূপ।
অনুপমা অসীমা তুলনা নাই যার
কিমতে করিব চিত্রে বিচিত্র তাহার।
নবী বোলে তোহ্মার বিচিত্র পার্থমানে[৭ক]
গঠিয়া আনহ চিত্র মোর বিদ্যমানে।
সৌশাদর নবী স্থানে মাগিয়া মেলানি
শাস্ত্রমতে বস্ত্রচিত্র করি দিল আনি।
কহিল না হৈল তেন যেন শাস্ত্রে আছে
জানিবা খদ্যোত মত দিবাকর কাছে।

৭. লৈক্ষণ—খ. ৭-ক. (Parchment)

তথাপি কিঞ্চিৎ তার ধরএ আকার
সহস্র গুণের গুণ তবে উনা তার।
এথেক কহিয়া চিত্র দিল বিদ্যমান
অনিমিখে নিরক্ষি রহিল সোলেমান।
পুনি পুনি হেরি হেরি বাখানি বাখানি
আপনা সম্পদ যথ অসাফল্য মানি।
কহে ধিক্ কার্য মোর ধিক্ অধিকার
নিরর্থক রাজপদ সম্পদ আন্ধার।
যার পাটে না শোভএ হেন পাটেশ্বরী
সে রাজ্যের অপভঙ্গ জনম ভিখারী।
কিবা মোর রাজপদ কিবা রাজ্য কার্য
কিসের এ ধন মোর কিসের ঐশ্বর্য।
কোন্ মোর অপরাধে ভুবনের পতি
মোর পাশে না শোভিল হেন রূপবতী।
এই মতে নানা মত কহিয়া বচন
পুনি পুনি পুনরপি করএ শোচন।
নবীর বিচিত্র ভাব চিত্র-ভাব লোভে
কামের কামনা করি চাহে কাম ভাবে।
সভাসদ সকল চিত্রের রূপ হেরি
মুহিয়া মহীত পড়ে আপনা পাসরি।
কেহ বিবসন কেহ সব্য বিবর্জিত
কেহ অস্ত্র কেহ বস্ত্র শাস্ত্র বিসর্জিত।
নোশাদরে মহা সাধে প্রতি জনে জন
একে একে করাইল সকল চেতন।
পুনি পুনি বিমোহিত পড়ে বারে বার
পুনি পুনি চিকিৎসাএ করে প্রতিকার।
হেন মতে কথ কাল নবী সোলেমান
নিত্য নিরক্ষিত চিত্র রাখি বিদ্যমান।
অখনে অঙ্গুরী মধ্যে দেখিয়া কিতাব
নবী মুহম্মদের বরণ অনুভাব।

অশ্ব সমে পঞ্চ রত্ন সমর্পিয়া তোক
নিয়োজিল মোক তুষ্ট করিতে তোহ্মাক।
তুষ্ট করি সে কিতাব যাচি তোহ্মা হতে
দিতে নিয়া সোলেমান নবীর বিদিতে।
এহি কর্ম আহ্মি সব আসিবার কালে
জোড়করে নবী তরে নৌশাদর বোলে।
এহি যে বসএ রাজা মিসিরের মাঝ
চীর-চিত্র দেঅ যারে তার হৈব কাজ।
তার বাক্যে সোলেমানে দিল চিত্র ধন
চিত্র কি জগত মিত্র ভাব অনুক্ষণ।
তবে আহ্মি পুছিল সে সব বিদ্যমান
কোন ভিতে কথা হএ এরাম-গুলেস্তান।
এথা হতে তথাতে যাইতে কথ দূর
কোন্ মতে পরিষ্কার সেই পরীপুর।
সে সবে বুলিল আহ্মি না জানি না শুনি
এই সে নবীর আগে শুনিল কাহিনী।
আহ্মি সব পরী জাতি শূন্যে উড়ি যাই
জন্মাবধি যথা তথা ভুবন বেড়াই।
সাগর পর্বত বন জলের আলএ
কৌতুকে বেড়াই যবে যথা মনে লএ।
গন্ধর্ব কিন্নর দৈত্য দানব নগরে
কৌতুকে বেড়াই যথা মনে ইচ্ছা করে।
বাঘ ভালুক দৈত্য যক্ষ রক্ষ দেশ
যথা তথা পর্যটি কি তার পরিশেষ।
গুলেস্তাঁ-এরাম আছএ কোন্ ঠাম
জন্মাবধি কোন স্থানে না শুনিল নাম।
সে সভার মুখে শুনি এসব ভারতী
এই দেখি অহি শুনি ছিল ধন্ধ মতি।
ক্ষেণেকে হইয়া স্থির বহু মূল্য রত্ন
পূজিল সে সব পরী পরম প্রযত্ন।

বহু মূল্য বসন পৈরাইয়া অন্যে অন্য
ভক্তিভাবে সে সভাকে করি বহু মান্য ।
ভক্ষ্য ভুজ্যে পূজা করিল বহু ভাতি
তুষ্ট হই কিতাব লইয়া কৈল গতি ।
সেই হনে এই দ্রব্য দেখি অতি ভাল
ভাণ্ডারেত রাখিল আপেক্ষি এথ কাল ।
যোগ্য পুত্র দেখি মনে স্নেহ উপজিল
অত্যুত্তম দেখিয়া বসন তাকে দিল ।
স্নেহ মনে বাসি বাস দিলাম তাহাকে
না জানি তাহাতে এথ পড়িব বিপাকে ।
শুন বাপু সায়াদ বচন মনে করি
অসম্ভব প্রেম কিবা নর আর পরী ।
সেকালেত সোলেমান সজীবে আছিল
কিতাব কারণে পরী পাঠাইয়া ছিল ।
তেকারণে দর্শন হইল পরী সনে
নতুনরে পরী দেখা পাইব কেমনে ।
সে পরীহ না শুনিছে কথা সেই দেশ
কিমতে পাইব নরে তাহার উদ্দেশ ।
কথক্ষণ রহি রাজা ভাবিয়া অন্তর[৮]
বিরস বদন হৈয়া কহিল উত্তর ।
বিষম সঙ্কট এহি ঘটিলেক কাজ
অসম্ভবে আবেশ করিল যুবরাজ ।
বস্ত্রেত দেখিল মূর্তি কথা তার বাস
মজিয়া তাহাতে মতি হইল উদাস ।
জন্মাবধি স্বপ্নেহ না দেখি সেই দেশ
কেমতে তাহারে আহ্মি করিব উদ্দেশ ।
পূর্বেত আছিল সোলেমান পয়গাম্বর
ত্রিলোকের নরেশ্বর[৯] তানে দিত কর ।

৮. বিস্তর—ক, ৯. লোক সবে—ক.

তাহান অগ্রেত মুঞি আনিল ইমান
কাবাই অঙ্গুরী মোরে দিল সোলেমান।
পরীসবে তাহানে পাঠাই দিত কর
কিজানি কথাতে সেই পরীর বাসর।[১০]
সোলেমান এক্ষণে হইল স্বর্গে বাস
কাহাত পুছিব সেই পরীর নিবাস।
মনুষ্যে পরীর লাগ পাইব কেমতে
না দেখি কেমতে কথা পুছিব কাহাতে।
বিষন্ন বদন রাজা চিন্তিত অন্তর
পাত্র মিত্র ডাকিয়া কহিল নৃপবর।

।সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

শুনিয়া এসব কথা মন্ত্রী বিচক্ষণ
মন্ত্রণা প্রযুক্ত ভাবি কহিল বচন।
শুন শুন মহারাজা বচন বিহিত
যুক্তি অনুমতে কার্য করিতে উচিত।
পশ্চাতে ফলিব যেই কর্মের লিখন
তুষিতে কুমার মতি উচিত এখন।
সম্প্রতি এহি আজ্ঞা কর মহারাজ
সায়াদ যাউক যথা আছে যুবরাজ।
কহন্তান নৃপ শুনি এসব বচন
সন্তুষ্ট হইল অতি সহরিষ মন।
পুত্রের বিবাহ জ্ঞান পিতার উচিত
বিশেষ উৎসব খিক কুমার বাঞ্ছিত।
কিন্তু মোর আশা ছিল তুরিতে আরম্ভ
উদ্দেশ করিতে কিছু হইব বিলম্ব।
বিলম্বের লাগি মাত্র চিন্তে মহারাজ
কথদিনে উদ্দেশ হইব শুভ[১] কাজ।

১০. ঈশ্বর—ক, ১. কতদিনে প্রসন্ন হৈব এই—গ.ঘ.ঙ.

চারিদিকে যাএ চর প্রতিদেশে দেশ
কি বড় অসাধ্য কার্য হইতে উদ্দেশ।[২]
আরম্ভ হইল কার্য শান্ত কর মতি
এবুলি কুমার শান্ত করুক সম্প্রতি।
শান্ত শান্ত রহে কিবা কুমারের মন
কন্যার উদ্দেশ পুনি করে কথজন।
বৎসরেক কুমারেত মাগি অবসর
চারিদিকে সংসারেত পাঠাও অনুচর।
পশ্চাতে যে হএ হৈব বিধির ঘটন
অখনে এমত যুক্তি লএ মোর মন।
নৃপতি আদেশে গেল পাত্রের নন্দন
যুবরাজ স্থানে কহে এসব[৩] বচন।
শুনিয়া কুমার শান্ত হইল তখন
হরিষ বিষাদ মতি ক্ষেণে উচাটন।
নির্জন মন্দিরে এক উদ্যানের মাঝ
পাত্রসুত সঙ্গে তথা রহে যুবরাজ।
খাএ বা না খাএ নিদ্রা যাএ বা না যাএ
বিরহ বিউগ গীত গাহে সর্বথাএ।
প্রতিদিন দিবস গণএ দুঃখ মন[৪]
কথ দিনে হইবেক বৎসর পূরণ।[৫]
এথাতে করিয়া দিতে কুমারী উদ্দেশ
পাঠাইল অনুচর প্রতি দেশে দেশ।
সপ্তশত[৬] প্রধান আনিয়া সেনাপতি
সভাক সম্বোধি আজ্ঞা কৈল নরপতি।
যাও যাও তুহ্মি সবে করহ উদ্দেশ
কথা সেই কন্যা আছে কথা সেই দেশ।
সপ্তদ্বীপ জলস্থলে পর্বত কানন
করিবা সকল তুহ্মি সর্বত্রে গমন।

২. কেমতে অশক্য কার্য করিব উদ্দেশ—ক. ৩. যুবরাজ তরে গিয়া কহে এ বচন—গ.ঘ.ঙ.
৪. অনুক্ষণ—গ.ঙ. সর্বক্ষণ—ঘ. ৫. মনবাঞ্ছা হইব পূরণ—গ.ঙ. ৬. সপ্তদশ—ঘ.

প্রাণপণ যত্ন করি উদ্দেশ করিয়া
বড় বড় শহর আইসহ ফিরিয়া ।
সে সব সম্বোধি রাজা কহিলা বচন
আহ্মার প্রতিজ্ঞা বাণী শুন নরগণ ।
কন্যার উদ্দেশ যেবা করি দিতে পারে
অর্ধি রাজ্য দিয়া আহ্মি তুষিব তাহারে ।
খাইতে সম্বল পন্থে দিলেক নিপুণ
যার যে নিয়ম হতে দিল দশগুণ ।[৭]
অন্যে অন্যে নরপতি সবাকে সম্ভাষি
বিদায় করিল সব চর প্রতি তুষি ।
এ বুলিয়া সব লোক বিদায় করিয়া
কুশল সম্বাদ পন্থ রহে নিরীক্ষিয়া ।

। কন্যার সন্ধানে ।

প্রাতি জন স্থানে স্থানে গমন করিয়া
উদ্দেশ করেন্ত সবে ভুবন ভ্রমিয়া ।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের দিকে
যথাতথা সংসার বেড়াএ ভাগে ভাগে ।
যখনে যে সব লোক যাএ যেই ঠাম
গুলেস্তান এরাম দেশের পুছে নাম ।
বদিউজ্জামাল নাম করেন্ত উদ্দেশ
আছুক জানিব কন্যা না শুনিছে দেশ ।
এহিমতে চতুর্দশ মাস বহি যাএ
পৃথিম্বী বিচারি দূত পর্বতেত যাএ ।[১]
ভুবন বিচারি যথ অনুচরগণ
উদ্দেশ না পাই সব বিরস বদন ।
কেহ আগে কেহ পাছে অনুচরগণ
আসিলেক সংসার করিয়া পর্যটন ।

৭. শতগুণ—ক. ১. যত আকাশে লুকাএ— গ. ঘ. ঙ.

কোন কোন দূত সব উদ্দেশ কারণে
অনুদ্দেশে রহি গেল যমের ভুবনে।
কোন কোন দূত সবে আসিতে ফিরিয়া
ভাবিল রাজার আগে কি কহিব গিয়া।
যথাতথা রাজসুতা আছিল সুন্দরী
তাক চিত্র লিখিয়া আনিল যত্ন করি।[২]
ভাবিল এসব চিত্র দেখি যুবরাজ
অবশ্য রুচিব চিত্ত[৩] এহি চিত্র মাঝ।
অন্যে অন্যে যথসব আছিল কুশল
কেহ আগে কেহ পাছে আসিল সকল।
কেহ যদি না পারিল উদ্দেশ করিতে
শোকমতি নরপতি লাগিল কান্দিতে।
অতি শোকমতি রাজা ভাবি মনস্তাপ
ব্যস্ত[৪] হই চাহিলেক করিতে বিলাপ।
পাত্রে বোলে নরনাথ শুন নিবেদন
আজ্ঞা কৈলে পারি এক কহিতে বচন।
তুমি যদি তখনে কান্দহ নরপতি
শুনিয়া উদাস হৈব কুমারের মতি।
কুমারে জানিব[৫] দূত আইল ফিরিয়া
অনুদ্দেশে নরনাথে কান্দে বিলাপিয়া।
অখনে জানএ দূত গেল দেশে দেশ
কোনখানে হইবেক অবশ্য উদ্দেশ।
সে আশাএ ভ্রমি শান্ত হইয়াছে মন
উচিত না হএ ভ্রম করিতে স্মরণ।
এতদিন দিবস গণএ দুঃখ মন
কথদিনে হইবেক বৎসর পূরণ।
না কান্দ না কান্দ রাজা না কর প্রচার
চর সব যাউক মন্দিরে আপনার।

২. শীঘ্র করি— ক. লেখি আনে মনে রঙ্গ করি—ঘ. লেখাইল বহু যত্ন করি— গ.ঙ. ৩. রুসিব মন— ক. মজিব চিত্ত— গ.ঙ. ৪. লব্ধ—ঘ. ৫. না জানে—ক.

গুপ্তে গিয়া রহুক আপনা গৃহ মাঝ
না জানে আসিছে হেন যেন যুবরাজ।

। সয়ফুলমুলুকের চিত্তবিকার ।

এথাএ যুবরাজ আছে নিরীক্ষিয়া পন্থ
কথদিনে পন্থী সবে ফিরি আসিবেন্ত।
উঞ্চল টঙ্গী'পরে সদাএ বসিয়া
চতুর্ভিতে ঘাট-বাট থাকে নিরীক্ষিয়া।
রজনী স্বপনে কিবা জাগন সমএ
নয়নেত সেই রূপ করে দীপ্তিমএ।
প্রতিনিতি দিবস গণএ সর্বক্ষণ
কথদিনে বা ফিরি[2] আসিব দূতগণ।
চতুর্দশ মাস যদি গেল নির্বাহিয়া
অনুদ্দেশে অধিক দহিল তার হিয়া।
বিশেষ জানিল ঘরে আসি দূতসবে
নৃপতি আদেশে রহিয়াছে গুপ্তভাবে।
পূর্ব হতে অধিক হইল উচাটন[3]
অধিক নৈরাশ হৈইয়া করএ কান্দন।
সাগ্নাল পাইল যেন নিবিল হুতাশ
আকাশে বাড়াএ জিহ্বা পাইয়া বাতাস।
পুনরপি ভক্ষ্য ভুজ্য তেজিয়া সকল
অশান্ত বিক্ষুব্ধ হই কান্দিয়া বিকল।
ভূমিশয্যা মহানিদ্রা বিলাপ বচন
মোহ বিনে শান্ত নাহি কান্দে অনুক্ষণ
এথ শুনি নরনাথে কান্দিতে কান্দিতে
ধাইয়া আসিল শীঘ্র কুমার বিদিতে।
কান্দিয়া বিকল রাজা পুত্র কোলে করি[5]
ক্ষেণেক মুহিয়াছিল আপনা পাসরি[6]।

---

১. মূর্তি—গ.ঙ. ২. বাহুড়ী—গ. ৩. দহিল তার হিয়া—গ. ৪. নৈরাশ হইয়া কান্দে বিলাপিয়া—গ. অধিক নিশ্বাস ছাড়ি করএ কান্দন—ক. ৫. পুত্রমুখ দেখি রাজা কান্দিয়া বিকল—ক. ৬. বদনেত স্রোতোধারে নয়নের জল—ক.

ক্ষেণেকে চৈতন্য লভি গদগদ ভাষে
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে কুমারের পাশে।
শুন বাপু কৈল আহ্মি বহুল প্রকার
কোন পাকে[৭] নারিল নির্ণয় করিবার
বদিউজ্জামাল নাম পরীর কুমারী
মনুষ্যে কেমতে জানে কথা তার পুরী।
মোর শক্তি যুক্তিমতে করিয়া প্রকার
উদ্দেশ করিতে মুঞি নারিল তাহার।
অখনে কেমত যুক্তি লএ তোহ্মা মনে
সেসব বিস্তার করি কহ মোর স্থানে।[৮]
কহ দেখি সেই কর্ম করিমু এখনে
আর এক বাক্য মোর শুনহ আপনে।
যে সকল লোক গেল কন্যা উদ্দেশিতে
দেশে দেশে পাঠাইছিল চতুর্ভিতে
গিয়াছিল যে সবে যে সব দেশ মাঝ
মনে মনে চিন্তিয়া করিল এক কাজ।
যেখানে যে নৃপ সুতা শুনিল সুন্দরী
তার চিত্র লেখিয়া আনিছে যত্ন করি।
এক এক রূপবতী ভুবন মোহিনী
সতীমতি কুলবতী নবীন যৌবনী।
ত্রিলোকে তাহার রূপ দিতে নাহি সীমা
পরী অপসরী বিদ্যাধরী নহে সমা।[৯]
করিবা যে সেই কর্ম যেই লএ মতি
আনিয়া সেসব চিত্র দেখহ সম্প্রতি।
চারিশত কন্যার আনিল লেখি চিত্র
যার পট চাহ সেই আনিমু বিচিত্র।
দেখহ যেসব চিত্র আপনা নয়ানে
বুঝিয়া করিবা কার্য যেই লএ মনে।

৭. রূপে—ক. মতে—গ.ঙ. ৮. জানিয়া করহ কার্য যেই লএ মনে—গ.ঙ. জানিয়া করহ আকুল যেই লএ মনে—ক. ৯. বামা—ক. তার সমা—চ. না হয় সমা—খ.

এসবের মধ্যে কিবা রুচে তোহ্মা চিত
কিবা তার মধ্যে[10] থাকে মনের বাঞ্ছিত।
যেই তোর মতি হএ সেই মোর মতি[11]
কহি কহি এ বাক্য কান্দএ নরপতি।
কুমারে শুনিয়া বাক্য হিত উপরোধ
বিশেষ পিতার বাক্যে উপদেশবোধ।
আনিয়া সেসব চিত্র দেখে একে এক
কোনখানে না দেখিল সেইরূপ রেখ।
যদি বা সেসব রূপ অপরূপ ছিল
সেই বিনে আনেতে কভু মন না রুচিল।
যাহাতে যাহার মন মজিয়া থাকএ
সে বিনে আনেতে চিত্ত কভু না লাগএ।
যদি দশগুণ[12] ভাল হএ আনজন
সে বিনে আনেত কভু না না রুচএ মন।
সে যে পরীসুতা ছিল অতি রূপবতী
তাকে ছাড়ি আনেত কেমতে রুচে মতি।
সয়ফুলমুলুক সেসব চিত্র দেখি
দূরেত ফেলিল সব হই মন দুখী।
কান্দিয়া নৃপতি স্থানে করে নিবেদন
শুন রাজা মুঞি কর্মহীনের বচন।
বহুবিধ যত্নে তুহ্মি করিয়া প্রকার
মোর কর্ম দোষে কিছু না হৈল সুসার।
বিঘটিত কর্ম কথা ঘটএ যুবরাজ
কথাতে কমল মিলে শিশিরের মাঝ।
যার কর্মে বিধি যেই লিখে ভালমন্দ
কেমতে নাড়িব আনে নিয়ম নিবন্ধ।
আর এক বাক্য মোর তোহ্মার চরণ
আদেশ করহ যদি এহি নিবেদন।

১০. এহি সে নিবন্ধ—ক. ১১. অনুমতি ঘ. মনে সেই কর অনুমতি গ. ঙ.
১২. শতগুণ—ঘ,

কথদিন চাহি আহ্মি ভ্রমিয়া ভুবন
ঘটে বা না ঘটে শান্ত করি নিজ মন।
জগত ভ্রমিয়া চাহি মুঞি কর্মদুঃখী
ঘটে বা না ঘটে কর্ম চাহিমু পরীক্ষি।
কি কোনখানে পাই প্রিয়ার উদ্দেশ
কিবা মতি শান্ত হএ ভ্রমি নানাদেশ।
কোনখানে মনস্কাম কিবা মোর ঘটে
কিবা ঘট ছাড়ি প্রাণ যাএ তার বাটে।
মনোরথ সিদ্ধি করি পুন কিম্বা আসি
কিবা প্রাণ হারাই হইয়া অনুদ্দেশি।
পথিকের ভক্ষ্য ভোজ্য কোথা স্থান স্থিতি
বৈকালে যথাতে রহে তথা যথ ইতি।
প্রভাতে যে লএ মনে যাএ সেই ঠাম
পাএ বা না পাএ ধাএ ভাবি[১৩] মনস্কাম।
মোর প্রতি আদর থাকএ যদি মনে
আজ্ঞা কর যাই আহ্মি প্রিয়া অন্বেষণে।
রাজা বোলে তুহ্মি যদি ছাড়ি যাও মোকে
না রহিব জীবন দারুণ পুত্র শোকে।
তুহ্মি প্রাণ আহ্মি তনু জান সর্বদাএ
প্রাণ বিনে তনু আছে কেমন উপাএ।
জল বিনে মীন নাহি জিয়ে কদাচন
পুত্র বিনে পিতার জীবন অকারণ।
অক্ষির পুতলী পুত্র পিতার নিশ্চএ
পুতলী বিহনে অক্ষি অন্ধকারমএ।
আহ্মা ছাড়ি পরদেশ চাহ যাইবার
জীবন যাইব মোর সহিতে তোহ্মার।
জীবন-দুর্লভ কেবা ছাড়এ হরিষে
পুত্র ছাড়ি দেয় কেবা যাইতে বিদেশে।

১৩. চুড়ি—গ. স্মরি—ঙ. ১৪. নিত্যবিরহ বেদন—ক. গ. ঙ.

কুমারে বুলিল শুন মোর নিবেদন
এথা রহিবারে চিত্ত নএ নিবারণ।[১৪]
মনোরথ আপনার চাহোঁ বিচারিয়া
পাই বা না পাই চাহি সংসার ভ্রমিয়া।
এই নিবেদন যদি না রাখ আহ্মার
জীবন তেজিব সত্য গোচরে তোহ্মার।
জীবন তেজিব হেন শুনি নরপতি
ত্রাসিত চিন্তিত অতি চমকিত মতি।
বুলিল আহ্মারে ছাড়ি চাহ যাইবার
নিদয়া হইল বাপু হৃদয় তোহ্মার।
আর এক বাক্য মোর কর অবধান
কথাত যাইবা কহ মোর বিদ্যমান।
মোর দূতে সংসারে চাহিল বিচারিয়া
উদ্দেশ পাইবা বোল তুহ্মি কথা গিয়া।
কুমার বুলিল নৌকা করি আরোহণ
সমুদ্রের কূলে কূলে করিমু গমন।
আচীন মাচীন চীন আর নানাদেশ[১৪]
চিত্রকর সব তথা আছএ বিশেষ।
পুছিয়া চাহিব গিয়া সে সবার কাছে
মোর প্রিয়ার চিত্র তথা আছে বা না আছে
চিত্র যদি পাই তথা করিয়া উদ্দেশ
চিত্র অধিকারীর বসতি কোনদেশ।
পরদেশে সিদ্ধি কিবা হএ মনস্কাম
পরদেশে নাহি গেলে সিদ্ধ নহে কাম।
পরদেশে সিদ্ধি কিবা হএ মনোআশ
পরবাস কষ্ট কিবা ছাড়এ উদাস।[১৫]
এথা শুনি নরপতি রহে হেট মাথা
সহ্য করিবারে নারে কি কহিব কথা।

১৪. আছএ সহর চীন—ক. আছিম মাছিম চীন—গ. ঘ. ঙ.

১৫. পরদেশে সিদ্ধি নহে কষ্টেত উদাস—ক.

যাও বুলি মুখে বাক্য না আইসে রাজার
না যাও বুলিলে প্রাণি তেজএ কুমার।
ক্ষেণেক ভাবিয়া রাজা বুলিল উত্তর
তুহ্মি দেশে রহ আহ্মি যাই দেশান্তর।
যে সব দেশের নাম লইলা আপনে
ভ্রমিব সকল দেশ কন্যা অন্বেষণে।
আহ্মা হতে সিদ্ধি না হএ যদি মনস্কাম
করিও মনেতে যেই লএ পরিণাম।
কুমারে বুলিল মোর শুন নিবেদন
রাজ্য ছাড়ি রাজা কোথা করএ গমন।
বিশেষ আহ্মার মতি পীড়িল মদনে
তোহ্মার গমনে মোর না যাএ বেদন।[১৬]
ক্ষেণেক চিন্তিয়া পুনি কহে নৃপবর
যাইবারে ছাড়িয়া না দিমু একসর।
সায়াদ সহিত বহু কটক লইয়া
কথদিন যথাতথা আইসহ ফিরিয়া।
আহ্মার মাথাএ তুহ্মি জুড়ি দুই হাত
শপথ করিয়া যাও আহ্মার সাক্ষাত।
গেলে পুনি শীঘ্র করি আসিবা মন্দিরে
এই সত্য করি যাও আহ্মার গোচরে।

।পাত্রের প্রয়াস।

যাইতে আদেশ যদি করিল রাজন
পাত্র এক মন্ত্রণা ভাবিল মনে মন।
হেরিয়া রাজার ভিতে ঠারিয়া নয়ান
কহিতে লাগিল বাক্য যুবরাজ স্থান।
দূর পরদেশে গতি করিবা কুমার
মাতাপদ প্রণামিয়া উচিত যাইবার।

১৬. শান্তি নাহি মনে—ক. লাগএ বেদন—গ. ঙ.

মাতাতে বিদায় তুম্মি হও তথা গিয়া
নৌকা সজ্জা করি আম্মি এথাতে রহিয়া।
খাইতে সম্বল লোক যাইতে সঙ্গতি
যত্নে প্রস্তুত আম্মি করি যথ ইতি।
মাতাসম বান্ধব নাইক তিন লোকে
এমত গৌরব কেহ না করে কাহাকে।[১]
সর্বথা যাইবা সন্দেহ নাহি আর
অনুচিত জননী না মিলি যাইবার।
প্রস্তুত এথাতে যাবৎ না হএ নাও
আপনে বন্দহ গিয়া জননীর পাও।
এথশুনি কুমার করিল অঙ্গীকার
রাজপুরে গিয়া মাতা-পদ বন্দিবার।
মন্ত্রণা করিয়া মন্ত্রী কৈল এক কাজ
যথেক সুন্দরী আছে মিসিরের মাঝ।
নতুন যৌবনী বালা অতি রূপবতী
রাজ্যেত আছিল যথ সুন্দরী যুবতী।
সে সবের আছে যথ বস্ত্র অলঙ্কার
পরিয়া সুবেশ করি বিবিধ প্রকার।
কাজল সিন্দুর পরি করি নানা ছন্দ
প্রতিলোমে মাখিয়া কুসুম[২] মকরন্দ।
যেই বাটে কুমার যাইব রাজপুরী
সাজাই বিবিধ ভাতি রাখে সব নারী।
সমুখে দক্ষিণে বামে ভরি রাজ পন্থ
লক্ষ লক্ষ সুন্দরী কহিতে নাহি অন্ত।
লক্ষ লক্ষ সুবদনী রহে রাজপুরী
এথা তথা যথা চাহে[৩] তথাত সুন্দরী।
মৃগ-দৃষ্টি সবাকে ডাকিয়া জনে জনে
কহিলেক পাত্রে তবে মধুর বচনে।

১. কোনপাকে—ক. ২. মাক্ষি আকুল—ক. ৩. যাএ—গ ঙ.

কুমার হইল যদি কামাতুর মতি
কামাতুরে ভজে দেখি কামিনী যুবতী।
তুহ্মি সবে রঙ্গ ঢঙ্গ[৪] করি নানা ভাতি
ভোলাও যেমতে পার কুমারের মতি।
যেজন কুমার মতি ভুলাইতে পারে
বহু ধন অলঙ্কার রত্ন দিব তারে।
যাকে চাহে কুমারে রাখিতে নিজ পুরী
সর্বথা করিব তারে মুখ্য পাটেশ্বরী।
যেজনে কুমারে মতি মজাইতে পারে
সত্য কৈল যাহা চাহে দিবাম তাহারে।
শুনিয়া হরিষ হৈল যথ রূপবতী
বিশেষ কুমার রূপে মজেছিল মতি।
যেসবে দেখিয়াছিল হইল পাগল
যেসবে শুনিয়াছিল হইল বিকল।
এ বচন শুনিয়া অধিক হরষিত
পূর্ণ মনস্কাম আসি ঘটে আচম্বিত।
করপুটে যার যেই ইষ্টদেব আগে
যুবরাজ আলিঙ্গন ঘন বর মাগে।
পস্থ নেহলিয়া সবে সাজে নানা ভাতি
মনসিজ[৫] মতি রহে যথেক যুবতী।
রচিয়া মন্ত্রণা এহি মন্ত্রী বিচক্ষণ
কুমার গোচরে শীঘ্র করিল গমন।
করজোড় করিয়া কহিল পুনর্বার
মাতাপদ প্রণামিতে চলহ কুমার।
চলনের সামগ্রী করি এহি স্থানে
আপনে চলহ নিজ মাতার দর্শনে।[৬]
কুমার হরিষ হৈল শুনি এ বচন
প্রণাম করিতে যাএ জননী চরণ।

৪. ভঙ্গ—ক ৫. হরষিত—ক. ৬. শীঘ্রে জননী সদনে—খ. শীঘ্রে মাতার ভবনে—গ. ঙ.

পদ্মেত সুন্দরী সবে আছে পদ্ম বান্ধি
নয়ান মদন শরে ভুরু চাপ সান্ধি।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গাহে গীত
একদিষ্টে চাহি কেহ কামে বিমোহিত।
কেহ কেহ কেলিরসে[৭] বদনে নেহালি
সুরস করেন্ত কেহ করি চাতুরালি।
কেহ কেহ বসন ফিরাই দেয় গাএ
মন্মথ রঙ্গ কুচ সুরত দেখাএ।
কেহ কেহ নানা ছলে পুছএ বচন
করিয়া নানান মায়া কপট রচন।
কেহ কেহ বোলে শুন রাজার কুমার
আক্ষি তুলি মোর ভিতে চাহ একবার।
তুহ্মি কামাতুর আছ চিত্রের আকারে
তোর রূপে মোর মতি হানে পঞ্চশরে।
তুহ্মি যদি মোর মতি করহ নৈরাশ
কেমতে পূরিব বিধি তোহ্মা মন আশ।
জনম অবধি মোর এহি মনস্কাম
তোহ্মা রূপ দিবা নিশি ভাবি অবিশ্রাম।
শয়নে স্বপনে কিবা জাগন সমএ
নিবারণ করি মন তোহ্মা রূপ কাএ।
আশীকে নৈরাশ করএ কোন্ মহতা[৮]
যাচক নৈরাশ কভু না করএ দাতা।
এহি মতে বহু ভাতি কহে সব নারী
কামাতুর হই সবে লজ্জা পরিহরি।
অন্তস্পুরে নারী সবে করে নানা রস
নাট গীতি বাদ্য ভাণ্ড কৌতুক সরস।
কেহ নারী ধরি কথা পুরুষ আকার
আন নারী বদন চুম্বএ বারেবার।

৭. কামরসে—গ. কামশরে—ঙ. ৮. বিহিতা—ক

কোন নারী কার বস্ত্র টানএ ধরিয়া
মোকল করএ অঙ্গ সরস করিয়া।
কুমার বিদিতে কেহ করে জড়াজড়ি
মন্মথ রঙ্গে কেহ করে গড়াগড়ি।
কেহ কারে পুষ্প মেলি মারে অলক্ষিত
কেহ কার মুখে চুম্ব দেএ আচম্বিত।
কেহ কারে লড়াইয়া ধাএ পাছে পাছে
শরণ লএন্ত কেহ কুমারের কাছে।
কেহ কেহ মালতীর মালা লই হাতে
দিবারে করেন্ত আশা কুমার গলাতে।
কেহ কেহ মনস্কাম কহে আগুবাড়ি
কামাতুর কোলে বৈসে কুল লাজ ছাড়ি
মদনে বিভোল যথ কুরঙ্গ নয়ানী
কহিতে আপনা কথা মুখে নাহি বাণী।
ভুলাইতে কুমার আইল যে সকল
কুমারে দেখিয়া অতি আকুল বিকল।
ত্রিলোক মোহিনী যথ নবীন যুবতী
কার রূপ না রুচিল কুমারের মতি।
সে সবের মুখ দেখি নৃপতি নন্দন
অধিক বাড়এ শোক করএ ক্রন্দন।
আঞ্চলে ঢাকিয়া মুখ কান্দে শোক মনে
আর কার মুখ যেন না দেখে নয়ানে।
নৃপতি দেখিল শোক বাড়ে বহুতর
তুরিতে সেসব নারী করিল অন্তর।

। যাত্রার উদ্যোগ।

মাতাপিতা একএ হইয়া দুইজন
পুত্রমুখ হেরি দুই করএ কান্দন।
কুমার লইয়া কোলে বহু শোক[৯] ভাবি
বিলাপএ মহারাজা সঙ্গে মহাদেবী।

---

৯. দুঃখ—গ. ঘ. ঙ. ১০. সব বান্ধি দিগ পাশ—গ. ঙ.

বহুল করুণা করি কান্দে দুইজন
পাত্র-এক ডাকি রাজা কহিল বচন।
নৌকাসজ্জা করি দেঅ কুমার যাইতে
বহু ধনরত্ন আর সম্বল খাইতে।
আজ্ঞা অনুসারে পাত্রে নৌকা করি সাজ
নৌকা সব রাখে নিয়া সাগরের মাঝ।
নৌকাময় সাগর বান্ধিল চারি পাশ[10]
সেতু বন্ধ করে কিবা সীতার উদ্দেশ।
একে একে নৌকা সব গিরি জিনি আছে
কৌতুকে পর্বত কিবা সাগরে ভাসিছে।
এক এক ডিঙ্গার আকাশে লাগে মাথা
সূর্য পাশে পুছে কিবা কুমারীর কথা।
স্রোতে নাড়ে নাড়ে আর পবনে চালাএ
পাল ছান্দি স্বছন্দী যথাতথা যাএ[11]।
এক এক নৌকাতে সামাএ এক রাজ
নরপশু আদি করি যথেষ্ট সমাজ।
চারি সহস্র[12] তরণী সাজাএ পূর্ণ করি
খাইতে সম্বল দিল এসকল ভরি।
সহস্রেক নৌকা ভরি বহু রত্নধন
হীরা মণি মুক্তা আর রজত কাঞ্চন।
বহুমূল্য বসন আনিয়া বহুতর
সহস্রেক ডিঙ্গা ভরি দিল পাত্র-বর।
অশ্বগজ যথইতি দিল রাজনীতি
সহস্রেক[13] ডিঙ্গা ভরি লৈল যথ ইতি।
লক্ষ লক্ষ নর সব যাইতে সঙ্গতি
সপ্তশত সেবক চাকর যথ ইতি।[14]
পাত্রসুত সব 'পরে হৈল অধিকার
সেনাপতি আদি করি যত পরিবার।

১১. সকল সানন্দ মন রঙ্গে চলি যাএ—ক. ১২. শত—ক.
১৩. চারিশত—ক. ১৪. নায়ক সেনাপতি—গ. ঙ.

রজত কাঞ্চনে জড়ি বিবিধ প্রকার
ডিঙ্গা এক বানাইল চড়িতে কুমার।
চারিশত গজ দীর্ঘ শত গজ পাশ
সুন্দর সৌষ্ঠব অতি গহীন পঞ্চাশ।
কুমার রহিতে এক বানাইল পুরী
বাহিরে ভিতরে ভেদ রাজনীতি করি।
আলিম পণ্ডিত আর জ্যোতিষ গণক
নানা যন্ত্র রাজবেশ্যা গাহন নর্তক।
প্রতি নৌকা সাজাইল অতি ভালমতে
নিবেদন কৈল গিয়া রাজার সাক্ষাতে।

। যাত্রা ।

নৃপতি শুনিল নৌকা সাজাইল ওথা
বিষণ্ণ বদন হই রহে হেট মাথা।
নিঃশব্দে রহিল রাজা মুখে নাহি রাও
উলটি ললাট মধ্যে মারে কর ঘাও।
কুমার জানিল নৌকা হইল প্রস্তুত
পিতার চরণে ধরি কান্দিল বহুত।
বুলিল আহ্মারে কৃপা যদি থাকে মনে
না ভাবিঅ মনস্তাপ আহ্মার কারণে।
কথদিন নানাদেশে করিয়া ভ্রমণ
মনোরথ সিদ্ধি করি শান্ত করি মন।
কণ্ঠেত জীবন যদি থাকএ আহ্মার
অবশ্য আসিব ফিরি চরণে তোহ্মার।
এহি সত্য কৈল আহ্মি তোহ্মার সদন
আহ্মার শপথ লাগে না কর কান্দন।
এথ কহি জননীর চরণে পড়িয়া
মাতাপুত্রে কান্দে দুই ধরণী গড়িয়া।

মাথাতে তুলিয়া দিল জননীর কর
গদগদ ভাষে কহে মধুর উত্তর।[1]
শুন মাতা মোহর বচন নিবেদন
না কর করুণা করি সঘন রোদন।
তোহ্মার চরণ বিনে আন নাহি আশ
দৈবের সঞ্জোগে বিধি করিল উদাস।
কথ দিন সংসারে ভ্রমিয়া স্থানে স্থান
এথাতে আসিব ফিরি কণ্ঠে থাকে প্রাণ।
তুহ্মি দুই হাসিয়া বিদায় দেয় মোকে
নতু প্রাণ দিব আহ্মি প্রাণ প্রিয়া শোকে।
এথ শুনি বিষম সঙ্কট মনে ভাবি
শান্তমতি চিন্তিতে লাগিল মহাদেবী।
শান্ত হও মহারাজা কুমার বচনে
বোলে বাপু শান্ত কর কপট রচনে।
কপটে মারএ শিরে গিত্রে বজ্র ঘাও
বোলে শব্দ না করিঅ মোর মাথা খাও।
যেমত বচন তাক তেমত লক্ষণ
কুমার কোমল বাক্য অমূল্য শোভন।
কুমারে বোলএ মোর স্থির নহে মতি[2]
এমত কহিলে প্রাণ তেজিব সম্প্রতি।[3]
হাসিয়া বিদায় যদি না কর আহ্মারে
এহিক্ষণে প্রাণ দিব তোহ্মার গোচরে।
এথ শুনি ত্রাসিত হইল নরপতি
কহিল চলহ যথা লএ তোর মতি।
আজ্ঞা পাই কুমারে কিঞ্চিত শান্ত হৈয়া
চলিলেক মাতাপিতা চরণ বন্দিয়া।
রাজা মহাদেবী দুই কান্দিতে কান্দিতে
পাছে পাছে ধাই যাএ কুমার সহিতে।

১. হস্ততুলি মাথাএ দিলেক জননীর—ক.
২. মন—গ. ঘ. ঙ. ৩. এখন—গ.ঘ.ঙ.

পুরবাসী নারী সবে তেজি ভয়-লাজ
বুকেত মারিয়া ধাএ দেবীর সমাজ।
পাত্রমিত্র রাজ্যবাসী যথ নরগণ
কান্দিতে কান্দিতে ধাই যাএ সর্বজন।
মিসির নগর ভরি হৈল কোলাহল
আকাশে উঠিয়া গেল কান্দনের রোল।
পদরথী যাএ রাজা সঙ্গে পাটেশ্বরী
সামান্যের মত ধাএ মান্য পরিহরি।
হাঁটিতে না পারে দেবী কোমল শরীর
পুত্রশোকে দারুণ পরাণ নহে স্থির।
ঠাঁই ঠাঁই গড়ি পড়ে চেতন হারাএ
জাগিয়া কান্দিয়া পুনি পাছে পাছে ধাএ।
এহি মতে গেল 'নীল' সাগরের তীরে
কুমার যথা আরোহিল নৌকার 'পরে।
পুনরপি পুত্রগলে ধরি নৃপবর
বহুল বিলাপ করি কান্দিলা বিস্তর।
সায়াদক ডাকিয়া কহিল নররাজ
আপনে যাইবা বাপু কুমার সমাজ।
নৌকাবাসী সব হৈল অধীন তোহ্মার
তোহ্মা আজ্ঞাপাল কৈল যথ পরিবার।
যার যেই যোগ্য কর্ম করিয়া আদেশ
যত্নে সবে কুমারীক করিবা উদ্দেশ।
কুমার জানহ তুহ্মি কামাতুর মন
সদায় করিবা তুহ্মি তাহার রক্ষণ।
পলাইয়া যাএ-নি চাহিবা আচম্বিতে
সর্বক্ষণ আপনে থাকিবা সচকিতে।[৪]
কিবা প্রাণ কোনখানে তেজে শোকমনে
সর্বক্ষণ রক্ষিক হইবা সাবধানে।

৪. সাবহিতে—গ. ঙ.

দণ্ডবৎ করি কহে পাত্রের নন্দন
পুষাক্রমে খাইয়াছি তোহ্মার লবণ।
বিশেষ অধিক কৃপা করএ কুমার
বান্ধিছে কৃপার ডোরে জীবন আহ্মার।
কুমার সুসার যেই হএ মোর হাতে
প্রাণপণ যত্নে আহ্মি করিব তাহাতে।
এ বুলি করিয়া নৃপ চরণ বন্দন
নৌকা আরোহিল গিয়া পাত্রের নন্দন।
ইষ্টদেব স্মরি সবে নৌকা আরোহিয়া
সাগর লাগিয়া যাএ নৌকা চালাইয়া।[৫]
কথা যাইব কি করিব কেহ নাহি জানে
যথা তথা পুছিব কুমারী অন্বেষণে।
দুই কূলে যথাএ দেখএ নরবাস
পুছন্ত কুমারী বার্তা সে সবের পাশ।
এথা রাজা মহাদেবী রহি নদী তীরে
এক দৃষ্টে নৌকা ভিতে দুইজনে হেরে।
উঞ্চ একস্থানে উঠি হেরে দুইজনে
নিরক্ষিল যথদুর দেখিল নয়নে।
অবশেষে আর যদি না দেখে নয়নে
ধরণী গড়াএ দুই হই অচেতনে।
চৈতন্য লভিয়া পুনি ভাবি মনস্তাপ
পুত্রশোকে মাতা পিতা করএ বিলাপ।
কি কহিব কেমন দারুণ পুত্রশোক
জানএ দুঃখের দুঃখী যে সকল লোক।
শোকাকুল মতি দুই গিয়া পুরীমাঝ
সুখভোগ তেজিল ছাড়িল রাজ্যকাজ।
কান্দিতে কান্দিতে দুই ঘোর হৈল আঁখি
পুনি দরশন আশে প্রাণ আছে রাখি।

৫. সাগর দিষলে যাএ আকুল হইয়া—গ. ৰ. ঙ

বিরল মন্দিরে দুই রহে একসর
বিচ্ছেদের শোক মাত্র দোহান দোসর।
মুছশিচলে নিদ্রা যাএ জাগিলে বিলাপ
শয়নে জাগনে সর্বক্ষণ মনস্তাপ।
এহিমতে এথাতে নির্বহে দিবানিশি
কুমারে চলিছে ওথা কুমারী উদ্দেশি।
দোনাগাজী চৌধুরী দোল্লাই নামে দেশ
রচিল বিরহ পুথি চিত্তের আবেশ।
দারুণ বিরহ ভাব ধরে যার প্রাণে
জাতি-কুল-লজ্জা-জ্ঞান হারাএ ধেয়ানে।

।প্রথম মঞ্জিল। চীনরাজ্যে।

কুমার বিরহ ভাবে হইয়া বিউগী
অনুশোচে চিন্তি যাএ বাপ-মাও ত্যাগী।
নিশিদিশি চলি যায়ন্ত যথাতথা
যথা যাএ তথা পুছে কুমারীর কথা।
চল্লিশ দিবস যদি গেল এহি মতে
মিলিল শহর ছিল সাগর কূলেতে।
ভুবন দুর্লভ রাজা জিনি ত্রিপিষ্ঠক
রাজপুরী সুবাসিত অমরা রঞ্জক।[১]
কুমারে কহিল নৌকা রাখ এহি স্থানে
চতুর্ভিতে যাউক লোক কন্যা অন্বেষণে।
স্থানে স্থানে চর সব দিল পাঠাইয়া
ঘরে ঘরে দূত সবে পুছিলেন্ত গিয়া।
গোলেস্তাঁএরাম বোলহ কোন্‌দেশ
শাহবাল রাজা তার কে জান উদ্দেশ।

১. বঞ্চক—ক. পঞ্চক—ঘ,

বদিউজ্জামাল তার সুতা রূপবতী
কথা রাজ্যে কথা রাজা কথা সেই সতী।
যেজনে উদ্দেশ তার কহিবারে পারে
যথ ধন চাহে আহ্মি দিবাম তাহারে।
এ বুলিয়া জিজ্ঞাসএ প্রতি জনে জন
প্রতি ঘরে ঘরে সবে করএ ভ্রমণ।
উন্মাদ আকার দূত ভ্রমিয়া বেড়াএ
কোনস্থানে নাম গ্রাম উদ্দেশ না পাএ।
যাবৎ সেসব চর আইসএ ফিরিয়া
কুমারে রহিছে এথা পন্থ নিরখিয়া।
চীন রাজা ফগফুর নামে রাজেশ্বর
একজনে কহে বার্তা রাজার গোচর।
সাগর ভরিয়া ডিঙ্গা লোক লক্ষ লক্ষ
প্রবেশি 'পরদল' সব অশক্য অশক্য।
সাগরের কূলে নৌকা রাখিয়া রহিল
যুদ্ধ সাজ করি কিবা বাটক আইল।
কিবা এথা কটক আইল কি কারণ
করিয়া বিবিধ সাজ কেনে আগমন।
উচিত লইতে বার্তা পাঠাই অনুচর
যে দেখিল নিবেদিল তোহ্মার গোচর।
এথ শুনি ফগফুর চমকিত[২] মতি
পাত্রমিত্র ডাকি আজ্ঞা কৈল নরপতি।
বিপক্ষ আইল দেখি করি যুদ্ধ সাজ
সাজউক যথেক লোক মোর রাজ্য মাঝ।
রাজ-আজ্ঞা পাই পাত্র হই চমকিত
সাজাএ রাজ্যের লোক যথেক তুরিত।
কম্পএ চীনের মাটি দুইদল লোকে
জল স্থল আবরিল উভয় কটকে।

২. চিন্তাযুক্ত—গ. ঙ.

যুদ্ধ সাজে নৃপতি আইল রথে চড়ি
চাহিলেন্ত সৈন্য সমুদিত আগুসরি।
করজোড়ে পাত্রবর লাগে কহিবার
শুন শুন নরনাথ বচন আহ্মার।
শত্রু মিত্র কিবা কেনে হৈল উপস্থিত
নির্ণয় জানিয়া নৃপ লড়িতে উচিত।
নির্ণয় না জানি যদি কর হেন কাজ
না হৈলে রিপু নিন্দা হৈব লোক মাঝ।
এথ শুনি নৃপতি হইয়া স্থিরমতি
অনুচর পাঠাইয়া দিল শীঘ্রগতি।
নৃপতির চর গিয়া কুমার গোচর
প্রথমে কহিল নৃপ সম্ভাষা বিস্তর।
পশ্চাতে কহেন্ত দূত করজোড় পুটে
কি কারণে আগমন হৈল এহি বাটে।
কোন রাজ্যপতি তুহ্মি এথা কিবা কাজ
সম্বন্ধের আশা কিবা সমরের কাজ [৩]।
কিবা সম্পদের আশা করিয়াছ মনে
এথা আগমন কিবা কোন অন্বেষণে।
কি আশা তোহ্মার মনে কহ মোর ঠাঁই
যুদ্ধ আশা কভু মোর রাজ মনে নাই।
কোনকালে এদেশে কেহ নাহি করে রণ
যুদ্ধ আশা ক্ষেমা দেঅ চাহ দিমু ধন।
এথ শুনি যুবরাজ ঈষৎ হাসিয়া
নিকটে বোলাইল দূত গৌরব বাসিয়া।
ডাকিয়া নিকটে আনি আপনা গোচর
করিল বহুল মান্য অধিক আদর।
কহিল বাহুড়ি যাও নৃপতির ঠাম
বহু ভক্তি করি মোর কহিঅ প্রণাম।

৩. মিত্রতা আবেশ কিবা সম্বন্ধের আশ—গ. ঙ.

মিসির নৃপতি জান রাজ রাজেশ্বর
পৃথিবীত রাজা নাই তান সমসর।
তাহান তনয় মুঞি জগত বেড়াম
সয়ফুলুমুলক করি থুইল মোর নাম।
ধনে মোর কার্য নাই রাজ্যে নাহি উন
রত্ন মণিময় মোর ভাণ্ডার নিপুণ।
প্রবাস সামগ্রী যেই সঙ্গেত আছএ
এক এক মণি সপ্তরাজ ধন হএ।
এমত সহস্র[৪] ডিঙ্গা আছে রত্নে ভরি
রজত কাঞ্চন কথ কহিতে না পারি।
জগত ভ্রমিতে মোর মনে হৈল আশ
মাতৃপিতৃ আজ্ঞা লই চলিল প্রবাস।
ধনে মোর কার্য নাহি রত্নে নাহি সাধ
সংসার বেড়াই রঙ্গে কি কার্য বিবাদ।
তোহ্মার রাজার যদি ধনে কার্য থাকে
এথা হতে যথ চাহে পাঠাইব তাকে।
মনোরম স্থান দেখি করিতে বিশ্রাম
কথদিন অতিথ রহিব এহি ঠাম।
কহিঅ বচন এহি চীন রাজা স্থানে
নিঃসন্দে নিশ্চিন্তে বসি রহুক আপনে।
নহি পরদল[৫] আহ্মি নহি অন্যজন
ভয় মনে না বাসিঅ অতিথি কারণ।
এ বুলিয়া বহু ধন বস্ত্র[৬] অলঙ্কার
চরকে প্রসাদ দিল রাজার কুমার।
সানন্দিতে চর সব গিয়া রাজ স্থান
কহিল সকল কথা রাজ বিদ্যমান।
শুনিয়া সানন্দ হৈল নৃপতির মন
পাত্রমিত্র ডাকি যুক্তি করেন্ত রাজন।

৪. চারিশত—ক. ৫. রিপুদল—ক. ৬ রত্ন—খ.

ভাল হৈল কুমারে না কৈল যুদ্ধ আশ
যুদ্ধ যদি করিত হইত সর্বনাশ।
ভক্তি করি বহু মান্যে রাজার কুমার
অতিথ আইল করি বুলিল বিস্তর।
লৌকিক করিল বহু রাজার কুমার
করিতে অতিথ পূজা উচিত আহ্মার।
তুহ্মি সবে যুক্তি যদি বোলহ আহ্মারে
আপনে চলিয়া যাই তাহার গোচরে।
পাত্রে বোলে এথ 'ধিক নাহি কোন কর্ম
লেখিল অতিথ পূজা[৮] সর্বশাস্ত্রে ধর্ম।
বিশেষ অতিথ আর বলবন্ত জন[৯]
রুষিলে হইব নষ্ট[১০] তুষ্ট কর মন।
এথ শুনি মহারাজা চলে তুরমান
সমুদ্রের কূলে যথা যুবরাজ স্থান।
কুমারে শুনিল যদি নৃপতি আইল
আগুবাড়ি' মান্য করি' নৌকাএ আনিল।
গলাগলি কোলাকুলি সম্ভাষা বিস্তর
বসিলেক দুই এক আসন উপর।
অন্যে অন্যে আছিলেন্ত বহুল আলাপ
কহিল কুমার নিজ মনের সন্তাপ।
কহিতে কহিতে আক্ষি বহে জলধার
কুমার কান্দনে রাজা কান্দে অনিবার।
মনোদুঃখে বহুতর করিয়া রোদন
কহিতে লাগিল রাজা কুমার সদন।
কথদিন এথা তুহ্মি রহ মহাশয়
যত্নে আহ্মি করি দিব কন্যার নির্ণয়।[১১]
মোর দেশে চিত্রকর আছে বহুতর
সে সবে ডাকিয়া আনি তোহ্মার গোচর।

৭. সেবা—গ. ৮. সেবা—গ. ঘ. ৯. হএ বড় মান্যজন—ক. ১০. দোষ—ক.
১১. কুমারী উদয়—গ. ঘ.

যথ চিত্র আছে সব করি নিরীক্ষণ
দেখহ আছে কি নাহি কুমারী লক্ষণ।
এসব মাঝারে যদি থাকে সেই চিত্র
উদ্দেশ করিব যত্নে কি বড় বিচিত্র।
কথদিন এথা রহি শান্তহ হৃদয়
কুমারী উদ্দেশ আহ্মি করিব নিশ্চয়।
কুমারে শুনিয়া নৃপ আশ্বাস বচন
হরিষে নৃপতি আগে করে নিবেদন।
মোকে যদি এই কৃপা মনেত আছএ
দিন চারি-পঞ্চ এথা রহ মহাশএ।
প্রবাস সামগ্রী মোর যে আছে সম্বল[১২]
নিমন্ত্রণ করি আহ্মি তোহ্মা পদতল।
রাজা বোলে হেনকর্ম না হএ উচিত
কথাত গৃহস্থ সেবা করএ অতিথ।
কুমারে বোলএ যেই হএ ধনহীন
অতিথ পতিত সেই হএ পরাধীন।
তোহ্মার কৃপাএ মোর উন নাহি ধন
অবশ্য করিয়া কৃপা রাখিবা বচন।
এথ শুনি মনে মনে ভাবে চীনরাজ
বাক্য না রাখিলে রুষ্ট হৈব যুবরাজ।
কহিল উত্তর—আহ্মি এথাএ রহিব
কদাচিৎ তোহ্মার বচন না লঙ্ঘিব।
এথ কহি স্থানে স্থানে নিয়োজিল চর
শীঘ্রে আন রাজ্যে যথ আছে চিত্রকর
পঞ্চদিন নদী তীরে আছিল রাজন
সৈন্য সমে কুমারে করিল নিমন্ত্রণ।
হস্তী ঘোড়া রত্নমণি রজত কাঞ্চন
শতেক তঙ্কার ছিল বহুল বসন।[১৩]

১২. এথা আছএ সম্বল—গ. ঘ, ১৩ শতেক বৎসর চীনে হএ যথ ধন—গ. ঘ.

কুমারে বেভার দিয়া চীন নৃপ আগে
রাজযোগ্য নহে বুলি পরিহার মাগে।
বহু ধন দেখি রাজা ধন্ধ হৈল মন
হরিষে কুমার আগে কহিল বচন।[১৪]
অতিথ আইলা তুহ্মি মোর রাজ্য মাঝ
বিপরীত কার্য করি দিলা মোরে লাজ।
এক নিবেদন মোর শুন মহাশএ
মোর প্রতি কৃপা যদি থাকএ হৃদএ।
কথদিন থাক আসি মোহর আলএ
প্রাণপণ তোহ্মা কার্য করিব নিশ্চএ।
নৃপতির ভক্তি বহু শুনি যুবরাজ
আশ্বাস শুনিয়া আর সিদ্ধ হৈব কাজ।
নৃপতি মন্দিরে গতি করিল কমার
চলিল সহিতে করি যথ পরিবার।
সপ্তদিন কৈল বহু অতিথ সেবন
বেভার আচার জান কৈল বহু ধন।
সে সব কহিতে কথ আহ্মি জানি ক্ষুদ্র
উভয়ের ধনে পারে বান্ধিতে সমুদ্র।
মিলাইল দেশে আছে যথ চিত্রকর
চিত্রসব আনি দিল কুমার গোচর।
একে একে যথ চিত্র দেখিলা কুমার
না দেখিল সেই চিত্র লক্ষণ আকার।
বিষণ্ণ বদন হৈল ছাড়িল নিশ্বাস
তাহা দেখি কহে রাজা যুবরাজ পাশ।
আর এক বাক্য শুন রাজার কুমার
যোগী এক আছে এথা দেশেত আহ্মার।
তিনশত বরিষ উমর হৈল তার
বয়স অবধি সেই বেড়াএ সংসার।
গুলেস্তাঁএরাম সেই জানিবারে পারে
জানে বা না জানে আনি পুছহ তাহারে।

১৪. কহিতে লাগিল রাজা কুমারের স্থান—ক.

এথ শুনি যুবরাজে কহিল বচন
শীঘ্রে ডাকি আন গিয়া সেই মহাজন।

। গুলেস্তাঁ-ইরামের পরিচয় ।

চরকে আদেশ কৈল নৃপমহামতি
জগমে[১] ডাকিয়া এথা আন শীঘ্রগতি।
কুমারে পুছিল বাণী জগমের আগে
গুলেস্তাঁ এরাম বোলহ কোন্‌দিগে।
জগমে কহিল আহ্মি ভ্রমিল ভুবনে
গুলেস্তাঁ এরাম নাম না শুনিছি কানে।
তিনশত অব্দাবধি ভ্রমি নানা দেশ
কোনখানে না শুনিল সেদেশ উদ্দেশ।
ভুবনে সে দেশ নাহি লএ মোর মতি
কিবা নরলোকের নাহিক তথা গতি।
কিন্তু এক বাক্য কহি তোহ্মার সমীপ
'কতিতা' আছএ দেশ সমুদ্রের দ্বীপ।
নানা দেশী সাধুগণ আসে সেই দেশ
তথা পুছি পাও যদি সে দেশ উদ্দেশ।
কুমার পুছন্ত তবে বচন মধুর
কহ মুনিবর সেই দেশ কথ দূর।
মুনি বোলে সাগর দুরন্ত অতিশয়
পাএ বা না পাএ কূল নাহিক প্রত্যয়।
ভাগ্যমন্ত জন তথা না করে গমন
তথা যাএ মরণ বাঞ্ছএ যেই জন।
কোন পাকে বিধাতা প্রসন্ন যদি হএ
সুবিধা পাইলে দুই বৎসর লাগএ।
নতুবা সাগরে ডুবি যাএ যমদেশ
এমত কঠিন দেশে কে করে প্রবেশ।

১. জঙ্গম—ক.

কুমারে বুলিলা আহ্মি যাইব সেই দেশ
উদ্দেশি মরিব কিবা করিব উদ্দেশ।
[কথদিন রহি তবে অতিথ হইল
চীনরাজ ভাবি তবে মুরীদ হইল।
চীনরাজা অনুচর ভাবে মনে মন
মহারাজা মুরীদ হইল করিব কেমন।
কথক্ষণ ভাবি তবে মনে করি সাঁচে
অনুচর মুরীদ হৈল যুবরাজ কাছে।][২]
এ বুলিয়া চীন পতি সম্ভাষা করিয়া
চলিলেক যুবরাজ নৌকা আরোহিয়া।
উদ্দেশ পাএ কিবা যদি প্রাণি যাএ
তথাপি 'কতিতা' বুলি তরণী চালাএ।
কতিতা কতিতা বুলি যাএ হরষিতে
দিকপাশ নাহি জানে চন্দ্রসূর্য স্থিতে।

। দ্বিতীয় মঞ্জিল। কতিতা উদ্দেশে।

আনন্দ কৌতুক রঙ্গ প্রতি নাএ নাএ
নাট গীত সরসে দিবস গঞ্জি যাএ।
শতরঞ্চ চৌঅর পাশা সারি সারি
দিবস গোঞাএ নানা রঙ্গরস করি।[১]
এহিমতে চল্লিশ দিবস বহি গেল
নানা রসাবেশে যুবা কৌতুকে আছিল।
দৈবযোগে একনিশি আকাশ তিমির
সঘন বিষম ঘটা[২] বিষম সমীর।
নয়ানে লক্ষিতে নারে আপনার গাও
তরঙ্গ পাতালে স্বর্গে লই যাএ নাও।
দিউটি মশাল যথ নিভাএ সমীরে
চপলা চমকি বজ্র পড়এ সাগরে।

---

২. 'গ'—এরপাঠ১. কৌতুকচাতুরী—গ. ম. ২. সাগর গহন ঘাটা—ক

সঘন গগনে ঘন বাজএ[৩] গম্ভীর
শীতবাতে বিন্দুপাতে কম্পএ শরীর।
বিশেষ কম্পএ তনু জীবন সংশএ
কর্ণধার সমুখ বিমুখ না দেখএ।
বাতাসের রঙ্গ আর সাগরের রোল
কোলাহলে না শুনন্ত কেহ কার বোল।
কেহ বোলে না দেখিল পুত্র মাতাপিতা
কেহ বোলে না দেখিল দুহিতা বনিতা।
কেহ বোলে না দেখিল গুরুর চরণ
কেহ বোলে না দেখিল ইষ্ট মিত্র জন।
কেহ বোলে সে ধন রহিল সেই স্থান
না কহিল কপটে রমণী বিদ্যমান।
কেহ বোলে অমুকে রাখিল মোর[৪] ধন
পুত্র কন্যা উদ্দেশ না জানে কোনজন।
কেহ বোলে ক্রোধ করি ছাড়িল ভবন
স্ত্রীপুত্র না মিলিয়া করিল গমন।
কেহ বোলে এহি ডর লাগে মোর মনে
মীন কুম্ভীরে ধরি খাইব এইক্ষণে।
কেহ কেহ নিঃশব্দ কম্পিত কলেবর
ভাল মন্দ না নিঃসরে মুখেত উত্তর।
কেহ কেহ ভএ মুছি পড়িয়া আছএ
যমপুরে গেছে কিবা হেন মনে লএ।
আকাশ গর্জএ আর তরঙ্গ সাগরে
চন্দ্র সূর্য তারাগণে পলাইল ডরে।
কাণ্ডারী না পাত্র স্থিতি এঘোর তরঙ্গে
ঢুষাই ভাঙ্গএ ডিঙ্গা আন ডিঙ্গা সঙ্গে।
যার যেই ইষ্টমিষ্ট ছিল সেই স্থানে
ডাকিলে না শুনে কানে না দেখে নয়ানে।

৩. গর্জএ—গ. ঘ, ৪. অপার রহিল সেই—গ.

শ্রুতিবুদ্ধি দৃষ্টি জ্ঞান সব হৈল নাশ
ত্রাসিত কম্পিত তনু জীবন নৈরাশ।
নিজ তনু ভএ[৫] আর ধনমিত্র[৬] শোকে
বিবিধ প্রকার করি[৭] কান্দে সর্বলোক।
কান্দএ পাত্রের সুত কুমারের লাগি
কুমার কান্দএ যার কারণে বিউগী।
না দেখিল প্রিয়া মুখ মরিতে সমএ
এহি দুঃখ বিধি মোর রহিল হৃদএ।
কোন্ জন প্রাণবন্ধু এথা মোর আছে
বহিব এদুঃখ মোর প্রাণ-প্রিয়া কাছে।
বুলিব অমুক দাসে করি তোর আশ
অলঙ্ঘ্য সাগরে মজি হইল বিনাশ।
এহি মতে বিলাপ করএ অনিবার
নয়ানে সঘনে বহে রোদনের[৮] ধার।
জলদ তিমির নিশি তা দেখি প্রকাশ
সায়াদ আসিতে নারে কুমারের পাশ।
বিদ্যুৎ করিয়া লক্ষ্য বহুল সঙ্কটে
পাত্রের নন্দন গেল কুমায় নিকটে।
সুধীর সুস্থির মতি লাগে কহিবার
শুন শুন যুবরাজ বচন আহ্মার।
না কান্দিঅ ভএ ত্রাসে না ভাবিঅ মন
সঙ্কট প্রেমিকজনের অঙ্গ আভরণ।[৯]
বিষম সঙ্কটে[১০] জান সঙ্কট সুসার[১১]
প্রিয়া প্রিয়া ভাবএ প্রেমের ব্যবহার।
কুমার বোলএ আহ্মি না কান্দি তরাসে
মোর মৃত্যু বার্তা কেবা নিব প্রিয়া পাশে।

৫. জীবনে ভএ— গ. ঘ. ৬. প্রাণ— ক. ৭. বিবিধ কোলাহল করি— গ. ঘ. ৮. শোণিতের— গ. ঘ. ৯. প্রেমের সঙ্কট জান অনঙ্গবরণ— গ. ১০. সুসম— গ.ঘ. ১১. উদ্ধার ঘ.

সায়াদে বুলিল শুন বচন আহ্মার
চিত্ত স্থির করিয়া ভাবহ করতার।
নৈরাশ না হৈঅ তুহ্মি জি'তে হৈব দেখা
প্রেমের অমৃত জান গরলেত মাখা।
এহি মতে দুইজনে করে আলাপন
অনুক্ষণ তরঙ্গ বাড়এ ঘন ঘন।
চল্লিশ হাজার[১২] ডিঙ্গা সাগরে ডুবিল
কেহ কার তত্ত্ববার্তা কিছু না পাইল।
অবশেষে আর যথ ডুবিল সকল
ভএ শোকে যুবরাজ কাতর বিকল।
কুমার সায়াদ দুই ডিঙ্গা মাত্র আছে
তরঙ্গে বাতাসে নেয় শমনের কাছে।[১৩]
কুমারে জানিল এবে মরিব এখন
জিয়তে কুমারী সনে না হৈল দর্শন।
ছাড়িয়া জীবন আশা ভাবি মনস্তাপ
বদিউজ্জামাল বুলি করএ বিলাপ।

১২. তিনশত তিন—ক. ১৩. সমুদ্রের নীচে—ক.

। সয়ফুলমুলুকের বিলাপ ।

। রাগ : সিন্ধুরা ।

কে কহিব গিয়া মোর প্রিয়ার গোচর । ধূয়া
এ ঘোর আঁধার নিশি গগন তিমির ।
সঘন গর্জ্জএ ঘন মন নহে স্থির
সমীর বিষম অতি তরঙ্গ সাগর ।
প্রাণ ভএ সঙ্গী সবে গেল যমঘর
কান্দিয়া রাজার পুত্র হইলা কাতর ।
চপলা চমকি বজ্র পড়ে চারিভিত
তারা শশী পলাইল নক্ষত্র সহিত ।
তরঙ্গের ভএ প্রাণ দিব এহিক্ষণ
কোনে বা কহিব বার্তা প্রিয়ার সদন ।
আকাশে পাতালে নৌকা লই যাএ তরঙ্গে
দুই হস্ত ধরি টানে শমনে অনঙ্গে ।
মরিব করিয়া ডর না লাগএ মন
জি'তে না দেখিল তোর অমৃত বদন ।
না দেখি আপনা অঙ্গ ঘোর অন্ধকার
তোর মূর্তি ধ্যান মাত্র দিউটি আন্ধার ।
অকূল সাগর মাঝে দিয়াছি খেওয়া
বরিখে দারুণ বিন্দু নিদারুণ দেউয়া
ছাড়িল জীবন আশা মরিতে সমএ
একবার দেও দেখা মরিতে নিশ্চএ ।
আহা নিদারুণ বিধি না হইও বাম
একবার পূর্ণ কর মোর মনস্কাম ।

মাতাপিতা ছাড়ি আইল করি তোর আশ
তাহাত হইল বৈরী জলদ[1] বাতাস।
কেনেরে পবন কর মোর সনে বাদ
কি জানি আছিল বুঝি মোর অপরাধ।
আপনা ইচ্ছাএ আহ্মি তেজিব জীবন
তুহ্মি সবে কেন আর ক্রুদ্ধ কর মন।
মৃতেরে করিতে শাস্তি কোন্ শাস্ত্রে বিধি
তুহ্মি সবে যাও শান্ত করিয়া জলধি।
এখনে মরিতে আহ্মি কহি এক কথা
সমীর তোহ্মার গতি যাও যথা তথা।
যখনে তোহ্মার হএ প্রিয়া কাছে গতি
কহিঅ আহ্মার মৃত্যু এসব দুর্গতি।
কহিঅ জীবন দিল তোর অন্বেষণে
কৃপা করি দিতে দেখা অমরা ভুবনে।
এসব না কহ যদি প্রাণ পিয়া আগে
মোহর জীবন বধ তোর 'পরে লাগে।
যাওরে দারুণ দেবা আপনার ঘর
প্রাণ গেলে মোর আর তোরে কিবা ডর
শান্ত হও জলধি ক্ষেমহ তোর রোষ
আহ্মার মরণে থাক সকল সন্তোষ।

। নিঃসঙ্গ নিরুদ্দেশ যাত্রা।

। পয়ার ছন্দ।

এহিমতে কুমারে বিলাপি বহুতর
ডুবিল সকল ডিঙ্গা সাগর ভিতর।
সায়াদ কুমার ডিঙ্গা একত্রে আছিল
লোহার শিকল দিয়া বান্ধিয়া রাখিল।

---

১. জলধি—ঘ.

ঝলকে ঝলকে জল উঠএ ডিঙ্গাএ
সদাএ সিঞ্চএ জল পাত্রের তনএ।
কুমার সাম্বাএ আর দূর করে জল
আশ্বাস বচন কহে সাম্বাএ সকল।
ভক্ষ্য ভোজ্য সে সকল আছিল নৌকাএ
ভরার তরাসে সব সাগরে পেলাএ।
এহি দুই ডিঙ্গামাত্র বাঁচিল তরঙ্গে
ডুবিল সকল আর যে আছিল সঙ্গে।
স্তুতি নিবেদন করি ইষ্টদেব পাশ
বিধির কৃপাএ নিশি কিঞ্চিৎ প্রকাশ।
তরঙ্গ হইল শান্ত পবন রহিত
বাতাস সহিতে ঘটা গেল আচম্বিত।
তিমির সমীর গেল আদিত্য উদএ
শীতবাত দূরে গেল হৈল রৌদ্রমএ।
অনুশোচ করে সব সঙ্গীর কারণ
কতিতা ভিতে শীঘ্র করিল গমন।
সম্বল বিনষ্ট[১] আর সঙ্কটের[২] ডরে
কর্ম্মের নিবন্ধ নৌকা চালাএ সত্বরে।
দিবানিশি শ্রম নাহি যাএ চালাইয়া
প্রাণভএ কর্ণ ধরি আছে তব্ধ হৈয়া।[৩]
যার যেই নৌকাএ চড়ি যায়ন্ত হরিষে
কথদিনে পাত্র পুনি বিষম বাতাসে।
পুনরপি তরঙ্গ হইল অতিশয়
অস্থির হইল পুনি জীবন সংশয়।
মণ্ডল বাতাসে নৌকা ভ্রমএ সঘন
বাইচালি খেলাএ কিবা আপনে পবন।
কাণ্ডারী না পারে নৌকা রাখিতে রহাই
মণ্ডল বাতাসে যাএ যথাতথা ধাই।

১. সম্বলবিহীন গ. ঘ. ২. তরঙ্গের ডর—গ. ৩. প্রাণ উচ্চগিয়া—গ. ঘ. ঙ

দুই ভিতে দুই নৌকা লই যাএ পবনে
কথাএ গেল কেহ কাক বার্তা নাহি জানে
সায়াদ না জানে কথাএ নৃপতি নন্দন।
কুমার না জানে কথা পাত্রের নন্দন।
এহিমতে চারিদিন আছিল তরঙ্গ
কুমার সায়াদ মধ্যে হৈল সঙ্গ ভঙ্গ।
চারিদিন অবশেষে সমুদ্র হৈল স্থির
সুললিত পবন বহে ধীরে ধীর।
কুমারের ডিঙ্গাতে আছিল যথ জন
ঝড়ে বানে ভয়ত্রাসে হইল নিধন।
আছিল পঞ্চাশ জন জি'য়া অবশেষ
বাউ শেষে সে সবের পাইলা উদ্দেশ।
অনুশোচি মৃত সব ভাসাই সাগরে
সায়াদের ডিঙ্গা কোথা জিজ্ঞাসে কুমারে।
কর্ণধার বোলে নাহি দেখি তার নাও
না জানি কথাতে লই গেল দুই বাও।
এথ শুনি কুমারে অধিক শোকান্বিত
মিত্র মিত্র করিয়া পড়িল বিমোহিত।
এক দিবা এক নিশি আছিল মুহিয়া
পুনি কথা কথা পুছে নয়ান মেলিয়া।
পুনি তাকে না দেখিয়া কান্দে অতিশএ
একশোক দুই হৈল কুমার হৃদএ।
ভক্ষ্য ভোজ্য তেজি চাহে ছাড়িতে জীবন
পূর্ব যাএ আচম্বিতে লাগিল পবন।
মালুম-কাষ্ঠেত চড়ি চাহে নিরীক্ষিয়া
না দেখিয়া তথা হইতে পড়এ গড়িয়া।
আহা মিত্র করিয়া লাগিল কান্দিতে
উচ্চস্বরে লাগিল যে বিলাপ করিতে।
আহা নিদারুণ বিধি নিদয়া নিঠুর
সময়কালে ভিন্ন দেশে নিল বন্ধু মোর।

। সায়াদের জন্য বিলাপ ।

দীর্ঘ ছন্দ : রাগ : বড়ারি/লাচাড়ি/
দু:খিনী ভাটিয়াল ।

আহ্মা ছাড়ি গেলা কোন্ দেশেরে প্রাণবন্ধু । ধুয়া ।

আহ্মার দুখেত মজি জনক জননী তেজি
চলি আইলা মোর সঙ্গে
বিধাতা হৈল বৈরী কথাত লই গেল হরি
কোন্ বিধি কৈল সঙ্গ ভঙ্গ ।
খাইলা মোহর ভুকে কান্দিলা মোহর শোকে
মোর দু:খে আছিলা দু:খিত
এহেন গুণের নিধি কেনে ভিন্ন কৈল বিধি[১]
কথাএ হরি নিলা আচম্বিত ।
কেনে কৈলা হেন কাজ আনিয়া সাগর মাঝ
মিত্র বধ করিলা জানিয়া
মুঞি কর্মহীন অতি একা কী না কৈল গতি
তোহ্মা কেনে বধিল আনিয়া ।
জন্মাবধি দুইজন একচিত্ত একমন
কায়ামাত্র ছিল ভিন্ন ভিন
হেন প্রাণ-বন্ধু মোর অন্যস্থানে গতি তোর
দৈবে মোর অভাগ্যের চিন ।
না দেখি বদন তোর প্রাণে কিবা কাজ মোর
কিবা মোর এ ছার জীবন
যার লাগি আইল এথা উদ্দেশ না পাই কথা
মিত্র বধ হৈল একারণ ।[২]

১. হেন মোর বন্ধুনিধি কেনে হরি নিল বিধি—গ. ঘ. ২. ভাগ্যহীন—ক.

হেন মোর কর্মদোষে কেনে বিধি এথ রোষে
না পূরিল মোর মনস্কাম
উদ্দেশ না হৈল চিত্র অনুদ্দেশ হৈল মিত্র
বিধি হরি নিলা কোন্ ঠাম।
জন্মাবধি এক ঠাঁই তিলেক অন্তর নাই
শয়নে ভোজনে একস্থানে
অখনে পড়িল দূরে না জানি কি জিএ মরে
কেবা বার্তা দিব মোর স্থানে।
আহা-রে সায়াদ ভাই রহিলা কথাত যাই
একবার দেও মোরে দেখা
তোহ্মার বিচ্ছেদ আগি আছএ হৃদয়ে লাগি
জীবন না যায় আর রাখা।
বদিউজ্জামাল যথা চল যাই দুই তথা
সর্বথাএ নহ আন মন
তুহ্মি বিনে অন্যে মোর মুঞি বিনে কেবা তোর
প্রাণবন্ধু আছে কোন্ জন।
প্রাণ রাখি নাহি কাজ ডুবিয়া সাগর মাঝ
জীবন তেজিমু এহিক্ষণে
সাধিয়া মোহর কার্য তুহ্মি যাও অন্য রাজ্য
বদিউজ্জামাল অন্বেষণে।
কহিয়া এ সব কথা কাষ্ঠেত কূটএ মাথা
করমুষ্টি বুকেত হানএ
ক্ষেণে কন্যা নাম ধরি ক্ষেণেকে সায়াদ করি
যেই ক্ষণে যেই মনে লএ।

। জঙ্গীদেশে ।

। পয়ার ছন্দ ।

এহিমতে স্মরণ করিয়া বারেবার
করুণা করিয়া কান্দে রাজার কুমার ।
দুই বিচ্ছেদ আর তরঙ্গ দিন চারি
ছয়দিন অবধি কুমার অনাহারী
ভুকে শোকে তৃষ্ণাএ শরীর বলহীন
ঘটিল সঙ্কট আর দৈবের অধীন ।
জঙ্গীদেশী নরসব দানব আকার
রাক্ষস-প্রকৃতি করে মনুষ্য আহার ।
বলহীন সাধুজন পন্থে যদি পাএ
ধন লুটে দ্রব্য নেয় নর ধরি খাএ ।
এক ডিঙ্গা কুমারের দেখি অল্পবল
বান্ধিয়া লুটিয়া নিতে আসিল সকল ।
একশত তরণী সাজিয়া পরিবার
শীঘ্রগতি আইসে এহি ডিঙ্গা ধরিবার ।
কুমারে ভাবএ এহি সব সাধুগণ
নিকটে আসিলে বার্তা পুছিব এখন ।
তরণী রাখিল তবে এই অবসরে
কাছে আসি দুষ্ট সবে শরবৃষ্টি করে ।
এবে সে জানিল এহি দুষ্ট বাটোয়ার ।
অস্ত্রহীন যুবরাজে কি করিব আর ।
অস্ত্রহীন বলহীন ক্ষুধাএ পীড়িত
তৃষ্ণায় বিকল চিত্ত অতি শোকান্বিত ।

স্মরিয়া পুরুষ দর্প[১] উঠে এক লাফে
মার মার করিয়া গর্জ্জএ বীর দাপে।
এক দুই টোন শর সঙ্গতি আছিল
শরঘাতে দুষ্ট সব প্রাণ সংহারিল।[২]
শরঘাতে দুষ্ট সব হইল বিকল
ভঙ্গ দিয়া যাইবারে চাহিল সকল
প্রাণভএ পলাইতে চাহে যথ বীর
এক ধনুকীর হাতে কটক অস্থির।
শরঘাতে কম্পমান হৈল সর্বজন
কর হতে খসিয়া পড়এ খরাসন।
কেহ কেহ মহাশরে তীক্ষ্ণ তেজ দেখি
নয়ান মুদিত ভএ না মেলএ আঁখি।
কেহ কেহ সমুদ্রে পড়এ ঝাঁপ দিয়া
জীবন হারাএ ত্রাসে সাগরে পড়িয়া।
বাছি বাছি মারে শর কর্ণধার শিরে
ভ্রমিয়া পড়এ সব সাগর অন্তরে।
কথ কথ বীর সব পড়ে শরঘাএ
কেহ মুহি থাকে কেহ জীবন হারাএ।
কেহ কেহ পলাইয়া চাহন্ত যাইতে।
কাণ্ডারী পড়িল নৌকা আছএ ভ্রমিতে।
দুষ্ট শরে বিকল অস্থির কলেবর
নিবারিল কুমারের টোনে যথ শর।
শরহীন কুমার রহিল অতি স্তব্ধ
কি করিব নাহি জানে মুখে নাহি শব্দ
দুষ্ট সবে জানিল কুমার হীনবল
ধর ধর করি আসি বেড়িল সকল।
ধরিবারে নাএ আসি চড়ে দুষ্টজন।
মুষ্টিঘাতে কুমার নিধন কৈল কথ জন।

১. ধর্ম—গ. ঘ. ২. পরাণ বধিল—গ. ঘ

কি করিতে পারে একে অনেক সহিতে
অস্ত্রহীন বিশেষ যুঝিব কোন মতে।
শোকে ভুকে অনাস্ত্রে আছিল বলহীন
দৈবের নিবন্ধে হৈল দুষ্টের অধীন।
ধরিয়া বান্ধিয়া সব তুলি নিজ নাএ
হরিষে আপনা আলএ লই যাএ।
পূর্বে যথলোক ছিল কুমারের সঙ্গে
আছিল পঞ্চাশজন বাঁচিয়া তরঙ্গে।
পড়িল তেত্রিশ[1] জন জঙ্গী সব রণে
সপ্তদশ[2] জনমাত্র বাঁচিল পরাণে।
কুমার সহিত এই সপ্তদশ জন
লই গেল দুষ্ট সবে আপনা ভবন।
পথে পথে কুমারেক নিতে দুষ্ট গণ
উপহাস্য করে কহে তাড়না বচন।
বোলে তুহ্মি একক[3] মারিলা এথ লোক
তোকে খাই পাসরিব সে সবের শোক।
কেহ বলে ইক্ষণে ভক্ষিব তাহারে
কেহ বোলে নিব তারে রাজার গোচরে।
কেহ বোলে কথ খাই কথ লই যাই
কেহ বোলে দোষী হৈবা নৃপতির ঠাঁই।
সকল লৈয়া যাইব নৃপতি সমাজ
করিব আদেশ যেই করে মহারাজ।
কুমারে ভাবিল মনে প্রভু যে করএ
খাইব মারিব তার কিছু নাহি ভএ।
দুই দুঃখ প্রধান রহিল মোর মনে
এক না হইল দেখা প্রাণপ্রিয়া সনে।
আর মিত্র মরে কথা আহ্মার কারণ
একত্রে সদৃষ্টে না মরিল দুইজন।

১. তিরিশ-ক ২. বিংশতি-ক ৩. একসর-গ. ঘ,

এহিমতে লই গেল সমুদ্রের কূলে
দুষ্টরাজা বসি আছে দেখে সেই স্থলে।
সে সবের নরপতি সেই দুরাচার
সর্বাঙ্গ অঙ্গার মত বিকৃত আকার।
উচ্চ এক সিংহাসনে বসিয়া আছএ
রাক্ষস আকার অঙ্গ দেখি লাগে ভএ।
শূকরের দন্ত যেন আছে নিকালিয়া
রক্তবর্ণ দুই আক্ষি চাহে পাকাইয়া।
কুমারক দুষ্ট সবে নিয়া তার তরে
দণ্ডবৎ করিবারে কহিল তাহারে।
কুমারে আপনা মনে কৈল অনুমান
এই বুঝি নরপতি বর্বর প্রধান।
বিনি সেবা করিয়া নাহিক নিস্তার
দণ্ডবৎ করিল স্মরিয়া করতার।
মনোতে ভাবিল এহি দণ্ডবৎ মোর
আএ প্রভু নিরঞ্জন চরণে তোহ্মার।
জিরবিল আদিযথ ফিরিস্তা আছএ
চর্তুদশ ভুবনে আর ত্রিলোকে আছএ।
তুহ্মি বিনে আর কেহ নাহি অধিকারী
তোহ্মাপদ উদ্দেশিয়া দণ্ডবৎ করি।
তুহ্মি বিনে সহায় নাহিক মোর আর
এহি দুষ্টগণ হতে করহ উদ্ধার।
দুষ্টের নিকটে যদি নিল এ সকল
দুষ্টমতি হৃষ্ট অতি হাসে খল খল।
কহিল যথেকজন আনিছ ধরিয়া
অংশ করি স্থানে স্থানে দেও বিবর্তিয়া।
নৃপতি আদেশে অংশ করি একজন
যার যেই অংশ পাঠাইল সেই স্থান।

। জঙ্গীরাজ কন্যায় কবলে সয়ফুলমুলুক ।

রাজকন্যা অংশেত পড়িল তিন জন
কুমার প্রভৃতি তথা পাঠাএ তখন ।
একজনে লই গেল সেই তিন জন
রাজসুতা গোচরে করিল নিবেদন ।
কহিল সমুদ্রে আজি করি বাটোয়ারি
কথ জন পন্থ হতে আনিয়াছি ধরি ।
সে সকল জন রাজা দিল বিবর্তিয়া
এতিন খাইতে তোহ্মা দিল পাঠাইয়া
এথ কহি সে সব কন্যার কাছে দিয়া
রাজার গোচরে দূত গেলেক ফিরিয়া ।
জঙ্গীরাজ সুতাযদি কুমার দেখিল
দিষ্টমাত্র তার রূপে মদনে মুহিল ।
সে দেশে পুরুষে রূপ কভু নাহি হএ
জন্মাবধি হেন রূপ না দেখি আছএ ।
বিশেষ কুমার রূপে মোহে ত্রিভুবন
একে অপরূপ দেখি কুরূপ মোহন ।
রতির আবেশ অতি মত্ত অতিশএ
একদৃষ্টে কুমারের বদন নিরীক্ষএ ।
লোক লাজে ব্যক্ত করি কিছু না কহিল
আপনা উদ্যানে নিয়া লুকাই রাখিল ।
নৃপতির আগে কহি পাঠাই এক চর
সন্তোষ হইল খাই এতিন নর ।
গৌরব করিয়া বহু রচিত আবেশ
খাইবারে বহু দ্রব্য পাঠাএ বিশেষ ।

অনেক দিবস ধরি ক্ষুধাএ বিকল
ভাল দ্রব্য পাই সব খাইল সকল।
সর্বক্ষণ ভাল দ্রব্য নানা উপহার
পাঠাইয়া দেয়ন্ত কুমারে খাইবার।
কুমারে খায়ন্ত স্মরি প্রভু করতার[1]
যেই ইচ্ছা সেই প্রভু করিবা উদ্ধার।[2]
কুমার রক্ষণ হেতু লোক কথ জন
পাঠাইল রাজকন্যা করিতে যত্তন।
এহিমতে কথদিন নির্বহিয়া যাএ
রাজসুতা আসিতে সময় নাহি পাএ।
আরদিন হই অতি কামাতুর মন
আসিল কুমার পাশে তেজি নিজ স্থান।
মদপানে মত্ত হই মদনে বিভোর[3]
নিশিযোগে আসিল যেহেন নিশাচর।
কুমার নিকটে আসি হৈল উপস্থিত
দেখিয়া কুমারে ভয় পাএ আচম্বিত।
জন্মাবধি নাহি দেখি আছএ কুমার
হেন ভয়ঙ্কর মূর্তি বিকৃত আকার।
পর্বতশিখর শির কেশ থোপা থোপা
নারিকেল ছোবড়াএ বান্ধিয়াছে খোপা।
কবীবর কর্ণ হেন শ্রবণ যুগল
গাঁথিয়া শামুক সারি দিয়াছে কুণ্ডল।
উষ্ট্র গ্রীবা জিনি অতি দীর্ঘ তার গলা
রসুন পরুন গাঁথি সারি সারি মালা।
পিঙ্গল যুগল ভুরু বিকৃত আকার
রক্তবর্ণ দুই আঁখি গহীন মাজার।
নাসা অগ্র দুইগজ উক্ত বহুতর
প্রসিদ্ধ সুড়ঙ্গ দুই তাহার ভিতর।

---

১. নিরঞ্জন—গ. ঘ. ২. যে করে যখন—গ. দেএ খাএ সেইক্ষণ—ঘ. ৩. মুখে অতি বিভোল মদনে ভোর মন—গ.ঘ.ঙ.

নাসার অন্তর হতে লোম নিকলিয়া
দুই গোঁফ সম দুই ভিতে আছে গিয়া।
বামনাকে রন্ধ্র করি গাঁথি দিছে কড়ি
বড় বড় কড়ি সব করে কড়মড়ি।[৪]
নাসা জিনি অধর ওষ্ঠ উঞ্চ এক[৫] হাত
মোড় দি নিকলি আছে বড় বড় দাঁত।
জন্মাবধি ময়লা সব আটকিছে দাঁতে
করএ বিষ্টার গন্ধ বচন কহিতে।
হস্তীর শরীর যেন খস্‌খস ধার
সর্ব অঙ্গে লোম অতি ভালুক আকার।
বগলের লোম আছে কটিতে নামিয়া
প্রতিরোমে ঘর্মজল পড়ে চুয়াইয়া।
কেহ যদি সেই গন্ধ পায় আচম্বিত
জন্মাবধি অন্নজল না পারে খাইত।
খাইতে সময় যদি গন্ধ উঠে মতি
মুখে নিকলএ পেটে আছে যথ ইতি।
স্তন দুই নারিকেল লটকি আছএ
করতাল শব্দ করে হাঁটিতে সমএ।
করপদ উরু বাহু অতিশয় মোটা
তাল গাছ তাড় গড়ি দিছে গোটা গোটা।
কর অঙ্গুলে আছে অঙ্গুরী স্থানে স্থান
নখ সব বাড়িয়াছে বিঘৎ প্রমাণ।
পুষাক্রমে সে দেশে নাপিত নাহি আছে
ধোপা নাপিতের নাম কানে না শুনিছে।
কটি অতি মোটা দেখি লাগে ভয়ঙ্কর
তিনগজ উচ্চ হই বাড়িছে উদর।
কেহ যদি হেন রূপ নয়ানে দেখিত
যাবত্ত ভুবনে জিয়ে ভয় না ছাড়িত।

---

৪. লড়াসড়ি-গ ঘ. ৫. দুই-গ. ঘ.

দূরেত্তে দুর্গন্ধ অঙ্গ কহিতে নাহি অন্ত
ব্যাপএ বাত্তাস ভাটি যোজনের পন্থ।
কহিতে সেসব কথা মনে করে লাজ
বিধির সম্ভোগ হেন বিপরীত কাজ।
জগত রূপসীচিত্র আনিলেক লিখি
যার চিত্ত না রুচিল সে সকল দেখি।
যার রূপে ত্রিজগত পারে মুহিবার
তাহারে মুহিতে চাহে বিকৃত আকার।
যেজনে অত্যন্ত করে এই ফল পাএ
বিধাতা উচিত ফল দেয় সর্বথাএ।
অসম্ভব আবেশ করএ যুবরাজ
তেকারণে ঘটে হেন বিপরীত কাজ।
কুমারে দেখিল যদি সে দুষ্ট বদন
ঘৃণাএ তরাসে তার কম্পিত জীবন।
কুমার ত্রাসিত যদি দেখিল সেনারী
অধিক গৌরব করি সেই দুরাচারী
মধুর বচন কহে কুমার সমুখ।
হস্তে ধরি বৈসাইল আপনাসমুখ।
খাইবারে ভাল দ্রব্য দিল উপহার
কলস ভরিয়া মদ দিল খাইবার।
কুমারে খাইতে নারে এক বা কটোরী।
শতেক কলস পিয়ে সেই নিশাচরী।[৬]
মদেমত্ত কামেমত্ত হইয়া বিভোল
কুমার গলায় ধরি দিতে চাহে কোল।
ঘৃণাএ তরাসে দূরে যাত্র যুবরাজ
কুমারে টানিয়া লইতে চাহে কোল-মাঝ।[৭]
বুলিল আহ্মার প্রতি না ভাবিঅ ডর
মজিল আহ্মার চিত্ত তোহ্মার উপর।
মোর রূপে শত শত নৃপতি সকল
পাগল চঞ্চল মতি আকুল বিকল।

৬. দুরাচারী-গ. ঘ. ৭. নিকটে টানিয়া কর ক্ষেপে কন্ধমাজ-ঘ. ঙ

কাহাত আহ্মার মন কভু না রুচিল
তোহ্মারূপে মোর মতি মদনে মুহিল।
তুহ্মি বোল কথদিন এথাত আছিলা
আহ্মাক না দেখি নিশি কেমনে বঞ্চিলা।
কেমতে খাইলা অন্ন কেমতে স্তুতিলা
দিবানিশি মুঞি বিনে কেমতে রহিলা।
কেমন সঙ্কটে তুহ্মি গোঞাইলা নিশি
কেমতে বিকট দিন গোঞাইলা বসি।
কুমার ঘৃণাএ ছিলা আকুল জীবন
বিশেষ পরীর রূপে মজিছিল মন।
শত শত চিত্র আর লক্ষ লক্ষ নারী
দেখাইল পিতা যারে বহু যত্ন করি।
সে যে অপরূপে বাঞ্ছা না পূরি আছিল
কার রূপ কিঞ্চিত তাহাতে না আছিল।
মিত্রশোকে প্রিয়া শোকে ছিলা শোকান্বিত।
তাহাতে এ বাক্য শুনি হৈলা বিষাদিত।
শোকে দুঃখে ঘৃণাএ বিকল অতিশয়
প্রাণ আশা ছাড়িল মৃত্যুর নাহি ভয়।
অতি দুঃখে উত্তর বুলিলা তার পাশে
তোহ্মার দর্শন বিনে আছিল হরিষে।
এখনে তোহ্মারে দেখি হইল দুঃখিত
তোহ্মাতে না রুচে মোর চিত্ত কদাচিত।
এথ শুনি কোপে জ্বলে রাজার কুমারী
অন্তর করিতে আজ্ঞা করিলেক মারি।
বুলিল নিশাএ তারে হাতে দিব দড়ি
দিবসে কুটিব আটা কাটিব লাকড়ি।
অল্প যদি করে কর্ম মারিবা বিস্তর
মারিতে মারিতে যেন যাএ যমঘর।
আজ্ঞা অনুরূপে দূতে বিস্তর মারিয়া
পিষিবারে দিল আটা নিয়ম করিয়া।

দিবসে কাটএ কাষ্ঠ নিশি পিষে আটা।
করপদ্মে ঠোসা হৈল শিরে বিন্ধে কাঁটা।[৮]
তিলেক জিরাএ যদি শ্রম ভাবি মন
তাড়এ দণ্ডের ঘাতে দুরাচারগণ।
কোমল শরীরে কভু শ্রম নাহি জানে
দণ্ডাঘাতে রুধির বহএ খানে খানে।
কঠিন কাষ্ঠের ভার শিরে নাহি সএ
কন্টকে বিন্ধএ কিবা খোচাএ চিড়এ।
দুর্গম কানন পন্থ ঢুঁড়িতে না পারে
হালিচুলি উঝটি পড়এ বারে বারে।
রজনী পিষএ আটা উজাগর থাকি
দিবসে কাষ্ঠের ভারে শির যাএ বাঁকি।
অনাহার, শ্রম আর উজাগর শোক
অপমানে কষ্টে চাহে যাইতে যমলোক।
নখ কেশ আদি যথ কেশাগ্র[৯] বাড়িল
মলিন পুরান বস্ত্র কন্টকে ফাড়িল।
যথ দুঃখ সে দেশেত পাইল কুমার
কহিতে পরাণে কথ সহিব আহ্মার।
সে দুঃখ স্মরিতে চিত্ত সঘনে পোড়এ
বিস্তারি কহিতে অতি পুস্তক বাড়এ।[১০]
এহিমতে বহিয়া গেলেক কথ মাস
তরাসে কুমার ছাড়ে জীবনের আশ।
আর দিন অধিক তরাস পাই মনে
কাননে বসিয়া যুক্তি করে তিন জনে।
বোলে চিন্তি এহি সব রাক্ষস আকার
খাইল যথেক সঙ্গী আছিল আহ্মার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাসুখ নাহি লএ মনে
কিজানি কি করে কাকে ধরিয়া কখনে।

৮. খাই কাষ্ঠ খোটা—ক. ৯. কৃশাঙ্গ—ঘ. ঙ.
১০. বিস্তরিয়া না লেখিল সে সব বিষয়—ক.

অনুক্ষণ কম্পে প্রাণ এই ভএ ভীতে
আহ্মি সব খাইব নিয়া আন সব মতে।
একজনে বোলে শুন রাজার নন্দন।
পলাইতে এথা হতে লএ মোর মন।
জলচরে বনচরে কিবা লএ প্রাণ
কিবা বিধি কৃপা করি করে পরিত্রাণ।
সম্প্রতি দুষ্ট হতে বাঁচি পলাইয়া
লভিব নিয়ম ফল যথা তথা গিয়া।
কুমারে বোলএ পন্থ দুর্গম বিস্তর
তরণী বিহীন আহ্মি অতল সাগর।
কেমন প্রকারে বোল কথাতে যাইব
উদ্দেশ করিলে কোন্ পন্থে পলাইব।
আর জনে বোলে যুক্তি লএ মোর মতি
কাষ্ঠ কাটি আহ্মি সবে নিই নিতিপ্রতি।
কাষ্ঠ আহ্মি কথদিন কাটিয়া বিস্তর
নিবাম নিয়ম কাষ্ঠ দুষ্টের গোচর
অবশেষে বাড়া যথ রহি যাএ খড়ি
ভুর এক বান্ধিব লতাএ করি দড়ি।
অনেক দিবসে যদি ভুর হৈল বড়
বিধাতা স্মরিয়া সবে সেই ভুর চড়।
প্রভাতে ভুরেত চড়ি ভাসিব সাগর
যখনে পাঠাই দেয় কাষ্ঠ কাটিবার।
সন্ধ্যাকালে কাষ্ঠ লই যদি নাহি যাই
ভাবিব কথাএ জানি রহিল লুকাই।
বনঝাড়ে বিচারিব দ্বিতীয় দিবসে
তৃতীএ যে হএ হৈব প্রভুর আদেশে।
কুমারে বোলএ এহি করিব নিশ্চএ
যে করে সে করে বিধি যে হএ সে হএ।
এহি যুক্তি করি ভুর করিল প্রস্তুত
ভক্ষ্য দ্রব্য ফল মূল লইল বহুত।

আর দিন কাষ্ঠকর্মে প্রভাতে আসিয়া
ভূরে চড়ি তিনজন চলিল ভাসিয়া।
দিকের নির্ণয় নাহি স্রোতে লই যাএ
যেমতে চালাএ প্রভু তেমতে রহএ।
জোয়ারে ফিরাএ আর টানএ ভাটাএ
নাহি জানে কথা হন্তে কথা লই যাএ।
দুষ্ট হতে মুক্ত যদি কুমার হইল
ইষ্টদেব স্তুতি করি বহুল তুষিল।

। পুনরায় ঝড়বৃষ্টি ।

জঙ্গীদেশ হন্তে যদি ভুর ভাসাইল
দুইমাস সুবাতাসে স্রোতে সাঞ্চারিল।
কথা হন্তে কথা যাএ নাহি পরিমাণ
যথা যাএ তথাতে চালাএ সুপবন।
দৈবগতি পবন উথলি একদিন
উথলিয়া জলদ জলধি হৈল লীন।
ঘনঘোরে ঘিরিয়া ঘুরিয়া দিবাকর
গলিত পুষ্পের ধারা পরম দুস্কর।
নির্বহে দুর্বহ বাউ বহে বেগবন্ত
পর্যটিয়া স্বর্গমর্ত্য পাতাল পর্যন্ত।
অনিল সলিল শিলা বৃষ্টি সৃষ্টি নাশ
ইন্দ্রদেব শেষ শিলা ত্রাসে পরিত্রাস।
দিনেশ তনয় শিলা মহিষ সোয়ার
ঘনঘুরি প্রলয় করেন্ত বারবার।
জলাকার খোয়াকার হীন ভিন নএ
ঘূর্ণাকার অন্ধকার ধন্ধকার মএ।
অমিলা সমিলা শিলা বৃষ্টি সৃষ্টি নাশ
ইন্দ্রগ্রীব শিক্ষা শিক্ষ ত্রাস পরিত্রাস।
জীবন-পবন ঘন ভয়ঙ্কর শব্দ
শুনি পরমাদ গুনি শব্দহীন স্তব্ধ।

বায়ু ঠেলে যম-মেলে নিবার কারণ
কেহ কাক করিতে না পারে নিবারণ।
সঙ্গীসব সংহারিল চৈতন্য বর্জিত
ভএ জ্ঞানহীন সুদ্ধিহীন বিবর্জিত।
সঙ্গীসব পরাভব দেখিয়া কুমার
অত্যন্ত কাতর হৈয়া স্মরে করতার।

। খেদ। স্তুতি।

আহা বিধি কি মোর ঘটিল পরমাদ
মুঞি ক্ষুদ্র কারণে ঘটিল বিসম্বাদ।
বিপরীত দুই ভিতে টানে দুইজনে
সঙ্গীসব পরাভব শমন সদনে।
মদন-বেদন মোর নাহি পরিশেষ
তাহাতে শমনে ধরি টানে মোর কেশ।
মদনে নিবার চাহে প্রিয়ার উদ্দেশ
যমে ধরি নিতে চাহে আপনার দেশ।
সকল আছএ প্রভু নিকটে তোহ্মার
কার গৃহে আগে গতি হইব আহ্মার।
অনাথের নাথ তুহ্মি নিগতির গতি
নির্লক্ষ্যের লক্ষ্য তুহ্মি অস্তিমের স্থিতি।
ব্যথিত বেদন তুহ্মি পতিত পাবন
সুখ দুঃখ জ্ঞাতমাত্র তোহ্মার সদন।
অসমের হর তুহ্মি বিষমের তাড়
বিষম সুষমকারী অসম নিস্তার।
ইসমাইল 'বলি'তে পলটি দিলা মেষ।
সশরীরে ইদ্রিসকে নিলা স্বর্গ দেশ।
চতুর্থ 'আকাশ' পরে আপেক্ষিলা[১] ঈসা
অলিদ দুর্বৃত্ত হাতে পোষাইলা মুসা।

১. আরক্ষিলা—খ.

বিকলের কল তুহ্মি অকূলের কূল
ইব্রাহিম দাহ কৈলা শীতল বহ্নল।
খিজিরক[2] জীবদান দিলা বারেবার
সাগরেত দিয়া ভাটা মুসা কৈলা পার
বিষম তরঙ্গে কৈলা নুহ্র নিস্তার
হেন মতে কর প্রভু মোর প্রতিকার।
কূপ হোন্তে ইসুফে বৈসাইলা আসনে
দাসত্ব হরিয়া রাজা কৈলা কৃপা মনে
আয়ুবের উপশম কৈলা মহারোগ
দারাপুত্র হৈল দিলা সম্পদ বিভোগ।
ইউনুসকে উদ্ধারিলা মৎস্যোদর হতে
মোরে অনুকূল প্রভু কর তেন মতে
দুস্কর[3] সাগর আর দুর্বহ[4] পবন
এ হোন্তে তরাও প্রভু পতিত পাবন।
জলবিন্দু হোন্তে প্রভু নির্মিয়াছ কায়া
জল হোন্তে পরিত্রাণ কর ধরি দয়া।
স্থাপিয়াছ জীবন পবন লক্ষ করি
পবন কবল হতে রাখ মায়া ধরি।
অনিষ্টের ইষ্ট তুহ্মি নির্বন্ধুর বন্ধু
অপার দয়ার নিধি পার কর সিন্ধু।
হেনতেন আনমত নানামত ভাষে
করএ ভজনা স্তুতি কৃপাময় পাশে।
করুণা কৃপার নিধি দয়ার সাগর
জলদ জলধি হোন্তে করিলা অন্তর।
দুর্বহ পবন গেল ঘোর ঘন সঙ্গ
শান্ত হইল জলধি নিবারিল তরঙ্গ।
দীপ্তিময় দিবস প্রচণ্ড দিবাকর
প্রকাশিত চতুর্ভিত দিগদিগন্তর।

২. জিজিরকে—খ. গ. ঘ. ৩. দুঃখের—খ. ৪. দুঃখের—খ.

শীতে ভীতে মুহিত আছিল সঙ্গীগণ
রৌদ্রতাপে সর্বজন লম্ভিন্ন জীবন ।
কুমার সহিতে সবে হই একমতি
স্মরএ প্রভুর নাম পরম ভকতি ।
সুবাতাস হৈল ভুর চলে স্রোতোরথে
অনির্ণয় প্রভুর নিবন্ধ যথা তাতে ।
এই মতে চলে ভুর আর দুই মাস
আচম্বিতে লাগে ভুর এক চর পাশ ।
তথাতে লাগিল ভুর যামিনী সময়
আছিল তিমিরপক্ষ অন্ধকারময় ।
চর দেখি নরসব ভুর পরিহরি
তট বাটে উঠিয়া চাহন্ত আগুসারি ।
এক গিরি দেখিল অত্যন্ত উচ্চতর
ব্যাপিয়া আকাশ গিরি আছে মহী'পর
সে নগ নিকটে ভুর নিলেক টানিয়া
পাষাণের চারি স্তম্ভ তথা দেখে গিয়া
তাহাতে বান্ধিয়া ভুর আপেক্ষন করি
পুনি ভুর আরোহিয়া নির্বহে শর্ম্বরী
প্রভাত সময় প্রভা কৈল দিবাকর
দীপ্তিমান হইলেক ভুধর সাগর ।[৫]
কুমার প্রভৃতি সব ভুরবাসিগণ
ফল অন্বেষণ কৈল গিরি আরোহণ ।
সে গিরিত ছিল নানা উপাধিক ফল
খাইল লৈল সঙ্গে সেইফল সকল ।
জন্মাবধি যে ফলের নাম না শুনিল
শতে শতে কথ কথ সে ফল দেখিল ।
নানা ফল নানা বর্ণ সুরস[৬] বহুত
পাড়িয়া ভুরেত নিয়া করিল মজুত ।

৫. দেখিতে পসর—খ. হইল ভুর সৃষ্টি ধরাহর—গ. ৬. রস সৌরভ—ঘ.

ভুর ভরি ফল যদি নৈল বহুতর
গিরি ভ্রমিবারে গেল কৌতুক অন্তর।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল আর একস্থান
লঘুমুড়া চারি তথা দেখে বিদ্যমান
অতি উচ্চ স্বর্গেত লাগিছে তার মাথা
দূরেত ঘুমিয়া[৭] তার লাগিয়াছে কথা

। তৃতীয় মঞ্জিল । সাগর কন্যা ।

এক এক অতিরেক[১] আছএ বিস্তারি
যোজনেক চারি ভিতে ভ্রমিতে না পারি।
তার মধ্যে দিয়া বাট সৌষ্ঠিব রচিত
উৰ্দ্ধেত উঠিতে পারে ভ্রমি চারিভিত।
সেই চারি উপরে চারি পাষাণের ঘর
হীরামণি মাণিক্যে রচিত মনোহর।
চারি টঙ্গী সে চারি মিনারের শিরে
একই আঙ্গিনা কৈল সে চারি মন্দিরে।
রজত কাঞ্চন মণি রচিত তাহার
পবিত্র বিচিত্র চিত্র অতি পরিষ্কার।
হেটে থাকি কুমারে করিল নিরীক্ষণ
অনুমান করে মনে অমরা ভবন।
ধন্ধমতি হই অতি নিরক্ষে উপরে
মনুষ্য বচন শুনে সেই সকল ঘরে।
স্থির করিবারে নারে ধন্ধ অতিশয়
উদ্দেশে না যাএ মনে ভাবি অতি ভয়।
হেন কালে চারিজন আসি উৰ্দ্ধ হতে
কুমারের হাত ধরি নিলেক তথাতে।

---

৭. দৃষ্টিত ঘুমিত—গ.
১. অবিরেক—খ. গ.

যুবরাজ তথা গিয়া করে নিরীক্ষণ
দেখিল উত্তম তথা এক সিংহাসন।
তথাত বসিছে এক সুন্দর কুমারী
তার রূপে উঝল করিছে সেই পুরী।
অতি রূপবতী সেই নতুন বয়সী
ভ্রমিয়া নিছনি তার যাএ রবিশশী।
আকাশে প্রকাশ তারা তার রূপবিন্দু
তার রূপ প্রভাবে হৃদয়-কাল ইন্দু।
রসিক নাশিক রামা বিশেখ নয়ানী
মধুর অধর হাসি জীব সঞ্চারিণী।
ত্রিপিষ্ঠ-দ্বিপিষ্ঠ পিষ্ঠ এ সব আলএ
হেন রূপবতী নাহি কভু নাহি হএ।
তাহার রূপের কথা কহিতে বাখান
রসিকের হৃদয় ধরিয়া পড়ে টান।
রসিক নাশিক আর রূপ অনুপামা
তেকারণে স্বরূপ বাখানে দিল ক্ষেমা।
কুমারে সে কন্যা দেখি প্রণাম করিল
কুমারক দেখি কন্যা দয়া উপজিল।
কামরূপ দর্শনে রসিক রূপবতী
পুছিল বচন অতি দয়াচিত্ত মতি।
শুনরে সুন্দর মুখ রূপ অনুপাম
কথা হোন্তে আসিলা কিনাম তব ধাম।
এথাতে নরের গতি নাহি কদাচন
কিমতে তোহ্মার হৈল এথা আগমন।
কুমারে কন্যার দয়া দেখি অতিরেক
আদিঅন্ত বৃত্তান্ত কহিল একে এক।
নাম গ্রাম প্রেম ক্রমে মর্ম অনুতাপ
কহিতে কহিতে দুঃখে করএ বিলাপ।

। সয়ফুল মুলুকের বিলাপ ।

। দীর্ঘছন্দ ।

শুন রূপবতী কন্যা দয়া ধর্ম রূপে ধন্যা
মোহর দুঃখের নিবেদন
মিসির শহর মাঝ মোর পিতা মহারাজ
জিতেন্দ্রিয় পূজিত[১] ত্রিভুবন।
তাহার আদেশ পালে চারিশত মহীপালে
উত্তম নগর চারিশত
পৃথিবীত যথ রাজা করএ তাহার পূজা
তাহান আদেশ অনুগত।
সুতাসুত অন্য নাই মোহর ভগিনী ভাই
না জন্মিল নৃপতির ঘরে
বিনে আহ্মি এক পুত না দেখিয়া বংশে সুত
মোহরে পুষিল অত্যাদরে।
একদিন নরপতি করুণা কৃপার মতি
দিল এক বসন বিচিত্র
সোলেমান দিল তানে পরম সদয় মনে
তার মধ্যে ছিল এক চিত্র।
বদিউজ্জামাল পরী শাহবাল সুতা নারী
গুলেস্তাঁইরাম ঈশ্বর
সেই চিত্ররূপে মন মজি হৈল উচাটন
বিকল আকুল কলেবর।
কথা সে না জানি রাজ্য কথা সিদ্ধি হৈব কার্য
ধৈর্যহীন সে রাজ্যবিহীন

১. কৃতান্ত জিনিত—খ. জিতান্ত জিনিয়া—গ. ঙ.

চলি আইল উদ্দেশিতে দৈবে নেয় যেই ভিতে
তনু কৈল দৈবের অধীন।
প্রাণি গেল প্রিয়া পাশে কায়া ভ্রমে দেশে দেশে
সঙ্কট আছএ স্থানে স্থান
কিবা দেহে প্রিয়া পুরী[২] একত্র করিতে পারি
কিবা যাই যম বিদ্যমান।
কোটি কোটি নর সঙ্গে প্রিয়ার অন্বেষ রঙ্গে
নানা রত্ন আনিছিল সবি
পাত্র মিত্র পরিজন অর্বুদে অর্বুদে ধন
সে সব সাগরে গেল ডুবি।
সায়াদ প্রাণের বন্ধু দয়ার কৃপার সিন্ধু
জীবের জীবন সেই কহি
মোহর অভাগ্য যোগে দুর্যোগ তরঙ্গ আগে
কথা গেল পরিমাণ নাহি।
অবশেষ সৈন্য যথ জঙ্গীরণে হৈল হত
তার শেষে যথ অবশেষ
অস্ত্রহীন অনাহার দেখি সব দুরাচার
বান্ধি নিল আপনার দেশ।
তথা জঙ্গী নরপতি যাকে যথা লএ মতি
আম্মা সব দিল অংশ করি
রাখিয়া আপনা ঘরে এক দিবানিশি পরে
মোকে দিল দুহিতার পুরী।
সে নারী দুর্বার দুষ্টা মহিষ সমান পুষ্টা
বরাহ বিজিত সব দন্ত
পরম বিকৃত ছন্দ অঙ্গের দুর্গন্ধ গন্ধ
ব্যাপিয়াছে যোজনের পন্থ।
বাখানিতে তার বর্ণ ঘৃণাএ জন্মএ ছন্ন
সে মোরে মাগিল রতিদান

২. স্মরি—গ. ঘ.

তথা হতে পলাইয়া ভুর'পরে আরোহিয়া
প্রাণের করিল পরিত্রাণ।
এথা আসি তথা হনে বিধি নেয় যেই স্থানে
এথা হন্তে যাব তথা চলি
মোর সাধ্যে কিবা হএ মোর কর্মে যে আছএ
দুরন্ত দানব দৈব বলী।
শুনিয়া দুঃখের কথা কন্যার জন্মিল ব্যথা
নয়ানে গলএ নীর বিন্দু
বিন্দু নহে মুক্তা জড়ি[৩] বিরাজে বদন ভরি
কৃত্তিকা বেষ্টিত যেন ইন্দু।
কন্যা বোলে যুবরাজ চেষ্টিলা অসাধ্য কাজ
কেবা পাএ পরীর পরিচয়
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না জানি তাহার মর্ম
বৃথা প্রাণি কেন কর ক্ষয়।
মুঞি সাগরের সুতা জান নৃপ মোর পিতা
সমস্ত সাগর অধিকারী
তোর পিতা অধিকার তাথুধিক অংশ তার
তার সুতা মুঞি অকুমারী।
পুত্র কন্যাহীন পিতা সবে মুঞি একসুতা
বিচারএ মোর যোগ্য পতি
আশা কৈল[৪] বৃদ্ধরাজ তেজিবারে রাজকাজ
জামাতাকে করিয়া নৃপতি।
তোহ্মা মনে যদি লএ এথাত উচিত হএ
থাকিয়া করিতে রাজ্যভোগ
না পাইবা পিতৃদেশ পরী হৈব অনুদ্দেশ
বিয়োগ বাড়িব বিসম্ভোগ।
দ্বাদশ সহস্র কন্যা রূপেগুণে অতি ধন্যা
নতুন যৌবনী সব নারী

৩. বিন্দুনএ তার জুড়ি—খ. বিন্দু নাহি গল জড়ি—গ. ৪. আহেছিল—গ.

বিবাহ করিলে মোকে তোর দাসী এই লোকে
মোর যথ দাসী সেবাকারী।
কুমারে কহিল আহ্মি মাতাপিতা জন্মভূমি
তেজিয়া চলিল যে কারণে
রহিতে না পারি এথা চলি যাব যথাতথা
প্রেমাস্পদ প্রিয়া অন্বেষণে

চতুর্থ মঞ্জিল। আজব জন্তু

। পয়ার ছন্দ ।

এথ কহি যুবরাজ কান্দিয়া আকুল
কন্যার হৃদয়ে দয়া জন্মিল বহুল।
দেখিল রহিতে নারে উদাস হৃদএ
সাগরে যাইতে পন্থ হৃদয় বাঞ্ছএ[১]।
ভক্ষ্য ভোজ্য বসন ভূষণ বহু দিয়া
যাইতে মেলানি দিল গৌরব করিয়া।
কুমারে বুলিল তুহ্মি হও কোন জাতি
অকূল সাগর মধ্যে কিসকে বসতি।
মায়া নিশাচরী কিবা গন্ধর্ব কিন্নরী
আদমের বংশ কিবা পরী অপ্সরী।
কন্যা বোলে এই সেই নহি অন্যজাতি
জলজ জলেতে স্থিতি জলেতে বসতি।
ক্ষেণে তটে উঠি করিতে বিশ্রাম
পিতা মোর নৃপতি রচিল এহি ঠাম।
তাহা হস্তে উপাধিক এহা হস্তে আন
সাগরে রচিল পিতা পুরী শত[২] খান।
দেখিবারে মন সাধ থাকিলে তোহ্মার
কতদিন সংশ্রবে[৩] বঞ্চহ আহ্মার।

১. তরুণী করুণী মহি পরম সদয় খ. ২. সাত—খ. ৩. সঙ্গে প্রব—গ. ঘ.

সমুদ্রের মধ্যে আছে নানা রত্ন ধন
নানাবর্ণ জীবজন্তু জল চরগণ।
একপদ দ্বিপদ ত্রিপদ চতুষ্পদ
ষষ্ঠ অষ্টপদ আর সহস্র বিপদ।
কর মুণ্ড শাখা পাখা চক্ষু মুখ দন্ত
নানাবর্ণ পক্ষী সব উৎপত্তি অনন্ত।
কথদিন বহ এথা আহ্মার আলএ
সে সব সহিতে করি যাও পরিচএ।
কুমারে বুলিল তাহে মোর কাজ নাই
আজ্ঞা কর মনস্কাম অন্বেষণে যাই।
আশীর্বাদ কর মোর সিদ্ধি হোক কাজ
এ বুলিয়া প্রণতি করিল যুবরাজ।

। আবার যাত্রা ।

তথা হতে তুরমান ভুর আরোহিয়া
বিধাতা স্মরিয়া ভুর দিল ভাসাইয়া।
বদিউজ্জামাল মনে করিয়া স্মরণ
পুনরপি পূর্বমতে করএ ক্রন্দন।
ক্ষেণেকে উদাস মন মনে ভাবি ব্যথা
শূন্যে হেরি পাগলের বেশে কহে কথা।
যেহেন হইল আহ্মি তোহ্মা সঙ্গহীন
ক্রন্দন নিঃশ্বাস সঙ্গী হৈল রাত্রদিন।
এথ দুঃখ পাই আহ্মি তোহ্মা অন্বেষণে
দারুণ পরাণ কেনে রহে তুহ্মি বিনে।
তোহ্মার বিচ্ছেদ তাপ পাই যথ মনে
তোহ্মার বিচ্ছেদ যথ দহএ পরাণে।
জি'তে একবার যদি তোহ্মা লাগ পাই
একে একে যথ দুঃখ কহিমু বুঝাই।
এইমতে নানামত বিলাপ করিয়া
মাসেক অবধি যাএ ভুর আরোহিয়া।

দৈবযোগে আরদিন তিমির আকাশ
দিবানিশি অভেদ যে ইন্দু[১] অপ্রকাশ।
বজ্রপাত হএ ঘন ধারা বরিষণ
চপলা চমকে ঘন গহন গর্জন।
বিষম তরঙ্গ মেঘ বহএ বাতাস
পাতাল ফালাএ[২] চাহি ধরিতে[৩] আকাশ।
শিরেত না ছিল ছায়া অঙ্গে তিতে চীর
দশদিন নিশিদিশি বরিখিল নীর।
বরুণ পবন আর শমন মদন
দশদিন কুমার বধিতে কৈল রণ।
অস্ত দহে মদনে সর্বাঙ্গ দহে শীতে
তরাসে জীবন কাঁপে তরঙ্গ দেখিতে।
নবীর কলেমা পঠে স্মরে করতার
দারুণ সঙ্কট বিধি করহ উদ্ধার।
বদিউজ্জামাল স্মরি ছাড়এ নিশ্বাস
আহা বিধি কেনে মোরে করিলা নৈরাশ।
মরিব করিয়া কিছু নাহিক বিষাদ
জীবন থাকিতে না পূরিল মনসাধ।
এ বুলি স্মরিয়া বিধি কান্দে বহুতর
কৃপার-সাগরে শান্ত করিলা সাগর।
আকাশে প্রকাশ হৈল রবির কিরণ
ছাড়িল জলদ ঘটা রহিত পবন।[৪]
দীপ্তিময় দশদিক দূরে গেল ভীত
রবির প্রচণ্ড তাপে ছাড়ি গেল শীত।
তুষ্টমনে ইষ্টদেব করি আরাধন
বদিউজ্জামাল নাম ঘোষএ সঘন।
হইয়া উপায়হীন স্রোতে অঙ্গ দিয়া
যথাবিধি লই যাএ যায়ন্ত ভাসিয়া।

১. ভেদ নাই রবির প্রকাশ—ক. ২. পাকালি—গ. পআলি—ক. ৩. দুহিতে—গ. দহিতে—ক. ৪. রহিল জীবন—ক.

নিরক্ষিতে চারিভিতে কূল নাহি দেখি
দিবসে নিমেষ মাত্র দেখে দিন সাক্ষি।
নিশি নিশাকর আর তারা বহুতর
দীপ্তিমান ছায়া তার জলের উপর।
নানা বর্ণ মৎস্য সব কেবা জানে অন্ত
নিশিকালে সাগরে কৌতুকে খেলেন্ত।
নানা জাতি জন্তু সব দেখি লাগে ডর
দেখিল কুমার তথা অপূর্ব বিস্তর।
কেহ হ্রস্ব কেহ দীর্ঘ কেহ আনমত
কাহার কাঞ্চন বর্ণ কাহার রজত।
কার আঁখি জোতে করে সাগর দীপ্তিময়
চন্দ্র সূর্য তারা যেন সাগরে উদয়।
কোন মৎস্য বর্ণ তার রজত আকার
জাঙ্গী এক দীর্ঘ অতি বদনে তাহার।
নরপশু জাতি যদি নিকটেত পাএ
জাঙ্গীএ বেঢ়িয়া তারে জলেত নামাএ।
বড় বড় জন্তু সব ধরিধরি খাএ
এসব দেখিয়া সবে বড় ভয় পাএ।
কুমারে ভাবিল যদি কৃপা করে বিধি
সজীবে তরিতে যদি পারিএ জলধি।
প্রভুর কৃপায় যদি হতে পারি পার
পুনরপি সাগরেত না নামিব আর।
চারিমাস সাগরে ভাসিল দিবারাতি
নানামত অদ্ভুত দেখে নানা ভাতি।
মৎস্য আঁখি-জোতে হৈত নিশি দিবামএ
দিবসে সে সব মৎস্য কিছু না দেখএ।
বায়ু বিনে সাক্ষী নাহি জল বিনে স্থল
সূর্য বিনে দিক নাহি ভুর[৫] বিনে বল।

৫. প্রভু—খ.

স্রোত বিনে গতি নাহি ফল বিনে ভক্ষ্য
ত্রাস বিনে সুখ নাহি প্রভু[৬] বিনে লক্ষ্য।
চারিমাস অবধি নির্লক্ষ্য নিরুপায়
কুলায় কুলায়[৭] বিধি বোলে সর্বদায়।
করুণা হৃদয় প্রভু কৃপার সাগর
বায়ু এক কৃপা করি পাঠাএ সত্বর।
তরঙ্গ হইল পুনি দেখি লাগে ভএ
সঙ্কটে নিস্তার প্রভু অবশ্য করএ।
তরঙ্গ ঠেলাএ ভুর যাএ অতিবেগে[৮]
এক চর মধ্যে গিয়া আচম্বিতে লাগে।[৯]
চর দেখি শীঘ্র গতি উঠে তিন জন
নিলক্ষ্যতে লক্ষ্য দেখি হরষিত মন।
বিধির সৃষ্টির অন্ত জানে কোন্ জন
ফল ফুল বিস্তর আছিল সেই বন।
সংসারেত যথ ফল ভক্ষএ মানব
দেখিল তথাতে আছে সেই ফল সব।
মিষ্ট তিক্ত অম্বল সকল ফল আছে
নানা জাতি নানা ফল তথাএ ফলিছে।
নানা ভাতি ফল সব দেখি নানা ভিতে
কুমারের সঙ্গী সবে লাগিল কহিতে।
এই যে সাগর অন্ত নাহি কদাচন
তাহাতে ভাসিয়া প্রাণ দিব অকারণ।
ভক্ষ্য ভোজ্য বিনে কেনে জীবন তেজিমু
যাবত জীবন থাকে এথাতে রহিমু।
এ বুলিয়া চারি ভিতে চর বেড়ায়ন্ত
যেই ফল চিত্তে লএ পাড়িয়া খায়ন্ত।

৬. ভুর—খ. ৭. কুলাও কুলাও—ঘ. ৮. বাউগতি যাএ—গ. ঘ. ৯. বিধির সংযোগে গিয়া একচর পাএ—গ. ঘ.

বৃক্ষ লতা ফল মূল অতি বহুতর
পাকি ফল ঝরি পড়ি রহিছে বিস্তর।
নানা পক্ষী রব করে হইয়া উল্লাস
নানা পুষ্প তরুলতা হইছে বিকাশ।
সর্বক্ষণ ফলফুল মিলে নানা ভাতি
এই সব দেখি অতি হরষিত মতি।
যুবরাজ সঙ্গী যে আছিল দুইজন
হরষিতে এই যুক্তি স্থির কৈল মন।
যাইতে জীবন ভএ নাহি কোন লক্ষ্য
জীবন অবধি আগে খাইবারে ভক্ষ্য।
যাবত কণ্ঠেত প্রাণ থাকএ আম্ভার
এথা ছাড়ি কোন স্থানে না যাইনু আর।
এই মত কহি কহি বেড়ায় হরিষে
সন্ধ্যাকাল উপস্থিত বেলা অবশেষে।
কুমারে ভাবিল নিশি বঞ্চিব কথাতে
স্থান বিনে বনেত রহিমু কিমতে।
মনুষ্য আশ্রয় নাহি গহীন কানন
জন্তু ভয় অবশ্য আছএ এই বন।
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক মাতঙ্গ নাহি ভয়
কথাত পাইব বোল এমত আশ্রয়।
কেহ বোলে সুড়ঙ্গ বিচার কথা আছে
কেহ বোলে চল পুনি যাই ভুর কাছে।
কুমারে বুলিল হেন লএ মোর মন
অতি বড় বৃক্ষে রহি করি আরোহণ।
কুমার বচনে সব হই এক কথা
বিচারেন্ত অতি বড় বৃক্ষ আছে যথা।
উঞ্চ অতিশয় জন্তু না পারে লঙ্ঘিতে
কৌতুকে রজনী পারি এথাতে বঞ্চিতে।

তেড্যালিয়া[১০] 'পরে স্থান থাকএ বিস্তারি
স্তুতি-বসি নিশি সুখে বঞ্চিবারে পারি।
এমত চাহিয়া এক বৃক্ষ আরোহিয়া
তিনজনে এক স্থানে নিবাসিল গিয়া।
সূর্য অস্ত গেল নিশি হৈল অন্ধকার
বৃক্ষে বসি তিনজন স্মরে করতার।
অতিশয় শোঁশাএ সাগর ভয়ঙ্কর
হাহাঙ্কার শব্দ শুনি মনে লাগে ডর।
জলচর বনচর শুনি কলরব
ত্রাসে নিদ্রা তেজিয়া রহিল সেইসব।
হেনহি সময়ে দেখে সমুদ্রের তীরে
জল হন্তে নানা জন্তু নিকলে বাহিরে।
শূকর শৃগাল সিংহ যক্ষ ব্রাঘ্র ঘোড়া
মহিষ হরিণ হস্তী উট গাধা মেড়া।
কুম্ভীর কচ্ছপ কর্ক মার্জ্জার বানর
কুকুর শশক ভেড়া ছাগল খচ্চর।
গয়াল নীল যে গরু নানা পশু সব
জল হতে নিকলিয়া করে কলরব।
ফলফুল নীচে যথ আছিল পড়িয়া
তোকাই খায়ন্ত সব বন বিচারিয়া।
কোন জন্তু চিৎকার করে অতিশএ
তরুলতা বৃক্ষ আদি ধরণী কম্পএ।
কোন জন্তু জল হতে উর্দ্ধে মাথা তুলি
স্মরএ প্রভুর নাম আকাশে নেহালি।
কোন জন্তু রব করে সুললিত ধ্বনি
কবিলা রবাব সুর সারিন্দা হেন শুনি[১১]।

১০. তেঠালিয়া—খ.

১১. কুকিলা সবাব যে সারিন্দা হেন শুনি—খ. কুকিলার শোর—গ. কবিরা সৌরব সানন্দিত হইল শুনি—ঘ.

কোন জন্তু মুখ মেলি খলখল হাসে
তাহার দন্তের জোতে তিমির বিনাশে।
কোন জন্তু বড় বড় বৃক্ষ হস্তে ধরি
বল করি ফল পাড়ি যায়ন্ত ঝাঙ্কারি।
কোন কোন জন্তু সব করিয়া মণ্ডলী
ফালাফালি জড়াজড়ি করে নানা কেলি।
কোন কোন জন্তু সবে ধূলি মাখে অঙ্গে
কোন কোন জন্তু সব সুখে যাএ জঙ্গে।
কোন কোন জন্তু সব তৃণ পত্র খাএ
কোন কোন জন্তু সব কাননে বেড়াএ।
যথ জন্তু বাহির হইল জল হতে
কেবা তার নাম জানে কে পারে কহিতে।
বন চর যথ আছে উড়িতে না পারে
তাহার দ্বিগুণ আছে জলের ভিতরে।
এসব দেখিয়া মতি অতি চমকিত
আর এক আশ্চর্য দেখিল আচম্বিত।
একজন্তু জলেত দেখিল ভয়ঙ্কর
মাথা হোন্তে দশগুণ শরীর ডাঙ্গর
ঘন ঘন গর্জিয়া উঠএ অকস্মাত
ধরণী কাম্পএ যেন বজ্র হএ পাত।
জল হৈতে আলগা করিয়া নিজ গাও
শ্বাস করি করে অতি ভয়ঙ্কর রাও।
শ্বাস হোন্তে নিকলএ জ্বলন্ত আনল
করএ আনলময় সাগর সকল।
আর জন্তু যথ সব দেখি লাগে ভএ
কুমার প্রভৃতি সব হৃদয় কাঁপএ।
কোন জন্তু খুরাএ মৃত্তিকা সব তুলি
ক্রোধে কিবা ফেলাএ আকাশ ভিতে মেলি।
এসব দেখিয়া সব অতি ভয় পাএ
তরাসে কাতরে অতি কম্পএ সদাএ।

তিনজনে একমনে স্মরে করতার
এঘোর সঙ্কটে বিধি করহ উদ্ধার।
আস্থা মনে[12] প্রভুনাম সঘনে স্মরিয়া
ভএ নিদ্রা তেজি নিশি গোঞাএ বসিয়া।
নিশি অবসান হৈল উদিল তপন
জলেত প্রবেশ কৈল যথ জন্তু গণ।
একমাত্র না রহিল জলের উপর
মৎস্য যেন লুকাইল জলের ভিতর।
জন্তুসব জলে গেল দেখি যুবরাজ
কহিতে লাগিল সব সঙ্গীর সমাজ
এথাতে রহিতে আর উচিত না হএ
এই দুষ্ট অরণ্যেত জলজন্তু ভএ।
আজি কোন্ পুণ্যফলে লাগ না পাইল
তেকারণে আহ্মি সবের জীবন বাঁচিল।
যে মতে সুসার হএ চিন্ত সে কাজ
বসতি উচিত নহে এই বন মাঝ।
সে সবে বোলএ যেই আদেশ তোহ্মার
সর্বত্রেহ সেই কার্য কর্তব্য আহ্মার।
তোহ্মা হেতু ছাড়িলাম সংসারের সুখ
পাসরি সকল দুঃখ দেখি তোহ্মা মুখ।
মাতাপিতা সুতাসুত রমণীর দয়া
সকল তেজিয়া আছি বাঞ্ছি তোহ্মা মায়া।
ভাল বা মন্দ বা তুহ্মি যে বল যখন
মরিব তরিব না লঙ্ঘিব সে বচন।
রহিব যাইব যেই বোল সেই করি
আদেশ পালিতে প্রাণে রহি কিবা মরি।
কুমারে বুলিল প্রাণধিক তুহ্মি সব
কথা কার লাগি হেন করিছে মানব।

১২. একমনে—খ.

ধনপ্রাণ বন্ধুবর্গ তেজিয়া সকল
মোর হেতু তুহ্মি সব হইলা বিকল।
তুহ্মি সবে দুঃখ পাও আহ্মার কারণে
জি'তে যদি বিধি পুনি নেয় নিজ স্থানে।
অবশ্য তোহ্মার দুঃখ কবির স্মরণ
করিব তোহ্মার সেবা যাবত জীবন।
এথ কহি কুমার চাহিল ভুর ভিতে
ফলমূল বহুতর লইল খাইতে।
বিধাতা স্মরণ করি ভুর আরোহিয়া
পুনরপি সাগরেত চলিল ভাসিয়া।
নিশি দিশি সর্বক্ষণ স্রোতে লই যাএ
না জানন্ত কথা হন্তে যায়ন্ত কথাএ।
প্রভুনাম স্মরণ করিয়া বারে বার
বদিউজ্জামাল নাম স্মরএ কুমার।
নানামত আশ্চর্য দেখএ মৎস্য সব
কভু হেন মত নহি শুনিছে মানব।
মৎস্য আঁখি জোতে হএ অন্ধকার নাশ
ভব ছাড়ি শশীকোলে করিল নিবাস।
মৎস্য ভএ রবি নিত্য লুকাএ আকাশে
মৎস্য ভএ শশী কিবা মরে প্রতি মাসে।
মৎস্য ভএ তারা কিবা দিবসে লুকাএ
নিশিতে আসিয়া কিবা মৎস্য রঙ্গ চাএ।
নিশিকালে নানা মৎস্য দেখন্ত সকল
দিবসে লুকাএ সব হএ জল তল।
এহিমতে ভাসিলেক আর ছয়মাস
কল বিনে আকুল বিকল হা হুতাশ।

পঞ্চম মঞ্জিল | আজব চর

সারা দিন প্রভাত সময় উপস্থিত
একচরে ভুর গিয়া লাগে আচম্বিত।
চর পাই তুষ্ট তবে হৈল সর্বজন
হরিষেতে ইষ্টদেব করিল স্মরণ।
করুণা সাগর বিধি করিলা নিস্তার
পাইল কূলের লাগ আর একবার।
বিধি বিধি করি গিয়া কূলের নিকট
অতি হরষিত হইয়া উঠিলেক তট।
চরের ভিতরে গিয়া দেখে রম্যস্থান
নানাজাতি ফলফুল বহুল বিধান।
তৃণসব নরম অতি বৃক্ষ সব ভাল
স্বপনেহ এমত নাহি দেখে কোন কাল।
ফলসব যথেক কহিতে নাহি অন্ত
নানাপক্ষী মহাসুখে সে ফল খায়ন্ত।
যুথী জাতী মালতী কথ বা জানি নাম
স্বর্গ হোন্তে দশগুণ ফুল সেই ঠাম।
পুষ্পমধু কৌতুকে খায়ন্ত পক্ষীসব
নানা পক্ষী সুললিত করে নানা রব।
উদ্যানের মত জল বহে বৃক্ষতল
সে বনে আগর চন্দন আছএ বহুল।
ডালিম্ব আনার লেবু আঙ্গির খেজুর
অমৃত হলিল আর কলিল মধুর।
আর যথ ফল আছে তারে কেবা জানে
স্বর্গবাসী সকলে না শুনিছে কানে।
লাল কাল শ্বেত পুষ্প ছিল সেই বনে
দুই তিন বর্ণ কথ ছিল স্থানে স্থানে।

শুয়া তোতা ঘুঘু ময়না শালিক মউর
কুকিলে করএ কুহু কুহলে মধুর।
এক পুষ্প হাসে যেন হাসএ মানব
আর নানাগুণ ধরে নানা পুষ্পসব।
আর পুষ্প দেখে যেন সুরুজ উদএ
সূর্যমুখী সূর্য ভিতে নিরক্ষি থাকএ।
আর যথ পুষ্পসব কহিমু কি মতে
সে সবের নাম নাই মনুষ্য কুলেতে।
বৃক্ষ তথা যথেক সৃজিল করতার
কহিতে না পারি তথা লিখিতে অপার।
সাগরের জন্তু সব উঠি বৃক্ষ'পর
প্রভুনাম স্মরি গীত গাহে নিরন্তর।
তাহা দেখি হরিষ অন্তর তিনজন
এমত আশ্চর্য স্থান নাহি ত্রিভুবন।
বৃক্ষ সব আশ্চর্য আছিল সেই স্থানে
কহিতে নাহিক অন্ত কহিব কেমনে।
আর এক বৃক্ষ অতি অপূর্ব আকার
মনুষ্যের মুণ্ড মত ফল ধরে তার।
মাজু বৃক্ষ পত্র মত সে বৃক্ষের পাতা
পত্র তার ফল মাত্র ফল নাহি তথা।
নিশি হৈলে মুণ্ডফল ঝরিয়া পড়এ
সোহা সোহা[১] শব্দ করি সে বৃক্ষ ডাকএ
দিবসেত মুণ্ড পুনি বৃক্ষে লাগে গিয়া
দিবসে সে বৃক্ষ থাকে নিঃশব্দ হৈয়া।
আর এক বৃক্ষ আছে তাহার সম্পাশে
খলখল খটখট নিশিকালে হাসে।
দিবসেত সে সব হইয়া থাকে স্তব্ধ
জলজন্তু পক্ষীসব সকল নিঃশব্দ।

১. ইহা ইহা—ব.—শোঁ শোঁ ?

আর এক বৃক্ষ তথা পূর্ণ ফুল ফল
নিশিকালে নিশাকরে জিনিয়া উজ্জ্বল।
শতেক দিবস পন্থ হএ দীপ্তিমএ
দিবসে সে সব দীপ্তি কিছু না রহএ।
রজনী তথাতে রহি নানারঙ্গ দেখে
দিবসে অরণ্যে ভ্রমে আপনার সুখি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল আর এক স্থান
পিপুলের বৃক্ষ সব দেখে বিদ্যমান।
পঞ্চ পঞ্চ পত্র মধ্যে গোটা থাকে ধরি
বরিখিতে পত্র থাকে সে গোটা আবরি।
রৌদ্র হৈলে সেই পত্র মেলি যাএ দূরে
মেঘ নাহি পত্র ফলে রৌদ্র তাপে পুড়ে।
আর কথ দূরে গিয়া দেখে বৃক্ষ সব
বৃক্ষডালে পক্ষীসব করে মানা রব।
কোন পত্রে গাহে গীত হেন মত শুনি
কোন পত্রে সারিন্দা মৃদঙ্গ হেন ধ্বনি।
নানা বৃক্ষ নানাপত্র নানামত রোল
যথা যাএ তথা শুনে নানামত বোল।
এসব দেখিয়া মনে কৌতুক জন্মিল
অবিশ্রাম নানা স্থানে ভ্রমিতে লাগিল।
ফলমূল পাড়িয়া খায়ন্ত তিনজন
নানান কৌতুক দেখি হরষিত মন।
রজনীতে তিনজন বঞ্চএ এক সঙ্গে
দিবসে কৌতুক করি ভ্রমে নানা রঙ্গে।
দৈবে নিবন্ধ কেহ খণ্ডিতে না পারে
শক্তিহীন অশক্ত চলিতে নাহি পারে।
দৈবের নিবন্ধ কেহ না পারে খণ্ডিতে
আর একস্থানে গেল ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
শ্রমযুক্ত হইয়া বসিল তিনজন
দৈবযোগে দেখিলেক তিমির গগন।

ষষ্ঠ মঞ্জিল। পক্ষীরাজের আবির্ভাব

মেঘের আকার কাল ঘোর অন্ধকার
শোঁশাই নিকটে আসে নাহি বিন্দু ধার।
কেবল নিকটে যদি আসিয়া মিলিল
হস্তীর আকার এক শরীর দেখিল।
সর্বাঙ্গ হস্তীর মত উড়িয়া বেড়াএ
খগচঞ্চু মত ঠোঁট নর-জন্তু খাএ।
তুরমান পক্ষীরাজ পড়িয়া ভূমিত
কুমারের এক সঙ্গী নিল আচম্বিত।
তাহাকে লইয়া পক্ষী আকাশে উড়িল
প্রাণি লই দুইজনে উঠি পলাইল।
ভুর ছাড়ি যেই পথে আসিয়া আছিল
তরাসে ধাইয়া সেই পন্থে লড় দিল।
যাবত আছিল দিবা তরাসে ধাইল।
বৃক্ষ এক আরোহিয়া নিশি গোঞাইল।
প্রভাতে চলিয়া যাএ অধিক নৈরাশ
হেনকালে আচম্বিত হইল বাতাস।
একবৃক্ষ হালি আর বৃক্ষে লাগে বারি
বনবৃক্ষে চারিপাশে করে কড়মড়ি।
আকস্মাত[1] এক বৃক্ষ দেখিল কুমার
অগ্নি হেন তেজ অঙ্গ উষ্ট্রের আকার।
সেই পক্ষী কুরুয়ার মত ছোঁব দিয়া
কুমারের সঙ্গী লই গেলেক উড়িয়া।
তা দেখিয়া কুমার কম্পিত কলেবর
জীবন নৈরাশ অতি তরাসে কাতর।

---

১. আকাশেত—গ. ঘ.

কি হৈল কি হৈল করি ভাবে মনে মন
সব্য নাহি কোন ভিতে করিব গমন।
কান্দএ নৃপতি সুত হইয়া নৈরাশ
শোকে দুঃখে তরাসে জীবনে নাহি আশ।
মরিমু তাহার চিন্তা নাহি কোনমতে
বদিউজ্জামাল মুখ না দেখিল জিয়তে।
মহাদুঃখে জীবন তেজিতে মনে ছিল
মৈলে না দেখিব করি জীবন রাখিল।
বহুত চিন্তিয়া মনে কান্দিয়া বিস্তর
দিকের নিয়ম নাহি ধাএ একসর।
দিবা অবসানে অস্তে উঠে দিনমণি
বৃক্ষ এক আরোহিয়া বঞ্চএ রজনী।
প্রভাত হইলে পুনি ধাএ একসর
অনির্ণয় যাবত থাকএ দিবাকর।
ক্ষুধাকালে ফলমূল করএ ভক্ষণ
দিবসে চলএ নিশি বৃক্ষ আরোহণ।
এহিমতে গুজারিয়া গেল কথকাল
দৈবযোগে আরদিন পড়িল জঞ্জাল।
আকাশ তিমির হৈল বিষম পবন
কড়মড়ি বৃক্ষ সব মরিমরি বন।
পক্ষী এক অতিবড় আসি আচম্বিত
কুমারক লৈয়া শূন্যে উড়িল তুরিত।
উড়ি যাএ পক্ষীরাজ যুবরাজ মুখে
কথদূর গেল যদি পৃথিম্বী না দেখে।
ক্ষেণেকে নিলেক এক গিরির উপর
অতি উচ্চ তথাতে আছিল বৃক্ষবর।
সে পক্ষীর বাসা ছিল সে বৃক্ষ উপর
চারি ছওয়াল ছিল বাসার ভিতর।
আর যথ নর জন্তু মৎস্য সব নিয়া
আধার দিবারে সব আছিল রাখিয়া

সে সবের হস্তপদ মুণ্ড উপাড়িয়া
মারিয়া আধার দিতে রাখিছে ফাড়িয়া।
কুমার লইয়া যদি গেল বাসা মাঝ
দেখিল বাসাতে চড়ি আছে অহিরাজ।
চিরকাল ধরি পক্ষী সে বৃক্ষে বঞ্চিত
প্রতিবার বাচ্চা আসি সে সর্পে খাইত।
পক্ষী যদি বাসা মধ্যে দেখিল ভুজঙ্গ
কুমারে এড়িয়া যুদ্ধ করে সর্প সঙ্গ।
নখঘাতে দুই অক্ষি সর্পের ভাঙ্গিল
ক্রোধ করি মহানাগে বিহঙ্গ ডংশিল।
ক্রোধে সর্পমুখ হতে আনল নিকলে
বৃক্ষপত্র তৃণ আদি সমুখেত[২] জ্বলে।
বিষে পক্ষী মরিয়া পড়িল ততক্ষণ
অন্ধসর্প অরণ্যেত করিল গমন।[৩]
কুমারে স্মরএ বিধি আস্থা করি মনে।
সঙ্কটে নিস্তার নাহি তোহ্মাপদ বিনে।
বহু ভক্তি করিয়া স্মরিল নিরঞ্জন
গহীন কানন পন্থে করিল গমন।
কথদিন বিভক্ষ্যে চলিল অনাহার
তৃষ্ণাএ পিবারে নাই পাএ জলধার।
ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ অতি বলবীর্য হীন
এথ দুঃখ পাই রহে জীবন কঠিন।
বিধাতা স্মরিয়া পাছে কথ দূর গেল
খেজুর কথেক গাছ সম্মুখে দেখিল।
ক্ষেণেকে হইল শান্ত বসি তার তল
এককূপে তথাতে আছিল মিষ্টজল।
খাইল খেজুর কথ জল করি পান
শুতিলেক বড় এক বৃক্ষ করি স্থান।

২. যেন মুখ হতে—গ. ঘ. ৩. অন্ধসর্প পড়ি কৈল অরণ্যে গমন-গ অন্ধসর্প পড়ি মৈল গহীন কানন—ঘ.

দিন দুইতিন তথা কুমার রহিল
পথের সম্বল কথ খেজুর লইল।
যথেক বোঝাএ পারে পৃষ্ঠে করিবার
প্রভু নাম স্মরিয়া চলিল আরবার।
এথা হন্তে কথদিন চলি নিরন্তর
রাজ্য এক যুবরাজে দেখিল গোচর।
সর্ব বস্তু তথা যেন দেখিল প্রস্তুত
মনুষ্য না দেখে তথা মন্দির বহুত।
বানর সকল তথা আছিল ভরিয়া
কুমার নাগাল পাই নিলেক ধরিয়া।

।সপ্তম মঞ্জিল—কপিরাজ্যে।

সে কপি-রাজ্যেত ছিল নর অধিকারী
কুমারক তাহার গোচরে নিল ধরি।
রাজদ্বারে নিল যদি রাজার কুমার
দেখিল উত্তম পুরী অতি শোভাকার।
লক্ষ লক্ষ কপি সব করজোড় হৈয়া
সিংহাসন সমুখে রহিছে ডাণ্ডাইয়া।
আগর চন্দন কাষ্ঠ অতি সুগঠন
হীরামণি মাণিক্য জড়িত সিংহাসন।
এক নর নৃপতি বসিছে সিংহাসনে
তাহার আদেশ পালে যত কপিগণে।
লোক সব বানর নৃপতি মাত্র নর
আর এক অদ্ভুত দেখিল ভয়ঙ্কর।
কথ লোক ছিল তথা মনুষ্য আকার
কুকুরের শির মুখ বিকৃত আকার।
নৃপতি দেখিল যদি নৃপতি নন্দন
শান্তমতি হৈল দেখি নরের বদন।

নৃপতি অধিক তুষ্ট কুমারক দেখি
আগুবাড়ি গলে ধরে হৈয়া মহাসুখী।
হস্তে ধরি আনে বহু করিয়া আদর
আজ্ঞা কৈল বসিবারে পাটের উপর।
কুমারে বুলিল হেন না হএ উচিত
না বসিল নৃপতির সঙ্গে কদাচিত।
নৃপতি বানর তরে আদেশ করিল
শীঘ্র আর এক পাট আনিতে কহিল।
নৃপতি আদেশে ধাই যাই কপিগণ
মাণিক্য নির্মিত এক আনে সিংহাসন।
পাটের নিকটে পাট রাখে কপিগণ
অন্য অন্য দুইস্থানে বসে দুইজন।
কুমার সম্বোধি রাজা পুছিল বচন
কোন হেতু এথাতে করিলা আগমন।
এথাত মনুষ্য গতি নাহি সর্বদাএ
কেমন প্রকারে বোল গমন এথাএ।
বহুল আদর যদি কুমার দেখিল
আদি অন্ত যথ দুঃখ বিস্তারী কহিল।
বদিউজ্জামাল বার্তা কহিল বিশেষ
চলিছি সঙ্কট পন্থে তাহার উদ্দেশ।
রাজা বোলে মোহর সঙ্কট লাগে মনে
জন্মাবধি এহি কথা না শুনিছি কানে।
আহ্মার বচন এবে শুন দিয়া মন
বসোরা নিবাসী আহ্মি সাধুর নন্দন।
বয়স অবধি করি বাণিজ্যের কাম
বণিজার নন্দন আবদুল্লা মোর নাম।
আসিলাম বণিজ্য কারণে নাএ চড়ি
হইল তরণী তল তরঙ্গেত পড়ি।
কথ দিনে ভাসিয়া আইল এই কূলে
বেড়িয়া আনিল মোরে বানর সকলে।

কপিকুল নররাজা যদি সেই মরে
আর নর বিচারিয়া আনি রাজা করে।
সত্য আছে যাবৎ না হএ রাজা নর
দম্পতি সঙ্গম নহে যথেক বানর।
সে রাজ মরিল যদি ধরি আনি মোরে
করিল রাজ্যের রাজা যথেক বানর।
বাণিজ্য করেন্ত সদা যথা সাধুগণ
মোর সম পৃথিবী না কৈল পর্যটন।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ভ্রমিলুঁ
যথ দেশে শুনিলুঁ অবশ্য তথা গেলুঁ।
যষ্ঠী[১] অবদ বাণিজ্য করিল একে একে[২]
এথাতে আসিয়া মুঞি পড়িলুঁ বিপাকে।[৩]
নাএ চড়ি পৃথিবী ভ্রমিলুঁ যথাতথা
গুলেস্তাইরাম নাম না শুনিছি কথা।
মনুষ্য আলয় নাহি কিবা সেই রাজ
কিবা সেই দেশ নাহি ভুবনের মাঝ।
বিষম সঙ্কট হেন লএ মোর মনে
বদিউজ্জামাল নাম না শুনিছি কানে।
এইমতে ইষ্টালাপ করি বহু ভাতি
কপিগণ প্রতি আজ্ঞা কৈল নরপতি।
খাইতে সম্বল আন ভাল উপহার
অন্নজল রাজনীতি আন ব্যবহার।
সুবর্ণের রত্নমণি রত্তনের থালা
রজত কাঞ্চন মণি খোড়া বাটি ভালা।
লক্ষ লক্ষ লস্করে ভরিয়া অন্ন আনে
মনুষ্যে এমত কভু না দেখে নয়ানে।
কোটি কোটি বানর প্রধান সেসব
সভা করি বসিলেক যে হেন মানব।

১. শত—প. ম. ২. নানাদেশ—প. ম. ৩. আইল অবশেষ—প. ম.

অন্নজল দধি দুগ্ধ দিল উপহার
ফলমূল শর্করা লাগিল খাইবার।
যার যথ রুচি হএ যথ লএ মনে
সেই দ্রব্য লই আনি খায়ন্ত আপনে।
খাইলেক কৌতুক করিয়া সর্বজন
কপি এক নাপিত ডাকিল ততক্ষণ।
কুমারেক কৃশানু করাই কপিবরে
মহারাজ আদেশ করিল অত্যাদরে।
আনিয়া সুগন্ধিজল স্নান করাইল
রাজনীতি বস্ত্র সব আনি পৈরাইল।
অন্নবস্ত্র দিয়া বহু করিলেক মান
কথাবার্তা যার যেই কহে দুইজন।
দিবস গঞিয়া গেল ইষ্ট আলাপনে
দিবারাত্রি সুতে বেসে দুই এক স্থানে।
সন্ধ্যাকাল হৈল যদি দেখে চারিভিতে
লক্ষ লক্ষ কপি ধরে দীপ শতে শতে
কোন কপি নানা বাদ্য বাজাএ আনন্দ
কোন কপি নাট গীত গাহএ সুছন্দ।
কোন কপি শব্দ করে সুর উচ্চারিয়া
কোন কপি নাচে গাহে কৌতুক করিয়া।
ঢোল ধামা পিনাক সারিন্দা পাখোয়াজ
বাজাএ গাহএ কপি আনন্দ সমাজ।
নাচএ নানান ছন্দে নানা তাল বাহে
নানা ছন্দে গীত নাট রাগ নানা গাহে।
ধন্ধ হৈল কুমার অপূর্ব সব দেখি
স্বপ্নে যারে না দেখে প্রত্যক্ষ দেখে আঁখি।
নানান কৌতুক করি নিশি গোঞাইল
যেন পূর্বে নিজ দেশে কৌতুকে আছিল।
প্রভাত সমএ দেখে নৃপতি নন্দন
রাজদ্বারে কোটি কোটি আইল কপিগণ।

অর্বুদে অর্বুদে লোক নৃপ আগে গিয়া
দণ্ডবৎ করি সবে রহে ডাণ্ডাইয়া।
ধ্বজছত্র বৈরাগ নিশান রাজনীতি
লইয়া দণ্ডাই আছে কপি যথ ইতি।
আরদিন প্রভাতে নৃপতির নন্দন
রাজ্য বেড়াইতে তান হইলেক মন।
কপিপতি আজ্ঞা লই কপি লই সঙ্গে
বেড়াই দেখিতে রাজ্য গেল মনোরঙ্গে।
চারিভিতে আনন্দিতে কুমার বেড়াএ
যথা তথা মনের হরিষে চলি যাএ।
হেনকালে এক পরী সমুখে দেখিল
কোন জাতি হও তুহ্মি পুছিতে লাগিল।
পরী বোলে পরী মুঞি জাতে মুসলমান
কলেমা পড়াইল মোরে নবী সোলেমান।
কুমার বুলিল যদি হও তুহ্মি পরী
এক বাক্য তোহ্মা স্থানে পুছিবারে পারি।
কথাত আছএ পরী বদিউজ্জামাল
তাহার পিতার নাম নৃপ শাহবাল।
শাহবাল জনকের শাইখুরা নাম
গুলেস্তাঁ ইরাম রাজ্যেত তান ঠাম।
কথা সেই রূপবতী কথা সেই দেশ
স্বরূপ করিয়া কহ তাহার উদ্দেশ।
পরী বোলে কোন কালে না শুনিছি আহ্মি
যে রাজ্যের রাজ কন্যা কহিলা যে তুহ্মি।
বিধাতার সৃষ্টি রাজ্য অন্ত কিছু নাই
থাকিবারে অবশ্য পারে কোন ঠাঁই।
কুমার চিন্তিত মতি পরীর বচনে
নিঃশ্বাস ছাড়এ এক দুঃখ ভাবি মনে।
পুনরপি পরীত পুছএ যুবরাজ
মাণিক্য জন্মএ বোল কোন্ গিরি মাঝ।

পরী বোলে এই গিরি দেখ তোম্মা আগে
যার চূড়া অতি উচ্চ আকাশেত লাগে।
কুমারে দেখিল গিরি অতি উচ্চতর
নীলমণি লইতে উঠিল গিরি 'পর।
লইল বোঝাএ পারে যথেক লইতে
আর কি আছএ কথা লাগিল পুছিতে।
বস্তুসব আশে পাশে দেখিল বহুত
পরী বোলে শুন কহি আর অদ্ভুত।
এহি যে পাষাণ এক পড়িছে ধরণী
সহস্র বৎসরে হএ এক নীল মণি।
তথা হতে কুমার আইল অবশেষে
মণিসব রাখে নিয়া কপিরাজ পাশে।
রাজা বোলে এসব আনিলা কি কারণে
এথা হনে ভাল মণি আছে মোর স্থানে।
ভাণ্ডারে বহুল মণি পড়িয়া আছএ
বহুমূল্য দেখি নেঅ যথ মনে লএ।
কুমারে আদেশ পাই বাছিয়া ভাণ্ডার
লইলেক মণি সব পৃষ্ঠে করি ভার।
কথদিন এথাতে বঞ্চিয়া যুবরাজ
যাইতে বিদায় মাগে নৃপতি সমাজ।
বহু যত্ন করি নৃপ রাখিতে চাহিল
উদাস কুমার মতি তিষ্টিতে নারিল।
বহু যত্নে রাখিতে চাহিল কপিগণ
রহিতে না পাএ শান্তি নৃপতি নন্দন।
চিত্ত দহিছে তান প্রেমের আনলে
নিবারণ না হৈল কার আশ্বাসের জলে।
অবশেষে দেখিল বচন না ধরিল
বহুল কান্দিয়া রাজা বিদায় করিল।
পরিবারে ভাল বস্ত্র দিলেক আনিয়া
অশ্ব এক দিলেক যাইতে আরোহিয়া।

আর দুইজন নর সাগরে ভাসিয়া
দৈব গতি সেই দেশে রহি ছিল গিয়া।
দুই কপি অশ্ব এক সেই দুই জন
কুমার প্রতি পঞ্চ জন করিল গমন।
দুই বানরের প্রতি কহিল নৃপতি
মোর সীমা যথাবধি যাইবা সঙ্গতি।
বিলাত দেশের সীমা যথা 'বধি গিয়া
অশ্ব লই মোর পাশে আসিবা ফিরিয়া।
দুই নর সহিতে যাইব যুবরাজ
যথা তার মনোবাঞ্ছা যথা তার কাজ।]
এ বুলিয়া কুমারের গলাএ ধরিয়া
বহুল কান্দিল রাজা করুণা করিয়া।
কপিগণ কান্দিল বহুল দুঃখ মনে
কান্দিল যথেক লোক কুমার কারণে।
বদিউজ্জামাল নাম করিয়া স্মরণ
কান্দি কান্দি এথা হোন্তে করিল গমন।
যাবত কপির রাজ্য পার হৈয়া যাএ
তিন নর দুই কপি আনন্দে বেড়াএ।
দিবা নিশি অবিরত যাএ অনিবার
অশ্ব হএ হুতাশ নারে চলিবার
অশ্বের হুতাশ দেখি নৃপতি নন্দন
পদরথী চলিবারে চাহে অনুক্ষণ।
কপিগণ না দেয় হাঁটিতে যুবরাজ
ক্রোধে করে দন্তাঘাত[১] অশ্ব কর্ণ মাঝ।
কামড় খাইয়া অশ্ব পুনি শীঘ্র ধাএ
বিলাত দেশের সীমা যদ্যাবধি[২] পাএ।
কথ দিনে বিলাত দেশের কাছে গেল[৩]
অশ্ব সমে কপি দুই বিদায় হইল।[৪]

---

১. ক্রুদ্ধ হই কামড়াএ—ক. ২. যদবধি—ক. ৩. বিলাত সীমানা লাগ পাইল
৪. করিল—ক.

কপি দুই সম্ভাষি লাগিল কহিবার
প্রণাম কহিও মোর গোচরে রাজার।
কহিও তাহান বহু খাইল লবণ
স্মরিব তাহান গুণ যাবত জীবন।
এথ কহি সে সকল বিদায় করিল
কথাতে করিব গতি ভাবিতে লাগিল।
দক্ষিণে দেখিল বাট সেই পথে যাএ
এহি বাটে যাইতে বিধি যথা লই যাএ।
যাইতে যাইতে পথ নাই তার অন্ত
না জানে কথা হন্তে কথাএ যায়ন্ত।
হেন কালে ছায়াদক হইল স্মবণ
আচম্বিতে কুমারের দগধি উঠে মন।
দুই সঙ্গী স্থানে কহে সায়াদের কথা
কান্দিতে লাগিল অতি মনে ভাবি ব্যথা।
সে সকল কহিতে পুথি বাড়ে অতিশয়
বিস্তারিয়া না কহিল এই সে বিষয়।
অতি দুঃখে কর হানে ললাট উপর
বহু ভাতি অহনিশি কান্দে নিরন্তর।
আহা বিধি করিয়া কান্দএ বারেবার
কোন্ দুষ্ট গ্রহ ফলে এ দুঃখ আম্মার।
তোম্মার চরণে এই নিবেদন মোর
করিতে উচিত শাস্তি বিহিত তোহর।
প্রতিনিতি চিত্তে মোর উদাস বাড়এ
কবে জানি প্রাণি যাএ এহি লাগে ভএ।[৫]
সম্পদে সমানে মোর নিকলিয়া ছিলা
অপমানে অনির্দিষ্টে বৈদেশী করিলা।
সায়াদের দুঃখে সদা দহে মোর মন
বদিউজ্জামাল শোকে না রহে জীবন।

৫. এহি মনে লএ—ক।

দুঃখের রজনী যদি পোষাএ আহ্মার
কর্মে লিখি থাকে যদি প্রসন্ন তোহ্মার।
দুই আঁখি ভরি সদা দেখিমু তোহ্মারে
দিবানিশি রবিশশী যেমত প্রকারে।
সম্প্রতি তিন কর্ম লইমু শিখিয়া
কান্দিমু দহিমু আর যাইমু উনাইয়া।
এহি বাক্য কহি কহি শান্ত করে মন
নিশি হৈলে বৃক্ষে চড়ি থাকে তিনজন।

পিঁপড়ের চরে

হাঁটিতে হাঁটিতে গেল সমুদ্রের তটে
একচর আছে তথা সমুদ্র নিকটে।
আগর চন্দন বৃক্ষ তথাতে বহুল
কাঞ্চন জন্মএ তথা সমুদ্রের কূল।
আদিত্য উদয় সমে উদিত কাঞ্চন
নিশি যোগে ভূমি তলে করএ গমন।
পিপীলিকা রহে তথা অতি ভয়ঙ্কর
শিকারী কুকুর হোন্তে অধিক ডাগর।
হরিণ মহিষ হস্তী যেই জন্তু পাএ
বলে পিপীলিকা সবে ধরি ধরি খাএ।
কেহ যদি যাএ সেই চরের মাঝার
আগর চন্দন কাষ্ঠ চাহে আনিবার।
ভাল ঘোড়া 'এরাকী'তে[১] সওয়ার হৈয়া
মহিষ হরিণ মাংস বহুল লইয়া।
তীক্ষ্ণতেজ খাণ্ড লই যাএ সেই চরে
দুই কোপে কাটি লই পলাএ সত্বরে।
দুই কোপে যেইখানে কাটিবারে পারে
সেই বিনে আর শাখা আবেশ না করে।

১. ক. 'পরে এক—খ.

পিঁপড়া আসিতে সবে উদ্দেশ পাইয়া
সওয়ার পালায় সব অশ্ব খেদাইয়া।
স্থানে স্থানে মাংস সব যায়ন্ত ফেলাই
মাংস পাই পিপীলিকা রহে সেই ঠাঁই।
তথা হোন্তে কুমার গেলেক আর স্থান
ধাইতে ধাইতে পলাইয়া তুরমান।
বৃক্ষসব তথাতে দেখিল বহুতর
বিষম গহীন গিরি অতি ভয়ঙ্কর।
মৃত্তিকাএ তথাতে প্রভুর নাম লএ
প্রভু প্রিয় প্রিয় বুলি সঘন ঘোষএ।
তথা হোন্তে ধাই যাএ আর বন মাঝ
তথাত ঘটিল আর বিপরীত কাজ।

। ভল্লুকের[১] কবলে।

এক পক্ষী ব্যাঘ্রমুখ রক্তবর্ণ আঁখি
নীল বর্ণ পদ তার ভয়ঙ্কর দেখি।
শূন্য হোন্তে উড়া করি আসিয়া তুরিত
কুমারের দুই সঙ্গী নিল আচম্বিত।
কুমার দেখিল যদি সঙ্গী লই যাএ
ছাড়িয়া জীবন আশা ধরে তার পাএ।
চারি খান করি দেয় সঙ্গী দুইজন
চারি 'ছাও'র মুখে দিল আহার তখন।
ভয় পাই কুমারে স্মরএ করতার
আহা বিধি কর আজি সঙ্কট নিস্তার
প্রভু নাম স্মরি রক্ষা মাগএ কুমার
হেনকালে পক্ষী গেল করিতে আহার।
কুমারে দেখিল পক্ষী গেল একভিত
আনন্দিতে ধাই ধাই চলিল তুরিত।

১. ব্যাঘ্র—ক.

যথ নিশি হএ তথা সুতে বৃক্ষ 'পর
প্রভাতে অরণ্যে পথে হাঁটে নিরন্তর।
মাতাপিতা রাজ্য সুখ করএ স্মরণ
সায়াদ স্মরণ করি সঘন কান্দন।
শোকে দুখে ভুকে অতি বলহীন কায়
চলিতে নাহিক শক্তি রহিতে উপায়।
চলিবারে পথ নাই রহিবারে স্থান
খাইবারে ভক্ষ্য নাই বিনে ফল পান।
হেনমতে কথদিন করিয়া গমন
এক নিশি রহে গিয়া বৃক্ষে আরোহণ।
কান্দিয়া কাটিল নিশি সেই বৃক্ষ 'পর
শেষরাত্রে নিদ্রাএ পীড়িত কলেবর।
চিন্তাএ আইল নিদ্রা ধরি বৃক্ষ ডালে
ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনি হেন কালে।
নয়ান মেলিয়া দেখে 'রিক্ষু' ভয়ঙ্কর
দুই ছাও সহিতে গর্জএ নিরন্তর।
তরু'পরে আরোহণ কুমার দেখিয়া
তিন রিক্ষে তরুমূলে আছএ আপেক্ষিয়া।
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে অনিবার
নামিতে লাগাল পাই মারিতে কুমার
এক ছাও ক্রোধ করি চাহে উঠিবার
সঙ্কট দেখিয়া ভয় পাইল কুমার।
বিধাতা স্মরণ করি ভাঙ্গি এক ডাল
দঢ়মুষ্টি মারি তার ভাঙ্গিল কপাল।
ততক্ষণে ভূমিতে পড়িয়া মুরছাএ
ক্রোধে রিক্ষে ডাক ছাড়ে ভয়ঙ্কর রাএ।
অতিক্রোধে প্রতিবারে কামড়াএ তরু
বারিদ বজ্রের ঘাতে না ভাঙ্গে সুমেরু।
কথক্ষণ এই মতে করিয়া গর্জন
এক ছাও লৈয়া রিক্ষু করিল গমন।

ততক্ষণে বনে রিক্ষু গমন করিল
বিধাতা স্মরণ করি কুমারে নামিল।
একভিতে রিক্ষু গেল অরণ্যের মাঝ
আর ভিতে নামিয়া চলিল যুবরাজ।
কথদূর গেল যদি রাজার কুমার
ভালুকের চিৎকার শুনিল আরবার।
পৃষ্ঠভাগে ফিরি যদি কৈল নিরীক্ষণ
দেখে অতি ক্রোধ করি আইসে রিক্ষুগণ।
পঞ্চদশ রিক্ষু আনে সঙ্গে আপনার
ছাঁও বধ কারণে কুমারে বধিবার।
তর্জএ গর্জএ অতি করএ চিৎকার
পালাইতে ঠাঁই নাই দেখিল কুমার।
পর্বত উপর হতে হেটেত গমন
কুমার বধিতে কোপে আইসে রিক্ষুগণ।
কাম্পএ পর্বত ধরণী হএ বিদার
হইয়া উপায়হীন স্মরে করতার।
ভাবিল উপায় নাই বিনে করি রণ
পাষাণ লইল বহু ভরিয়া বসন।
বিধাতা স্মরিয়া পুনি ডাণ্ডাইল পথে
মারএ পাষাণ মেলি রিক্ষুগণ মাথে।
'ছাও'র জননী রিক্ষু প্রথমে আইল
উচ্চ হতে কুমার ধরিতে লাফ দিল।
কুমার নামাএ মাথা রিক্ষু 'পরে হেটে
পাষাণেত পড়ি কর মুণ্ড পদ ঠোঁটে।
দ্বিতীয় ভালুক সমে পড়ি গেল কাজ
এক শিলা কুমারে মারিল নাসা মাঝ।
তৃতীয় ভালুক নাসামূলেত মারিল
চতুর্থ শিলার ঘাতে ললাট ভাঙ্গিল।
পঞ্চমেত মুণ্ড ভাঙ্গি পাষাণের ঘাএ
ভএ ডাক ছাড়ি আর যথেক পালাএ।

পঞ্চ রিক্ষু পড়িল ধাইল একাদশ
শোকেত কুমার মতি কিঞ্চিত সরস।
পাছে পাছে ধাওয়াই পাষাণ মেলি মারে
ভএ সব রিক্ষু যাএ অরণ্য মাঝারে।
তুষ্ট হই কুমার স্মরিয়া করতার
হরিষে বিষাদ পথে চলে আববার।
আর কথদিন চলি যাএ অবিরত
অরণ্য গহীন গিরি কানন পর্বত।
নিশিকালে কান্দে অতি বৃক্ষে আরোহণ
মাতাপিতা মিত্র সঙ্গী করিয়া স্সরণ।
আজি নিবান্ধব আন্ধি নিলক্ষ্য নৈরাশ
সাগর কানন গিরি তরুতলে বাস।
ক্ষেণেকে জীবন মোর দানব আকার
ক্ষণেকে কুকুর মুখ ভিতর সভার।
ক্ষেণে জঙ্গী মাতঙ্গ বিহঙ্গ রিক্ষু আগে
ক্ষেণে পশু ক্ষেণে পক্ষী ক্ষেণে কাল নাগে।
নাগ-বিহঙ্গের সনে দেখি মহারণ
ক্ষেণেকে পর্বত সিন্ধু কানন গহন।
এ সকল কহিয়া কান্দিয়া কাটে রাতি
অনির্ণয় প্রভাতে নামিয়া করে গতি।
দুঃখ তাপ সঙ্কট বিঘটে ভাবে মন
বদিউজ্জামাল নাম করিয়া স্মরণ।
অবিশ্রাম হাঁটি যাএ ঘুমি নিরন্তর
ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ অতি দুর্বল কাতর।
পাএত পড়িল ঠোসা স্থানে স্থানে ঘাও
চিন্তাএ নয়ান নীরে পাখালএ পাও।
আর্তনাদ করিয়া কান্দএ বহুতর
অবিচারে চলি যাএ বনের ভিতর।
পঞ্চ দিবানিশি যাএ বিনে ভক্ষ্য ভোজ্য
না করিল রাত্রিবাস অস্থির অধৈর্য।

অতি দুঃখে মরণ ইচ্ছিল যুবরাজ
এমত দুর্গতি প্রাণ রাখি নাই কাজ।
সিংহ ব্যাঘ্র পক্ষী রিক্ষু যথা যেই দেখে
শঙ্কা পরিহরি যাএ সেসব সমুখে।
মনেত সেসবে প্রাণ লউক আক্ষার
সেসবে দূরেত যাএ দেখিয়া কুমার।
আত্মবধ পাপ হেন নিজ মনে গুনি
না করিল আত্মবধ রাখিল পরাণি।
কান্দিতে কান্দিতে গেল আর একস্থান
তথাতে অপূর্ব এক দেখে বিদ্যমান।

। দৈত্যের বন্ধুত্বলাভ ।

আচম্বিতে যুবরাজ দেখিল সমুখে
হরিণ ছাগল ভেড়া চরে লাখে লাখে।
মনুষ্য আলএ হেন জানিয়া কুমার[1]
ভক্তিভাবে স্মরণ করিল করতার।
কিঞ্চিত সুস্থির মতি শান্ত কলেবর
মনুষ্য আলএ জানি হরিষ অন্তর।[2]
যাইতে যাইতে যদি নিকটেত গেল
সমুখে আশ্চর্য এক উদ্যান দেখিল।
অতি সুললিত তরু পুষ্প সব লতা
শাখা'পরে পুষ্পলতা যেন হাঁর গাঁথা।
পুষ্প সব বিকশিত সৌষ্ঠব শুভিত
মধুলোভে মধুকর মুহিত লুভিত[3]।
ফল সব কাঁচাপাকা ছোট বড় শোভে
নানা পক্ষী ডালে ভ্রমে ফুল-মধু লোভে।

১. জানি হরিষ অন্তর-গ. ২. হেন জানিয়া কুমার—গ. ৩. যেতেন সুপূর্ণিত—ষ.

নানা বর্ণ বিহঙ্গ নানান ফুল ফল
পুষ্পবনে চরে বহু হরিণ সকল।
কামাতুর যুবরাজ উদ্যান দেখিয়া
চতুর্ভিতে পুষ্প বনে চাহএ ভ্রমিয়া।
যেই ফল চিত্তে লএ পাড়ি পাড়ি খাএ
ছাড়িছে জীবন আশা নাহি শঙ্কা ভএ।
আর কথদূর যাএ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
বড় এক পুষ্কর্ণী দেখিল আচম্বিতে।
পুষ্কনীর পাড়ে এক আছএ বসিয়া
গিরি হেন মুণ্ড আছে আকাশে লাগিয়া।
দন্তসব উট জিনি হইছে বাহির
দুই দণ্ড পন্থ ব্যাপি তাহার শরীর।
হস্তপদ বেঙ্কাকোঙ্কা কি কহিব আর
কুম্ভকর্ণের দশগুণ শরীর তাহার।
দুইশত পঞ্চধিক সহস্র ছাগল
আর যথ শতে শতে হরিণ সকল।
লোহার শলাএ গাঁথি জ্বালিয়া আনল
খাইতে কৌতুক সবে পূরএ সকল।
আনলে থুইয়া মাংস করে মদ্য পান
মদের কটোরা তার পুষ্কর্ণী সমান।
পঞ্চশত হস্ত ছিল গহীন প্রসার
সেই কটোরাত মদ পিএ নিশাচর।
সেই নিশাচর যদি দেখিল কুমার
জানিল ছাগল ভেড়া সকল তাহার।
আগুবাড়ি মিত্র বুলি সম্ভাষা করিল
সম্ভাষিয়া নিশাচর পদুত্তর দিল।
মিত্র যদি না বুলিতা বধিতুঁ এখন
এসব সহিতে তোকে করিতুঁ ভক্ষণ।
যখনে বুলিলা মিত্র বৈস মোর পাশ
কহ দেখি কোন্ রাজ্যে তোহ্মার নিবাস।

বৈসাইল করে ধরি আদর বহুল
খাইবারে মদ দিল আর ফল মূল।
কুমার ক্ষুধিত ছিল খাইল কিঞ্চিত
অদ্ভুত দেখি চাহি রহে তার ভিত।
তিন গ্রাসে সব মাংস খাএ নিশাচর
কত শত ভাঁড় মদ খাএ তারপর।
দুইশত কটোরা পানি তারপরে[8] খাএ
প্রাচীরে তুলিয়া পাও স্তুতি নিদ্রা যাএ।
নিদ্রা হোতে উঠি যদি জাগিয়া বসিল
আদ রে কুমার তরে পুছিতে লাগিল।
কহরে মনুষ্য তোর কথাত বসতি
কিমত প্রকারে তোর এথা হৈল গতি।
এথাতে নরের গতি নহে কদাচন
এথাতে মনুষ্য গতি না হএ স্বপন।
দেবতা গন্ধর্ব পরী যথেক দানব
যক্ষ ভূত এথাতে বৈসএ এই সব।
কোন্ হেতু কোন্ মতে আইলা এথাএ
অকপটে সত্য কথা কহ সর্বথাএ।
কুমার কহিল যথ দুঃখের কথন
বদিউজ্জামাল হেতু এথা আগমন।
যাবন্ত পন্থের কষ্ট কহে বিবরণ
অপূর্ব দর্শন আর আপদ তারণ।[5]
মিত্রশোক প্রেমাকুল কহে এক এক
রাক্ষস গোচরে সব কহিল প্রত্যেক।
এসব বচন শুনি কহে নিশাচর
জন্মাবধি নানা স্থানে ভ্রমিল বিস্তর।
গুলেস্তাঁইরামের নাম কেহ না জানিল
বদিউজ্জামাল নাম কেহ না কহিল।

৪. এক চুমুকে—গ. ৫. আদিত্য বরুণ—গ.

এথ শুনি কুমারেহ চিন্তিত অতিশএ
শতগুণ শোকানল[৬] শরীর দহএ।
দীরঘ[৭] নিঃশ্বাস ছাড়ি কান্দিতে কান্দিতে
অনুশোচি মনস্তাপ লাগিল কহিতে।
আহা রে দারুণ দুঃখ রহি গেল মনে[৮]
আহা রে দুর্লভ প্রাণ নৈরাশ জীবনে।[৯]
আহারে সায়াদ বন্ধু জীবন দুর্লভ
আহা মাতাপিতা মোর প্রাণের[১০] বান্ধব
আহ্মিত জীবন দিব প্রিয়া অন্বেষণে
তোহ্মাবধ কৈল আহ্মি কিসের কারণে।
আহা শাহাবাল সুতা মোর মনচোর
জি'তে একবার দেখা না হৈল[১১] তোর
মরিমু তাহার লাগি নাহি কিছু ভয়
রহিব এসব দুঃখ যাবত প্রলয়।
এমত ওমত বুলি কান্দে বহুতর
দয়ামনে বাসি শান্ত করে নিশাচর।
শুন মিত্র নরজাতি আহ্মার বচন
সর্বথাএ মোর বাক্য না কর লঙ্ঘন।
এই অসম্ভব কাজ দুঃসাধ্য বিষয়
প্রাণ শেষ না কর না কর মতি ক্ষয়।
সিদ্ধি হইবার নহে অসম্ভব কাজ
মাতৃপিতৃ প্রাণ রাখ যাই রাজ্য মাঝ।
কুমার বোলএ আহ্মি যাইব কেমতে
উদ্দেশ না জানি রাজ্য যাইব কোন ভিতে।
দুর্গম দুঃসাধ্য পন্থ পশু পক্ষী ভয়
বোল দেখি কথ দূর মনুষ্য আলয়।
নিশাচরে বোলে পন্থ দুর্গম দুস্কর
সহস্র বরিষ লাগে যদি যাএ নর।

৬. দশগুণ শোকানল—গ. প্রেমানল—ঘ. ৭ দ্বিগুণ—ঘ. ৮. আর কত সএ—গ.
৯. জীবন সংশয়—গ. ১০. জনম—ঘ. ১১. বদি নাগ পাই—গ

আহ্মি যদি যাই তবে পারি এক মাসে
মনুষ্য যাইতে পারে সহস্র বরিষে।
কুমার বুলিল দৈবে এথাত আনিল
পবন পক্ষীএ আনি এথা বিসর্জিল।
নতু কথ কাল থাকে নরের জীবন
সহস্র বরিষ পন্থ করিব গমন।
নিশাচরে বোলে দেশে যাইতে কারণ
মোর কান্ধে উঠি বস যদি লএ মন।
এক মাসে দিব নিয়া মিসির শহরে
রাজ্যসুখ কর গিয়া আপনার ঘরে।
কুমারে এসব শুনি কান্দিতে কান্দিতে
নিশাচর সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে
বদিউজ্জামাল প্রিয়া প্রাণ সমসর
প্রাণি ছাড়ি শরীর কেমতে যাই ঘর।
না বোল নাবোল মিত্র পুনি এ বচন
প্রিয়া অন্বেষণে মুঞি তেজিব জীবন।
আইসে যাএ প্রাণ মাত্র আছএ শরীরে
তখনে মরিব যখন রহএ বাহিরে।
যৎ'বদি গতায়াত শ্বাসমাত্র ঘটে
তবেত করিব গতি অন্বেষণ-বাটে।
প্রিয়া অন্বেষণে যদি হারাই পরাণি
সত্য সত্য জানিল গেল প্রিয়ার নিছুনি।
যদি লাগ পাই দুঃখ হইব মোচন
জয় জয় ঘোষণা ঘুষিব জগজন।
তার মুখ হেরিয়া রঞ্জিব বহু সুখ
যাবত জীবন থাকে থাকিব সমুখ।
কহিমু বহুল দর্পে লোকের গোচর
রহিমু কমল পাশে যেন মধুকর।
না বোল না বোল মোরে পুনি আরবার
যে হএ সে হএ দৈব কার্যেত আহ্মার।

এথ শুনি নিঃশব্দ হইল নিশাচর
কুমারের প্রশংসা করিল বহুতর।
বুলিল সাহস হেন করে নর রাজ
দেবতা গন্ধর্ব নাই পারে হেন কাজ।
প্রেমের লাগিয়া হেন করএ মানব
না করে এমত কার্য দেবতারা সব।
এ বুলি কুমার মুখ ধোয়াইয়া জলে
শান্ত করি নিশাচর বৈসাইল কোলে।
অন্নজল ফল দিয়া করাইল পান
কথদিন কুমার রহিল সেই স্থান।
উদাগ চরিত্র মতি না পারে রহিতে
দিন দুই চারি পরে চলে তথা হতে।
রাক্ষস সম্ভাসা করি চলিল কুমার
পুনরপি প্রবেশিল বনের মাঝার।
প্রাণ উৎসর্গিয়া যাএ নিশঙ্ক নির্ভএ
পথে পথে কথ কথ অপূর্ব দেখএ।
সঙ্কট দেখিয়া যাএ সঙ্কটের পাশ
প্রিয়া অন্বেষণে প্রাণ তেজিবার আশ।
বিধাতা না মারে মরিতে কে পারে
সময় না হৈলে পূর্ণ মারিব কে তারে।
না থাকে রজনী আর বৃক্ষ আরোহিয়া
মনে আছে সর্পে সিংহে খাউক ধরিয়া।
আর এক গিরি' পরে গেল যুবরাজ
নীল মণি মাণিক্য বহুল তার মাঝ।
আকাশে লাগিছে মুণ্ড যেন গিরিচূড়া
মৃত্তিকা পাষাণ নাই মাণিক্যের মূড়া।
বড় বড় নীল মণি অতুল্য অমূল
মনুষ্যে করিতে নারে সে সবের মূল।
দেখিয়া কুমার মতি কিঞ্চিত লোভিল
এক 'ভার' বস্ত্র করি পৃষ্ঠেত লইল।

কথ দূরে মনেত কল্লিল যুবরাজ
এসব লইয়া মোর হৈব কোন কাজ।
সহস্র বরিষ পন্থ নরের আলএ
তথাচ দারুণ চিত্ত লোভ না ছাড়এ।
এবুলি মাণিক্য সব ফেলাইল দূরে
মনস্কাম অন্বেষণে চলিল সত্বরে।
আর কথ দিন যদি এমত চলিল
এক উচ্চ মহাগিরি সমুখে দেখিল।

[বন্দিনী রাজকন্যার সাক্ষাৎ]

সেই গিরি 'পরে এক উঞ্চ তরুবর
আকাশ ধরিতে পারে উঠি তার'পর।
কুমারে সে তরু দেখি ভাবে মনে মন
হেন উঞ্চ তরু নাহি দেখি কোন বন।
তরু চড়ি চারি ভিতে করে নিরীক্ষণ
যথাত সুগম্য দেখি করিমু গমণ।
এথভাবি বৃক্ষের উপরে আরোহিয়া।
সচকিতে চারিভিতে চাহে নিরক্ষিয়া।
দেখিল দক্ষিণ ভিতে উঞ্চ[১] গিরিবর
অপূর্ব উদ্যান এক তাহার উপর।
মনুষ্য আলয় হেন লাগে তার মন[২]
নামিয়া কুমার তথা করিল গমন।
চারি দিবসের পন্থ অন্তর থাকিতে
পবন সুগন্ধি সমে ভেটিল তথাতে।[৩]
পুষ্পগন্ধে যুবরাজ অন্তর হরিষে
দিবানিশি ধাই যাএ উদ্যান উদ্দেশ্যে।

১. দিগে এক—গ. ঘ. ২. বুঝি সেই স্থান—গ. ঘ. ৩. সনে বুহিল সাক্ষাত—ঘ.
বাস বেটিল তথাত—ঘ.

কথ দিন হাটিয়া গেল তার পাশ
উদ্যান দেখিয়া বহু হইল উল্লাস।
উদ্যান অন্তরে যদি গেল যুবরাজ
বিচিত্র মন্দির দেখে উদ্যানের মাঝ।
কাঞ্চনের ঘর কোট অতি শোভাকার
মহিষ হস্তী মাণিক্য জড়িত তার দ্বার।
কাঞ্চন মানিক্য মণি দিছে স্থানে স্থানে
উজ্জ্বল করএ নিশি নিশাকর বিনে।
দক্ষিণ পবন বহে সুগন্ধি সহিত
চারিদিকে পুষ্পগন্ধে সুগন্ধি বেষ্টিত।
কস্তুরী আগর গন্ধ পুরী মাঝ হতে[৪]
মাসেকের পন্থ ব্যাপি আছে চারি ভিতে।
অস্ত্র বস্ত্র বহুল রহিছে স্থানে স্থান
নরালয় দেখে নর নাহি বিদ্যমান।
রম্যস্থান দেখি তথা করিল বিশ্রাম'
মনে মনে চিন্তিলেক এহি কোন্ ঠাম।
ফলমুল খাইয়া বিশ্রাসি কথক্ষণ
ধন্ধমতি কুমার ভাবএ মনে মন।
না জানি কথাত বিধি আনিল মোহোক
কোন স্থান হএ এই বৈসে কোন্ লোক।
অন্ন জল অস্ত্র বস্ত্র আছএ প্রস্তুত
নরের দর্শন নাই এ কোন্ অদ্ভুত।
ক্ষেণেক ভাবিয়া এক অস্ত্র লই করে
নিঃশঙ্কে যাইতে চাহে পুরীর ভিতরে।
বিধাতা স্মরিয়া বোলে রাজার কুমার
যাইমু যে করে বিধি পুরীর মাঝার।
খণ্ডে খণ্ডে চলি যাএ নাহি তার অন্ত
যথা যাএ নানামত দেখএ যাবন্ত।[৫]

৪. পুরিয়া তাহাতে—গ. কাফুর গন্ধ পুনি উদ্যানেতে—ঘ. ৫. কতুক দেখন্ত—গ.

এক টঙ্গী তার মাঝে বিচিত্র নির্মাণ
স্বর্গপুরী যিনি সেই মহারম্য[৬] স্থান।
সুবর্ণের বস্ত্র সব আছে[৭] বিছাইয়া
এক সিংহাসন আছে বসনে ঢাকিয়া।
সুবর্ণের সিংহাসন মুকুতাএ জড়া
আগর চন্দন কাষ্ঠে বানাইছে খুড়া[৮]।
রাজনীতি যোগ্য করি করিছে সিংহাসন
কোনকালে নর হেন না দেখে নয়ন।
চারিদিকে হেলানি অপুর্ব শোভাকার
কাষ্ঠের বিহঙ্গ [৯] সব অপুর্ব আকার।[১০]
পৃথিবীতে যথ পক্ষী আছে অনুপাম[১১]
রাখিছে গঠিয়া সব পক্ষী ঠামে ঠাম।
কহিলে নাহিক অন্ত সে সবের কথা
সে সব কহিতে হএ ভিন্ন এক পোথা।
চারিদিকে পক্ষী রব সুললিত শুনি
তুতী তোতা ময়না শুয়া শারীর ধ্বনি।
তাহা ছাড়ি করিলেন সমুখে পয়াণ
আর এক টঙ্গী দেখে কাঞ্চনে নির্মাণ।
চারিদ্বারে তাহার কপাট করিয়াছে
হীরামণি মাণিক্যের পাট বানাইছে।
বিশ্বকর্মা সন্ধানে করিছে তার মেলা
কুমারে চাহিল তার খুলিবারে তালা।
কুমারে চাহিল তার খসাইবারে কল
পুরী প্রবেশিতে দ্বার করিয়া নোকল।
অনেক প্রকার করি চাহিল খুলিতে
না পারিয়া ধন্ধ হই হেরে চারিভিতে।
আচম্বিতে কুমারের পড়ি গেল অক্ষি
দুইব্যাঘ্র দুই মৃগ দ্বারে আছে রক্ষী।

৬. অতি দিব্য—খ. ৭. বসন আছএ—খ. ৮. খোরা—গ. যোড়া—ঘ. ৯. সিন্দুক—খ.
১০. তাহার মাঝার—গ. ১১. নরে জানে নাম—গ. ক.

সুবর্ণ গঠন সব অতি সুললিত
সেসব সমুখে এক দেখে বিপরীত।
তৃণ রাখিয়াছে দুই বাঘের সমুখে
মাংস সব রাখিয়াছে দুই মৃগমুখে।
তাহা দেখি হরিষ হইল যুবরাজ
পাসরি করিছে কিবা হেনমত কাজ।
কুমার সে তৃণ আনি মৃগ মুখে দিয়া
রাখিলেক মাংস সব বাঘ মুখে নিয়া।
কুমারে ভাঙ্গিল যদি এই বিপরীত
ডাক দিয়া কপাট খুলিল আচম্বিত।
ধন্ধ বাসি যুবরাজ ভাবিতে লাগিল
বুঝিল কপাট সন্ধি এহাতে আছিল।
পুনরপি তৃণ-মা'স চাহে পলটিয়া
আরবার তেনমত দুার লাগে গিয়া।
পুনর্বার তৃণ আনি দিয়া মৃগ তরে
পুনি মাংস দিল নিয়া বাঘের গোচরে।
পুনি যদি মোকল হইল সেই দুার
শীঘ্রগতি প্রবেশিল পুরীর মাঝার।
সিংহাসন দেখে এক মন্দির মাঝার
রজত কাঞ্চনে গঠিয়াছে শোভাকার।[১২]
চারিভিতে চারি মূর্তি[১৩] অতি শোভাকর
সুতিছে যুবতী এক পাটের উপর।
সর্বাঙ্গ বসনে ঢাকি সুতিয়া আছএ
আগু হৈল কুমার ছাড়িয়া শঙ্কাভএ।
মুখের বসন দূর করিয়া সত্বর[১৪]
দেখএ সুন্দরী এক জিনি শশধর।
মনুষ্য কুলেত নাহি হেন রূপবতী
না জানি সুন্দরী এই হএ কোনজাতি।

১২. ঢাকি আছএ সুন্দর—ঘ. ১৩ টঙ্গী—গ. ঘ. ১৪. যদি করিল অন্তর—গ.

কটাক্ষে মোহিতে পারে এতিন ভুবন[১৫]
একসর সুতিয়াছে কিসের কারণ।[১৬]
কুমার ভাবএ এই সামান্য না হএ
বদিউজ্জামাল অংশ মোর মনে লএ।
কিবা এই রূপ হএ সেই রূপ ছায়া
কিবা আম্মা দেখি সেই আচরিছে মায়া।
কথাএ মনুষ্য গতি আছএ এথাএ
কোন্‌কালে মনুষ্য এমত রূপ পাএ।
পুছিবাম বাক্য আম্মি জাগাই এহাকে
হেন অচেতন সুতিয়াছে কোন সুখে[১৭]।
ভাবিয়া কুমার কহে উঞ্চস্বরে বাণী
মনে কৈল বচনে জাগিব সুবদনী।
না জাগিল দেখি পুনি ধন্ধ হৈল অতি
এথ অচেতন রামা কেন আছে সুতি।
করেত ধরিয়া কহে শঙ্কা পরিহরি
উঠ উঠ উঠ বুলি সঘন ঝঙ্কারী।
বৈসাই ঝাঙ্কারি ডাকে না মেলে নয়ন
ছাড়িলে কুমারে পুনি পড়ে অচেতন।
নয়ান না মেলে মুণ্ডতলে কর পরশিয়া
তুলিয়া বসায় পুনি ভয় না বাসিয়া।
নাসামূলে হস্ত দিয়া চাহে যুবরাজ
প্রাণি আছে কিবা নাই শরীরের মাঝ।
দেখিল আছএ শ্বাস নাহিক চেতন
ধন্ধবাসি কুমারে ভাবএ মনে মন।
মৃতা নহে মোহ হএ একি বিবরণ
এমত আশ্চর্য নাহি দেখি কদাচন।
জাগাইতে নাহি জাগে এ কোন্ চরিত্র
ডাকিলে না শুনে বাণী এ কোন্ বিচিত্র।

১৫. পলকে নাশিতে পারে এতিন ভুবন—খ ১৬. একসর শয়নে আছএ কি কারণ—খ.
১৭. কিশোকে—গ.

চেতাইতে না পারিয়া ভাবএ কুমার
কিমতে পাইব ভাবে উত্তর তাহার।
ভাবিতে ভাবিতে যাএ মন্দির বাহিরে
ধন্ধমতি চারিভিতে নিরীক্ষণ করে।
রজতের এক বৃক্ষ দ্বারেত[১৮] দেখিল
সুবর্ণের পত্র সেই বৃক্ষেত আছিল।
মুকুতার ডাল সেই মাণিক্যের ফল
রবি শশী জিনিয়া উঝল ঝলমল।
নানা পক্ষী সানন্দে বসিয়া গাএ গীত
বিশ্বকর্মা নির্মিত শুনিতে সুললিত।
কুমার উদাস মতি এসব দেখিয়া
রৌদ্রতাপে শশী যেন যাএ উনাইয়া।
বদিউজ্জামাল বলি করএ ক্রন্দন
আহা মোর হেন গতি তোহ্মার কারণ।
শ্বাস মোর দীর্ঘ অতি সঘন শীতল
হৃদয় দহএ ঘন বিচ্ছেদ আনল।
ওষ্ঠমুখ শুকাকাষ্ঠ শুকিত সঘন
নয়ানে শোণিত ধারা করে বরিষণ।
নয়ান-শোনিতে হএ বদন রক্তাকার
শোচন কান্দন মোর হই গেল সার।
সর্বক্ষণ এই বাক্য ঘোষিত সদাএ
আহা শশী মোক দেখা দেও সর্বদাএ।
প্রাণ শেষ হৈল দুঃখ না সএ শরীর
এক দরশন দিয়া প্রাণি কর স্থির।
পক্ষীরব শুনি উচাটন করে মন
স্মরিয়া আপনা দুখ করএ কান্দন।
ক্ষেণেক রোদন করি ভাবিলেক মতি
বিশ্বকর্মা নির্মাণে অপূর্ব নানা ভাতি।

১৮. সম্মুখে—ঘ

দানব আলয় বুঝি হএ এই পুরী
সন্ধানে রাখিল কন্যা অচেতন করি।
দানব সেসবে জানে অপূর্ব সন্ধান
সন্ধানে অপূর্ব সব করিছে নির্মাণ।
মন্দিরে প্রবেশি পুনি করে অনুমান
শয্যাতে আছএ কিবা নিদ্রার সন্ধান।
ভাবিল মন্দিরে পুনি প্রবেশ করিয়া
খাট পাট মন্দির চাহেন্ত নেহালিয়া।
শিথানে পৈথানে দুই পাষাণ দেখিল
অপূর্ব অক্ষর তাতে লিখিয়া আছিল।
নানাশাস্ত্র কুমারে জনিত বহুতর
পঠন না যাএ সেই দেবের অক্ষর।
পড়িতে নারিল যদি বহুল যতনে
দ্বার মোকলের বাক্য স্মরিলেক মনে।
মাংস তৃণ হরিণ বাঘের কাছে ছিল
সে কারণে দ্বার আক্ষি মেলিতে নারিল
পালট ভাঙ্গিল যদি হইল মোকল
সেই মত বুঝি এই পাষাণের কল।
হএ নএ পাষাণ চাহি পলট করি
পাষাণ পলটে কিবা চেতএ কুমারী।
বিধাতা স্মরিয়া এই মনেত ভাবিয়া
শিথানের পাষাণ পৈথানে থুইল নিয়া
পৈথান পাষাণ যদি শিরানাতে[১৯] দিল
আচম্বিতে শশিমুখী জাগিয়া উঠিল।
আঁখি মেলি উঠিয়া বসিল ততক্ষণ
তাহা দেখি হরষিত কুমারের মন।
সম্ভাষিয়া আশীর্বাদ করিল কুমার
পুছিতে লাগিল বাক্য গোচরে তাহার।

১৯. শিথানেত—গ.

কহ সুবদনী তুহ্মি হও কোন্ জাতি
কি কারণে একাকিনী এথাতে বসতি।
দেও কি দানব দৈত্য গন্ধর্ব কিন্নরী
গহীন পর্বতে কেন বঞ্চ একসরী।
কুমারী বুলিল আহ্মি হই নরজাতি
কর্মের নিবন্ধে মোর এথাত বসতি।
সত্যি করি কহ তুহ্মি হও কোন্ জন
কিবা হেতু এথাত করিলা আগমন।
যুবরাজে বোলে আহ্মি জাতিএ মানব
কহিতে নাহিক অন্ত মোর দুঃখ সব।
আপনা বৃত্তান্ত আগে কহ মোর পাশ
সীতা হেন একাকিনী কেন বনবাস।
তপস্বী না হও কেনে বঞ্চ একসরী
স্বামী বিনে রহ, কেনে বয়সী সুন্দরী।
দেব অংশ নহ, কেনে বঞ্চ দেবালএ
অবলা একাকী কেনে মনে নাহি ভএ।
কুমারী বুলিল, শুন কর অবধান
সরন্দীপ নামে দেশ আছএ প্রধান।
ধর্ম-অবতার জান সেদেশ ভূপাল
তাহার দুহিতা মুঞি কঠিন কপাল।
নবভগ্নী সব আহ্মি পিতা পুত্রহীন
এথাতে আসিল আহ্মি দৈবের অধীন।
পিতার উদ্যান এক অতি রম্য স্থান[২০]
খেলা আশে আহ্মি তথা করিল পয়াণ।
কৌতুকে উদ্যানে সবে ভ্রমি চারি পাশ
জলক্রীড়া করিবারে হইল উল্লাস।[২১]
বিবসন এইসব জলেতে নামিয়া
খেলাই আপনা সুখে কৌতুক করিয়া।

২০. দেখি বিদ্যমান—খ. ২১. মনে হৈল আশ—গ.

আচম্বিতে হইল এক মণ্ডল বাতাস
মেদনীর ধূলি উঠি ছাইল আকাশ।
ধুলি তৃণ যেন বায়ু তুলি আনে মোরে
ত্রাসে অচেতন হৈল শূন্যের উপরে।
নয়ান মেলিয়া দেখি আইল এই স্থান
সুন্দর পুরুষ এক দেখি বিদ্যমান।
হাসিয়া পুরুষবর বুলিল মোহোক[২২]
সুন্দরী না কর ভয় পরিহর শোক।[২৩]
মাতাপিতা স্নেহ[২৪] তুহ্মি না বাসিও মন
এথাতে নরের গতি নাই কদাচন।
সহস্র বরিষ যদি ভ্রমে নরজাতি
কদাচিত এথাতে করিতে নারে গতি।
আহ্মার জনক জান দানবের পতি
তোর রূপ দেখিয়া মজিল মোর মতি।
আনিল পবন বেশে তোহ্মাক হরিয়া
আহ্মাতে মজিয়া থাক সব পাসরিয়া।
এবুলি চরণে ধরি প্রণাম করিল
অন্নজল ফল আনি খাইবারে দিল।
করিল বহুল ভাতি আশ্বাস কাকুতি
বহুল আরতি করি মাগিল সুরতি।
মধুর মধুর বাক্য কহিল বিস্তর
না রুচিল মোর মতি তাহার উপর।
কামাতুর হই চাহে বল করিবারে
ধর্মের দোহাই আহ্মি দিলাম তাহারে।
বুলিলুঁ মোহোকে যদি মনে থাকে দয়া
দুই অব্দ পরশ না কর মোর কায়া।
দুই অব্দ মধ্যে যদি কর পরশন
ব্রহ্মবধ হইবেক করিলে লঙ্ঘন।

২২. আমাকে—খ. ২৩. ভয় ভীত না বাসিঅ বঞ্চ এথা সুখে—খ. ২৪. প্রেম—গ. ঘ.

এথ শুনি সে দেব হইল মতিভঙ্গ
ধর্ম ভএ পরশ না কৈল মোর অঙ্গ।
প্রেমে মগ্ন ছিল হেতু[২৫] প্রাণে না বধিল
সন্ধানে নিদ্রালি দিয়া আন স্থানে গেল।
অদ্যাবধি মাসেক অন্তরে এথা আসি
জাগাই খাওয়ায় অন্ন সমুখেত বসি।
কৌতুকে পুছএ মোক—বোল রূপবতী[২৬]
কথদিন অবধি এথাএ আছ সুতি।[২৭]
আহ্মি বুলি সুতিয়া আছিল এইক্ষণ
শীঘ্র তুহ্মি আসি পুনি করিলা চেতন।
হাসি বোলে গঞিয়া গেলেক একমাস
আহ্মি কহি মিথ্যা কেনে কর পরিহাস।
দুই অব্দ গেল করি ছলিবার আশ
অনুক্ষণ বোল আসি গেল একমাস।
দানবে বোলএ শুন আহ্মার বচন
মিথ্যা বাক্য দেবএ[২৮] না কহে কদাচন।
সত্যভঙ্গ না করএ না লঙ্ঘএ ধর্ম
দেবের আচার জান এই সব কর্ম।
নরকুল হোন্তে তোক বলে আনি ধরি
গ্রহণ না কৈল আহ্মি ধর্ম ভয় করি।
অবলা একাকী আহ্মি নাহি বন্ধু মিত্র
করিতে আহ্মাকে বল কি বড় বিচিত্র।
এসব কহিয়া অন্ন করাইল পান
শোয়াই নিদ্রালি দিয়া গেল আন স্থান।
এসব জানহ সত্য বচন আহ্মার
বিস্তারি বৃত্তান্ত সব কহ আপনার।
কুমার কহিল মোর বৃত্তান্ত বহুল
শুনিতে অপার তাহা কহিতে অকূল[২৯]।

২৫. মুগ্ধ হইলেক—খ. ২৭. আছিলা বল সুতি—গ. ঘ. ২৬. বোলএ মোরে কহ রূপবতী—গ. ঘ. ২৮. দেবতা—খ. ২৯. কহিতে অপার তাহা শুনিতে আকুল—ক। জন্মভরি কহি যদি কহি নাই কূল—গ.

কহে দোনা গাজী শুন দুঃখের কাহিনী
হৃদএ জলএ অতি বিরহে আগুনি।
কষ্ট শোক প্রেম তাপ বহুল বচন
আজু দিবসের মধ্যে না যাএ কহন।
কহিবারে পারি বসি তোহ্মার সাক্ষাৎ
দানবে আসিব করি ভয় বাসিতাত[৩০]
কুমারী বুলিল ভয় না করিও মনে
আসিব দানব দুষ্ট আর পঞ্চদিনে
কুমারে বুলিল তুহ্মি আছিলা নিদ্রাএ
কিমতে জানিলা কথদিনে আসি যাএ।
কুমারী বুলিল যবে দ্বিতীয়ার শশী
আকাশে উদয়, দেও আইসে সে নিশি।
অদ্যাবধি দ্বিতীয়া আছএ কথ দূর
প্রভাতে দেখিল চন্দ্র কিঞ্চিত প্রচুর।
এথ শুনি কুমারে লাগিল কহিবার
আদি অন্ত যথ ইতি করিয়া বিচার।
মিসির নিবাস আর পিতার নির্ণয়
সায়াদ বিচ্ছেদ আর পন্থকষ্ট ভয়।
বসনে চিত্রের নাম বদিউজ্জামাল
তাহান পিতার নাম নৃপ শাহ্‌বাল।
গুলেস্তাঁইরাম দেশেত সেই বৈসে
এথ মোর দুঃখ তাপ প্রেমের আবেশে।
পন্থের সঙ্কট যথ অদ্ভুত দেখিল
একে একে আদি-অন্ত সব গোচরিল।
কুমারের দুঃখ কথা শুনি গুণবতী
সে দুঃখে দুঃখিত আর আপনা দুর্গতি।[৩১]
বদিউজ্জামাল নাম শুনিয়া শ্রবণে
পূর্ব প্রেম স্মরিয়া কান্দএ দুঃখ মনে।

৩০. অকস্মাৎ—ঙ. ৩১. আছে আপনার মতি—খ.

কুমারে কান্দনা শুনি সকরুণা মন
স্নেহ বাসি পুছিলেক মধুর বচন।
বদিউজ্জামাল প্রেমে ভ্রম নানা দেশ
প্রাণ পণ করি তান না পাও উদ্দেশ।
আহ্মি যদি উপদেশ পারি কহিবার
তবেনি তোহ্মার কিছু হএ প্রতিকার।
কুমারে বুলিল কহ কি কহিলা বাণী
মৃত ঘটে জীব সঞ্চারি দিলা আনি।
কহ কহ প্রাণ দান দেও গুণবতী
কহ কহ প্রাণপ্রিয়া কথাতে বসতি।
কহ কহ কপট ছাড়িয়া মোর পাশ
কহ কহ প্রাণপ্রিয়া কথাতে নিবাস।
কহ কহ কথদূর পন্থ সেই দেশ
কহ কহ কোনপন্থে করিমু প্রবেশ।
কহ কহ সত্য কিবা মিথ্যা সেই বাণী
কহ কহ শান্ত কিবা কর মোর প্রাণি।[৩২]
কহ কহ তুহ্মি নয় সেই পরী জাতি
কহ কহ উদ্দেশ জানহ কোন্ ভাতি।
কহ কহ পরীক্ষহ কিবা মোর মন
কহ কহ সত্য করি স্বরূপ বচন।
কহ কহ মোরে কিবা মায়া আচরিলা
কহ কহ সত্য কিবা অসত্য কহিলা।
কহ কহ কিমতে জানিলা সেই দেশ।
কহ কহ কে তোহ্মাতে কহিল উদ্দেশ।
কহ কহ সত্য করি ধর্ম করি ভএ
কহ কহ হই মোরে সদয় হৃদএ।
কহ কহ কহ বুলি মুহিয়া পড়িল
কহ কহ কহ বুলি ক্ষেণেকে জাগিল।

৩১. শান্তকর কহি সেই বাণী—খ.

কহ কহ কহ বুলি বুলিল কুমার
কহ কহ কহ আহ্মি কহ তত্ব সার।
কহ কহ কহ তবে কহ না গো আর
কহ কহ কহ যেন বুলি বারেবার।
কহ কহ কহ তবে শুন চন্দ্রকলা
কহ কহ কহ সতী কহ গো কুশলা।
কহ কহ প্রাণ দান দেও পুনর্বার
কহ কহ কহ বুলি করহ প্রচার।
কহ কহ কহ বুলি করএ কাকুতি
কহ কহ কহ কহ কহ গুণবতী।
কহ কহ কহিতে না কর অবহেলা
কহিতে কহিতে হৈল ষোল দণ্ড বেলা।

॥ বদিউজ্জামালের পরিচয় ॥

কন্যা বোলে মোর বাক্য কর অবধান
আদি অন্ত কহি শুন তোর বিদ্যমান।
যখনে আছিল আহ্মি জনকের ঘরে
এক ভগ্নি ছিল মোর জননী উদরে।
জনক উদ্যানে মোর জননী আছিল
সেই স্থানে শুভক্ষণে কন্যা প্রসবিল।
চল্লিশ দিবস তথা ছিল মোর মাতা
নানামত উৎসব করিল মোর পিতা।
জ্ঞাতি-অন্ন ভুঞ্জাইল দেব অরচন
নানাদেব[১] আবাহন কৈল আরাধন।
আগর চন্দন কাষ্ঠ আনল জ্বালিয়া
অর্বুদে অর্বুদে ঘৃত দিলেক ঢালিয়া।
একদিন তথাতে জননী একসরী
আচম্বিতে তথাতে দেখিল এক নারী।

১. ধন—খ. দ্রব্য—ঘ.

আগর চন্দন ধূপ আনল জ্বালিতে[২]
বৃক্ষ হতে তুরমান নামিল ভূমিতে।
মাতার নিকটে আসি বসিলেক রামা
ত্রিজগতে তার রূপ দিতে নাহি সীমা।
মাতাক বুলিল বহু আদর বচন
একবারে রত্ন মণি দিল বহু ধন।
জননী পুছিল তুহ্মি হও কোন্ জাতি
কি কারণে কোথা হতে এথা কৈলা গতি।
রাজদ্বারে ভিন্নজন না দেয় ছাড়িয়া
কিমতে আসিলা তুহ্মি দ্বারীকে ভাণ্ডিয়া।
কোন্ কার্যে আহ্মাকে দিয়াছ অর্থধন
নারী হৈয়া কেনে ছিলা বৃক্ষে আরোহণ।
সেই নারী বুলিল আহ্মি না হই মানুষী
পরীরাজ শাহ্বাল তাহান মহিষী।
আহ্মার কুলের জান এই ব্যবহার
গর্ভবতী হএ যদি পরীর মাঝার।
সমমাস গর্ভ যেই নারীর থাকএ
বিচারিয়া যাই আহ্মি তাহার আলএ।
যেখনে প্রসব করে সে সব রমণী
তখনে প্রসব মোর শুন সুবদনী।
তোর গর্ভে যেই মাসে হইল জনন
মোর গর্ভ সেই মাস হইল তখন।
তোহ্মার আশ্রমে ছিল অনেক দিবস
তোহ্মার লৌকিকে[৩] আহ্মি হৈল তোর বশ।
মাতা বোলে তোহ্মা বাক্য না লাগিল মন
অসম্ভব সম্বাদ যে তোহ্মার বচন।
কথা গর্ভবতী হৈলে রাজার কুমারী
কথা রাজ মহিষী চলএ একসরী।

২. কাষ্ঠ আনলে দহিতে—গ. ঘ. ৩. দৃষ্টে—ঘ.

কথাত ছুওয়াল তোর কথা প্রসব
কথাত পরীর স্থান কথাত মানব।
পরী বলে মিথ্যা নহে বচন আম্মার
পরীর আকৃতি সব নবীন আকার
বিংশতি সহস্র পরী আম্মার সহিত
বৃক্ষ আরোহণে সব আছে আনন্দিত।
কন্যা এক প্রসবিল আছে এই স্থান
বোল যদি দেখাইতে পারি বিদ্যমান।
মাতা বোলে শীঘ্র আন যদি সত্য হএ
কৌতুক দেখিতে মোর বাঞ্ছিল হৃদএ।
এথ শুনি সেই পরী কৈল অঙ্গীকার
বৃক্ষ হোন্তে নামিল পরীর পরিবার।
কাঞ্চনের চুলনী এক রতনে জড়িয়া
তাহাতে রাখিছে কন্যা বসনে বেঢ়িয়া।
মুখের বসন যদি করিল মোকল
নিশাকর জিনি মুখ দেখিল উজ্বল।
তার রূপে উদ্যান হইল দীপ্তি মএ
ত্রিজগতে হেনরূপ লোকে না দেখএ।
মুহিল জননী মোর তার রূপ দেখি
ক্ষেণেকে চেতন লভি মেলিলেক আঁখি।
কন্যা দেখি মনে অতি স্নেহ উপজিল
পরীর গোচরে মাতা কহিতে লাগিল।
মোর প্রতি কৃপা[৪] যদি থাকে তোর মন
আজ্ঞা কর কন্যা কোলে লইতে কারণ।
পরী বোলে লও তুহ্মি আম্মার দুহিতা
আহ্মিহ কোলেত করি লব তোর সুতা।
এইমতে অন্যে অন্যে প্রেম আলাপন
দুইয়ের ছাওয়াল কোলে লৈল দুইজন।

৪. স্নেহ—গ. ঙ.

করিল আহ্মার ভগ্নী পরী পয়োপান
নিবেদিল মাতা মোর পরী বিদ্যমান।
আহ্মার ছাওয়াল দুগ্ধ খাইল তোহ্মার
মোহোরে সদয় হৈয়া কর অঙ্গীকার।
তোহ্মার কন্যার মুখে দিতে পয়োধার
এই নিবেদন মোর চরণে তোহ্মার।
পরী যদি আজ্ঞা কৈল স্তন্য দিল মাতা
খাইল মায়ের দুগ্ধ পরীর দুহিতা।
পরী কন্যা প্রেমে[৫] মগ্ন হইল জননী
কহিল পরীতে পুনি নিবেদন বাণী।
আজি হোন্তে তোহ্মা কন্যা হইলেক সুতা
তাহার নিছনি কৈল আহ্মার দুহিতা
ছাড়ি যাও এই কন্যা পুষিতে কারণ
মোর কন্যা নিয়া কর যেই লএ মন।
আজি হোন্তে ধর্মভগ্নী আপনে আহ্মার
ধর্মত করিল প্রেম সহিতে তোহ্মার।
তুহ্মি যদি ধর্মতে বাঞ্ছিলা মোর মায়া
আহ্মিহ তোহ্মার প্রেমে যেন ছায়া[৬] কায়া।
কন্যা বাস দিলা তুহ্মি আহ্মার দুহিতা
আহ্মিহ বুলিল তোর কন্যা মোর সুতা।
তুহ্মিহ ধর্মের ভগ্নী বুলিছ আহ্মারে
আহ্মিহ ধর্মের ভগ্নী বুলিল তোহ্মারে।
আজি হোন্তে তুহ্মি আহ্মি নাহি ভিন্ন ভেদ
আজি হোন্তে না করিও কপট বিচ্ছেদ।
তবে কি ছাড়িয়া আজি যাইতে কুমারী
আপনা পতির ভয় নিজ মনে করি।
তান আজ্ঞা বিনে কন্যা না পারি ছাড়িতে
এ সব কহিব গিয়া তাহান বিদিতে।

৫. রূপে-খ. ৬. আচরিছি-খ.

সত্য কৈল তাহান লইয়া অঙ্গীকার
প্রতিমাসে এথাতে আসিব একবার।
মাতা বোলে কোন্ দেশে বসতি তোহ্মার
কি নাম পতির তোর কি নাম কন্যার।
পরী বোলে কন্যার নাম বদিউজ্জামাল
কন্যা পিতা মোর পতি নৃপতি শাহ্‌বাল।
মোর পিতা সংসারে আছিল নৃপপাল
মোর নাম কহি শুন হোসন জামাল।
গুলেস্তাঁইরাম দেশেত আহ্মি রহি
কন্যার নামের অর্থ এবে শুন কহি।
বদিউজ্জামাল অর্থ অপূর্ব[৭] রূপসী
পরী সবে থুইছে নাম মনে স্নেহ[৮] বাসি।
দেবতা গন্ধর্ব পরী যথা ত্রিভুবন
হেন রূপ কেহ নাহি দেখে কোন স্থান।
তেকারণে পরী নর করি অনুমান
অপূর্ব রূপসী রূপ করিল বাখান।
ফারসী ভাষায় থুইল বদিউজ্জামাল
হেন রূপ ত্রিলোকে না দেখে কোন খান।
এথ কহি মাতা সনে করি কোলাকুলি
শূন্যে উড়া করি সব পরী গেল চলি।
অদ্যাবধি মাসেক অন্তরে একবার
বদিউজ্জামাল আইসে গোচরে মাতার।
আহ্মি ভগ্নী সব কভু গিয়া সেই দেশে
মাতা পাশে ভগ্নী সব থাকএ হরিষে।
বদিউজ্জামাল মোর দুগ্ধ-ভগ্নী হএ
জন্ম হোন্তে ধর্ম বাড়ে প্রেমের বিষএ।
বদিউজ্জামাল সনে পিরীত আহ্মার
শিশুকাল হোন্তে অতি অশেষ প্রকার।

৭. ভুবন-ঘ. ৮. প্রীতি-গ, শ্রধা-ঙ, কৃপা-ঘ. ৯. দেখা-ঙ.

অন্যে অন্যে ভিন্নভেদ নাহি কিছু মায়া
একই জীবন হএ দুই মাত্র কায়া।
কেহ কাকে না দেখিয়া রহিতে নারিল
দেবের নিবন্ধ যথ অন্তর করিল।
সায়াদ আছিল যেন তোহ্মা প্রাণ সখা
বদিউজ্জামাল মুঞি তেন মত লেখা।
আহ্মি যদি থাকিতাম পিতা গৃহমাঝ
অবশ্য সাধিতুঁ আহ্মি[10] তোহ্মা এই কাজ।
আর কর্ম্ম হএ নএ করাইতুঁ দেখা
ফলিত থাকিত যেই তোর কর্মে লেখা।
অখনেহ সরন্দীপে করহ প্রবেশ
অবশ্য পাইবা দেখা গেলে সেইদেশ।
কুমারে বোলএ আহ্মি কিমতে যাইব
সরন্দীপ পন্থ মোরে কেবা দেখাই দিব।
মনুষ্য আলএ নাহি এই দেওপুর
কাহাত পুছিব বার্ত্তা দেশ কথদূর।
দোসর বর্জিত আহ্মি একাকী পরানি
কিমতে যাইব পন্থ না চিনি না জানি।
সত্য যদি তুহ্মি যে কহিলা এ বচন
সত্য যদি মোকে কৃপা থাকে তোর মন।
আপনেহ সহিতে চলহ সেই দেশ
তোর পিতৃ দেশে মোর প্রিয়ার উদ্দেশ।
কন্যা বোলে দেও কেনে মোক ছাড়ি দিব
তোহ্মার সহিতে আহ্মি কিমতে যাইব।
তুহ্মি যেন প্রিয়ার করহ অন্বেষণ
'দেও'-হ আহ্মার সনে মজাইল মন।
কুমার বুলিল শুন বচন আহ্মার
পঞ্চদিন আছএ দানব আসিবার।

১০. ঘটাইয়া দিতোঁ—খ. ঙ. ১১. পন্থ—গ.

পঞ্চদিন পরে আমি উদ্দেশ পাইব
আহ্মি সবে পঞ্চদিন পন্থেত যাইব।
এ ঘোর গহীন গিরি পর্বত কানন
কিমতে জানিবা তুহ্মি গেলা কোন স্থান।
ক্ষেণেকে বিচারি বন[11] আনিবেক ধরি
আহ্মাকে করিব বন্দী তোহ্মাকে সংহারি।
ক্ষেমা কর এই যুক্তি নৃপতি কুমার
এই বচন নাহি লএ মনেতে আহ্মার।
কুমারে বুলিল আহ্মি কি করিব কাজ
আজ্ঞা কর রণ করি দানব সমাজ।
জিনি কিবা মরি কিবা করি আজ্ঞাকারী
তাহার সময়ে কিবা প্রাণ পরিহরি।
কন্যা বোলে হীনবল তুহ্মি একসর
দানব রাজার পুত্র কটক বিস্তর।
যুদ্ধ হৈলে শবদ হৈব আসিবে কটক
কিমতে যুঝিবা তুহ্মি দুর্বল একক।
কুমারে বোলএ তুহ্মি কি কহ বচন।
প্রাণি দেই বোল নতু তোহ্মার সদন।
দিবাম পুরুষ বধ তোহ্মার উপর।
নতু কোন্ গতি বোল হইবে আহ্মার।
কন্যা বোলে আত্মবধ না হএ উচিত
প্রাণি গেলে কার্যসিদ্ধি নহে কদাচিত।
জীবন থাকিলে আশা হৈএ কার্যসিদ্ধি
আহ্মি কি কহিব তুহ্মি জ্ঞান শাস্ত্র শুদ্ধি।
কুমারে বুলিল তবে কর অঙ্গীকার
কিমতে তোহ্মাকে নিব বোলহ প্রকার।[12]
কন্যা বোলে দেও-এ যদি থাকএ জীবন
আহ্মাকে নিবার পারে কাহার পরাণ।

১১. পন্থ—গ. ১২. কিমতে হইব বল তোমা প্রতিকার—ঘ.

প্রকারে মারহ দেও কেহ না জানএ
তবে সে আহ্মাকে লই যাইতে পারএ।
কুমারে বুলিল আহ্মি শাস্ত্রেত জানিল
বিশেষ প্রধান লোক মুখেতে শুনিল।
থাকএ দেও-এর প্রাণ অন্য দ্রব্য মাঝ
তেকারণে আনমত বিপরীত কাজ।
তুহ্মি যদি আয়ুবার্তা পার বুঝিবার
তোহ্মার দুঃখের ধার পারি শুধিবার।
কন্যা বোলে তত্ত্ব কেনে কহিব আহ্মাতে
কোন্ ছলে পুনর্বার পুছিব তাহাতে।
কুমার বোলএ দেও তোর প্রেমবশ
মাগিব তোহ্মাতে আসি কেলিকলা রস।
মায়া করি তার আগে করিবা কান্দন
বুলিবা সুস্থির নহে দেও-এর[১৩] মন।
একস্থানে অনুক্ষণ রহিতে না পারে
ক্ষেণে এথা ক্ষেণে তথা ক্ষেণে দেশান্তরে
কিজানি কিমত দুষ্ট পাই কোন খানে
আচম্বিত তোহ্মা ধরি বধএ পরাণে।
এথাএ নিদ্রাএ আহ্মি তেজিব জীবন
তুহ্মি বিনে জাগাইব আর কোনজন।
প্রেমভাবে দানবে তোহ্মাকে আশ্বাসিব
কোনে বা বাধিতে পারে দর্পিয়া কহিব।
তখনে পুছিবা তুহ্মি এহার বিষএ
বোল দেখি কোনে তোহ্মা বধিতে পারএ।
তোহ্মা হোন্তে বলবন্ত কথ কথ নর
তোহ্মা বধ করিবেক কিমত দুষ্কর।
তবে যদি মৃত্যুবার্তা কহএ দানব
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈয়া শুন সেই সব।

১৩. দেওতার—খ. দেবতার—ঘ.

না কহিলে মায়া করি ক্রোধ আচরিবা
জীবন উদ্দেশ তার যতনে লইবা।
মহামায়া বামা জাতি মায়ার গঠন
কুমারের যুক্তি এই দ্বিগুণ উক্তি মন।
কুমারক কহিল যাইতে অন্যস্থান
ফলমূল ভক্ষি তথা রহিতে কারণ।
কুমারে সুতাই কন্যা পূর্বমতে গেল
সন্ধানে মোকল দ্বার সকল বান্ধিল।
এহি মতে পঞ্চদিন যদি নির্বহিল
দৈবগতি দেও আসি পুরী প্রবেশিল।
মোকল করিয়া দ্বার কন্যা জাগাইল
ভালদ্রব্য উপহার খাইবারে দিল।
কুমারী খাইল সব কৌতুক করিয়া
কটাক্ষে দেও-র প্রাণ নিলেক হরিয়া।
আরদিন হতে মায়া শতগুণ করি
দেওকে করিল বশ কপট আচরি।
দানব হইল বশ রস অতিশএ
একদৃষ্টে কুমারীর বদন হেরএ।
নবীন যৌবনী[১৪] অতি রূপবতী বালা
কামাতুর দানবে মাগএ রতিকলা।
যুবতী বুলিল মোর না পরশ অঙ্গ
উচিত না হএ রতি তোর মোর সঙ্গ।
তুহ্মি দেও মুঞি নর হই ভিন্ন জাতি
উচিত না হএ মোর তোহ্মার পিরীতি।
দেও বিপরীত ক্রিয়া যাএ নানা দেশ
কি জানি কথাতে পড়ি প্রাণি হএ শেষ।
কোন দুষ্ট কথা জানি বধে তোহ্মা পাই
এথা নিদ্রাসুখে আহ্মি জীবন হারাই।

১৪. পুরুষ—খ.

দেও বোলে হেন কথা কে আছে শুনিয়া
মরএ দানব জাতি অন্য স্থানে গিয়া।
বহুল সঙ্কট জান আত্মার মরণ
কেবল ঘটেত আয়ু নহে কদাচন।
অন্যস্থানে আয়ু মোর সম্ভোগ আছএ
সেই আত্মা[১৪] না মরিলে দেও না মরএ।
কন্যা বোলে এই মত ছল কি কারণ
কোন কালে না শুনিছি এমত বচন।
এক স্থানে ঘট প্রাণি থাকে অন্যস্থান
এমন অদ্ভূত বাক্য কহ কি কারণ।
দেও বোলে সত্য জান আত্মার বচন
আছএ সম্ভোগ এথা আত্মার জীবন।
কহ বোলে কহ দেখি জীবন কোথায়
কেমন জীবন সত্য কহ সর্বদায়।
এথ শুনি ক্রোধ হৈল দানব দুর্বার
ভয়ঙ্কর গর্জিয়া বোলএ বারেবার।
ভ্রুকুটি করিল মুখ মেলিয়া বদন[১৫]
গর্জিয়া চিৎকার করি ঘুরাএ নয়ন।[১৬]
বোলে মোর আয়ুবার্ত্তা তোর কিবা কাজ
বুঝিল কপট আছে তোর চিত্ত মাঝ।
এথ শুনি যুবতী কান্দএ শোকাকুল
অধিক করুণা করি কান্দএ বহুল।
পাষাণ লইয়া মুণ্ডে চাহএ মরিতে
খর্গ হস্তে লই চাহে হৃদয় হানিতে।
চিকুর আউল করি বক্ষে কুটি হাত[১৭]
জীবন তেজিতে চাহে দানব সাক্ষাত।
রস রাখি কঠোর বিরস বোলে বাণী
জানিল দানব জাতি কঠিন পরাণি।

১৪. আয়ু—খ. ১৫. নয়ন—ক.ঘ. ১৬. বোলএ সঘন—ক. ১৭. মুষ্টিঘাত—গ. ঘ. ঙ.

মাতাপিতা বন্ধু মিত্র বিহীন করিয়া
একসরী নারী মুঞি আনিল হরিয়া।
তুহ্মি বিনে এইদেশে[18] নাহি অন্যজন
স্বপনে না হএ এথা নরের গমন।
আছুউক মানব এথা নাহি অন্য জাতি[19]
তথাপি বিশ্বাস তোর নাহি দুষ্টমতি।
তোহ্মার মরণে মোর হৈব কোন কাজ
কি কর্ম করিব বসি এই বন মাঝ।
নরমেলে অন্য স্থানে না করিল গতি
রাজার কুমারী আহ্মি অবলা যুবতী।
জন্মাবধি ছিল মুঞি জনক মন্দির
অন্তস্পুর ছাড়ি কভু না হৈল বাহির।
তোহ্মাক বধিয়া মুঞি যাইব কোন ভিতে[20]
অঘোর কানন পথ চলিব কি মতে।
দুস্কর দানব অতি দুষ্ট দেও জাতি
অবলা উপরে এথ ক্রোধ কর অতি।
একাকিনী অনাথিনী মুঞি বলহীন
জীবন যৌবন মোর তোহ্মার অধীন।
তাহাতে আহ্মারে বোল এথ দুরাক্ষর
জীবন তেজিব এবে গোচরে তোহ্মার।
খর্গ হস্তে লইলেক কহি এ বচন
কপটে কহিল আহ্মি তেজিব জীবন।
খর্গ কাড়ি দূরে ক্ষেপে দানব দুর্বার
চরণে ধরিয়া করে কাকুতি অপার।
না কর না কর প্রিয়া রোষ অতিশয়
কহিল কহিব আহ্মি আয়ুর নির্ণয়।[21]
কি কারণে জীবন তেজিবা সুবদনী
যাউক জীবন মোর তোহ্মার নিছনি।

১৮. দোসর—খ. ১৯. দেবগতি—খ. ২০. কথাতে—খ. ২১. বিষয়—খ.

ভাল কিবা মন্দ হএ কহিব বচন
সত্য সত্য তিনবার কহিল বচন।
কন্যাএ না শুনে বাক্য চাহে মরিবার
মায়ার বচনে করে কপট সঞ্চার।
শুন শুন কহি আহ্মি কর অবধান
আহ্মার মরণ ভেদ শুনহ সন্ধান।
দেও-এ[22] না কহে মিথ্যা থাকে সত্য পালি
জানি শুনি কন্যা কহে ভাণ্ড মিথ্যা বুলি।
কপটে কহএ কথা শুনি নাই বোলে
না শুনে না শুনে করি মুণ্ড নাহি তোলে।
দেও বোলে কহি শুন ক্রোধ কর শান্ত
তোহ্মার সদনে কহি আয়ুর বৃত্তান্ত।
এক কুম্ভ আছে এই সাগরের মুরে
কাঠের[23] আরেক কুম্ভ তাহার ভিতরে।
পারাবত আছে এক তাহার মাঝার
সেই সে জীবন মোর শুন তত্ত্ব সার।
যেই জনে কুম্ভ তুলি পারাবত মারে
সেই সে আহ্মার প্রাণ বধিবারে পারে।
এই সে জীবন সত্য কহিলাম সার
কহিল আয়ুর সত্য তাহার মাঝার।
যেজন মায়ের এক সুত সতীর তনএ
জন্মাবধি পরদার করি না থাকএ
সোলেমান নবীর অঙ্গুরী হাতে থাকে
অঙ্গুরী দেখাই যদি সেই কুম্ভ ডাকে।
তবে সে আসিব কুম্ভ নিকটে তাহার
পারে যদি সেই কুম্ভ বলে ভাঙ্গিবার।
পারাবত নিকলে তাহার মধ্য হতে
সেই পারাবত যদি পারএ মারিতে।

২২. দেওতা—খ. ২৩. কাচের—গ. ঘ.

তবে সে আহ্মার মৃত্যু জান রূপবতী[২৪]
অপরাধ ক্ষেম এবে শান্ত কর মতি।
না শুনে করিয়া কন্যা নিঃশব্দে রহিল
সরোষ বদন হৈয়া উত্তর না দিল।
বদন পাখালি কন্যা কোলেত লইয়া
পরিহার মাগিলেক কাতর হইয়া।
ক্ষেমিল বহুল সাধ্যে কপটের রোষ
বিমুখে ঈষৎ হাসি কিঞ্চিত সরোষ[২৫]।
তুষ্ট হই দানব পদেত[২৬] দিল হাত
কন্যার পদের ধূলি মাখিল মাথাত।
যাবত দিবস ছিল তথাতে আছিল
নানা বাক্যে সর্বক্ষণ কন্যাকে তুষিল।
রজনী হইল যদি দিবা অবসান
চলিল দানব নিজ পিতা বিদ্যমান।
কন্যাক নিদ্রালি দিয়া বান্ধিল কপাট
নিশিকালে নিশাচর চলে নিশাবাট।
পবন উথলে দেও যাইতে সময়
কড়মড়ি বৃক্ষ সব শূন্য ধূলিময়।
কুমারে জানিল গেল দানব দুর্বার
শীঘ্রগতি প্রবেশিল পুরীর মাঝার।
কপাট খুলিয়া কন্যা জাগাএ তুরিত
পুছিতে লাগিল বাক্য করিয়া পিরীত।
বিরস যুবতী বাক্য কহে বা না কহে
চিন্তিত তাপিত অতি তব্ধ রূপে রহে।
অনেক পুছিতে বাক্য দিলেক উত্তর
বুলিল না পুছ এই বচন দুষ্কর।
অসাধ্য দুষ্কর এই জানহ বচন[২৭]
তোহ্মা দুঃখ মোর বন্দী না হএ মোচন।[২৮]

২৪. গুণবতী—গ. ঘ. ২৫. সন্তোষ—গ. ঘ. ২৬. পৃষ্ঠেত—গ.ঘ. ২৭. অসাধ্য বচন এই জানহ দুষ্কর—খ. ২৮. আমাহতে তোমা দুঃখ না যাবে সত্বর—খ.

মারিতে সে দেও জান বিষম প্রকার
বুঝিল ত্রিলোকে বধী নাহিক তাহার।
কুমারে বুলিল বাক্য শুনিতে উচিত
পশ্চাতে করিব কার্য যে হএ বিহিত।
কন্যা বোলে আয়ু তার সাগরের মুরে।
এক কুম্ভ আছে জান তাহার[২৯] ভিতরে
বলে যদি পারে সেই কুম্ভ ভাঙ্গিবার
পারাবত আছে এক মাঝারে তাহার।
সেই পারাবত যদি মারে কোন জন
তবে সে করিতে পারে দানব নিধন।
তাহাতে আছএ এক সঙ্কট বিষএ
এইমত না হইলে তেমত না হএ।
মায়ের একটি সুত সতীর কুমার
জন্মাবধি যে জন না কৈল পরদার।
সোলেমান নবীর অঙ্গুরী থাকে পাশ
সে পারে মারিতে যদি মনে করে আশ।
অঙ্গুরী দেখাএ যদি সাগরেত নিয়া
শীঘ্র গতি আসিবেক তাকে উদ্দেশিয়া
বলে কুম্ভ ভাঙ্গি যদি মারে পারাবত
তবে সে দানব মরে শুন হকিকত।[৩০]
ঘটিব এমত কাজ[৩১] কেমন প্রকার
কার শক্তি আছএ তাহাকে মারিবার।
কুমার হরিষ মতি কহিতে লাগিল
সকল সংযোগ জান আহ্মাতে[৩২] ঘটিল।
আহ্মি হই সতীসুত ভ্রাতৃ ভগ্নী হীন
পরদার আহ্মি নাহি করিছি কোনদিন।
সোলেমান নবীর অঙ্গুরী দেখ হাতে
ভুজ বল আছে কুম্ভ পারিমু ভাঙ্গিতে।

২৯. আর কুম্ভ—খ. ৩০. এইমত—গ.ঘ. ৩১. যোগ—ঘ. ৩২. তুরিতে—গ.ঘ.

প্রভাতে উঠিয়া শীঘ্র করি সেই কাজ
অকন্টকে দেশে যাই করিব বিরাজ।
রজনী গঞ্জিল যদি কহি এ বচন
দানব বধিতে প্রাতে করিল গমন।
সাগরের কূলে গিয়া দেখাএ অঙ্গুরী
ভাসিয়া আসিল কুম্ভ বলে ভাঙ্গে ধরি।
পারাবত ধরিয়া করিল দুই খান
আইসএ দানব দেখে করিয়া রোদন।
শরীর প্রকাণ্ড অতি তাহার বাতাসে
বড় বড় বৃক্ষ সব ভাঙ্গে চারি পাশে।
সমুদ্র হিল্লোল হৈল শূন্য ধূলাকার
মৃত্তিকাতে গগন হইল অন্ধকার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল ভূমিত
নিঃশব্দে পড়িয়া প্রাণ দিল আচম্বিত।
হরিষ কুমার অতি সন্তোষ কুমারী
কুমার বাখানে কন্যা জয় জয় করি।

। রাজকন্যার স্বদেশ যাত্রা : কুমীরের কবলে ।

কথদিন আসিয়া রহিল এই পুরী
বান্ধিলেক এক ভুর অতি বড় করি।
ফলমূল আর যথ খাইতে সম্বল
অস্ত্রবস্ত্র মণিরত্ন লইল সকল।
যেইসব বহুমূল্য অল্প হএ ভার
বান্ধিয়া ভুরেত আনি লইল কুমার।
শুভক্ষণ করি ভুর হৈল আরোহণ
বিধাতা স্মরিয়া পন্থ দিল[1] দুইজন।
দিক নাহি জানে যাএ ধর্ম উদ্দেশিয়া
সপ্তমাস[2] দিবানিশি যায়ন্ত ভাসিয়া।
ফলমূল খায়ন্ত যায়ন্ত দিবানিশি
বদিউজ্জামাল বার্তা কহে শুনে বসি।
আর এক দরিয়ার জল কালিমএ
কাগজ পাইলে তথা লিখিতে পারএ।
নির্ণয় না জানে কথা কোন দিকে যাএ
স্রোতে যথা নেয় পুনি তাহাতে ভাসএ।
এইমতে দিবানিশি যাএ সপ্তমাস
দৈবের নিবন্ধে এক হৈল বাতাস।
তরঙ্গ বিষম অতি দেখি লাগে ভএ
বারেবারে রাজসুতা তরাসে মোহএ।
আকাশ পাতালে ভুর ছোঁয়াএ বাতাসে
ছয়মাসের পন্থে নেয় অক্ষির নিমিষে।

১. ভুরেচড়ে—গ.ঘ.ঙ. ২. দিন—খ.

কৃপাকরে কৃপাময় কৃপার সাগর[৩]
আচম্বিতে একচরে লাগিলেক ভুর।
তুষ্টমনে ইষ্টদেব করিয়া স্মরণ
ভুর বান্ধি সেই চরে উঠে দুইজন।
নানা রঙ্গ ফল তথা নানা অদ্ভুত
টোকাই ভুরেত নিয়া করিল প্রস্তুত।
পুনি যদি বায়ু সনে তরঙ্গ রহিল
ভুর আরোহণ করি পুন পন্থ দিল।
আর তিনমাস যাএ চলি অনির্ণএ
দৈবগতি আর দিন সঙ্কট ঘটএ।
বড় এক কুম্ভীরে ধরিল আসি ভুর
ভুর সমে নিতে চাহে সাগরের দূর।
পর্বত সমান সেই কুম্ভীর ডাঙ্গর
দেখিয়া নৃপতি সুতা পাএ বড় ডর।
কুমার বিরহে অতি রুদিত নয়ন
মোহ নিদ্রাএ সুতিছিল অচেতন।
ভয় পাই যুবতী জাগাএ যুবরাজ
উঠি দেখে বিষম সঙ্কট হৈল কাজ।
কুমার উঠিল যদি হইয়া চেতন
শীঘ্রগতি করেত লইল শরাসন।
শরে শির ভেদিল বিন্ধিল দুইকর
সাগর হিন্দোল হৈল ভুর থর থর।
ভুর পৃষ্ঠে করি লই গেল একচর মাঝ
মরিল কুম্ভীর মৈল দেখে যুবরাজ।
তথাতে কুম্ভীর দুষ্ট ভুর লাগে চরে
আনন্দে উঠিল দুই সেইচর 'পরে।
ফলমূল বিস্তর আছিল সেই বন
একমাস নিবাস করিল দুইজন।

৩. ঠাকুর—ক.

নিশিকালে খর্গ মাঝে রাখিয়া শুইত
দিবস হইলে দুই অরণ্যে ভ্রমিত।
নিতি প্রতি ফল মূল যথেক পাড়িত
খাইয়া রহিত যথ ভুরেত ভরিত।
আর দিন ভুরেত চড়িয়া আরবার
তথা হস্তে ভাসি যাএ স্মরি করতার।[৪]
কথদিনে একচরে ভুর লাগে গিয়া
উঠিল তথাত গিয়া বিধাতা স্মরিয়া।[৫]
অতি দিব্য[৬] স্থান তথা দেখে বিদ্যমান[৭]
নানামত পক্ষীসবে করিতেছে গান।[৮]
ফলফুল বেষ্টিত সুগন্ধি চারি ভিত
নিন্দিয়া অমরাপুরী তাহার বিদিত।
পক্ষীগণ নানামত বিপরীত রব[৯]
দিবসের পন্থব্যেপে পুষ্পের সৌরভ।
পিউ পিউ সঘন পাপিয়া করে রোল
কাতরে বিচারি মদনে দেএ কোল।
বসন্ত বাতাসে বৃক্ষ করে কোলাকুলি
বিরহীর মরমে অনল দেয় জ্বালি।
এসব দেখিয়া অতি তাপিত কুমার
আহা প্রিয়া প্রিয়া করি কান্দে অনিবার।
কুমারী বুঝায় বহু হিত উপদেশ
শান্ত হইবারে নারে অস্বস্তি বিশেষ।
কান্দিতে কান্দিতে[১০] গেল আর একস্থান
তথা এক তপস্বী দেখিল বিদ্যমান।
স্মরএ প্রভুর নাম মুদিয়া নয়ান।
দাণ্ডাইছে পরী কথ তার বিদ্যমান।

৪. রাজার কুমার—খ. ৫. গেলেক চলিয়া—খ. ৬. রম্য—ঘ. ৭. দুইজন—গ. ঘ.
৮. নানা ফল নানা পক্ষী নানা পুষ্পবন—গ. ঘ. ৯. নানামত করে সুললিত রব—ঘ.
১০. ভ্রমিতে ভ্রমিতে—খ.

কুমারক পরী সবে লাগিল পুছিতে
নরজাতি এথাত আসিলা কোন মতে।
যত ইতি কুমারে কহিল বিবরণ
ধন্ধ হৈয়া কহিতে লাগিল পরীগণ।
আহ্মি সব পরী জাতি ভ্রমি নানা স্থানে
গুলেস্তাঁইরাম কোথা না শুনিছি কানে।
এমত অশক্য কথা অপূর্ব আবেশ
মিথ্যা কেনে আপনা শরীর কর শেষ।
আপনা দেশত গিয়া কর নানা সুখ
দেখ গিয়া মাতাপিতা বন্ধুবর্গ মুখ।
কুমারে বুলিল শুন আহ্মার বচন
তপস্বীত চাহি আহ্মি করি নিবেদন।[১১]
পরী সবে বোলে শুন নির্বুদ্ধি মানব
সহস্র বরিষ হএ আহ্মি এথা সব।
আর কথ আগে জানি সাধে বসি যোগ
নিঃশব্দে সাধএ যোগ ত্যাগি উপভোগ।
স্মরএ প্রভুর নাম না মেলে নয়ন
তার তরে কোন মতে পুছিবা বচন।[১২]
এথা রহি কার্য নাহি যাও ভুর 'পর
পশুপক্ষী ভয় আছে বনের ভিতর।
এথ শুনি ফলমূল লৈল বহুতর
পরী সব প্রণামিয়া চলিল সত্বর।
অকূল সাগর মধ্যে ভুর আরোহণ
বিধাতা স্মরিয়া দুই করিল গমন।
এইমতে ভাসিয়া যায়ন্ত কথ মাস
কূলের নির্ণয় নাহি অকূল নৈরাশ।
বিধাতা স্মরিয়া অতি কান্দে অনিবার
অকূল সাগর প্রভু করহ উদ্ধার।

১১. পুছিতে বচন—খ. ১২. তবে তারে কোনমতে করিমু চেতন—খ.

নির্লক্ষ্যের লক্ষ্য তুহ্মি অন্ধলের অক্ষি
ব্যক্ত গোপ্ত জান তুহ্মি জগতের সাক্ষী।
অনাথের নাথ তুহ্মি আপদ তারক
তিলেকে খণ্ডাতে পার জনম পাতক।
তুহ্মি রবি তুহ্মি শশী তুহ্মি রাত্রদিন
তুহ্মি স্বর্গ তুহ্মি মর্ত্য তুহ্মি সে অধীন।
অসমের বন্ধু তুহ্মি তুহ্মি করতার
তুহ্মি বিনে অধমের গতি নাই আর।
সেবক বৎসল তুহ্মি তুহ্মি কৃপাময়
মনুরথ সিদ্ধি কর হইয়া সদয়।
পূর্ণকর মোর আশা পাপ কর মোক
তুহ্মি সে খণ্ডাইতে পার জনমের দুখ।
এই বুলি বাখানিয়া প্রভুর মহত
করপুটে নিবেদিয়া করে দণ্ডবত।
দয়াময় কৃপাময় দয়ার ঠাকুর [১৩]
পাচম্বিতে একচরে লাগাইল ভুর [১৪]
কূল দেখি আনন্দিত হৈল দুইজন
হরিষে বিষাদে চরে করিল গমন।
কহে দোনাগাজী দুঃখ ধীরে ধীরে যাএ
যাইতে নাহিক শ্রধা ফিরে ফিরে চাহে
নানান বিহঙ্গ তথা নানা ফুল ফল
অতিদিব্য স্থান তথা অতি শুদ্ধ জল।
পশুপক্ষী জলজন্তু নাহি কিছু ভএ
তরুডালে বিহঙ্গে প্রভুর নাম লএ।
তাহা দেখি দুইজন হরষিত মন
কথদিন বিশ্রামে বসিয়া সেই বন।
ফলমূল ভক্ষএ বেড়াএ সুখ মন
মনোরথ প্রভুতে করএ নিবেদন।

১৩. কৃপার সাগর—গ.ঘ. ১৪. ভুর লাগাইল এক চরের ভিতর—গ.ঘ.

এই মতে কথদিন সুখে দুখে যাএ
আর দিন চমকিত মনুষ্যের রাএ।
নিশি গুঞ্জারিল শুনি বিহঙ্গের রোল
প্রভাতে নিকটে শুনে মনুষ্যের বোল।[১৫]
শুনিয়া সাগর তীরে যাএ দুইজন
দেখিল ডিঙ্গাএ চড়ি যাএ সাধুগণ।
ডাকিয়া প্রণাম করে জুড়ি দুইকর
আগুবাড়ি শুনি যাও এক বাত মোর।
নরসবে দেখিল মনুষ্য দুইজন
বাহুড়িয়া তরণী লাগাএ ততক্ষণ।
কন্যার বৃত্তান্ত আর আপন বচন
কহিল সেসব কথা নৃপতি নন্দন।
সেসবে এসব শুনি লাগিল কহিতে
কন্যার বৃত্তান্ত আহ্মি জানি ভালমতে।
ওয়াচীন[১৬] নাম জান শহর আহ্মার
তাজুল মুলক নাম নৃপতি তাহার।
সরদ্বীপ নৃপতি তাহার জ্যেষ্ঠ[১৭] ভাই
তাহার দুহিতা এক আছএ হারাই।
দেও হরি নিছে করি জানিল তাহারে[১৮]
সে হএ না হএ পার করিমু তোহ্মারে।[১৯]
কন্যা বোলে মোহর খুড়ার এই নাম
বিধিএ করিল বুঝি সিদ্ধি[২০] মনস্কাম।
এইমতে বাক্যালাপ করি কথক্ষণ
সাধুর নৌকাএ দুই হৈল আরোহণ।
ভক্ষ্যভোজ্য দিয়া সাধু করিল আদর
কুমার কুমারী দুই তুষিল বিস্তর।
সাগর করিয়া পার তুলি দিল তটে
বুলিল চলিয়া যাও দক্ষিণের বাটে।

১৫. নর কোলাহল—ঘ. ১৬. ওয়াচিন্ত—গ. ঘ. ১৭. ছোট—খ. ১৮. আমি জানি তারে—গ. ঘ. ১৯. পুনি কহিমু তাহারে—খ. ২০. পূর্ণ মোর—খ.

ভয়ের উপদ্রব নাই মনুষ্য আলএ
একমাসে সেই স্থানে যাইতে পারএ।
চলি যাএ যুবরাজ কন্যা লই সঙ্গে
মনস্কাম পূর্ণ হেতু চলিলেক রঙ্গে।[21]
ওয়াচীন[22] দেশপন্থ পুছে লোক পাল
অবিশ্রামে চলিয়া যায়ন্ত একমাস।
একমাসে ওয়াচীন নগরেত গিয়া
একস্থানে রাজকন্যা রাখিলেক নিয়া।
তাজুল মুলক পুরী গেলেক কুমার
নৃপ গেল শুনিলেক মৃগয়া করিবার।

। সরন্দ্বীপ ওওয়াচীনে।

কথদিন তথা রহি ভিক্ষা মাগি খাএ
নিশিদিশি নৃপপন্থ হেরিয়া গোঞাএ।
আরদিন নৃপতি বসিছে সিংহাসনে
আনন্দ উৎসব করে প্রতি জনে জনে[1]।
হেনকালে তথা চলি গেলেক কুমার
দণ্ডবৎ হইলেক গোচরে রাজার।
মণিরত্ন অমূল্য মাণিক্য সব দিয়া
কর জোড়ে নৃপ আগে রহে ভাণ্ডাইয়া।
সেইসব দেখি রাজা ধন্ধ অতিশএ
এমত অমূল্য রত্ন কভু না দেখএ।
নৃপতি পুছিল তুহ্মি হও কোন্‌জন
কথাত পাইলা তুহ্মি অমূল্য রতন[2]।
বড়র নন্দন হেন লক্ষণ তোহ্মার
শরীর হইছে হীন দুঃখিত আকার।

২১. আশে অনেুষণে—গ. আশে মনুরথ রঙ্গে—ঘ. ২২. ওয়াচিথ্য—গ. ওয়াচিত—ঘ.
১. কৌতুকে বসিয়া আছে আপনা ভুবনে—খ. ২. হেন বহুমূল্য ধন—ঘ.

কোন কাজে[৩] তোহ্মার হইল দুঃখগতি[৪]
এথ ধন থুই কেনে এথেক দুর্গতি ।
বেচিতে আনিলা কিবা এই সব ধন
কহ দেখি এথাতে আসিলা কি কারণ ।
নিকটে নিবাস হেন লএ মোর মনে
সত্য কহ পূর্বেত আছিলা কোনস্থানে ।
কুমারে বুলিল ধন আনিল যতনে
আস্থা মনে ভেটাইতে তোহ্মার সদনে ।
ধনে মোর কার্য নাহি ভিক্ষা মাগি খাই
মনস্কাম আকাঙিক্ষয়া সংসারে বেড়াই ।
রাজা বোলে কি বোল তোহ্মার মনস্কাম
আহ্মাতে কিকার্য আছে কহ মোর ঠাম ।
কুমারে বুলিল তোহ্মা স্থানে নাহি কার্য
কথদিন মাগিয়া খাইব এই রাজ্য ।
রাজা বোলে ধন মোরে দেও কি কারণ
কার্য যদি তোহ্মার না থাকে মোর স্থান ।
কুমারে বোলএ মুঞি জনম ভিখারী
কোন কালে ভিক্ষুকে না হএ ধনধারী ।
না পারি তাহাকে আহ্মি করিতে রক্ষণ
ধনযোগ চাহি ধন কইল সমর্পণ ।
রাজা বোলে কহ কেনে কথা বিপরীত
নিধন চরিত্র এহি নহে কদাচিত ।
যাচকে কাহাকে ধন না দেয় যাচিয়া
এথ ধন যাচকে কথাত পাএ গিয়া ।
কদাচিত নহ তুহ্মি সামান্য তনএ[৫]
মহারাজ পুত্র তুহ্মি মোর মনে লএ ।
কদাচিত নহে এথা তোহ্মার বসতি
কদাচিত হেন নএ ভিক্ষুকের মতি ।

৩. কষ্টে—গ. ঘ. ৪. হেনগতি—গ. ঘ. ৫. কদাচিত ভিক্ষুক না হও মহাশএ—খ.

সত্য করি কহ তুহ্মি কথাত নিবাস
সত্য কহ কার প্রেমে হইছ উদাস।
এথ বুলি মহাদরে বৈসাইল কাছে
সত্য কহ সত্য কহ পুনি পুনি পুছে।
বহুল আদর দেখি নৃপতি নন্দন
কহিলেন্ত আদি অন্ত দুঃখ বিবরণ।
বদিউজ্জামাল পরী তার প্রেম লাগি
রাজ্যপাট ত্যাগি আহ্মি হইল বৈরাগী।
এথ শুনি নরপতি কান্দি বহুতর
নিশ্বাস ছাড়িয়া এক দিল পদুত্তর।
নর পরী প্রেম কভু না হএ উচিত[৬]
অশক্য আবেশ কেনে হৃদএ বাঞ্ছিত[৭]।
দেবতার পিরীতি নরের প্রাণ শেষ
পণ্ডিতে না করে কভু অশক্য আবেশ।
আর এক বচন শুনহ মহাশএ
কহিতে সেসব কথা হৃদয় দহএ।
মোর এক ভ্রাতৃসুতা আছিল সুন্দরী
আচম্বিত তাহাকে দানবে নিল হরি।
তিন অব্দ হৈল তার না পাই উদ্দেশ
তার শোকে আহ্মার শরীর হৈল শেষ।
মনুষ্য কুলেত নাহি হেন রূপবতী
তার লাগি আহ্মার সদাএ দহে মতি।
কুমার বুলিল কহ কি নাম তাহার।
এক কন্যা আনিয়াছি সঙ্গতি আহ্মার।
দানব বধিয়া আহ্মি আনিছি যুবতী
হএ নহে দেখ আসি সেই রূপবতী।
মালেকা তাহার নাম রূপেগুণে যুতা
সরন্দীপ নৃপতির কহিয়াছে সুতা।

৬. নরের পিরীতি পরী না হএ স্বভাব—খ. ৭. হেন বুঝিনু প্রভাব—খ. কর প্রাণ অন্ত—খ.

তাহা শুনি ধাএ নৃপ কুমার সহিতে
ভ্রাতৃসুতা বসিয়াছে দেখিল আচম্বিতে।
কোলে করি দুঃখ স্মরি কান্দিল হরিষে
বন্ধন মোচন বার্তা পুছে তার পাশে।
কুমারী কহিল দেখ এই যুবরাজ
সর্বক্ষণ সুসার করিল মোর কাজ।
একসর সাহস করিয়া প্রাণপণ
উদ্ধার করিল মোরে এই মহাজন।
নৃপতি এথেক শুনি সম্ভাষা করিয়া
আশ্বাসিল কুমারের গলাএ ধরিয়া।
প্রতিষ্ঠিয়া প্রশংসিয়া বুলিল মধুর
অঙ্গের মলিন বাস করিলেক দূর।
কৃশানু[৮] করাই স্নান করাইল যতনে
রাজযোগ্য বস্ত্র আনি পরাএ আপনে।
গজ আরোহণ করি চলে দুইজন।
সুবর্ণ দোলাএ কৈল কন্যা আরোহণ।
আপনা পুরীতে চলে করি নানা রঙ্গ
আনন্দ সাগরে যেন উথলে তরঙ্গ।
নাট গীত মহা উচ্ছব হৈল সে পুরী
আনন্দে পূর্ণিত পুরী হৈল দেশ ভরি।
শীঘ্রগতি একদূত আনিয়া গোচর
সরন্দীপ নৃপ আগে পাঠাইল চর।
এথা মহারাজা কন্যা করি লই সঙ্গে
কুমার প্রভৃতি তথা চলিলেক রঙ্গে।
এথ শুনি নৃপতি আনন্দ অতিমতি
আগুবাড়ি আসিলেক বনিতা সঙ্গতি।
দুইলোক আনন্দে ত্রিলোক আনন্দিত
চতুর্দশ ভুবন আনন্দ দশ ভিত।

৮. কৃসার্ধ—গ. ঘ. ত্রিসাধ্য—ক.

একস্থানে দর্শন হইল পন্থ মাঝ
মাতা সুতা দুই আর দুই মহারাজ।
অতি প্রেমে[১] মহাদেবী কন্যা লই কোলে
হরিষে বিষাদ ভাবি কান্দে মহারোলে।
পুরবাসী নারীগণ যথ সঙ্গে ছিল
কন্যার বিচ্ছেদ দুঃখ স্মরিয়া কান্দিল।
লোক সব কান্দনের করুণা শুনিয়া
কান্দএ যুবতী সব শোকাকুলি হৈয়া।
লোক সব কান্দন ভূমি নারে সহিবার
ধূলি হৈয়া চাহিল আকাশে যাইবার।
নয়ানের জলে যদি পঙ্ক না হইত
হেন মনে লএ ভূমি আকাশে উড়িত।
হরিষে যথেক লোকে করিয়া কান্দন
সরন্দীপ শহরেত করিল গমন।
নিজপুরী গিয়া রাজা করে মহোচ্ছব
এইমত কথা পুনি না দেখে মানব।
দেব লোকে এমত আনন্দ নাহি করে
যেমত আনন্দ কৈল সরন্দীপ নরে।
রাজ ঘরে আনন্দ প্রজার ঘরে গীত
শহর নগর পুরী দেশ আনন্দিত।
এথা তথা চাহি আনন্দ অপার
সাগরে বহিয়া যাএ আনন্দের ধার।
নানামত আনন্দ করিয়া সর্বজন
চলি যাএ আনন্দে যার যেই ভবন।
আনন্দে পুছএ বাত কন্যার সদন
কহ মাতা দুঃখ কোন করিল মোচন।
কুমারী কহিল যথ কুমার বৃত্তান্ত
দেও বধ প্রেম তাপ দুঃখ আদি অন্ত।

১. তাপে—খ.

শুনিয়া সন্তোষ অতি নৃপতি হৃদয়
কুমারক আশ্বাসিল করিয়া বিনয়।
তুহ্মি যে কন্যার বাপু কৈলা পরিত্রাণ
তোহ্মা কার্য করিব মোহর প্রাণপণ।
সিদ্ধি হৈব শীঘ্র জান তোহ্মার বিষএ।
তোর প্রাণ প্রিয়া আসিব মোর আলএ
কদাচিত উপকারে নহে অপকার।
কার ভাল করিলে ধর্মেত ভাল তার।
তোহ্মা প্রিয়া এথাতে আসিব কথদিনে
বহু গেল না ভাবিও অল্পের কারণে।
এথ কহি গলাএ ধরিল নরপতি
বহুভাতি বুঝাইয়া শান্ত কৈল মতি।
পুরীর নিকটে এক আছিল উদ্যান
তথাত করিয়া দিল কুমারের স্থান।
অশ্বগজ দাস দাসী দিল বহুতর
পুত্রহীন রাজা কিবা পাইল কুঙর।
নৃপ হনে শতগুণ করএ আদর
আপনা বসন আর ধন পরিবার।
প্রতিনিতি গিয়া রাজা কুমার আলএ
নানামত মায়া করি মধুর বোলএ।
ক্ষেণেক প্রশংসা করে ক্ষেণে প্রতিষ্ঠাএ
ক্ষেণেকে পথের যথ বৃত্তান্ত পুছএ।
কুমারে কহিল যথ অপূর্ব দেখিল
যথাতথা যেইমত দুঃখ উপজিল।
যথ ইতি আশ্চর্য দেখিল সব বন
সাগর তরঙ্গ আর সঙ্গীর নিধন।
হাবসীর নরে নর ভক্ষএ ধরিয়া
কপিগণে নর আছে নৃপতি করিয়া।
উট ব্যাঘ্র হস্তী রূপ বিহঙ্গ দেখিল
জলজন্তু উঠি যেন বনেত চরিল।

শূকর মহিষ ব্যাঘ্র রিক্ষু সিংহ সব
ছাগল কুকুর ভেড়া শূকর-মানব।
সর্প মণি রাক্ষস দেখিল যেই সব
যক্ষবধ কৈল যেন বধিল দানব।
জলজন্তু মুখে যেন জলএ আনল
বৃক্ষ ডাকে বৃক্ষ হাসে কালিময় জল।
বৃক্ষ পত্রে নানা বাদ্য বাহে সুললিত
নানা স্থানে স্বচ্ছন্দে প্রলাপে গাহে গীত।
আর যথ দেখিল কহিল সে সকল
সায়াদে স্মরণ করি কান্দিয়া বিকল।
সায়াদের প্রশংসা করিয়া বহুতর
পুনি পুনি রোদন করেন নিরন্তর।
নৃপতিহ সায়াদের শুনিয়া মহত
কুমার করুণা দেখি কান্দিল বহুত।
দয়াশীল জনে যদি শুনে দুঃখ কথা
দুঃখী হোন্তে দশগুণ মনে লাগে ব্যথা।
কুমার সান্ত্বাএ শান্ত হএ নররাজ
নিশি দিশি থাকে বসি তেজি রাজকাজ।
ক্ষেণে ভাল দ্রব্য আনি করাএ ভোজন
ক্ষেণে আনি উপাধিক পরাএ বসন।
রাজকন্যা সকলে নিকটে আসি বসি
ভ্রাতৃ বুলি প্রণামিল চরণ পরশি।
পুত্র বুলি মহাদেবী অধিক আদর
সদাএ বসিত আসি কুমার গোচর।
যে সবে কুমার দুঃখ শুনিত শ্রবণে
সে সবে কান্দিত বসি শোকাকুল মনে।
যেইক্ষণে যেই জন দর্শনে আসিত
শুনিতে অপূর্ব সব সদায় পুছিত।
কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করি কুমার কহএ
রাজকন্যা দশগুণে সে সব বাখানএ।

এই মতে কথ দিন যাএ নির্বহিয়া
কুমার কন্যাত পুছে তাপিত হইয়া।
কথ দিনে প্রিয়া বোল আসিব এথাএ
আসিব আসিব করি প্রাণি না ধরাএ।
কন্যা বোলে সত্য এক তত্ত্ব কহি সার[১০]
পঞ্চ দিন আছে আর কন্যা আসিবার।
এথ শুনি দুঃখে সুখে বঞ্চে দিবানিশি
ক্ষেণেকে হরিষ মতি ক্ষেণেকে উদাসী।
সন্তাপ কুমার মনে দেখিয়া নৃপতি
মৃগয়া করিতে আজ্ঞা কৈল নরপতি।
রাজা বোলে কন্যা যথ দিন না আইসএ
মৃগয়া করিয়া শান্ত রাখহ হৃদএ।
চলিলেক যুবরাজ রাজার আদেশে
মৃগয়া করিতে গেল অন্তর হরিষে।
দিবস মৃগয়া রসে যাএ নির্বহিয়া
নিশীথে কান্দএ বসি দিবস গণিয়া।
উদাস[১১] চরিত্র ক্ষেণে করিয়া বিষাদ
একাকী আহাক্ষি কহে বিয়োগ সম্বাদ।
তোর প্রেম রোগে রুগী হৈল যেই জন
আইস আইস কণ্ঠে আসি রহিল জীবন।
তুহ্মি বিনে মনে আন নাহি কদাচিত
কণ্ঠেত থাকিতে প্রাণ আসিতে উচিত।
আসিবেক প্রিয়া আমি মরিব তরাসে
প্রাণ বা নিকলে আগুবাড়িতে হরিষে।
বৃদ্ধগণে বোলে প্রাণ রাখ কর ধৈর্য
প্রেমমগ্ন জনে হেন পারে হেন কার্য।
মুখে প্রাণ আইসে তোক আগুবাড়িবার
ফিরিয়া আসিব কিবা আদেশে তোহ্মার।

১০. ছিত এক শুন সমাচার—ম. ১১. উন্মাদ—গ.

যাইত রজনী তান এসব কহিয়া
মৃগয়ার রসে দিবা যাএ নির্বহিয়া।
দিবসে মৃগয়া করে রজনী রোদন
আর মিত্র ঘটিবারে দেব আরাধন।

। সায়াদের সাক্ষাৎ ।

একদিন মৃগয়াএ চলিছে যুবরাজ
সায়াদ আকৃতি এক দেখে পন্থ মাঝ।
দহিয়া উঠিল চিত্ত দেখি আচম্বিত
একজন ডাকি আজ্ঞা করিল তুরিত।
বুলিল এহাকে রাখ আপনা গোচর
যাবত মৃগয়া হন্তে আহ্মি আসি ঘর।
বহু অপরাধকারী সে সবে জানিল
অনেক মারিয়া তারে বন্দীশালা নিল।
মৃগয়া করিয়া যদি আসিল কুমার
সেই যে পুরুষ কথা আন দেখিবার।
মারিতে মারিতে পুনি বন্দীশালা হোতে
লই গেল দুষ্ট সব কুমার বিদিতে।
সায়াদ ভাবিল বিধি কৈল কোন দোষ
তেকারণে নরপতি করিল এথ রোষ।
জানিল দহিয়া প্রাণি বধিব আহ্মার
যে হৌক সে হৌক আজি হইব নিস্তার।
কুমার গোচরে যদি নিলেক তাহারে
এক দৃষ্টে হেরিয়া লাগিল চাহিবারে।
কহ তুহ্মি কোন্ জন হও কোন্ দেশী
মোর মনে নাহি লয় এথার নিবাসী।
কহিল বিদেশী আহ্মি মিসির নিবাসী
কথ দিন হৈল এথা রহিলাম আসি।

বুলিল কি নাম তোহ্মা সায়াদ কহিল
কি মতে আসিলা এথা পুনি জিজ্ঞাসিল।
কহিল প্রসঙ্গ মোর দীর্ঘল বিস্তর
নিজ নৃপ সুত লাগি হৈল দেশান্তর।
পুছিল কি নাম তোর রাজার কুমার
সয়ফুল মুলুক নাম আছিল তাহার।
চতুর্দশ বয়সে হইল ভিন্ন দেশী
যথাতথা ভ্রমি আহ্মি তাহানে উদ্দেশি।
বুলিল কি নাম হএ পিতার তোহ্মার
বুলিল হামিদ নাম আছিল তাহার।
এথেক শুনিল যদি রাজার নন্দন
স্মরিয়া বিচ্ছেদ তাপ হৈল অচেতন।
চৈতন্য হারাই পড়ে ভূমি দিয়া কোল
পরিজন সব মধ্যে হৈল কোলাহল।
কেহ বোলে টোনা কৈল বুঝি এই দুষ্ট
কেহ বোলে মন্ত্র পড়ি করিলেক নষ্ট।
কোন জন ধন্ধ হই ধরএ ধমনী
কেহ শিরে তৈল দিয়া কেহ দেয় পানি।
মাতাপিতা ইষ্ট মিত্র যেবা বন্ধু হএ
অবশ্য নিবন্ধ কষ্ট দিবারে চাহএ।
সায়াদেক দুষ্ট সবে বহুত মারএ
বুলিল কুমার শত্রু হইল নিশ্চএ।
মুষল মুদ্গর কেহ মারে দণ্ডঘাত
কেহ শিরপদ ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গে হাত।
বহুত মারিল তারে যত পরিবার
কুমারের মোহ সব গেল দেখিবার।
ছিদ্র পাই সায়াদ পালাএ নড় দিয়া
নির্জন বনেত রৈল এক স্থানে গিয়া।
ক্ষেনেকে কুমার যদি পাইল চেতন
কথা গেল সে পুরুষ পুছিল তখন।

কেহ বোলে কোন পন্থে গেল পলাইয়া
কেহ বোলে কথা আছে চাহ বিচারিয়া।
কেহ বোলে দুষ্টে খাওয়াইল মারি
কেহ বোলে লাগ তার না পাই বিচারি।
কেহ বোলে এই পথে গেলেক ধাইয়া
কেহ বোলে আছে চাহ কোথা পলাইয়া।
কথা গেল কথা গেল বোলএ কুমার
শীঘ্র গতি তাহাকে আনহ পুনর্বার।
কেহ বোলে এইক্ষণে এথাত আছিল
কেহ বোলে প্রাণ ভয়ে কথাত ধাইল।
শীঘ্রগতি দূত সবে বিচারে ধাইয়া
যথা তথা পুছে কথা কে আছ দেখিয়া।
কেহ বোলে না দেখিল না জানে উদ্দেশ
কেহ বোলে কিবা বনে করিল প্রবেশ।
কেহ বোলে এই পথে গেলেক ধাইয়া
কেহ বোলে চাহ কথা আছে পলাইয়া।
সায়াদ নির্জনে বসি রহেন্ত শুনিয়া
ত্রাসিত কম্পিত মতি এসব দেখিয়া।
ভাবে কোন অপরাধ কৈল আহ্মি হীন
তেকারণে ঘটে মোর দৈবের অধীন।
সহস্র সহস্র লোকে করএ বিচার
বনে জলে প্রতিস্থানে চাহে শতবার।
ত্রাস পাই পাত্রসুত লুকাইল বনে
যথেক বিচারে সবে শুনএ শ্রবণে।
বট বীজ যেহেন আছিল অনুদ্দেশ
অশ্বথের পত্র যেন কম্পএ বিশেষ।
বিচারি নিকটে গিয়া দূতে দিল ডাক
ভএ কম্পমান বিধি পড়িল বিপাক।

হোই হোই[1] করি সবে বেড়ে চারি ভিত
মুঞি নহি নহি করি কহেন্ত সভাত।
একজনে ধরিতে ধরিল শতজনে
চলিতে না চলে পদ করে ধরি টানে।
কেহ মারে কেহ টানে কেহ নেয় বেড়ি
মৃত লৈয়া যেন শৃগালের হুড়াহুড়ি।
চরণ করিয়া স্থির না দিল চলিতে
মৃত পশু নিল যেন টানিতে টানিতে।
কুমার গোচরে যদি গেলেক লইয়া
দূরে দেখি আগুবাড়ি আইল ধাইয়া।
তাহা দেখি সায়াদ মনেত লাগে ডর
জীবনের আশ ছাড়ি পড়িল গোচর।
আগুবাড়ি যুবরাজে লাগিল কহিতে
চিন বা না চিন মোক চাহ ভাল মতে।
সায়াদ কান্দিল পূর্বে কুমার স্মরিয়া
তেকারণ নয়ান আছিল ঘোর হৈয়া।
এ নিমিত্তে কুমারক চিনিতে নারিল
ভএ বা সঙ্কোচে কিবা না চিনি কহিল।
কুমারে বুলিল আহ্মি সেই মিত্র তোর
সয়ফুলমুলুক নাম জান সত্য মোর।
সায়াদ প্রত্যয় নাহি কুমার বচনে
বোলে তুহ্মি কহ ভাই আইলা কেমনে।
পূর্বের বৃত্তান্ত এবে কহ মোর পাশ
তবে জানি সেই তুহ্মি আহ্মি তোহ্মা দাস।
কুমারে কহিল যথ আদ্য বিবরণ
সত্য জানি পাত্র সুত পড়িল চরণ।
কুমারে তুলিয়া ধরি করে গলাগলি
কান্দএ করুণা করি, করি কোলাকুলি।

১. ঐ ঐ—গ. এয়-উর—খ.

হরিষ বিষাদ মতি করিল বহুল
এক দিবা নিশি ছিল কান্দিয়া আকুল।
অষ্টযাম রোদন করিয়া দুইজন
স্নান করি পরিলেক পবিত্র বসন।
শীঘ্রগতি নৃপ আগে পাঠাএ কহিয়া
পাত্রসুত মিত্র মোর মিলিল আসিয়া।
শুনিয়া নৃপতি ধাই আইল শীঘ্রগতি
দুইজন মুখ দেখি হরষিত মতি।
কৃশানু[২] করাই স্নান করাএ যতনে
শীঘ্র আনি ভাল বস্ত্র যোগাএ আপনে।
অন্নজল উপহার বসি একস্থানে
নৃপ সঙ্গে বসিয়া খাইল দুইজনে।
ভাল চাহি দুই রাজ্য নিজ রাজ্য হতে
কুমারেক দিল রাজা শাসিয়া খাইতে।
সায়াদকে একদেশ দিল শাসিবার
তিনদেশে দুইজনে হৈল অধিকার।
দিবানিশি হরষিতে গুজরে বসিয়া
দণ্ডপলে শুভফলে মিলিল আসিয়া।
ভালকালে ভাল ভাল মন্দকালে মন্দ
যার যেই উপযুক্ত কর্মের নিবন্ধ।
দিবাসে শাস্ত্রকাব্য কৌতুক বচন
রজনীতে নৃত্য করে শ্রেষ্ঠ বেশ্যাগণ।
এই মতে দিবানিশি যাএ হরষিতে
সায়াদ কুমার তরে লাগিল কহিতে।
কহ মিত্র ভিন্ন যবে করিল বাতাসে
কথা গেলা কেমতে প্রবেশিলে এদেশে।
কুমারে কহিল যথ নিজ দুঃখ বাণী
একে একে কহিলেক সেসব কাহিনী।

২. ত্রিসাধ্য—খ. কৃষাধ্য—গ. ত্রিসন্ধি—ঘ. কৃসিন্দি—ক।

শুনিয়া তাপিত অতি পাত্রের কুঙর
কুমার বৃত্তান্ত শুনি কান্দিল বিস্তর ।
কুমারে বুঝাই বহু করিলেক শান্ত
পুছিলেক কহ এবে তোহ্মার বৃত্তান্ত ।
সায়াদে বুলিল মোর বৃত্তান্ত বহুল
জন্মাবধি কহি যদি নাহি তার কূল ।
কুমারে বুলিল কহ সংক্ষেপ করিয়া
দুখিয়ার দুঃখ কথা শুন মন দিয়া ।
এথ শুনি কহিতে লাগিল পাত্র সুত
তোহ্মা হতে ভিন্ন যবে করিল মারুত ।
চল্লিশ দিবস বৃষ্টি কৈল অনির্বার
দিকের নিয়ম নাহি ঘোর অন্ধকার ।
যথা তথা তরঙ্গে তরণী লৈয়া যাএ
ক্ষেণেক আকাশে ক্ষেণে পাতালে ছোঁয়াএ
চল্লিশ দিবস পরে শীতল সমীর
রহিলেক তরঙ্গ তরণী হৈল স্থির ।
আকাশ প্রকাশ হৈল দেখি চারি ভিত
একচর সমুখে দেখিল আচম্বিত ।
শীতে ভীতে ভয় ত্রাসে যথ সঙ্গীগণ
নৌকা মধ্যে পড়ি হৈল সকল নিধন ।
সে সব টানিয়া আহ্মি জলে ফেলাইল
স্রোতে নিয়া একচরে নৌকা লাগাইল ।
এক ফল সম্পদ আছিল সেই স্থানে
আর কিছু ফল নাই তথা সেই বিনে ।
কথদিন সেই ফল খাইয়া রহিল
বহু সর্প দেখি তথা ভএ পলাইল ।
সর্প ভএ নিদ্রা নাহি আসিত নয়ানে
নিশি দিশি কাটাইত বসিয়া জাগনে ।
একসর ডিঙ্গা যদি চালাইতে নারিল
এক ভুর আরোহিয়া সাগরে ভাসিল ।

স্রোতে ভাসাইয়া নেয় কিবা দিবা নিশি
দিকের নিয়ম নাহি কিবা রবি শশী।
স্রোত বিনে গতি নাই ফল বিনে ভক্ষ্য
জল বিনে স্থল নাহি ভুর বিনে লক্ষ্য।
এই মতে তিন মাস ভাসাইয়া নিল
কি কহিব তার মধ্যে যথেক দেখিল।
এই তিন মাস যথ দেখিল নয়ান
জন্মাবধি কহিলেহ না যাএ কহন।
তিনমাস অবসানে দেখি এক চর
স্রোতে লই গেল ভুর তাহার ভিতর।
ফল ফুল তাহাতে কহিতে নাহি অন্ত
পক্ষী সবে ফল পান কৌতুকে করেন্ত।
ভক্ষ্য দেখি তথাতে ভাবিয়া মনে মন
রহিব এথাতে আহ্মি যাবত জীবন।
সাগরে ভাসিয়া কূল না পাইব আর
ফল বিনে কিবা আর করিব আহার।
এই মনে ভাবিয়া বেড়াই সেই স্থানে
কথদিন বঞ্চিলাম ফল জল পানে।
একদিন সেই চরে ভ্রমি চারি ভিত
খগচর প্রেতগণ বেঢ়ে আচম্বিত।
বেঢ়িয়া ধরিয়া মোরে খাঁচায় ভরিল
আপনা মন্দিরে লই গমন করিল।
আহ্মি যথ ডাক ছাড়ি কাকুতি করিয়া
শুনিয়া হাসিত সবে ধন্ধ আচরিয়া।
কোনকালে সে সবে না দেখে মানব
তেকারণে মোর বাক্য না বুঝিল সব।
সে সবে বুঝিতে নারে আহ্মার বচন
আহ্মিহ লক্ষিতে নারি সে লক্ষণ।
খাঁচা সমে টাঙ্গি মোরে এক তরু 'পরে
তৃণপত্র দেয়ন্ত সদায় খাইবারে।

সে সকলে ফল পান করেন্ত কৌতুকে
খুঁজিলে না বুঝে বাণী না দেয় আম্মাকে।
এহিমতে নির্বহিয়া গেল এক মাস
ক্ষুধাএ তৃষ্ণাএ মোর জীবন নৈরাশ।
একদিন এক শিশু কৌতুক করিয়া
মারিল খুরমা এক আম্মাকে ক্ষেপিয়া।
খুরমা লইয়া যদি শীঘ্রে করি পান
এই সে আম্মার ভক্ষ্য কৈল অনুমান।
ফলমূল আম্মার আহার হেন জানি
সর্বক্ষণ নানা ফল যোগাইত আনি।
নিশি দিশি খাইবারে দেয় নানা ফল
ফল পানে কিঞ্চিত শরীরে হৈল বল।
যুবরাজে হাসিয়া জিজ্ঞাসে আরবার
কহ দেখি সে সবের কি মত আকার।
সায়াদে বুলিল সব শূকরের শির
কুকুরের মুখ সব বচন গম্ভীর।
ভল্লুকের পৃষ্ঠ জান কুকুরের পাও
নিশিকালে ডাক ছাড়ে কুকুরের রাও।
আর বার নৃপসুত লাগিল পুছিতে
কহ দেখি মোকল হইলা কোন মতে।
সায়াদে বুলিল কহি শুন মন দিয়া
এক স্থানে ভেট মোরে দিল পাঠাইয়া।
খাঁচা হোতে মোহরে খসাই তোলে না'এ
দৈবগতি সাগরেত তরণী ভাসাএ।
এক পাটে লক্ষ আসি সাগরে ভাসিল
পঞ্চদিবা পঞ্চরাত্রি জলেত আছিল।
ষষ্ঠম দিবসে এক তরণী দেখিল
জঙ্গীসব সেই না-এ সোয়ার আছিল।
মনুষ্য হইয়া করে মনুষ্য আহার
কাজল বরণ অঙ্গ বিকৃত আকার।

সেই সব দেখিয়া মুঞি ভাবিলুঁ মনে
নির্লক্ষ্যেত লক্ষ্য মোর দিল নিরঞ্জনে।
সেইসবে ধরিয়া মোরে তুলি নৈল না'এ
হরষিতে আপনা মন্দিরে লই যাএ।
সেসবের রাজা এক আছিল দুরাচার
তাহার গোচরে নিয়া দিল খাইবার।
কৃশতনু আহ্মার দেখিয়া সেই দুষ্ট
বুলিল আহার দিয়া কর তারে পুষ্ট।
তিল আর বাদাম খাওয়াএ সর্বক্ষণ
পুষ্ট হৈলে তুষ্ট মনে করিতে ভক্ষণ।
কথদিনে পুষ্ট যদি হৈল বলবান।
ডালি পাঠাইয়া মোরে দিল একস্থান।
নাএ তুলি একস্থানে নেয় দুষ্ট গণ
সদয় হইল মোর প্রভু নিরঞ্জন।
তরঙ্গ হইল বড় বিষম বাতাস
নৌকা বাসীজনে ছাড়ে জীবনের আশ।
খানিকেত নিল নৌকা বরিষের পন্থ
কর্ণধরে তরণী রাখিতে না পারেন্ত।
চল্লিশ দিবস ছিল বিপরীত বাও
আমান সাগর কূলে লাগাইল নাও।
সেই সাগরের কূলে নরের আলয়
তাহা দেখি দুষ্টসবে বড় পাইল ভয়।
প্রাণপণ করি নৌকা রাখিতে চাহিল
বিধাতা প্রসন্ন হৈয়া কূলে লাগাইল।
নৌকা যদি আমান কূলেত লাগে গিয়া
বার্তা পাই নরসবে আইল ধাইয়া।
দুষ্টসব বেঢ়িয়া মারিল নরগণ
মোচন করিয়া দিল আহ্মার বন্ধন।
এক অব্দ সেই দেশে খাইল মাগিয়া
সদায় দহিত মতি তোহ্মার লাগিয়া।

একনিশি সুতি মুঞি দেখিলুঁ স্বপন
সরন্দীপ গেলে পাব তোহ্মা দরশন।
হএ না হএ কিছু প্রত্যয় নাহি ছিল
তথাপি চিত্ত মোর এই দেশ বাঞ্ছিল।
সাধু সকলের সঙ্গে যত্নে করি ভাও
আসিলাম এই দেশে আরোহিয়া নাও।
এথাএ সদয় মোরে হৈল করতার
জিঁতে পুনি দেখা হৈল চরণ তোহ্মার
শুভদিন শুভফল শুভ সেইক্ষণ
অনেক দিবস পরে পাইল দর্শন।
অন্যে অন্যে দুইজনে কহে দুঃখ কথা
দুই দেখি দুই জনে পাসরিল ব্যথা।
দ্বিতীয় প্রহর যদি হৈল আলাপন
চিন্তিত পাত্রের সুত ভাবে মনে মন।
বদিউজ্জামাল বার্তা পুছিতে চাহএ
সংকোচ করিয়া মনে পুনি না পুছএ।
ভাবএ কষ্টে বা প্রেম আছে পাসরিয়া
উচিত না হএ দিতে স্মরণ করিয়া।
আর হেন মনে ভাবে হেন নাহি লএ
মহাজনে কষ্ট-ভয়ে প্রেম না ছাড়এ।
ক্ষেণে এই ক্ষেণে ওই ভাবে মনে মন
চিত্ত বুঝি কহিলেক নৃপতি নন্দন।
কোন্ চিন্তা কর মিত্র বুঝিলুঁ আবেশ
বদিউজ্জামাল আহ্মি পাইল উদ্দেশ।
নৃপতিক ধর্মপিতা বুলিল কুমারী
আর তিনদিন পরে আসিব সুন্দরী।
এথ শুনি হরষিত পাত্রের নন্দন[৩]
তুষ্ট মনে ইষ্ট দেব করিল স্মরণ।[৪]

৩. শুনি হরষিত হৈল পাত্রের কুমার—খ.
৪. মনে হরষিত হৈয়া স্মরে করতার—খ.

বুলিল প্রসন্ন হৈল প্রভু করতার
অক্ষত্য না হৈল প্রেম তোহ্মার তাহার।
সার্থক হইল দুঃখ জীবন সাফল্য
পাসরিল সব দুঃখ পাইয়া অমূল্য।
বার্থ না হৈল দুঃখ তোহ্মার আহ্মার
বুঝিল প্রসন্ন হৈল বিধি করতার।
এথ কহি দুইজনে উদ্যানে চলিল
এক টঙ্গী মধ্যে দুই বিরলে বসিল।
তথা বসি নানা বাক্য স্মরণ করন্ত
পূর্ব সুখ কহি দুই শোক পাসরেন্ত।

। সায়াদের অনুরাগ ।

হেনকালে প্রভুর অপূর্ব রূপলীলা
রাজসুতা মালেকা তথা চলি গেলা।
বন হতে যেইক্ষণে উদ্ধারি আনিলা
ধর্মের সোদর তারে কুমারী বুলিলা।
যেইক্ষণে যুবরাজে বিরলে বসিত
ভ্রাতৃ কাছে ভগ্নী যেন নিঃসন্দে আসিত।
আর দিন মতে এথা আসিল হরিষে
অধরে মধুর হাসি বদন সরসে।
কুরঙ্গী নয়ান রামা ভুরু কাম ধনু
বিন্ধিল কটাক্ষ শরে সায়াদের তনু।
সায়াদকে সুন্দরী দেখিয়া আচম্বিত
বাহুড়ি মন্দিরে গেল হইয়া লজ্জিত।
ঠমকিয়া অঙ্গ যদি ঘুমি বাহুড়িল
মদনে মূর্ছিত হৈয়া সায়াদ পড়িল।
অচেতন পাত্রসুত পড়িল মুহিয়া
জাগাইল কুমার নয়নে জল দিয়া।

কুমার পুছিল মিত্র কেন হেন রীত
কি কারণে মুহিয়া পড়িলা আচম্বিত।
ছলিয়া কুমার তরে লাগিল কহিতে
হেন হৈল গত কষ্ট সঙ্কট স্মরিতে।
পন্থের যথেক দুঃখ মনেত উঠিল
তেকারণে মোহ খাই ভুমিতে পড়িল।
তথা হোন্তে উঠি গেল শয়নের ছলে
আকুল বিকল মতি বাহুড়ি নিকলে।
এমত মদন মধ্যে বিভোল হইল
বলবুদ্ধি ধৈর্য জ্ঞান সব পাসরিল।
ক্ষেণেকে নগর ভ্রমি পুনি আইসে এথা
কুমারে পুছিলে বাক্য ঝাঙ্কারএ মাথা।
সব্য করি উত্তর দিবারে নাই জ্ঞান
বুদ্ধিমন্ত কুমার করিল অনুমান।
বুঝিল কাহার প্রেমে মজাইল মতি
পুছিল বোলহ মিত্র কেন হেন গতি।
সায়াদ বুলিল ছিনু প্রভাতে বসিয়া
মালেকা তোহ্মার কাছে আসিল হাসিয়া।
আহ্মাক দেখিয়া কন্যা হইল লজ্জিত
লুকাইয়া সেইক্ষণে চুরি কৈল চিত।
কুমারে বুলিল কথদিন কর ধৈর্য
যাবত সুসিদ্ধ হএ মোর এহি কার্য।
পশ্চাতে তোহ্মার কার্য করিব নিশ্চএ
এই সত্য কৈল আহ্মি তোহ্মার আলএ।
এথ শুনি পাত্র সুত নিঃশব্দে রহিল
আকুল বিকল মতি চিত্ত নিবারিল।
আহা দুঃখ বেশে যে করিতে বোল ধৈর্য
রুগীর জীবন গেলে ঔষধে কি কার্য।
কহি কহি অনুশোচে পাত্রের তনয়
তিনদিন গঞিয়া গেল হৈল সময়।

মহাদেবী কন্যা সব করিয়া সঙ্গতি
কুমার অগ্রেত আইল হরষিত মতি।
কুমারক আশ্বাসিয়া লাগিল কহিতে
আজুকা তোহ্মার প্রিয়া আসিব এথাতে।
কহিব তোহ্মার দুঃখ তাহার সদন
অবশ্য তোহ্মার সঙ্গে করাইব দর্শন।
এথ শুনি কুমারে হৈল সানন্দিত
শুভবার্তা কহে গিয়া সায়াদ বিদিত।
সায়াদ শুনিয়া হৈল কিঞ্চিত সরস
চিন্তা না আছিল তার চিত্ত হএ বশ।
তথা হোন্তে কুমার উদ্যানে কৈল গতি
বিরল টঙ্গীত বৈসে হরষিত মতি।
বদিউজ্জামাল আইল বেলা অবশেষে
মাতাপিতা ভগ্নীগণ সকল সম্ভাষে।[১]
মালেকাকে সম্বোধিয়া লাগিল পুছিতে
কহ ভগ্নী পরিত্রাণ হইল কি মতে।
মালেকা উত্তর দিল কর অবধান
এক মহাপুরুষে করিল পরিত্রাণ।
রাজার কুমার সেই নতুন যৌবন
রূপেগুণে তার সম নাহি ত্রিভুবন।
ধর্মশীল দয়াশীল গুণের সাগর
বলবন্ত বুদ্ধিমন্ত গুণের নাগর।

। বদিউজ্জামালের অনুরাগ ।

ধন্ধ হৈয়া পুনরপি জিজ্ঞাসে তাহারে
কিমতে আছিলা কহ কাহার গোচরে।
ধন্ধ হৈয়া পুনরপি জিজ্ঞাসে সুন্দরী
তোহ্মাক বিচারি আহ্মি চারি[২] অব্দ ধরি

১. সম্পাসে—খ. ২. তিন—খ.

লক্ষ লক্ষ দেওপরী বিচারে তোহ্মারে
চারি অব্দ ধরি তোহ্মা উদ্দেশিতে নারে।
কোটি কোটি নর সবে ভ্রমি নানা দেশ
কোনজনে না পাইল তোহ্মার উদ্দেশ।
পরী হৈয়া মোরা নাহি যাই সেইস্থানে।
নর হৈয়া তথা গেল কিসের কারণে।
কোন্‌মতে কোন্‌ কার্যে তথা প্রবেশিল
কেমতে দানব হোন্তে তোহ্মাকে আনিল।
মালেকা বুলিল তার বৃত্তান্ত বহুল
বিরলে কহিমু তার আদি অন্ত মূল।
অখনে চলহ এই উদ্যানে বেড়াই
পূর্বমতে দুই ভগ্নী উদ্যানে খেলাই।
এথ শুনি সম্মত হইল রূপবতী
দুই ভগ্নী উদ্যানে যাইতে কৈল গতি।
দাসদাসী কেহ কাকে না লৈল সঙ্গে
দুই ভগ্নী উদ্যানে খেলএ মনোরঙ্গে।
হেনকালে যুবরাজ বসিয়া টঙ্গীতে
ছাড়িল দীর্ঘল শ্বাস বিরহীর মতে।
চমকিত গুণবতী এসব শুনিয়া
সচকিতে চারিভিতে চাহে নিরখিয়া।
পুছিল সুন্দরী বোল কোন্‌ ভিন্নজন
এই উদ্যানে আছে বিরহীর মন।
মালেকা বুলিল এই আহ্মার তারক
পুষ্পবনে চিন্তামনে আছএ একক।
দানব বধিয়া এহি আহ্মাক আনিল
আর কথ কথ কর্ম অশক্য করিল।
এথ শুনি সুন্দরী হইল আগুয়ান
গবাক্ষে নয়ান দিয়া হেরিল বয়ান।
কামদেব জিনি রূপ দেখিল তাহার
মন্মথ উন্মাদ হৈল পাগল আকার।

রাখিতে না পারে মতি না যায় ধরান
বিরস বদনে ফিরি করিল পয়াণ।
অন্তস্পুরী মধ্যে ফিরি করিল গমন
চিন্তিত তাপিত মতি বিরস বদন।
পুছিলে না কহে বাণী নিঃশব্দে রহিল
অঙ্গে ব্যথা আছে বুলি সভাত কহিল।
এথাতে কুমার মতি অতি উচাটন
প্রিয়াতে কহিব আজি দুঃখ বিবরণ।
না জানে তাহাতে যেন সুন্দরী মজিল
তাহা হনে শতগুণে তাহাতে মজিল।
চতুর্দশ অব্দ দুঃখ কুমার নিপুণ
নিমিষে কন্যায় পাএ তার শতগুণ।
কুমার ধরিতে গিয়া ছিল তার মন
লোক লাজ ভএ কৈল চিত নিবারণ।
তব্ধ মতি কার সনে না কহিল কথা
পছিলে বোলএ মোর অঙ্গ করে ব্যথা।
আর আর বার যদি এথাত আসিত
নানা কার্যে নিশিদিশি হরিষ করিত।
দেবীর সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ কৌতুক করিয়া
নানা রসে খেলাইত মায়া আচরিয়া।
এইবার কার সঙ্গে না কএ বচন
ব্যথাছুঁতা বিরহিত কামাতুর মন।
রজনী হইল যদি শয়ন সমএ
মালেকাকে সম্বোধিয়া সুন্দরী বোলএ।
কহ ভগ্নী পন্থের প্রসঙ্গ এক ভাল
কেমতে সুসার হৈল বিষম জঞ্জাল।
কেমতে বধিল দেব কেমত পুরুষে
দেবের অসাধ্য কর্ম করিল মানুষে।
প্রসঙ্গ শুনিতে মোর এই মনস্কাম
কোন মতে পুনি পুনি শুনি তার নাম।

মালেকা বুলিল শুন মোর নিবেদন
চারি সত্য করিলে কহি সেই বিবরণ।
কুমারী বুলিল সত্য কহ কোন্ মত
সে করিব কর্ম যেই তোহ্মা মনুরথ।[1]
মালেকা বুলিল বাক্য শুনহ আহ্মার
যেই যেই সত্য তুহ্মি বুলি করিবার।
প্রথমে বিরলে বসি বচন শুনিবা
দ্বিতীএ বচন মোর ব্যক্ত না করিবা।
তৃতীএ বচন শুনি না রুষিবা মনে
চতুর্থে আহ্মার সত্য পালিবা যতনে।
এথ শুনি যথ পরী তথাত আছিল
শীঘ্রগতি গুণবতী অন্তর করিল।

। সয়ফুলমুলুক-বৃত্তান্ত।

মালেকা দেখিল যদি মন্দির নিরল
কুমারের বিবরণ কহিল সকল।
মিসির নৃপতি জান ধর্ম কলেবর
সন্ততি বিহীন হৈয়া কান্দিল বিস্তর।
রাজ-সুখ তেজিয়া তেজিয়া ধন জন
ব্রহ্মচারী হই কৈল পুত্র আরাধন।
বিধাতা প্রসন্ন হৈল পাত্র উপদেশে
পুত্রফল কর্মে আছে গণিল জ্যোতিষে।
এগ্রান রাজার কন্যা যদি আনে ঘরে
পুত্র এক জন্মিবেক তাহার উদরে।
এথ শুনি যত্নে কন্যা করিল গ্রহণ
জন্মিল তাহার ঘরে পুত্র বিচক্ষণ।
ত্রিজগমোহিনী রূপ দিতে নাহি সীমা
রূপে গুণে অনুপাম বর্জিত উপমা।

১. অনুগত—গু.

পুত্র মুখ দেখি রাজা আনন্দ অপার
দরিদ্র দুঃখিত আনি লুটাএ ভাণ্ডার।
যুষীকে দিলেক আনি বহুল প্রসাদ
বুলিল বাঁচৌক শিশু কর আশীর্বাদ।
ভালমতে আউ-ব্যাধি[১] করএ নির্ণএ
ভাগ্য বৃদ্ধি আয়ু-দায়[২] যেমত আছুএ।
তুষ্ট হই সেই সবে গণিয়া ভাল মতে
করজোড়ে নিবেদিল নৃপতি বিদিতে।
মহা ভাগ্যবন্ত এহি জন্মিব কুমার
তোহ্মা হস্তে তিনগুণ হৈব অধিকার।
করিব যশস্বী কর্ম দেখিব বিস্তর
মৃত্যু হএ নএ তার কষ্ট বহুতর।
ফিরিব অপূর্ব স্থান দেখিব আশ্চর্য
হইব দুঃখের অন্ত সিদ্ধি হৈব কার্য।
চতুর্দশ বরিষ ভ্রমিব নানা দেশ
কার্য সিদ্ধি করি গৃহে করিব প্রবেশ।
উন্মাদ হইয়া মাত্র হারাইব জ্ঞান
রাজ্য ছাড়ি অন্যস্থানে করিব পয়াণ।
তা শুনি কিঞ্চিত রাজা বিষাদ-হরিষ
কি করিতে পারে নিবন্ধ কার বশ।
যেই দিনে কুমার জন্মিল শুভক্ষণে
পাত্র সুত সায়াদ জন্মিল সেই দিনে।
নৃপতি করিল আজ্ঞা আনি একস্থানে
পালিতে কুমার দুই অধিক যতনে।
বিদ্যমান একত্রে হইব দুইজন
সুরসে খেলিব রসে মিলিব জীবন।
জ্ঞান হৈলে এই শিশু করিব তার পূজা
পাত্র হৈব পাত্রসুত নৃপসুত রাজা।

১. জ্ঞান—ঘ. ২. ভালধুদ্ধি আউ জয়—ঘ.

নৃপতি আদেশে যদি কৈল হেন কাজ
শর্করা মিশাইল জান গোরসের মাঝ।
অন্যে অন্যে দুই শিশু হৈব বর্ধমান
কায়ামায়া ভিন্ন ছিল একই পরাণ।
একত্রে করেন্ত দোহ অশন ভোজন
শাস্ত্র পাঠ একত্রে করেন্ত দুইজন।
তিলেক না সহে কেহ কাহাক বিচ্ছেদ
কোনমতে কাহাক নাহিক ভিন্ন ভেদ।
চতুর্দেশ অব্দ যদি হৈল উপস্থিত
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ পারগ পণ্ডিত।
রূপে অতি অসীম কুসুমশর অঙ্গ
তার রূপে কাম কিবা হইল অনঙ্গ।
চৌদিকে মোহিল শুনি তার রূপ-রব
মন্মথে উন্মাদ হৈল নৃপ সুতা সব।
গোপ্তে দূত পাঠাইল কুমার আলয়
ভজিলুঁ তোহ্মারে মুঞি করোঁ পরিণয়।
রাজ সবে বার্তা দিল নৃপতি সমাজ
মোর কন্যা বিবাহ করাও যুবরাজ।
নৃপতি করিল আজ্ঞা বিবাহ কারণ
তাহাতে না হৈল তুষ্ট নৃপতি নন্দন।
গোপ্তে দূতসব গেল যার যেই ঘর
না রুচে কুমার মতি কাহার উপর।
নগর বেড়াইতে যদি যাএ কদাচিত
হৈত নগরের লোক কামে বিমোহিত।
নরনারী পাগল হই ধাএ পাছে পাছে
কামে লজ্জা-জাতি দিয়া যৌবন ডালি যাচে।
জাতি মতি সতীর সুত রাজার কুমার
রতিরস না জানে না করে পরদার।
পাত্রসুত প্রাণমাত্র দুই এক মনে
কৌতুকে যায়ন্ত নিত্য রাজ বিদ্যমানে।

আর দিন দৈবগতি হরিষ রাজন
দুই কুমারের প্রতি কৃপাযুক্ত মন।
সোলেমান নবী যাবে সজীবে আছিল
কাবাই অঙ্গুরী ঘোড়া রাজাক দিছিল।
বহুল বাখানি নবী কহিল তাহারে
এই সব দ্রব্য দিবা অতি কৃপা যারে।
সেইসব আচম্বিত স্মরণ হইল
কবাই অঙ্গুরী রাজা কুমারক দিল।
সায়াদক দিল আনি অশ্ব সাজ করি
হরিষে গেলেন্ত দুই নিজ অন্তপুরী।
সায়াদে সে অশ্ব চড়ি আইল মন্দিরে
ততক্ষণে কুমারে অঙ্গুরী দিল করে।
কাবাই হস্তে করিল আইল মন্দিরে
নিশিতে সুতিল দুই রাখিয়া শিয়রে।
ক্ষেণেকে নৃপতি সুত জাগি আচম্বিত
কাবাই দেখিতে চিত্তে হইল বাঞ্ছিত।
খুলিয়া কাবাই যদি লাগিল চাহিতে
মূর্তি এক নয়ানে দেখিল আচম্বিতে।
কাবাইতে তোর রূপ দেখিয়া বিচিত্র
সেই হনে যুবরাজ উন্মাদ চরিত্র।
বিভোল মদন মধ্যে আকুল বিকল
জ্ঞান বুদ্ধি ধৈর্য বীর্য হারাইল সকল
তোর, তোর পিতা, পিতামহ, রাজ্য নাম
এই চারি লেখিয়া আছিল সেই ধাম।
দেখিয়া পঠিয়া নাম ঘোষিতে ঘোষিতে
নিকলিল পাগল হইয়া পুরী হতে।
ক্ষেণে তরু ক্ষেণে লতা ক্ষেণে পুষ্প কাছে
যাহাকে সমুখে দেখে তোর বার্তা পুছে।
ক্ষেণেকে ভ্রমর তরে পুছে বিবরণ
ক্ষেণেকে পবন সনে করে আলাপন।

কান্দিল তোহ্মার শোকে যথ বিলাপিয়া
না কহিল দহএ চিত্ত না কৈল হিয়া।
মাতাপিতা বার্তা শুনি আসিয়া তুরিত
বহুভাতি বিলাপিল কুমার সহিত।
ত্যাগিতে চাহিল প্রাণ তাহার গোচর
তথাপিহ সে সবের না দিল উত্তর।
পুত্র শোকে নররাজ মরিতে চাহিল
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা করি জীবন রাখিল।
হিত উপদেশ বাক্য তাকে বুঝাইয়া
পুছিতে কুমার মর্ম দিল পাঠাইয়া।
এথ শুনি পাত্র সুত নিকটেত গিয়া
চাহিল জীবন দিতে সমুখে বসিয়া।
কহিল তোহ্মার মনে যে আছে আশএ
সত্য কহিল সেই কর্ম সাধিমু নিশ্চএ।
মনেত মনের কথা আছ গুপ্ত করি
না বুঝি না জানি হেন না করিতে পারি।
প্রকাশ করিলে যত্নে সাধিব সে কর্ম
নতুবা জীবন দিব না কহিলে মর্ম।
বহুভাতি কহি যদি না পাইল উত্তর
খর্গ লই প্রাণ দিতে চাহিল গোচর।
মিত্রবধ দেখিয়া কিঞ্চিত অবধান
খর্গ কাড়ি দূরেত ক্ষেপিল তুরমান।
কহিল কাবাই চিত্র আর তোর নাম
কায়ামনে আহ্মার এহি সে মনস্কাম।
কদাচিত পাই যদি সে কন্যা দরশন
তবে সে কণ্ঠেত মোর রহিব জীবন।
এথ শুনি নৃপতি হইয়া হরষিত
তোহ্মা অন্বেষণে দূত পাঠাইল তুরিত।
সপ্তশত সেনাপতি চৌদিগ ভুবনে
পাঠাইল নররাজ তোহ্মা অন্বেষণে।

বরিষেক ভুবন করিয়া পর্যটন
না পাইল তোহোর উদ্দেশ কোন জন।
যথাতথা রাজ সুতা ছিল শশিমুখী
চারিশত জনের আনিল চিত্র লেখি।
সে সব দেখিয়া ধিক দহিল হৃদএ
একগুণ প্রেমানল শতগুণ হএ।
বিদায় হইল তবে জনকের স্থানে
ইচ্ছিল বিদেশী হৈতে তোহ্মা অন্বেষণে।
বিদায় করিল নৃপ না দেখি উপায়
মন্ত্রী মন্ত্রণা এক করিল তথায়।
নৌকা সজ্জা করি আহ্মি এথাত রহিয়া
তুহ্মি তথা মাতাপদ আইস প্রণামিয়া।
মাতাপদ বন্দিতে চলিল যুবরাজ
তথাত মন্ত্রণা রচি করিল আর কাজ।
মিসির রাজ্যেত যথ নবীন সুন্দরী
রাখিল সকল আনি রাজ অন্তস্পুরী।
নবীন রূপসী সব রাখিয়া পন্থেত
কটাক্ষে মুনির মন পারএ মুহিতে।
সেসব কুমার রূপে আছিল বিকল
কেহ দুঃখী কেহ সুখী পাগল সকল।
আদেশিল কুমার ভুলাইতে যেই পারে
যেই চাহে সেই দিয়া তুষিব তাহারে।
বহু যত্নে সে সবে চাহিল ভুলাইতে
না চাহিল নয়ান ভুলিয়া কার ভিতে।
শীঘ্র প্রণামিয়া আইসে জননী চরণ
তথা হনে তুরমানে করিল গমন।
মাতাপিতা পাছে পাছে ধাইয়া আইল
পাত্র শোকে তোর শোকে কুমার কান্দিল।
তথা হনে চীনে গেল চিত্রকর পাশে
তথা হস্তে কতিতা জকুম উপদেশে।

কতিতা হইতে গেল সাগর তরঙ্গ
হারাইল ধনজন যথ ছিল সঙ্গ।
পাত্রসুত মিত্র ভিন্ন করিল তরঙ্গে
রিক্ষু হতে যুদ্ধ হৈল জঙ্গীসৈন্য সঙ্গে।
জঙ্গীএ ধরিয়া নিল সপ্তদশ জন
চতুর্দশ জঙ্গীরাজ করিল ভক্ষণ।
কুমার প্রভৃতি তিন জঙ্গী সুতাপাশে
উপাধিক খাইবারে পাঠাএ হরিষে।
না খাইল কামে মজি কুরূপ কুমারী
মাগিলেক রতিদান বহু যত্ন করি।
রসের রসনা দেখি বিকল হইল
দিবারাত্রি মারি সব রাখিতে চাহিল।
এথা হস্তে পলাইল ভুর আঁকড়িয়া
অকূল সাগরে ভাসে তোহ্মার লাগিয়া।
দানব মারিয়া মোরে উদ্ধারি আনিল
তোহ্মার দর্শন লাগি সত্য করাইল।
তোহ্মার গোচরে মোর এহি নিবেদন
সত্য এক পাল মোর দিয়া দরশন।
নতু তোর আগে মুঞি হৈব আত্মবধি
তুহ্মিহ আহ্মার বধে হৈবা অপরাধী।
মালেকা সেইসব কথা কহিতে লাগিল
যেইমতে এথাতে আনি প্রভু মিলাইল।
পাইল যথেক দুঃখ নৃপতি তনএ
সে সব কহিতে মোর হৃদএ দহএ।
কুমারে তেজিব প্রাণি ভাবি মনস্তাপ
তোর 'পরে হইব পুরুষ-বধ পাপ।
এই ভিক্ষা তোর আগে করি যে যাচন
একবার কুমারক দেও দরশন।
সুন্দরী মজিয়াছিল কুমারের প্রতি
মায়া করি না কহিল বুঝি সম্প্রতি।

বুলিল ধর্ম্মের ভগ্নী বুলিলা আহ্মারে
এথ উপহাস নহে উচিত তোহ্মারে।
মনুষ্য হইয়া কথা জানে মোর নাম
চিত্র দরশনে কারে পীড়িয়াছে কাম।
মালেকা বুলিল ভগ্নী তোহ্মার শপথ
ধর্ম্মের বিরোধ যদি কহি আন মত।
বদিউজ্জামাল বোলে যদি সত্য হএ
পরীএ মনুষ্যে কথা যোটক মিলএ।
দেবে নরে কথাতে মিলএ শুদ্ধবর্গ[১]
কথাতে বাসুকী বাস কথা সপ্ত স্বর্গ।
সমীধে[২] আনলে প্রেম না হএ উচিত
কুরঙ্গ ব্যাঘ্র সঙ্গ নহে কদাচিত।
মালেকা বুলিল ভগ্নী হেন কহ কেনে
ছোট বড় কথা রহে প্রেম বিদ্যমানে।
রাজা যোগী পিরীতে বৈসএ একস্থানে
উঞ্চ নীচ জলে করে সকল সমানে।
কুমুদ কমল জলে স্বর্গে রবি শশী
এথ উঞ্চ নীচ জান প্রেমের আবেশী।
কেহ যদি করে প্রেম বাঞ্ছিত হৃদয়ে
হেলা কৈলে তাহাকে ধর্ম্মেত পাপ হএ।
তুহ্মি যদি তার দুঃখ দেখিতা নয়ানে
তাহা হোন্তে শতগুণ ভজিতা আপনে।
যেই লএ মনে তাহা করিবা পশ্চাত
দরশন দিয়া এক রাখ মোর বাত।
মোর সত্য পালহ না দেঅ মোরে লাজ
এহি বাক্য রাখ মোর কর এই কাজ।
বদিউজ্জামালে কহে শুনহ বচন
কিমতে যাইব ভিন্ন পুরুষ সদন।

১. যুদ্ধবর্গ—খ. ২. মাটি—খ. মিশাইলে—ঘ.

ভিন্ন পুরুষেরে মুখ দেখাই কিমতে
হেন কর্ম কদাচিত না হএ আহ্মাতে
পুনিপুনি মালেকা কহিল বহুতর
প্রপঞ্চ করিয়া কন্যা বুলিল উত্তর ।
কথদিন এথাতে রহিতে ছিল মতি
তেজিল তোহ্মার বাক্যে এথার বসতি
পুনি যদি আর বার কহ এ বচন
আপনা মন্দিরে তবে করিব গমন ।
এথ শুনি মালেকাএ বিরস হইল[৩]
আপনা মন্দিরে যাই সুতিয়া রহিল ।[৪]
বদিউজ্জামাল তথা বিরলে সুতিয়া
নয়ানে না আসে নিদ্রা কামাতুর হৈয়া ।
লজ্জাএ না কৈল সতী মালেকার পাশ
ঘন উচাটন মন সঘন উদাস ।

। বদিউজ্জামালের খেদ ।

বন্ধুয়া বিনে কেমনে বঞ্চিব কুলবালা । ধুয়া ।
সুহৃদে কহিল হিত তাতে কৈল বিপরীত
তার বাক্য কৈল অবহেলা
দারুণ মদন বাণে সঘন পরাণ হানে
জীব বোল কেমতে অবলা ।
দেখিলুম যুবরাজ চিন্তি কুল লোকলাজ
না চাহিলু দুই আঁখি ভরি
যমিনী কামিনী কাল না চাহিল মন্দ ভাল
একসর ঝুরি ঝুরি মরি ।

৩. অতিশএ—খ. ৪. সুতিল মন্দিরে গিয়া তাপিত হৃদএ—গ. ঘ.

মদন বেদন ব্যথা কহিতে অশক্য কথা
দহিতে দহএ জিনি জ্বালা
আনল বরিখে শশী সঘন তিমির নিশি
বজ্রপাত চমকে চপলা ।
শোকে বারি পাত বিন্দু শোকে ঘন ঘোর ইন্দু
শোকে বজ্র শোকেত বজ্জিত
শোক যাবে হবে সুখ দেখ গিয়া চান্দ মুখ
শুন হিত-বচন উচিত ।

। বদিউজ্জামালের অভিসার ।

নিরল হইল যদি নিদ্রাতে সকল
তিলে পলে শতগুণে আকুল বিকল ।
ধীরে ধীরে শয্যা হতে উঠিয়া আপনে
কুমারক দেখিবারে চলিল উদ্যানে ।
দেখিল বিরলে বসি কুমার আছুএ
বিরহে বিয়োগ গীত করুণ গাহএ ।
শারদ পূর্ণিমা চন্দ্র ছিল সেই রাত্রি
নানা পুষ্প বনেতে বিরাজে নানা ভাতি ।
কুমার বিরহ চিত্ত দেখি পুষ্প বন
গাহএ বিরহ গীত তাপিত জীবন ।
কুকিলের ধ্বনি জিনি কুমারের স্বর
সুললিত নাদে ভেদে কুমারী অন্তর ।
আগুবাড়ি গবাক্ষে হেরিয়া গুণবতী
রাখিতে না পারে প্রাণ বিকল যুবতী ।
মরিতে নিছুনি লৈয়া ভাবে মনে মন
জীবন কি কাজে মোর বিনা দরশন ।
মুখ কি নাসিকা দন্ত নয়ান বয়ান
কর পদ বুক পৃষ্ঠ সকল সমান ।

সর্বাঙ্গ নিছনি কিবা প্রতি স্থানে স্থান
কথার নিছনি লৈয়া তেজিব জীবন।
এইমতে নানামতে ডাকি মনে মন
লজ্জাএ না যাএ তথা আরতি রোদন।
ক্ষেণেকে বাহুড়ি যাএ সে মন্দির স্থানে
পুনি পুনি ফিরি আইসে কামাতুর মনে।
দর্শনে না যাএ সাধ অধিক বাড়এ
মন্দিরে যাইতে চাহে মনে না ধরএ।
লজ্জা ধৈর্য জ্ঞান ভয় কামে নিল হরি
পুনি পুনি ফিরি আইসে তাহারে গোঙরি।
পুনি যদি ফিরিয়া চলিল আর বার
পুনি দেখি আশা মতি দহিল তাহার।
মুহিয়া রহিল পরী পুষ্পের উদ্যানে
পুষ্পপুঞ্জ যেহেন পড়িল পুষ্পবনে।
রহিল মুহিত মতি মর্মেত বিকল।
শশী নামি মদনে মেদনী দেয় কোল।
রূপ দেখি গুণ শুনি সুললিত স্বরে
তিন গুণে কন্যাক মুহিল পঞ্চস্বরে।
আকাশে পাতালে শশী দেখে দুই স্থানে
কেশ লুকাইয়া ফান্দ পাতিছে মদনে।
কুমারহ নিদ্রা নাহি তাপিত হৃদএ
মালেকা আসিব করি পন্থ নিরীক্ষএ।

॥ সয়ফুল মুলুকের উদ্বেগ ॥

রাগ : কামদ

ঝুরি ঝুরি আঙ্খি পন্থ নেহালি। ধ্রু।

কি জানি করমে লেখা বিষ কি অমৃত মাখা
মোহর করম-তরু ফল
সেই সেই উঠে মনে দহি দহি ক্ষণে ক্ষণে
ঘন মন আকুল বিকল।
আচম্বিত দূতবাণী শুভাশুভ কিবা শুনি
থর থর প্রাণি কাঁপে ডরে
ছটফট করে মতি কি হৌক কি হৌক গতি
কেমন কেমন প্রাণ করে।
নিকটেত কল্পনিধি দেয় বা না দেয় বিধি
ঘন মন করে উচাটন
দূরে থাকি উড়ে আনি কিফল ফলায় জানি
সেই ডরে না রহে জীবন।
অনেক দিবস ধরি যাহার আবেশ করি
প্রাণ শেষ করিল অসীম
কি জানি ঘটাএ বিধি এই কহি নিরবধি
চিত্ত বিত্তহীন বিরহিম।

। প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ।

ভাবিতে ভাবিতে মতি হইল অস্থির
উচাটন হই হৈল মন্দির বাহির।
উদ্যানে ভ্রমিয়া চিত্ত করএ নিবার
দীর্ঘল নিঃশ্বাস ছাড়ি কান্দে অনিবার।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই বৃক্ষতলে গিয়া
দেখিল সুন্দরী এক আছএ মুহিয়া।
অরুণ নয়ান দুই মুদিয়া রহিল
পূর্ণশশী মুখশশী উজ্জ্বল করিল।
আকাশে পাতালে শশী দেখি দুই স্থানে।
কেশ মুকাইয়া ফাঁদ পাতিছে মদনে।
সর্বাঙ্গে কমল যেন কমল পাঁপড়ি
জল ছাড়ি পদ্ম কেনে ধূলে আছে থুড়ি।
পুষ্প ছাড়ি ভ্রমরা লোভিছে তার ভিতে
মধু লোভে ভ্রমর যেন ভ্রমএ পুষ্পেতে।
যার চিত্র পূর্বেত দেখিল বস্ত্র মাঝ
সেই যেন দেখিয়া আছিল যুবরাজ।
যেই হনে সেই চিত্র আছিল দেখিয়া
চিত্র স্থলে চিত্ত কিবা আছিল লাগিয়া।
যদ্যপি বিচারি তার লাগ না পাইত
চিত্তের নয়ানে রূপ সদায় দেখিত।
চিত্তের নয়ানে জান দেখে যেইজন
সেই সে পরম তত্ত্ব গুরুর বচন।
স্বপন বচন যদি হইল প্রতেক
আচম্বিত দেখিলেক সেই রূপ রেখ।
দশনে উঠিল মনে বিচ্ছেদের ব্যথা
পড়িলেক মুহিয়া চরণে দিয়া মাথা।
পাইয়া কুমার গন্ধ জাগিল যুবতী
ঔষধের গন্ধে যেন জিঁয়ে সর্প-ক্ষতী।
সাবুটি গলায় ধরি কামাতুর মন
পুনরপি অতি কামে হারাএ চেতন।
চেতিলেক যুবরাজ কুমারীর পাশে
মৃতবৃক্ষ পল্লবিল বসন্ত বাতাসে।
এহিমতে পুনি পুনি ছিল অচেতন
একজন চেতিতে মোহএ আন জন।

পুনরপি কুমারী চৈতন্য হারাইল
কিঞ্চিত চৈতন্য লভ্তি কুমার দেখিল।
কুমারী মজিল তাতে না জানে কুমার
ধন্ধ হই মনেত লাগিল নির্ণিবার।
স্বপনে বা প্রত্যক্ষ দেখে ভাবে মনে মনে
কিবা হেন চরিত্র হইল মদ্যপানে।
অপূর্ব ভাবনা আর অস্থির মদন
কোলে তুলি লইয়া কান্দএ শোকমন।
অধিক প্রেমেত জ্ঞান কান্দিয়া বিকল
পড়িল কুমারী মুখে কান্দনের জল।
নয়নের জল যদি বদনে পড়িল
চৈতন্য লভিয়া কন্যা নয়ান মেলিল।
নয়ান মেলিয়া দেখে কুমারের কোলে
অতি কামে সাবুটি ধরিতে চাহে গলে।
লজ্জায় কিঞ্চিত ধৈর্য নাহি ব্যবহার
আঞ্চলে ঢাকিয়া মুখ লাগে কহিবার।
তুহ্মি হও কোন্ জন কহ মোর স্থান
ভিন্ন জন হই মোরে ধর কি কারণ।
মনুষ্য হইয়া কর দেবতা লঙ্ঘন
লাজ ভয় ধৈর্য জ্ঞান নাহি কিছু মন।
আজ্ঞা কৈলে আসি এবে যথ পরীগণ
তিলেকে লাঘব করি লইব জীবন।
প্রাণ হরিয়াছ তুহ্মি বোলে যুবরাজ
মৃত ঘটে শাস্তি করি সাধিবা কি কাজ।
মৃতকে করিতে শাস্তি কোন্ শাস্ত্রে আছে
আগে যে মরিয়া আছে সে কি মরে পাছে।
বধিতে অধম হীন কি বড় বিচিত্র
হীন প্রতি কৃপাদান বড়র চরিত্র।
তৃষ্ণিত জলধি মুঞি পাপিয়া পিপাসা
কৃপাবিন্দু বরষি পূরাও মোর আশা।

তুহ্মি পূর্ণ শশী মুঞি চকোর অধম
প্রেমেত বিষম হএ যদি নহে সম।
তুহ্মি কল্পতরু মুঞি ছায়ার আবেশী
অধমেরে ছায়া দিলে হৈবা কোন্ দোষী।
মুঞি হীন মীন তুহ্মি গহীন জলধি
মোর পরিত্রাণে হৈবা কোন্ অপরাধী।
মহাজন ব্যবহার সদয় হৃদএ
প্রধানে অধম দেখি ঘৃণা না করএ।
কৃপাকর অধমকে গৌরব বাসিয়া
সদৃষ্ট বচন এক বোলহ হাসিয়া।
মাতাপিতা ইষ্টমিত্র তেজি ধন জন
আইলুঁ তোহ্মার লাগি করি প্রাণ পণ।
চতুর্দশ অব্দবধি কষ্ট বিপরীত
তাহাতে নিঠুর হও কেমন চরিত।
যথ দুঃখ পাইল তোহ্মার অন্বেষণে
সে সব বাঞ্ছিল সুখ তোহ্মার স্মরণে।
এথ দুঃখে পাইল তোহ্মার দরশন
এখন তোহ্মার পদে এই নিবেদন।
শপথ তাহার যে পয়দা কৈল প্রাণ
শপথ তাহার যেই করিল নির্মাণ।
শপথ তাহার যেই কৈল রূপ রেখ
বস্ত্রেত দেখাই মূর্তি করিল প্রতেক।
শপথ তাহার যেই মদন নির্মিল
তোর রূপ মোর কামে যেই জনে দিল।
শপথ তাহার যেই করিল লজ্জিত
একবার হাসিয়া হেরহ মোর ভিত।
কন্যা বোলে মুঞি পরী আপনে মানব
তোহ্মার আহ্মার প্রেম না হএ সম্ভব।
বিশেষ জনক মোর মানী মহারাজ
সর্বথা না দিবে মোরে নরের সমাজ।

আর নরকুলে জান এই ব্যবহার
প্রেমে নিষ্ঠা নাহি নারী করে পরিহার।
কামাতুর জন তুহ্মি কাম আচরিবা
আহ্মা পাই স্থিতি হই আনেত মজিবা।
পাইলা বহুল দুঃখ দিলাম দর্শন
আত্মরক্ষা করি যাও আপনা ভবন।
যেমত করিলা তুহ্মি না বাসিও ভয়
সেসব ক্ষেমিল যাও আপনা আলয়।
জীবন থাকিতে আশা থাকিলে তোহ্মার
পুনরপি মোর নাম না লইঅ আর।
কুমার শুনিল যদি নিঠুর বচন
সাঞ্চাল পাইল যেন প্রেমের দাহন।
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া নৈরাশ অতিশএ
অতি তাপে পুনরপি মুহিয়া পড়এ।
কুমারী চরণে শির করিয়া শিয়র
অচৈতন্য পড়িলেক ভূমির উপর।
কুমার বিকল দেখি আকুল কুমারী
থুইলেক লোক লাজ এক ধার করি।
সাবুটি গলায় ধরি দিল আলিঙ্গন
নয়ানে বয়ানে করে সঘন চুম্বন।
কামাতুর মতি অতি বিপরীত গতি
কামিনী পুরুষ জিনি কামের আরতি।
প্রেমের সাগরে অতি তরঙ্গ দেখিয়া
লোকলাজ ভয়ে দূরে গেল পলাইয়া।
বয়ানে লাগিল যদি দশনের ঘাত
চেতিয়া কুমার অক্ষি মেলে অকস্মাত।
উঠিল তুরিত অতি সন্তোষ হৃদএ
কুমুদী উদয় যেন শশীর উদএ।
বুকে বুকে মুখে মুখে করে সাবুটিয়া
সর্ব অঙ্গে মিশাই অঙ্গ রহিল মজিয়া।

অধরে মধুর পান করে কাম রসে
পিয়াসী পাইল জল অনেক দিবসে।
বুকে বুকে লাগাইয়া কাঞ্চুলি করি দূর
কর যুগে কুচ যুগে মর্দএ প্রচুর।
জড়াজড়ি দুইজনে যেন লতা তরু
শিঙ্গার নিকটে যুগ উরু মধ্যে উরু।
অতি কামে রতিরস মাগএ কুমার
নহি নহি যুবতী বোলএ বারে বার।
উহুঁ উহুঁ নহি নহি ছাড় ছাড় মোক
অকুমারী বালা আহ্মি বুলিএ তোহ্মাক।
সর্বথাএ সত্য ভঙ্গ না কর আহ্মার
নহে নহে যুবতী বোলএ বারেবার।
ধৈর্য ধর বিলম্বে সিদ্ধি হইব কাজ
না কর কলঙ্ক মোর লোক মধ্যে লাজ।
পাপের পিরীতি নাহি রএ সর্বথাএ
লোক-ধর্ম রাখি কর্ম করিতে জুয়াএ।
আহ্মার বচন যদি না রাখ আপনে
তোহ্মারে বধিয়া প্রাণি তেজিমু এখনে।
কুমার বুলিল প্রিয়া খাও মোর মাথা
মনেত দেও মোর ধৈর্য বুলি ব্যথা।
চিরকাল পিপাসা অমৃত কূপে গিয়া
কেমতে রহিতে পারে ধৈর্য আচরিয়া।
জি'তে রোগী ঔষুধ না দিল বৈদ্যগণে
প্রাণ গেলে পরিত্রাণ করিব কেমনে।
কন্যা বোলে তুহ্মি হও কামাতুর মতি
মজিবা যথাত দেখ সুরূপা যুবতী।
সত্য তুহ্মি আহ্মা আগে কর মহামতি
আহ্মা ছাড়ি অন্যস্থানে না করিবা গতি।
রাজার কুমারী আহ্মি যুবতী অবলা
তোহ্মার অধীন হৈলে না করিবা হেলা।

কুমারে বুলিল সত্য করিনু নিশ্চয়
তুহ্মি বিনে আনে যদি মজাই হৃদয় ।
অধর্মে করিলে ভেলা ধর্মে হৈব নাশ
এই সত্য ধর্ম সত্য কৈল তোর পাশ ।
পুনরপি গুণবতী বুলিল বচন
মনুষ্যের সত্য কভু না রএ বচন ।
সত্য ধর্ম করি কর্ম সাধে আপনার
পশ্চাতে না রহে সত্য নর ব্যবহার ।
না করিব তোরে প্রেম যাই নিজ স্থানে
এ বুলিয়া বিমুখ হইলা কন্যা মনে ।
কুমারে দেখিল নাহি প্রত্যয় তাহার
কি কার্যে জীবন ছার রাখিব আহ্মার ।
খর্গ এক খরশান লইয়া তুরিত
আপনে বধিতে চাহে কুমার বিদিত ।
কুমারী দেখিল প্রাণ দেয় যুবরাজ
ছাড়ি দিল প্রবঞ্চনা প্রলাপের কাজ ।
তাহা হতে শতগুণে দহি প্রেমানলে
খর্গ কাড়ি ফেলাইয়া ধরে তার গলে ।
পুনরপি প্রেমবার্তা করি অতিশএ
মাগএ কুমার রতি রতির আশএ ।
ধীরে ধীরে কএ কন্যা মধুর বচন ।
শুন শুন প্রাণনাথ আহ্মার বচন ।
সত্য কৈলা যুবরাজ আহ্মার সহিত
আহ্মিহ করিল সত্য তোহ্মার বিদিত ।
ধর্মসাক্ষী করিয়া বরিলুঁ তোহ্মা পতি
তুহ্মি বিনে জান মোর নাহি অন্য গতি ।
কিন্তু মোর বাক্য এক কর অবধান
সর্বশাস্ত্রে তোহ্মার আছএ শুদ্ধজ্ঞান ।
তুহ্মি যদি মোর হৈল আহ্মিহ তোহ্মার
কোন্ ধর্মে উচিত করিতে পরদার ।

করহ বিবাহ কর্ম শাস্ত্রের বিহিত
তবে সে এমত কর্ম করিতে উচিত।
কুমারে বুলিল শুন মোর প্রাণেশ্বরী
গন্ধর্ব বিবাহ করি ধর্মসাক্ষী করি।
কন্যা বোলে এই কর্ম হৈব বড় দোষ
জনকে শুনিলে মোরে হইবেক রোষ।
ক্রোধে তোহ্মা পরীরাজে করিব নিধন
আহ্মিও তোহ্মার শোকে তেজিব জীবন।
আজি ক্ষেম প্রাণনাথ রতির আবেশ
কার্য সিদ্ধি কর শুনি মোর উপদেশ।
কুমারে বুলিল মুঞি তোহ্মা আজ্ঞাকারী।
কিমতে হইব কার্য বল সেই করি।
কন্যা বোলে পিতামহী আহ্মার আছএ
মনুষ্য উপরে সেই সদয় হৃদএ।
ধর্মশীল দয়াকারী করুণা উত্তর—
নরপ্রতি, কৃপা অতি নরের উপর।
বিশেষ শুনিয়া তোহ্মার রূপ জাতিকুল
বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রেম জন্মিব বহুল।
তান আজ্ঞাপাল মোর জনক ভূপাল
তথা গেলে সর্বপক্ষে উভয়ের ভাল।
সে দেশে যাইতে পন্থ অধিক সঙ্কট
পশু পক্ষী নিশাচর দানব বিকট।
জল জন্তু ভয় আর তরঙ্গ সাগর
আনলের গিরি আর কুলাকর্ণ নর।
জঙ্গীদেশের নর সব নর খাএ ধরি
আর যথ সঙ্কট কথা কি কহিতে পারি।
যাহার প্রতাপে মোর নামের ঘোষণ
তান আজ্ঞা পালে মোর জনক রাজন।
তাহান দেশের নাম রজত নগর
নিবেদন কর গিয়া তাহান গোচর।

কুমারে বুলিল কর্মে আছিল লিখন
এথ কষ্ট তরি জি'তে হৈল দরশন।
পুনরপি কষ্ট পন্থ দেও দেখাইয়া
সজীবে কেমতে যাব সে পন্থ তরিয়া।
কন্যা বোলে প্রাণপ্রিয় না বাসিও ভএ
আরোহিয়া দিব এক দানব কান্ধএ।
তোহ্মা অঙ্গে এসব সঙ্কট না লাগিব
তিন দিবসের মধ্যে তথা নিয়া দিব।
কুমারে বোলএ প্রিয়া যে কর আদেশ
করিব রহে বা প্রাণ হএ কিবা শেষ।
গলেগলে[1] জুড়িয়া আলাপে এইসব
নিশি অবসানে শুনে বিহঙ্গের রব।

। বদিউজ্জামালের খেদ।

। রাগ : শ্যামা গৌড়ী।

আজি কালকেতু মোর কাল হেতু
হইল দিবস গতি
নাগরী নাগর করিতে অন্তর
পোহাএ রসের রাতি।
অনেক দিবসে রসের আবেশে
যে পাইল আজি নিশি[2]
না পূরিতে আশ ভাঙ্গিল সে রস
দারুণ অরুণ আসি।
আহা দুষ্ট রবি কেনে বৈরী ভাবি
হরসি রসিক রস
দয়াহীন হৈয়া অবলা বধিয়া
পাইবা কেমন রস।[3]

১. গালেগালে—গ. ২. যেহেন পাইল এক নিশি—ঘ. ৩. কামে দএ হিয়া—ঘ.

নগরে নাগরী রস আশা করি
কামদ আমোদ অতি
কোন্ শাস্ত্রে হিত হেন বিপরীত
হরিতে এমন রাতি।
কুপিয়া যুবতী কষ্ট করি অতি
রবিকে দিয়াছে শাপ
বিরহিমে ভণে বুঝিতে কারণে[১]
অদ্যাবধি পাএ তাপ।[২]
সায়াদে বুলিল কি হেতু পাগল
বিধিএ করিব পূর্ণ আশ। [?]

। বিরহীর সূর্যনিন্দা ।

। পয়ার ছন্দ ।

আহারে দারুণ রবি পাপিষ্ঠ[১] দিবস
কেনে[২] আসি ভঙ্গ কর রসিকের রস।
অনেক দিবসে আহ্মি পাই এক নিশি
তাতে রস ভঙ্গ তুহ্মি কেনে কর আসি।
রসেত বিরস করি পাও কোন্ ফল
রসভঙ্গ পাপে তুহ্মি যাও রসাতল।
না জান রসের রস তুহ্মি মহাপাপী
থাকহ তপন হৈয়া চিরকাল তাপি।
যাবত্ত জীবন তোর ভ্রমিয়া অস্থির
এই দোষে প্রতি প্রাতে[৩] ছাড়িও মন্দির।
আইস আইস দিবাকর আইসহ দিবস।
ছাড়িলুঁ আগুনে তোর আজিকার রস।
এইমতে দুইজনে শোচি অন্য অন্য
রবির উদয়ে অর্ঘ্য দিতে অগ্রগণ্য।

১. বুদ্ধি অকারণে—খ. ২. আরম্ব ভেদিয়া পাএ তাপ—খ. ১. কঠিন—খ.
২. তুহ্মি—খ. ৩. মাসে—খ. গ. ঙ.

পূর্বদিকে আকাশেত রবির প্রকাশ
কহিতে লাগিল কন্যা কুমারের পাশ।
শুন শুন এক বাক্য শুন প্রাণেশ্বর
বৈকালে মালেকা মোরে সাধিল বিস্তর।
স্মরিয়া তোহ্মার দুঃখ কান্দিল যুবতী
তোহ্মা সনে মিলাইতে করিল কাকুতি।
উদ্যানে ভ্রমিতে আহ্মি তোহ্মাকে দেখিয়া
তোহ্মা হনে শতগুণে আছিল মজিয়া।
সম্মত না হইল মালেকার স্থান
কহিল কপট কথা তান বিদ্যমান।
বুলিল উচিত নহে আহ্মি অকুমারী
ভিন্ন পুরুষের কাছে যাইতে না পারি।
ছলিয়া নিঠুর হইয়া কহিল কথা
আর যদি কহ হেন না রহিব এথা।
এথ শুনি উঠি গেল বিরস বদনে
আকুল হৈয়া আহ্মি আইল এই স্থানে।
তোহ্মা দরশন বিনে না যাএ রহন
রহিল তোহ্মার পাশে আহ্মার জীবন।
কিন্তু না করিবা তুহ্মি এ বাক্য প্রচার
এই যে মিলন হৈল তোহ্মার আহ্মার।
মালেকাকে কহিও সাধিতে পুনর্বার
তবে ব্যক্তরূপে দেখা পাইবে আহ্মার।
এই বুলি সম্ভাষিয়া গেল নিজ স্থান
কবে পুনি হবে দেখা দগধে পরাণ।
জাগিল সকল লোক প্রভাত সমএ
মালেকা কন্যার পাশে আসিয়া মিলএ।
পুনরপি কাকুতি করিল স্তুতি[৪] করি
পুনরপি কান্দিল কুমার দুঃখ স্মরি।

৪. ভক্তি—খ.

ধরিল কন্যার করে মালেকার মাএ
মালেকা ব্যগ্রতা[৫] করি ধরে তার[৬] পাএ।
বদিউজ্জামাল তবু বোলে নহে নহে
অতি দুঃখে সেই দুই জীবন দিতে চাহে।
বুলিল আহ্মার যদি হইতা দুহিতা
তবে কেনে মোর বাক্য অমান্য[৭] করিতা।
আহ্মি নর তুহ্মি পরী মনে এই মান
তেকারণে মোর বাক্য নাহি অবধান।
এথ বুলি খর্গ হস্তে লএ দুই রামা
জীবন তেজিতে চাহে ক্রোধ অনুপামা।
বদিউজ্জামালে দেখি হেন বিপরীত।
করজোড়ে কহে কথা মাতার বিদিত।
শুন ভগ্নী শুন মাতা বচন আহ্মার
পালিব বচন যেই আদেশ তোহ্মার।
না কর এমন রোষ না কর বিরস
পালিব আদেশ সত্য হৈল তোহ্মা বশ।[৮]
এথ শুনি সানন্দ হইল দুইজন
না জানি কিমতে গেল নিশির স্বপন।
কুমারী কুমার পাশে নিশি গোঞাইল
এথাত সভার স্থানে এথ মায়া কৈল।
ধাইয়া মালেকা গেল কুমারের আগে।
হরিষে হরিষবার্তা কহিবারে লাগে।
সুন্দরী সম্মত হৈল আহ্মার বচনে
ক্ষেণেকে আসিব রামা তোহ্মার সদনে।[৯]
শুনিয়া কুমার হৈল সানন্দিত মতি
না কহে প্রকাশ করি নিশির ভারতী।

৫. বিগতি—গ. কাকুতি—ঘ. ৬. পড়িলেক—গ. ঘ. ৭. বৃথাএ—খ. অবশ্য—গ. মান্যতা—ঘ. ৮. পালিব তোমার সত্য হইয়া সন্তোষ—খ. ৯. এই তোমা দরশনে—খ.

ভাল সজ্জা করি স্নান কৈল পরিষ্কার
পরিল পবিত্র বস্ত্র ভাল অলঙ্কার।

। নায়িকা বদিউজ্জামালের রূপ ।

রবি শশী জিনি তার অপরূপ লীলা
ত্রিজগ মোহিতে পারে কি হএ অবলা।
এথাত যুবতী অতি রতিরূপ জিনি
করিয়া আপনাবেশ ত্রিজগ মোহিনী।
চাচর চিকুর ভাল বান্ধিয়া কবরী
কোটি কাম তথাত থুইলা বন্দী করি।
করিল সমুখ ভাগে কেশ দুই পাশ
সেই ভাঁতে রামের বনিতা বনবাস।
কপালে সিন্দূর আর তিলকের ফোঁটা
অরুণে বেঢ়িয়া আছে তারা গোটা গোটা।
বদন পূর্ণিমা শশী কমল বদনী
নয়ান খঞ্জন কিবা কুরঙ্গ নয়ানী।
এমত অপূর্ব কথা দেখে কোন্ জনে
রবি শশী ইন্দ্রধনু তারা একস্থানে।
সুন্দর বদনে তিল করএ বিরাজ
মধুকর পড়িয়াছে কমলের মাঝ।
নাসা খগপতি জিনি হৈল চন্দ্রধর[১]
মুখ শশী গ্রাসে হেতু ভুরু কাল ডর।
বিম্বফল জিনি অতি রঙ্গিমা অধর
রবিসুত মূলেত লটকে দিবাকর।
দশন ডালিম্ব বীজ[২] মধুর হাসনি
চপলা চমকে যেন সঘন যামিনী।
গ্রীবা অতি সুন্দর জিনিয়া মুতিহার
কুচযুগ কোলে দোলে অতি শোভাকার।

১. হৈল ছত্র ধর—গ. হৈল চক্রধার—ঘ. ইন্দ্র চন্দ্রধর—খ. ২. জিনি—খ.

কুচযুগ গজকুম্ভ হার গজমোতি
তথা হন্তে এথা আসি করিল বসতি।
কনক শ্রীফল দুই কিবা একডালে
কথা হেন দুই দ্রব্য গজের কপালে।
হৃদমধ্যে ধরিয়াছে কনক শ্রীফল
হীরকের মুখ যেন করে ঝলমল।
কুচবরে কাঞ্চুলি করএ থরথর
রসিকের হৃদএ পড়এ তার ভর।
ক্ষীণমাঝা নিতম্ব গুরুয়া ভাল শোভে
আছুক রসিকমন মুনির মন লোভে।
মৃতকে হাসিয়া যদি বুলিত বচন
অমৃত পাইয়া মৃত লভিত জীবন।
মধুর অধরে যদি ডাকিত হরিষে
ধাই মৃত আসিত অমৃত পান আশে।
কনক মৃণাল জিনি বাহু সুবলন
অঙ্গুলে আঙ্গুটি করে বলয়া কঙ্কন।
উরু সীতাপতি-কলা মধ্য সিংহ জিনি
চরণ সুরথ[৩] অতি মাতঙ্গ গামিনী।
ত্রিলোক মোহিনী রামা সাজে নানা ভাতি
অঙ্গেত লাবণ্য মাখি আছে রতিপতি।
কটিতে কিঙ্কিনী শোভে পায়েত নুপুর
কটাক্ষে ঈষৎ হাসি বচন মধুর।
ধীরে ধীরে চলে রামা উদ্যান উদ্দেশে
মধু লোভে ভোমরাএ ভ্রমে চারিপাশে।

৩. গহীন—খ. সুন্দর—ঘ.

। অভিসারিকা ।

রাগ : তন্ত্রীর । তুড়ি । লঘু ত্রিপদী ছন্দ ।

চল সখী সুধামুখী সাজাইয়া যৌবন ডালি
জীবন আমোদ মেঘের সম্বোধ—চলি যাএ হালি ঢলি । ধু

কামের পত্তন কামিনীরত্তন
রতির আরতি করি
রতিপতিবশে মতি সহরিষে
চলিল মদনপুরী ।
মুখ পূর্ণশশী মৃদুমন্দ হাসি
অধরে সুধার ধারা
অরুণ সিন্দূর ইন্দুর উপর
অক্ষি মাঝে দুই তারা ।
রঙ্গিমা নয়ান ভঙ্গিমা বয়ান
পঙ্কজ বদন শোভে
সুগন্ধি সৌরভে অমিয়া গৌরবে
ধাএ মধুকর লোভে ।
সেরূপ স্বরূপ হেন অপরূপ
ভবে কেবা দেখিয়াছে*
হীন বিরহিম শুনিয়া অসীম
দেখিতে ধাইছে পাছে ।[১]

* পরে অতিরিক্ত পাঠ : লঘুত্রিপদীতে/বোলে অধীনেতে/সহ্য কর ধৈর্য ধরি—গ.

১. ভণিতা—খ. গ. ঘ. ঙ.

। প্রিয়-মিলনে ।

যদি বা সুন্দরী সব চলিল সহিত
তারা যেন জ্যুতিহীন আদিত্য উদিত ।
প্রদীপ সমুখে যেন লাগে অন্ধকার
লুকাএ সুন্দরী সব গোচরে তাহার ।
যেই দিকে তেরচা নয়ন করি হেরে
থাকুক যোয়ান বৃদ্ধ হয়ে কামশরে ।[১]
অধর-অমৃতে মৃত ধড়ে আউ পাএ
নয়ানে দহে তারে অধরে জিয়াএ ।
পদরথী চলি গেল কুমারের পাশে
মাতা সঙ্গে মালেকা সহিত সহরিষে ।
নয়ানে নয়ানে যদি পড়ি গেল ভেদ
অমরা দুয়ের মতি আউ[২] পরিচ্ছেদ ।
সম্ভাষা করিল দুই নয়ানের ঠারে
পূর্বের সম্ভোগ প্রেম কে বুঝিতে পারে ।
পূর্বের সম্ভোগ যদি থাকে দুইজন
মুখ না নাড়িয়া কহে সংকেত[৩] বচন ।
পুনরপি সম্ভাষা করিল যথোচিত
লোক লাজে হেটমাথা কুমারী লজ্জিত ।
কুমারে পুছিলে বাণী না বোলে উত্তর
যদ্যপি গোপতে প্রেম লোক লাজ ডর ।
এথ বুঝি মালেকার মাতা চলি যাএ
গুরুজন রসের সময়ে না জুয়াএ ।

১. মুনির মন হরে—গ. বাল বৃদ্ধ যুবাদি কন্দর্পের শরে—ঘ. ঙ.
২. আয়—খ.
৩. সংক্ষেপ—খ. নয়ান—ঘ.

মালেকা অন্তর কৈল আর যথ জন
তিন বিনে চারি নাহি বিরল ভবন।
বিরল হইল যদি নিরল মন্দির
অন্যে অন্যে প্রেমবাত কহে ধীরে ধীর।
কেহ কহে কেহ শুনে কেহ রএ হেরি
মোহিয়া পড়এ কেহ আপনা পাসরি।
ক্ষেণেকে কুমারী দেখি কুমার মোহিত
ক্ষেণেকে কুমারী-মোহ হেরি তার ভিত।
ক্ষেণেকে তাম্বুল কেহ দেয় কার মুখে
ক্ষেণে প্রেম আলাপন করে মন সুখে।
সেই হতে সারা নিশি গোঞাইল রসে
নিদ্রা নাহি গেল কেহ রসের আবেশে।
মালেকা হরিষ অতি দুইয়ের মিলনে
সর্বাঙ্গ হাসএ কন্যা সরস বদনে।
মায়া করি কুমারীর করেত ধরিয়া
কুমারের করে দিল কৌতুক করিয়া।
সঙ্কোচ ভাঙ্গিল যদি দুই কামাতুর
নিঃশঙ্কে করএ পান অধর মধুর।
কুমারে কুমারী গলে ধরে দৃঢ় করি
কুমারীর সর্বঅঙ্গ করে করমুড়ি।
অন্ন পূর্বে লবণ ভক্ষএ নরগণ
রতির লবণ জান চুম্ব আলিঙ্গন।
লবণ হেরিতে আর লবণ ভক্ষিল
পরদার ডরে রতি সিদ্ধি না হইল।
যদি বা সম্ভোগে রতি না হৈল সম্ভোগ
পতিত দুইয়ের বিন্দু রতি উপভোগ।
সেই দিন সেই নিশি গেল এই মতে
মালেকার মাতা সতী আসিল প্রভাতে।
বুলিলা শুনহ পুত্র আহ্মার বচন
রজত নগরে তুহ্মি করহ গমন।

কুমারীর নয়নে[৪] চুম্বিয়া গলে ধরি
বহুল আদরে মাতা বৈসাএ কোলে করি।
বুলিল আদেশ কর যাউক কুমার
রজত নগরে গিয়া কার্য সাধিকার।
কুমারী বুলিল যেই তোহ্মা অঙ্গীকার
ভাল কিবা মন্দ সেই কর্তব্য তোহ্মার।

। সরবাভানুর সকাশে।

যেক্ষণে উদ্যানে কন্যা গোপতে দর্শিল
দিবস হইব করি নিজ স্থানে গেল।
সেই ক্ষণে একপত্র গোপনে লিখিল
কুমারের হাতে সেই পত্র নিয়োজিল।
যথ ইত্তি সেই পত্রে লিখিয়া আপনে
অব্যক্তে পাঠাই দিল পিতামহী স্থানে
কুমারের যথ[১] কষ্ট প্রেম[২] জাতিকুল
ত্রিলোকে নাহিক বঞ্চে তান সমতুল।
মজিল তাহার রূপে সত্য মোর মর্ম
মোকে কৃপা থাকিলে সাধিবা এই কর্ম।
এখনে মাতার আজ্ঞা পালিয়া যুবতী
এক দানবেরে ডাকি আনিল শীঘ্রগতি।
দানবকে সম্বোধিয়া বুলিল বচন
কুমারক তোর তরে করি সমর্পণ।
পন্থে নাহি পাএ কষ্ট এমত করিবা
শীঘ্রগতি রজতনগরে নিয়া দিবা।
দানব বুলিল সিদ্ধি হোক শুভ কাজ[৩]
তিনদিনে দিব নিয়া সেই রাজ্য মাঝ।

৪. বদন—খ.

১. প্রেম—খ. ২. রূপ—খ. ৩. যদি সিদ্ধি হএ কাজ—খ.

এথ শুনি কুমারে অধিক সানন্দিত
বিদায় হইল গিয়া সায়াদ বিদিত।
নৃপ মহাদেবী আর মালেকার পাশ
সভাত বিদায় হৈল অধিক উল্লাস।
সায়াদক সে সভাত কৈল সমর্পণ
জি'তে পুনি আসিলে হইব দরশন।
নতুবা মিসিরে তাক দিবা পাঠাইয়া
এবুলি দানব কান্ধে আরোহিল গিয়া।
আক্ষি মুদ—কুমারক দানবে কহিয়া।
নির্লক্ষ্য আকাশ পন্থে উঠে উড়া দিয়া
দেখিল অপূর্ব সব পন্থের মাঝার
ভয় না বাসিয়া আক্ষি মেলিল কুমার।
প্রথমে চলিয়া গেল ননীর সাগর
তার পাছে দেখিল আনল গিরিবর।
কুলাকর্ণ দেশ যদি হৈয়া গেল পার
তারপরে দেখিল হাবসী জঙ্গীবর।
তার পাছে ছাড়াইল দানবের দেশ[৪]
আর কথ অপূর্ব দেখিল সবিশেষ[৫]।
রজতনগরে যদি গেল তিন দিনে
কুমারক দানবে নামাএ একস্থানে।
সে দেশের মৃত্তিকা রজত বিনে নাই।
মাণিক্যের ঘর দ্বার সব সেই ঠাই।
রজতের বৃক্ষসব রজতের[৬] পাত
হীরামণি মাণিক্য ধরিয়াছে তাত।
আগর চন্দন বৃক্ষ বহুল তথাএ
চারিদিকে সমীরে সৌরভ লৈয়া যাএ।
সেসব দেখিয়া তুষ্ট হৈল নৃপসুত
বিধির নির্মাণ এথ আছএ অদ্ভুত।

৪. রাজ—প. ব. ৫. পদ্মরাজ—প. ব. ৬. সুবর্ণের—গ. মাণিক্যের—ঙ.

পুছিল দানব স্থানে কহ মহাশয়
কথাত সরবাভানু রানীর আলয়।
দানবে দেখাই যদি দিল সেই স্থান
নিঃশঙ্কে চলিয়া গেল রানী বিদ্যমান।[৭]
যথ কিছু দেখিলেক নৃপতি তনএ
কহিতে সেসব কথা পুস্তক বাড়এ।
অন্তপুরী মধ্যে যদি গেল যুবরাজ
সিংহাসন দেখিলেক এক টঙ্গীমাঝ।
রতনে জড়িত পাট বস্ত্রের ঢাকন
তারপরে বসিয়াছে কামিনী মোহন।[৮]
ডণ্ডবৎ কৈল গিয়া তাহার অগ্রেতে
স্তুতি ভক্তি করিলেক তাহার বিদিতে।[৯]
ভক্তি দেখি সদয় হৈল তার মন
কুমারক সম্বোধিয়া বুলিল[১০] বচন।
নির্বল মানব[১১] তুহ্মি হও নরজাতি
কিসের কারণে তুহ্মি এথা কৈলা গতি।
ডণ্ডবৎ না করিতা যদি ভক্তি করি
পাঠাইত এইক্ষণে তোকে যমপুরী।
কহ দেখি কেনে তুহ্মি এথা আগমন
নর হই দেব পুরী আসিলা কেমন।
কুমারে যথেক দুঃখ কহিল সকল
চরণে ধরিয়া অতি কান্দিয়া বিকল।
শুনিয়া সরবাভানু কুমারের কথা
চিন্তিত হৃদয়ে ধন্ধ রহে হেট মাথা।
বুলিল অশক্য এই তোহ্মার বিষএ
মোর সাধ্যে জানি সিদ্ধি হএ কি না হএ।

---

৭. নিসন্দে—কুমার তথা (তবে—গ) করিল পয়াণ—গ. ঘ.
৮. সুন্দরী একজন—গ. ঘ. ৯. বৃদ্ধনারী রূপে পারএ ত্রিজগ মুহিতে—গ. ঘ.
১০. জিজ্ঞসিল মধুর—খ. ১১. ধোলে ক্ষুদ্র জীব—ঘ.

তুম্মি হও নরজাতি সত্যহীন নর
বিশেষ পরীএ নরে নহে সমসর।
এথ শুনি কুমারে কান্দিয়া শোকাকুল
রানীর চরণে ধরি কান্দিল বহুল।।
পূর্বে রানী জানি ছিল কুমার সন্তাপ।
পরীক্ষিতে কুমারক করিল প্রলাপ।
সত্য কি অসত্য প্রেম পরখি চাহিল
নৈরাশ বচন কহি মরম বুঝিল।
বুঝিয়া কুমার প্রেম অতি দৃঢ়তর
করিল বহুল মান্য আদর বিস্তর।
বহুভাতি ভাল দ্রব্য দিল খাইবার
করিল বহুল কৃপা অশেষ প্রকার।
বুলিল তোম্মার চেষ্টা করিতে[১২] কারণ
গুলেস্তাঁইরামে যাইব এইক্ষণ।
বদিউজ্জামাল-তোর বিভার কারণ
নিবেদিব শাহ্বাল নৃপ বিদ্যমান।[১৩]
পুছিল পন্থের কষ্ট যথেক বৃত্তান্ত[১৪]
কুলগুণ প্রেমকষ্ট শুনি আদি অন্ত।
শুনিয়া সরবাভানু সকরুণা মতি
গুলেস্তাঁইরামে চলিল শীঘ্রগতি।
এক দানবের কান্ধে কুমার তুলিয়া
কুমারীর 'মহী' তথা গেলেক চলিয়া।
কুমারক রাখি এক উদ্যানের মাঝ
চলি গেল বৃদ্ধ রানী নৃপতি সমাজ।
বুলিল এথাতে তুম্মি রহ এহিক্ষণ
আগে চলি যাই আম্মি নৃপতি সদন।
জাতিকুল প্রেম কষ্ট কহিয়া তোম্মার
বদিউজ্জামাল ইচ্ছা করিয়া প্রচার।

১২. সেবা কাকুতি—ম. ১৩. নৃপতি সদন—খ. ১৪. কথা কুলের আদি অন্ত—ম.

অনুমতি লই আগে পাছে নিমু তথা
নহে জানি কিরূপ বিরূপ[১৫] হএ কথা।
এথ কহি কুমারক রাখিয়া উদ্যানে
চলিল সরবাভানু নৃপতি সদনে।[১৬]
কুমার দেখিল যদি বিচিত্র উদ্যান
স্বর্গপুরী হেন মনে কৈল অনুমান।
নানা বৃক্ষ নানা পুষ্প শোভে নানাস্থান
নানা জাতি বিহঙ্গ দেখিল পুষ্পবন।
যথেক অপূর্ব কিছু দেখিয়া আছিল
অমত অপূর্ব কভু কথা না দেখিল।
এমত অপূর্ব স্থান পরীর আলএ
সুরপতি স্বপনে এমত না দেখএ।
নানা ফল নানা রস পক্ষীসব খাএ
পরাণ কাড়িয়া লএ সুললিত রাএ।
তা দেখি কুমার অতি হরিষ অন্তর
ইষ্টদেব স্মরিয়া আনন্দ বহুতর।
তরুডালে সুললিত কুকিলা কুহলে
পুষ্পবনে মৃগী সব চরে কুতুহলে।
কুমার কৌতুক দেখি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
আগর বৃক্ষের ডালে বিশ্রামিল গিয়া।
দেখিল আগর পুষ্প ফুটিয়া আছএ
পুষ্প গন্ধ কাষ্ঠ গন্ধ চৌদিক ব্যপএ
পক্ষীসবে করে তথা সুললিত রব
মধুলোভে বেড়িয়াছে মধুকর সব।
দক্ষিণ পবন বহে সুগন্ধি সহিত
অতিরসে যুবরাজ নিদ্রায় পীড়িত।
পত্র শয্যা করিছিল হেমন্ত বাতাসে
সুতিছিল কুমারক বসন্ত আলসে।

১৫. কেমত—ঘ. ১৬. রাজা বিদ্যমানে—ঘ.

। দানব কবলে সয়ফুলমুলুক ।

নিদ্রাকালে অপকাল হইলেক ঘোর
দৈবের নিবন্ধে কিবা হএ মতি ভোর ।
দৈবযোগে[১] দুঃখদশা[২] হৈলে উপস্থিত
সুসম বিষম হএ ভাল বিপরীত ।
অমৃতে জন্মএ বিষ শুভে হএ মন্দ
খণ্ডিতে না পারে কেহ নিয়ম[৩] নিবন্ধ ।
পূর্বে যেই দানবের তনয় মারিল
মালেকাকে বন হতে উদ্ধারি আনিল ।
পুত্রবধ বার্তা পাই দানব রাজন
তাপিত কুপিত অতি অপমানী মন ।
কিমত মানব হৈয়া বধে মোর সুত
জগতে কোথাও আছে হেন অদ্ভুত ।[৩]
সহস্র[৪] দানব ডাকি আনি বিদ্যমান
পাঠাইয়া দিল পুত্র-বৈরী অন্বেষণ ।
আকাশ পাতাল ক্ষিতি করি পর্যটন
চরাচর জল স্থল বিচারে ভুবন ।
সাগর কানন গিরি চাহে যথাতথা
চল্লিশ দানব আইল বিচারিতে এথা ।
বৃক্ষতলে কুমারক দেখিয়া শয়ন
আচম্বিতে ডাক দিয়া করিল চেতন ।
জাগিয়া কুমার মুছে সে সবের স্থান
তুহ্মি সবে কেবা হও[৫] ডাক কি কারণ
সে সবে বুলিল আসি শাহবাল চর ।
আসিল শুনিতে বাক্য তোহ্মার গোচর ।

---

১. দোষে—ঘ. ২. যদি—ঘ. ৩. দৈবের—ঘ. ৩. হইছে এমত—ঘ. ৪. লক্ষ লক্ষ—ঘ.
৫. কেনে এথা—খ.

মায়াজাতি দানবের মায়া বাড়াইল
কুমারের মর্ম্মকথা সব গোচরিল।
কুমারে জানিল এই নৃপতির গণ
প্রশংসা হইব মোর কহিলে বচন।
এথ বুঝি সকল কহিল বিবরণ
যেই মতে দানবের বধিল জীবন।
সে সবে বুলিল ভাল করিলা সাহস
নৃপতি শুনিয়া তোর কহিয়াছে যশ।
নৃপতি কহিল তোহ্মা নিতে বিদ্যমান
চল মোর কান্ধে চড়ি করিহ পয়াণ।
কুমার সন্তুষ্ট হৈল শুনিয়া বচন।
দানবের কান্ধে চড়ি করিল গমন।
কুমার লইয়া কান্ধে দানব হরিষে
উড়ি যাএ দুরাচার উঠিয়া আকাশে।
সপ্তদিবা নিশি যাএ এক উড়া দিয়া
অষ্টদিনে তিষ্ঠে এক পর্বতেত গিয়া।
তথা নিয়া কুমারের বান্ধে হাত পাএ
ক্রোধমনে দুষ্ট সবে তর্জে সর্বদাএ।
বুলিল বর্বর তুহ্মি অতি মতি নাশ
পাত্র না চিনিয়া মর্ম করিলা প্রকাশ।
না জানিয়া মর্ম ব্যক্ত করে যেই জন[৭]
পশ্চাতে তার কর্মে ঘটে বিড়ম্বন[৮]।
শুনরে বর্বর তুহ্মি বোলে দুষ্টগণে
না বুঝি আপনা মৃত্যু ইচ্ছিলা আপনে।
তুহ্মি যে করিলা বধ পূর্বেত দানব
তাহান পিতার চর জান আহ্মি সব।
পুত্রবধ-বৈরী হেতু কুপিত রাজন
প্রতিস্থানে পাঠাইল অনুচরগণ।

৬. কৈল শীঘ্র আরোহণ—ঘ. ৭. করিলা সকল—খ. ৮. তার কর্মে পরিণামে ধরে এই ফল—খ.

আহ্মি সবে বিচারিতে এথাতে আসিলুঁ
যদি বা না চিনি তোকে বচনে চিনিলুঁ।
আপনে আপনা মৃত্যু ইচ্ছিলা বর্বর
আপনা পাএত হাঁটি আইলা যমঘর
এথ কহি কুমারক বান্ধি হাত পাএ
পুনরপি আকাশে উড়ি চলি যাএ।
এথ শুনি কুমারে চিন্তিত অকস্মাত
আচম্বিতে শিরেত পড়িল বজ্রঘাত।
ক্ষেণেকে ভাবিয়া চিত্ত করিলেক স্থির
বিপদে কাতর নহে পুরুষ শরীর
এই সে মরম তার দহিত সদাএ।
বদিউজ্জামাল পুনি পাএ বা না পাএ।
কুমারক নিল যদি নৃপতি গোচর
প্রকাশ হইল বার্তা দানব শহর।
সেই যে মালেকা হরি নিলেক মানব
সেই যে সাহস করি বধিল দানব।
সেই যে সাগর গিরি তরিল সকল
সেই যে পরীর সুতা করিল পাগল।
হেন জন বান্ধিয়া আনিল নৃপচরে
কৌতুকে মিলিল সব তাক দেখিবারে।
বৃদ্ধ যুবা বাল যথ পুরুষ রমণী
দেখিতে আসিল সব অপরূপ শুনি।
দেখিয়া কুমার রূপ কৃপা যুক্ত মন
নৃপতির আগে সবে কহএ শোচন।
কেহ বোলে চিত্ত দহে এহার লাগিয়া
বধিব এমত রূপ না ধরএ হিয়া।
কেহ বোলে এমত সুন্দর কলেবর
কিমতে করিব অস্ত্র তাহার উপর।
কেহ বোলে একযুক্তি করিয়া সকলে
যেইমতে পার প্রাণ রাখহ কুশলে।

দানব রাজার পাত্র সদয় হৃদয়
কুমারের রূপ দেখি কৃপা অতিশয়।
মন্ত্রী সমে সর্বলোক[১] দয়াযুক্ত মন
কেমতে রাখিব ভাবে কুমার জীবন।
দানবের রাজা যদি দেখিল কুমার
অতি ক্রোধে তর্জিয়া লাগিল কহিবার।
কড়মড় করে দন্তে ভ্রুকুটি বদন
মারমার ডাক ছাড়ে পাকাএ নয়ন।
কেনেরে অধম নর পাতকী অধর্ম।
মোর পুত্র বধিয়া সাধিলি কোন্ কর্ম।
তাপে কোপে ব্যাঘ্রডাক ছাড়ে দুরাচার
নয়নে বদনে অগ্নি নিকলে তাহার।
একে ভয়ঙ্কর মূর্তি বিকৃত নয়ন
আর বেশী তর্জিয়া গর্জিয়া ঘনঘন।
কুমার ত্রাসিত মতি নহে স্থির মন।
যে করে সে করে বিধি কর্মের লিখন।
নৃপতি করিল আজ্ঞা দূতগণ স্থান
খণ্ড খণ্ড কর তারে তিলের প্রমাণ।
আজ্ঞা পাই দূতসবে কুমারক ধরি
মারিতে আসিল বহু অপমান করি।
চিন্তিত সকল লোক দেখিয়া চরিত
শোকাকুল ভাবএ যথেক পাত্র মিত।
এক পাত্র ভাবি মনে যুক্তি কৈল সার।
করজোড়ে নৃপতিরে লাগে কহিবার।
শুন মহারাজা এক করি নিবেদন
হএ বা না হএ ভাবি চাহ নিজ মন।
সহস্র যদি হস্তে বস্তু হৈল আন্ধার
যেইক্ষণে লএ মনে পারি মারিবার।

১. মন্ত্রীসব সৎ লোক—খ.

প্রাণ শেষ হএ যদি অপমানী মান
সভানক একদৃষ্টে মরণ নিদান।
অপমানে নিত্য মৃত্যু জান সর্বদাএ
অপমান দিয়া প্রাণ লইতে জুয়াএ।
বিশেষ বচন এক আছএ বিষম
বদিউজ্জামাল তাকে দেখে প্রাণসম।
শাহবাল পরীরাজ সুতা সেই নারী
আহ্মা হনে সেই নৃপ বহুবল ধারী।
তার লাগি প্রাণ দিব সেই নারী বর
কন্যা লাগি সেই নৃপ ইচ্ছিব সমর।
চতুরঙ্গ দল সাজি আসিব এথাএ
তোহ্মা সঙ্গে অবশ্য যুঝিব সর্বথাএ।
যেমন ঘটন হএ বুঝি তার ভাব
পশ্চাতে তাহার প্রাণ করিমু সংহার।
পরাজয় হই যদি পরীরাজ হাতে
মৃত জিয়াইয়া প্রাণ দিবাম কেমতে।
জি'তা যখনে ইচ্ছা পারএ মারিতে
কোন্ জনে কথা পারে মৃত জিয়াইতে।
বুঝিয়া সে সব ভার লইমু পরাণ
এখনে করিয়া বন্দী দেও অপমান।
বিধি যাকে না মারে মরিতে কেবা পারে
বিধি যাকে মারে তাকে কে রাখিতে পারে।
নৃপতি শুনিল যদি পাত্রের বচন
হিত উপদেশ জানি ভাবে মনে মন।
ক্ষেণেক ভাবিয়া নৃপ কৈল অঙ্গীকার
বন্দী করি রাখ তারে সুড়ঙ্গ মাঝার।
দুই তিন দিনে অন্ন দিবা খাইবার
অপমান করিয়া সদায় তিরস্কার[১০]।

১০. করি সব দূতগণে মার—খ.

সহস্র রক্ষক দিল বহু দূতগণ
আজ্ঞা কৈল তাড়না করিতে সর্বক্ষণ।
কুমারে রহিল তথা ভাবি অপমান
পুনি প্রিয়া দর্শন আশে না তেজে পরাণ।
এথ কষ্ট অপমান ভয় নাহি মন
তথাপিহ নিশিদিশি সেই সে ভাবন।
ক্ষেণেক ধ্যানেত রহি বিরূপ গাহএ
ক্ষেণেকে শোকাকুল হই বিরহ কহএ।[১১]
আহা প্রিয়া তোর প্রেমে সাগর দুষ্কর
ক্ষেণে শোকাকুল ক্ষেণে ডরে ভয়ঙ্কর।
প্রেমে বিদারএ দুঃখ প্রেমে দহে মতি
ডরাই কথাত জানি করিবা বসতি।
ক্ষেণেকে বোলএ আহ্মি তোহ্মা পদ ভাবি
ত্রিলোকে তোহ্মার দাস মুঞি ক্ষুদ্রজীবী।
ভএ নাহি লিখি পত্র দুঃখ তোর পাশ
দহএ কমল পত্র দুঃখের হুতাশ।
আর যথ কৈল তথ দুঃখ আলাপন
জন্ম ভরি কহিলেহ না যাএ কহন।

। উদ্ধার-পর্ব ।

যখনে সরবাভানু গেল পুত্রস্থান
কুমারক রাখি গেল পুষ্পের উদ্যান।
ইষ্ট আলাপন আগে করি বহু ভাতি
নিবেদিল সময় পাইয়া গুণবতী।
কুমার বৃত্তান্ত যথ কহিল বিস্তর
পন্থের সঙ্কট যথ অশেষ প্রকার।
দানব বধের কথা কুলের বৃত্তান্ত
অশক্য সাহস যথ কহে আদি অন্ত।

১১. ক্ষেণেকে করুণা করি বীর কহএ—ষ. দুঃখ নিবারএ—গ.

রূপে কাম জিনি আর নতুন বয়স
বদিউজ্জামাল হৈল তার প্রেম বশ।
একে একে নৃপ তার সব নিবেদিল
এসব শুনিয়া রাজা হরিষ হইল।
ধন্ধ মতি নৃপতি বাখানে পুনি পুনি
মনুষ্য সাহস হেন কভু নাহি শুনি।
যেই নরজাতি হতে হএ হেন কাজ
তাহাকে গণিতে পারে নরের[১] সমাজ।
বদিউজ্জামাল মোর আজল[২] কুমারী
বিভা দিতে চাহি তারে বহু যত্ন করি।
পরীদেও মধ্যে যথ পুরুষ প্রধান
সভানের চিত্র দিল কন্যা বিদ্যমান।
কাহাতে না মজে চিত্ত গহীন হৃদএ
দম্পতি সুরতি রস কভু না জানএ।
আজি কোন ভাগ্য ফলে এমত হইল
কেমন নরেত তার হৃদয় মজিল।
আজি ভাগ্য শুভ ফল হইল আহ্মার
আজল কুমারী মোর ইচ্ছিল কুমার।
বুঝিল কন্যার মতি লএ মোর মনে
চিত্ত তার মজিয়া আছিল যে কারণে।
জাতিকুল প্রেম কষ্ট শুনিয়া সাহস
রূপগুণ দেখি হৈল তার চিত্ত বস।
আহ্মিহ এ সব শুনি অধিক উল্লাস
বিধাতা করুক পূর্ণ উভয়ের আশ।
কৃপামতি নরপতি কহে মাতা স্থানে
কথা সেই নৃপসুত আন বিদ্যমানে।
রানী বোলে সঙ্গে আহ্মি আনিছি কুমার
বৃক্ষতলে রাখিয়াছি উদ্যান মাঝার।

১. দানব—গ. লোকের—ঘ. ২. বালিকা—খ.

না আনিল এথাত সংকোচ[৩] ভাবি মন
না জানি কিমত আজ্ঞা করহ রাজন।
নৃপ বোলে করিলা অকর্ম অতিশএ
এমত নরের বৈরী অনেক আছএ।
পরী-দানবের বৈরী জানহ মানব
কি জানি একাকী পাই করে পরাভব।
কুশলে থাকুক সেই সিদ্ধি হোক কাজ
শীঘ্র চর পাঠাইয়া আন যুবরাজ।
রানীএ চল্লিশ পরী পাঠাএ তুরিত
শীঘ্র আন যুবরাজ রাজার বিদিত।
আজ্ঞা অনুসারে সবে আসি তুরমান
প্রতিস্থানে শতবার বিচারে উদ্যান।
বহু বিচারিয়া যদি লাগ না পাইল
বিরসে রানীতে আসি বার্তা গোচরিল।
অনুদ্দেশ কুমার শুনিয়া গুণবতী
বিচারিতে আপনে আসিল শীঘ্রগতি।
পঞ্চাশ সহস্র পরী সঙ্গতি করিয়া
প্রতিস্থানে স্থলে জলে চাহে বিচারিয়া।
পত্রে পত্রে বিচারে উদ্যান করি ভাগ
না থাকিলে কথাতে বিচারি পাএ লাগ।
কুমার বিহনে রানী আকুল হৃদএ
কথা গেল যাকে দেখে তাহাকে পুছএ।
যাকে পাএ সমুখে পুছে বিবরণ
কেমতে কহিতে নারে না জানে বচন।
হেনকালে সমুখে মিলিল বৃদ্ধ পরী
তাহাকে পুছিল রানী বহু যত্ন করি।
নররাজ সুত এই উদ্যানে আছিল
তুহ্মিনি জানহ বার্তা কথা চলি গেল।

৩. সঙ্কট—গ.ঘ.

পরী বোলে চিনি নাহি সেজন কেমন
দানবে বান্ধিয়া নিছে নর একজন।
জলন্ত কাপল[৪] সেই দানবের দেশ
সেই ভিতে নর লৈয়া করিল প্রবেশ।
এথেক শুনিয়া রানী হৈল চমকিত
বার্তা জানাইল গিয়া নৃপতি বিদিত।
সেই যে দানব রাজার তনয় বধিল
সেই সবে আসিয়া কুমার হরি নিল।
এখনে করহ কর্ম যেমত জুয়াএ
লজ্ঘিয়া তোহ্মার স্থানে করিল অন্যায়।
মৃত হন্তে অপমান লএ মোর মন[৫]
এথ দুঃখ পাই যেবা লইল শ্মরণ।
রাজা বোলে সাজোক মোহর যথ বল
দানব দেবতা পরী সাজহ সকল।
নিজ প্রাণ দেই কিবা রণেত যাইয়া[৬]
কিবা রণ জিনি তাকে আনি উদ্ধারিয়া।
এই সে কলঙ্ক মোর হৈল লোক মাঝ
আহ্মার শরণে[৭] প্রাণ দিল যুবরাজ।
অপমান সম দুঃখ না হএ মরণ
এই অপমানে আহ্মি তেজিব জীবন।
বিশেষ তনয় হীন একই তনয়া
শুনিলে কুমার শোকে তেজিবেক কায়া।
দারুণ তনয় শোকে রহিতে নারিব[৮]
রণে বা শোকে বা সত্য জীবন তেজিব।[৯]
রণ জিনি করি কিবা কুমার উদ্ধার
কিবা রণ করি তেজি জীবন আহ্মার।

৪. কাফন—গ. কফুন—ঘ. ৫. তাহার কারণ—গ.
৬. লোকলাজ যাএ কিবা জলেত মজিয়া—গ. ঘ. ৭. আশ্রমে—খ.
৮, প্রাণ না সহিব—গ. ঘ. ৯. তার মুখ মনে করি পরাণ তেজিব—খ.

সজীবে থাকএ যদি নৃপতি তনয়
সবংশে দানব কুল বধিব নিশ্চয়।
যাবত জগত রহে থাকিব ঘোষণা
আশ্রিতের লাগি প্রাণ দেয় মহাজনা।
যাবত কুমারী মোর বার্তা নাহি পাএ
তাবত সাজিয়া তথা যাইতে জুয়াএ।
এথ কহি নৃপতি করিল অঙ্গীকার
সাজৌক যথেক লোক আছএ আম্ধার।
দানব দেবতা পরী যথ ত্রিভুবন
সাজিয়া চলিল সবে যুদ্ধের কারণ।
বদিউজ্জামাল তথা মন[10] উচাটন
সদাএ দহএ মতি কুমার কারণ।
কার্যের বিলম্ব দেখি হইল ফাফর
চলিয়া জনক গড়ে[11] আসিল সত্বর।*
পিতামহী দেখি রামা ভক্তি অতিশএ
আপনা কার্যের বার্তা হরিষে পুছএ।
বোলে কহ পিতামহী কথাত কুমার
কি আজ্ঞা করিল নৃপ কার্যেত আম্ধার।
চিন্তিত বদনী রানী কিছু নাহি কহে
দেখিয়া কুমারী মুখ হেট মাথে রহে।
মুখে নাহি সরে বাণী কি কহিব বাত
বিরস বদনে রহে গালে দিয়া হাত।
কুমারী বুলিল কেনে না কহ বচন
বুঝিল স্বরূপ এই বিরূপ লক্ষণ।
চমকি বক্ষেতে হানি কান্দিতে কান্দিতে
কহ কহ কোন্ বার্তা লাগিল পুছিতে[12]

১০. চিত্ত—গ.ঘ. ১১. ঘরে-গ. ঘ. ১২. মুছিয়া পড়িল—খ.
* অতিরিক্তপাঠঃ প্রিয় যদি পাবে করি হেন থাকে মন
অগ্রসেন সুতরূপ কর আরাধন—খ.

কান্দিয়া সরবাভানু কিঞ্চিত কহিল
শুনিমাত্র অচেতন ভূমিতে পড়িল।
এক দিবা এক রাত্রি ছিল অচেতন
জানিল জামাল ধড়ে[১৩] নাহিক জীবন।
মাতাপিতা আকুল আকুল সর্বজন
কি হৈল কি হৈল করি করএ কান্দন।
অনেক প্রকারে যদি চেতন লভিল
অতি শোকে বিলাপিয়া কান্দিতে লাগিল।

। বদিউজ্জামালের কান্না ।

লাচাড়ি | দীর্ঘছন্দ

সরবাভানুর বাণী বদিউজ্জামাল শুনি
চমকি উঠিল আচম্বিত
পুছিল সকল লোকে কি হৈল কি হৈল তাকে
কান্দএ বেঢ়িয়া চারি ভিত।
কেহ বোলে মহাবায়ু কেহ বোলে নাহি আয়ু
কেহ বোলে হৈল অপস্কার[১]
মাতাপিতা সুতাশোকে কি হৈল কি হৈল তোকে
বিলাপিয়া কান্দে অনিবার।
কান্দে যথ পরীগণ কান্দে পাত্র পরিজন
কান্দে আর যথ পুরবাসী
জননী লইয়া কোলে কি হৈল কি হৈল বোলে
রাহুগ্রাস হৈল পূর্ণশশী।

---

১৩. কণ্ঠেতসবে—গ. ঘ.
১. অপকার গ. তেজিল জীবন—খ.

তত্ত্ব কেহ নাহি জানে হেন হৈল কি কারণে[1]
কি হৈল কি হৈল সবে বোলে
কর্ণে কিছু নাহি শুনি আকাশে উঠিল ধ্বনি
অনির্ণয় কান্দনের রোলে।
স্থকিত সরবাভানু শোকেত সকল তনু
কহিতে মুখেত নাহি রাও
যদি জানে মর্মকথা কহিতে লাগএ ব্যথা
হৃদয়ে লাগিছে শেল ঘাও।
ধীরে ধীরে বৃদ্ধরানী গদ গদ কহে বাণী
শুন নৃপ আহ্মার বচন
বিয়োগে কুমারী মতি হইয়াছে মৃত্যুগতি
কুমারের শোকে অচেতন।
মোহতে পুছিল বাত উত্তর না দিল তাত
কি বুলিব নাহি সরে বাণী
দেখি মোর মনগতি দহিল কন্যার মতি
সঙ্কট ঘটিল হেন জানি।
যেমত কুমার প্রেম সেইমত অনুক্রম
কুমারী মজিল তার পরে
না পাই নাগাল তার প্রাণ না রাখিব আর
এই সত্য কহিল তোহ্মারে।
রাণীর বচন শুনি কহিলেক নৃপমণি
এবে বোল কি হবে উপাএ
জিয়ে বা না জিয়ে চাই যে বোল করিব সেই
তথ্য জানি কহিতে জুয়াএ।
রানী বোলে জিয়ে সতী শোকে দগধিছে মতি
তেকারণে হৈছে অচেতন
কহ তার কর্ণ মাঝ এথা আইসে যুবরাজ
মৃত ঘটে লভিব জীবন।

১. পুছিব কাহার সনে—খ.

কথা কথা কথা বলি পুছিব নয়ান মেলি
আশ্বাসিবা প্রতিষ্ঠা বচন
উঠ উঠ গুণবতী আনি দিব তোর পতি
সত্য কৈল তোর বিদ্যমান।
জনকের উপদেশে সবে মিলি এই ঘোষে
হের দেখ আসিল কুমার
কেহ বোলে হের আইসে কেহ বোলে হেথা বৈসে
উচ্চস্বরে বোলে বারেবার।
একনিশি একদিন আছিল জীবনহীন
দ্বিতীয় দিবস হৈল আসি
কুমার আসিল বোলে কন্যা শুনি এই রোলে
জি'ল কর্ণে বচন[৩] প্রবেশি।
মেলিয়া কুমুদ-অক্ষি পুছএ কমল-মুখী
কথা কথা প্রাণনাথ মোর
সুধাতনু থুইয়া এথা প্রাণি মোর গেল কথা
জীবন হরিল কোন্ চোর।
রাজা বোলে শুন সতী শান্ত কর নিজ মতি
সত্য কৈল তোহ্মার গোচরে
সাধিব তোহ্মার কাজ আনি দিব যুবরাজ
প্রতিজ্ঞা করিল তোর তরে।
না করিলে এই কাজ অঘোর নরক মাঝ
চিরকাল হৌক মোর বাস
রণ জিনি উদ্ধারিয়া কুমার আনিব গিয়া[৪]
সবংশে দানব করি নাশ।
বিলাপিয়া বোলে সতী জিয়ে বা না জিয়ে পতি
কোন্মতে আনিবা উদ্ধার
শীঘ্র যাও রণমাঝ বধহ দানবরাজ[৫]
আহ্মি থাকি বার্তা-পন্থ হেরি।

৩. জি'ল কন্যা জীবন প্রকাশি—গ. ঘ. জীব কর্ণে—খ.
৪. আনিব তোমার প্রিয়া—খ. ৫. উদ্ধারহ নররাজ—গ. ঘ.

যদি থাকে সকুশলে বঞ্চিব তোম্মার মেলে
কথদিন জীবন রাখিয়া
যদি মারি থাকে তাকে মরিব তাহার শোকে
প্রাণ আছে বার্ত্তা অপেক্ষিয়া।
কন্যার বচন শুনি চলিলেক নৃপমণি
চতুরঙ্গ দল করি সাজ
আকাশ পাতাল ভরি সাজি চলে যথপুরী
যুঝিবারে দানব সমাজ।
মহাকোলাহল[৬] করি কম্পএ সাগর গিরি
আকাশ পাতাল যে কম্পিত
ত্রিলোকের লোক ধন্ধ না বুঝএ ভালমন্দ
ভাবএ প্রলয় উপস্থিত।
রবিশশী অস্ত যাএ তারাগণ ত্রাস পাএ
হেরএ আকাশে চুপি দিয়া
ভএ ধাএ সুপবন ভএ বৃক্ষ কম্পমান
বাসুকী পাতালে রহে গিয়া
জলদ আকাশ ছাড়ি ধায়ন্ত সাগরে পড়ি
সাগরে তরঙ্গ বাড়ে ভএ
সাগরে লুকায়ে মীন ভএ কম্পে রাত্রদিন
সঙ্কট শুনিয়া অতিশএ।
এহিমতে পরীরাজ দানবের দেশমাঝ
কটক সাজাই চলি গেল
বদিউজ্জামাল এথা স্মরিয়া কুমার ব্যথা
নিশিদিশি কান্দিতে লাগিল।

৬. কলরব—খ.

। বদিউজ্জামালের বিলাপ ।

। পয়ার ছন্দ ।

দানব রণেত যদি গেল পরীপতি
এথা পন্থ নিরক্ষিয়া কান্দএ যুবতী।
আহা রে দারুণ বিধি নিদয়া হৃদএ
কিঞ্চিত নাহিক দয়া তোহ্মার মনএ।
আহারে দারুণ কর্ম দুরন্ত সকল[১]
আহারে দারুণ জন্ম জীবন বিফল।
আহারে প্রাণের নাথ প্রাণের আবেশি
আহারে সুন্দর মুখ পূর্ণিমার শশী[২]।
আহারে সুন্দর অঙ্গ কাম অবতার
আহারে কমল হাসি মধুর সঞ্চার।
আহারে দারুণ বিধি তুহ্মি নিদারুণ
অল্প বয়সে মোরে দিলা জ্বলন্ত আগুন।
আহারে দারুণ বিধি কেনে হৈলা বৈরী
কি ফল হৈল তোর নারী বধ করি।
আহারে কেমন শাস্ত্রে নারী বধ ধর্ম
আহারে কেমন ধ্যানে করে হেন কর্ম[৩]
আহা চতুর্দশ অব্দ দুঃখ অনিবার
আহা সেই নিশি দুঃখ খণ্ডিল তাহার।
আহা সেই যামিনীতে গুপ্ত দরশন
আহা সেই প্রেমবার্তা গাঢ় আলিঙ্গন।
আহা বিধি কেনে কৈলা এথ বিড়ম্বন
আহা কণ্ঠে কেনে রহে দারুণ জীবন।

১. দুষ্কর কম দারুণ দুষ্ফল—ঘ.ঙ. জন্ম দুক্কের কপাল—গ.
২. জিনি রবিশশী—ঘ. ৩. আহা বিধি এই ছিল নসিবের কর্ম—খ.

আহারে যৌবন মোর পূর্ণ অকুশল
আহা কর্মফলে মোর পূর্ণ অমঙ্গল।
আহা প্রাণনাথ মোর কৈল কোন্ গতি
আহারে দারুণ দুষ্ট পাপিষ্ট দুর্মতি।
কি কৈলি কি কৈলি[৪] মোর যৌবন বান্ধব
কি কৈলি কি কৈলি মোর জীবন দুর্লভ।
কি কৈলি কি কৈলি মোর প্রাণ কাড়ি নিয়া
কি কৈলি কি কৈলি দুষ্ট নিদারুণ হিয়া।
কি কৈলি কি কৈলি মোর অমূল্য রতন
কি কৈলি কি কৈলি মোর জীবের জীবন।
কি কৈলি কি কৈলি জীবনের আশ
কি কৈলি কি কৈলি রঙ্গ হাবিলাষ।
কি কৈলি কি কৈলি মদন রঞ্জক[৫]
কি কৈলি কি কৈলি আপদ তারক।
কি কৈলি কি কৈলি ক্ষুধার ভোজন[৬]
কি কৈলি কি কৈলি তৃষ্ণার জীবন।
কি কৈলি কি কৈলি গিরিষার বাও
কি কৈলি কি কৈলি বরিষার নাও।
কি কৈলি কি কৈলি শীতের উড়ন
কি কৈলি কি কৈলি ক্ষীর ননী সর[৭]।
কি কৈলি কি কৈলি তিমিরের শশী
কি কৈলি কি কৈলি কৌতুকের নিশি।
কি কৈলি কি কৈলি দিনের দিনেশ
কি কৈলি কি কৈলি মনের আবেশ।
কি কৈলি কি কৈলি কর্ণের কুণ্ডলী
কি কৈলি কি কৈলি অক্ষির পুতলী।
কি কৈলি কি কৈলি হাস্য পরিহাস
কি কৈলি কি কৈলি জনম উল্লাস।

৪. কি হৈল কি হৈল—খ.

৫. সঞ্জোপ—ঘ. ৬. ব্যঞ্জন—খ. ৭. বসন্ত দোসর—গ.

সরবাভানুর কাছে ক্ষেণে ধাই যাএ
বিলাপ করেন্ত ধরি পিতামহী পাএ।
ফালদিয়া বুকে ঘাও হানে মুষ্টি ঘাএ
কথা গেল কথা গেল বোলে সর্বথাএ।
কথা গেল কথা গেল মোর প্রাণপতি
কথা গেল কথা গেল কাহার সঙ্গতি।
কথা গেল কথা গেল মোরে উপেক্ষিয়া
কথা গেল কথা গেল মোরে পাসরিয়া[৮]।
কথা গেল কথা গেল কে জানে উদ্দেশ
কথা গেল কথা গেল কি জানি কোন্ দেশ।[৯]
কথা গেল কথা গেল নিল কোন্ চোরে
কথা গেল কথা গেল বিসর্জিয়া মোরে।
কথা গেল কথা গেল আমা পরিহরি
কথা গেল কথা গেল কেবা কৈল চুরি।[১০]
কথা গেল কথা গেল বুলি কুটে হিয়া
কথা গেল কথা গেল কে দিব কহিয়া।
কথা গেল কথা গেল গেল কার পুরী
কথা গেল কথা গেল নারী বধ করি।
কথা গেল কথা গেল মোর প্রাণ ধন
কথা গেল কথা গেল জীবের জীবন।
কথা গেল কথা গেল কি হৈল না জানি
কথা গেল কথা গেল বার্তা দেঅ আনি।
কথা গেল কথা গেল কেবা নিল তাকে।
কথা গেল কথা গেল কি কহিব মোকে
কথা গেল কথা গেল তত্ত্ব জানে কোনে
কথা গেল কথা গেল কিসের কারণে।
কথা গেল কথা গেল কি কহিব কথা
কথা গেল কথা গেল মুঞি যা'ম তথা।[১১]

৮. মোর প্রাণ নিয়া—গ.ঘ.

৯. অনুদ্দেশ—গ.ঘ. ১০. নিল ধরি-গ.ঘ. ১১. পুছে যথাতথা-ঘ.

কথা গেল কথা গেল কহ পিতামহী
কথা গেল কথা গেল মোকে দেঅ কহি।
কথা গেল কথা গেল দেঅ উদ্দেশিয়া
কথা গেল কথা গেল মোরে দেঅ নিয়া।
কথা গেল কথা গেল কার উপদেশ
কথা গেল কথা গেল কহ সেই দেশ।
কথা গেল কথা গেল কহ সত্য কথা
কথা গেল কথা গেল খাও মোর মাথা।
কথা গেল কথা গেল কহি দেঅ কথা
কথা গেল কথা গেল পুছে যথা তথা।
কথা গেল কথা গেল কে মোকে কহিব
কথা গেল কথা গেল তথাত যাইব।
কথা গেল কথা গেল মোর প্রাণপতি
কথা গেল কথা গেল কি হৈল দুর্গতি।
কথা গেল কথা গেল মোর শিরের তপন
কথা গেল কথা গেল মোর হেমন্তে উড়ন।
কথা গেল কথা গেল মোর বসন্ত কুশল
কথা গেল কথা গেল মোর গিরির শীতল।
কথা গেল কথা গেল মোর বস্ত্র আচ্ছাদন
কথা গেল কথা গেল মোর শরৎ জীবন।
কথা গেল কথা গেল মোর ভাবের শোভন
কথা গেল কথা গেল মোর জীবের জীবন।
কথা গেল কথা গেল মোর পরাণের পতি
কথা গেল কথা গেল মোর নয়ানের জুতি।
কথা গেল কথা গেল কি হৈল প্রমাদ
কথা গেল কথা গেল মোর মরণের সাধ।
কথা গেল কথা গেল অন্নের ব্যঞ্জন
কথা গেল কথা গেল বঞ্জন লবণ।
কথা গেল কথা গেল মোর স্থিতাস্থিত ধরা
কথা গেল কথা গেল মোর গোরস শর্করা—

কথা গেল কথা গেল মোর অঙ্গের শান্তিত
কথা গেল কথা গেল মোর মনের বাঞ্ছিত।
কথা গেল কথা গেল মোর মরম ব্যথিত
কথা গেল কথা গেল দুই লোকের হিত।
কথা গেল কথা গেল দুই লোকের স্বর্গ
কথা গেল কথা গেল মোর বোল বন্ধুবর্গ।
কে নিল কে নিল মোর চিত্তের বিলাস[১২]
কে নিল কে নিল মোর হাস্য পরিহাস।
কে নিল কে নিল মোর নাসার পবন
কে নিল কে নিল মোর কর্ণের শ্রবণ। [১৩]
কে নিল কে নিল মোর মধু মাস ঋত
কে নিল কে নিল মোর মন প্রবাহিত।
কে নিল কে নিল মোর দুই লোক বন্ধু
কে নিল কে নিল মোর আনন্দের সিন্ধু।
কে নিল কে নিল মোর নষ্ট উদ্ধারক
কে নিল কে নিল মোর কষ্ট সুসারক।
কে নিল কে নিল মোর জীবনের প্রভা
কে নিল কে নিল মোর যৌবনের শোভা।
কে নিল কে নিল মোর কন্ঠ নীল মণি
কে নিল কে নিল মোর ঘটের পরাণি।
কে নিল কে নিল মোর অপরূপ লীলা
কে নিল কে নিল মোর তিমির চপলা।
কে নিল কে নিল মোর মোহন মূরতি
কে নিল কে নিল মোর মনের আরতি।
কে নিল কে নিল মোর মুখের মধুর
কে নিল কে নিল মোর শীষের সিন্দূর
কে নিল কে নিল মোর প্রাণ অলঙ্কার
কে নিল কে নিল মোর জীবকণ্ঠ হার।

১২. চিত্ত হাবিলাষ-গ. ১৩. প্রাণের প্রাণ-গ.

কে নিল কে নিল মোর ভোজনের রস
কে নিল কে নিল মোর শয়ন সরস।
কে নিল কে নিল মোর অক্ষির পুতলী
কে নিল কে নিল মোর কমলের অলি
কে নিল কে নিল মোর তরণী কাণ্ডার[১৪]
কে নিল কে নিল মোর অষ্ট অলঙ্কার।
কে নিল কে নিল মোর সর্বস্ব সকল
কে নিল কে নিল মোর কল্পতরু ফল।
কে নিল কে নিল মোর গজমোতি হার
কে নিল কে নিল মোর সারঙ্গের তার।
কে নিল কে নিল মোর জীবনের শোভা
কে নিল কে নিল মোর যৌবনের লোভা।
কে নিল কে নিল মোর নয়ানের তারা
কে নিল কে নিল মোর স্বপন কুঁয়ারা।
কে নিল কে নিল মোর শয়নের সুখ
কে নিল কে নিল মোরে দিয়া এথ দুখ।
কে নিল কে নিল মোর নাটগীত রঙ্গ
কে নিল কে নিল মোর আনন্দ মৃদঙ্গ।
কে নিল কে নিল মোর সুখ মন ভাগ
কে নিল কে নিল মোর তাপ অনুরাগ।
কে নিল কে নিল মোর শয়ন শোয়ার
কে নিল কে নিল মোর বুলি কান্দে বারেবার
এমতে তেমতে কন্যা নানা মতে মতে
পুছিতে শোচিতে বাক্য কান্দিতে কান্দিতে।
যাহাকে দেখিত তার চরণে ধরিয়া
সেইমাত্র জপিত সকল পাসরিয়া।
কে কহিব কে জানে যথেক দুঃখকথা
এ দুঃখের যে দুঃখী কিঞ্চিত জানে ব্যথা

১৪. অরুনি কস্তুর-গ.

কেমনে হরিল বল মোর প্রাণেশ্বর
কিমতে পাইল লাগ দানব দুস্কর।
কিমতে ধরিয়া নিল ছলিয়া তাহারে
কিমতে রাখিল আনি উদ্যান মাঝারে।
কেনে বা নিঃশব্দ হই ছিল প্রাণেশ্বর[১৫]
কেনে বা দানবে নিতে না দিল উত্তর।
কেমন মোহিনী দিয়া ভুলাইল মন
পরীরাজ দোহাই না দিল কি কারণ।
কেমন বান্ধিল তোর কোমল শরীরে
না জানি কেমন কৈল কেমত প্রকারে।
কেমনে রাখিব বল প্রাণ অভাগিনী
কেমন আছএ প্রিয় নির্ণয় না জানি।
কেনরে দারুণ অক্ষি হেরিলা বদনে
কেনরে পাপিষ্ঠ প্রেম লাগাইলি মনে।
কেনরে বান্ধিলি মন তিলেক দর্শনে
কেনরে পুড়িয়া মর বিরহ আগুনে।
একে বিরহের কষ্ট না সহে অঙ্গনা
প্রভুর কেমত কষ্ট কেমত বেদনা।
একে বিচ্ছেদের কষ্ট আর প্রাণ ভএ
আর জানি দুষ্ট সবে কেমত করএ।
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবান্ধব আর তিরস্কার
কোমল শরীর মধ্যে দুষ্টের প্রকার।
চতুর্দশ শব্দ দুঃখে না হৈলা তুষ্ট
পুন দুঃখ ঘটাইলা হই অতি রুষ্ট।
ধার্মিক কুমার বিধি কিবা কৈল দোষ
তার লাগি তোহ্মার এথেক মনে রোষ।
বুঝিলুঁ বিধাতা তুহ্মি দয়াধর্মহীন[১৬]
দানব পাপীর হাতে দৈবের অধীন।

১৫. আছিল কুমার—খ. ১৬. অধর্ম কঠিন—প. ঘ.

সুজনে দুর্জন-হাতে দেঅ পরাভব
দানবের হাতে দিলা দুর্লভ মানব।
জন্মাবধি যাহাকে দহিলা প্রেমানলে
পুনি তারে আর কষ্ট দিলা কোন্ ফলে।

॥ সংগ্রাম ॥

এইমতে এথাতে কান্দএ গুণবতী
ওথা যুদ্ধ করে রাজা দানব সঙ্গতি।
সমুখ মিলন যদি হৈল পরী দৈত্য
কম্পমান হৈল পাতাল স্বর্গ মর্ত্ত্য।
দৈত্যে-দৈত্য পরী-পরী দানবে দানব
যক্ষে যক্ষে দেবে দেব ভৈরবে ভৈরব।
অসুরে অসুর যুদ্ধ রাক্ষসে রাক্ষস।
গন্ধর্বে গন্ধর্ব রণ বিষম সাহস।
পরা (?) ভেরী মৃদঙ্গ ঝাঁঝরা করতাল
মরা[১] ? মেরু জুনুজুনু[২] ভয়ঙ্কর কাল।
ভুত ভয়ঙ্কর নাদে রাক্ষসের দর্প
কোপে শ্বাস করে যেন বিষমকাল সর্প।
ভ্রুকুটি কুটিল মুখ কড়মড়ি দন্ত
আকৃতি বিকৃতি কৃতি প্রকৃতি যাবন্ত।
কার দুইচারি দশবিশ শত কর
কার বাহু করপদ কার মুণ্ড বহুতর।
কেহ বোলে নানা বর্ণ মায়া বলে কায়া
কেহ দিবানিশি করে সূর্য ধরে ছায়া।
কেহ ক্রোধে চিৎকারে অতি ভয়ঙ্কর
কেহ ভয়ে প্রকারএ বিষম দুষ্কর।
কার ভারে ভূতল করএ টলমল
কার মুখে খণ্ড খণ্ড নিকলে আনল।

১. মারু—খ. ২. ছলকাপতি—ষ.

কার পদভরে কম্পে পাহাড়ের চূড়া
কার পদাঘাতে হএ গিরি গুড়াগুড়া।[৩]
কেহ হএ মেঘ ঘটা ঘোর অন্ধকার
কেহ করে নিঃশঙ্কে মারুত নিবার[৪]।
কেহ মহাগজরাজ হএ চারি দন্ত
কেহ মহাসিংহ হএ অতি বেগবন্ত।
কেহ মহা আনলে ভুবন করে দাহ
জলদ হইয়া দাহ নিবারেন্ত কেহ।
কেহ কাকে ধরিয়া পড়এ ভূমিতল
কেহ কাকে ধরিয়া পাছারে মহাবল।
কেহ কাকে 'মুখি' মারি ফেলায় ভূমিত
কেহ কাকে তর্জএ গর্জএ বিপরীত।
কেহ রক্তবর্ণ অক্ষি-ক্রোধে পাকায়ন্ত
কেহ করে কড়মড়ি ভিড়ি দন্তে দন্ত।
কেহ অস্ত্রযুদ্ধ করে কেহ ধনুর্বাণ
কেহ শূল যুদ্ধ করে কেহ গদার সন্ধান।
কেহ মৃত্তিকাত লড়ে কেহ শূন্যে উড়ি
কেহ শূন্য হতে পড়ে করি জড়াজড়ি।
কেহ কাট কাট করে কেহ মার মার
কেহ সামালএ কেহ করএ প্রহার।
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি
অশেষ বিশেষ যুদ্ধ করে নানা ভাতি।
কথদিন কথকাল যাএ কথ মাস
দিবানিশি চিহ্ন নাহি যামিনী প্রকাশ।[৫]
রণ বাণে[৬] অরণ্য পর্বত গিরি গুড়া
দলবল মর্দনে হইল গুড়া গুড়া।[৭]

৩. নিপাত করে মুড়া—গ. ঘ- ৪. অমিলা সমিলা পড়ে দেখিতে বাহার—খ. বিচ্যপঙ্ক মুরতি নিবার—গ. ৫. নিশিদিশি রবিশশী লুপ্তএ প্রকাশ—ঘ.
৬, বন—গ. ঘ. বাণে বাণে অরুণ—খ. ৭. কার দাপটেত ভাঙ্গে পর্বতের চূড়া—খ

স্বর্গমর্ত্য রুন্ধিল খেচর গতিহীন
অর্ক ইন্দু কর্দমে রহাইল লীন।
বাণে ঘোর আকাশ খঞ্জরে ঘোর মহী
বাণানলে জল স্থল সব গেল দহি।
রক্তমাংস রাক্ষস পিশাচে নাহি খাএ
বাণ ভয়ে প্রাণপণে প্রাণ লৈয়া ধাএ।
ঘনঘোর শমন নিপাত মুণ্ড সারি
আষাঢ় শ্রাবণে যেন ঘন বিন্দু ঝারি।
লক্ষ লক্ষ গন্ধর্ব নাচএ স্বর্গদেশ
স্বর্গে চন্দ্র লুকাইল দিবসে দিনেশ।
অদৃশ্য হৈল তারা চন্দ্র হৈল দৃশ
বাণগ্রাস আনলে তরাসে ভস্মশেষ।
ভয়ে প্রমাদিত হৈল সহস্র-লোচন
ভয়ে অদৃষ্টিত হৈল সহস্র-কিরণ।
বাণ উল্কা খসিয়া মিশিল স্বর্গমাঝ
ভয়ে পড়ি আশ্রয় নিল ভীত দেবরাজ।
পরী-দানবপুরে ক্ষুদ্র হইল নাশ
এখনে লোকের হৈল প্রাণ ভয় ত্রাস
মাংসেত কর্দম হৈল রক্তে বহে নদী
লবণাম্বু পলটিল রক্তের জলধি।
শুনিতে শুনিতে কথা মনে লাগে ভয়
শোণিতের স্রোতেও শমন সঞ্চরএ।
যমপুরী স্থান নাহি বিষ্ণুপুরী পূর্ণ
একবারে বেদানন শ্রম হৈল শূন্য।
বীর বৈরী যুদ্ধে গেল সাগরেত গিরি
গিরি ভাঙ্গি সাগরেত জল হৈল ভারি।
উন্মূল অমূল রথ ধ্বজাবলী কাটি
শুণ্ড মুণ্ড কাটা করি খণ্ডে খণ্ডে লুটা।
বীর শূর শির সব পড়ে সারি সারি
স্থানে স্থানে গুড়া গুড়া গিরি চূড়া গিরি।

নাকে মুখে রক্ত ছাড়ে জিহ্বা নিকালিয়া
বড় গিরি চূড়া যেন পরিছে হেলিয়া।
পুষ্পিত কিংশুক কিবা জড়িত কৃষানু
সর্বাঙ্গে রক্ত স্রবে ভগ্নময় তনু।
মোহিত রহিত কেহ লোহিত লোচন
কেহ তব্দ শব্দহীন লব্ধ অচেতন।
কাহার কবচ কাটা কার রথ ধ্বজ
কার ধনুঃশর কার আরোহন গজ।
কার কর কার মুখ সহিতে গেছে কাটা
কার মুণ্ড কেশ-মুণ্ড ধরণীতে লোটা।
কার দা-এ কার কাটিছে এক হস্ত
কাহার শরীর 'পরে গিরিবর মস্ত।
কার শির শিররুহ করে লোটালুটি
কার অসি গ্রীবা আর কাটিয়াছে কটি।
কেহ আর্তনাদ করে কেহ সিংহনাদ
কেহ ভয়ঙ্কর নাদে করে বিসম্বাদ।
কেহ গর্জে তর্জএ মজিয়া মহারোষে
কার দর্পে তাপে সাগর মধু শোষে।
কার ভয়ঙ্কর নাদ শুনিতে দুষ্কর।
কাহার চিৎকার বাণে হএ জরজর।
এহিমতে কথমাস ছিল মহারণ
কহিতে সেসব কথা অশক্য কথন।
শূলীর হাঙ্কার শুনি ভয়ে ফুটে শাল
বলীর বাড়এ বল ভীতের জঞ্জাল।
অবশেষে কথকাল দেওর বাহিনী[১]
পরীরণে বলহীন পরাভব গণি[২]
প্রহারে শিথিল তব্ধ মহাকলেবর।
কোনজন ধাই যাএ নাহি চাএ ফিরি।

১. সরসে কৌতুকে যথ দৈত্যের বাহিনী—গ. ঘ. ৩. দোসরীমোসরী—খ. গ.

কেহ অন্ন বস্ত্র ছাড়ি উন্মাদের মতি
কেহ বল বীর্য জ্ঞান হারাই মোহমতি।
কেহ লাজ-সাহস ছাড়িয়া ভয়ে ভীত
কেহ স্তব্ধ অশব্দ অশক্ত অবনীত।
কেহ কুল লাজ ছাড়ি আকল বিকল।
কেহ অস্ত্র বস্ত্র ফাড়ে চিকুর মোকল।
কেহ ধাএ পরিণাম না করি গণন
কেহ রহে ভয় পাই পাসরি আপন।
নিশিদিশি ধাএ লোক না মানি নিষেধ
লোক লাজ রাজ ভয় করি পরিচ্ছেদ।
দৈত্যরাজ অত্যন্ত গণিয়া পরমাদ
অপমানে প্রাণ দিতে হইলেক সাধ।
অতি কোপে হৈল পুনি প্রবৃত্ত সময়ে
বেগে যেন পতঙ্গ পড়িল রগ্নান্তরে।
পুনরপি যুদ্ধ সাজ হইল দ্বিগুণ
পুনরপি বাদ্যভাণ্ড হইল নিপুণ।
পুনরপি দামা ভেরী বাজে করতাল
দোহরি মোহরি[৩] দপ ভেউর কর্ণাল।[৪]
সারিন্দা রবাব বেণু বীণা শিঙ্গাবাঁশী[৫]
ঢাক ঢোল কারা কবিলাষ অভিলাষী[৬]।
কন্দিরা মন্দিরা ধারা ডম্বুর পিনাক
তাম্বুরা জঙ্গলা বাজে শঙ্খ শিঙ্গা ঢাক।
ধমাধম ঝমাঝম লোক চমৎকার
ধমাধম ধুমধুম সে বীরের চিৎকার।
পতঙ্গ[৭] দহিতে যেন মনে লাগে রঙ্গ
নিত্যকারে বীর সব শমনের সঙ্গ।

২. পরাভব ক্ষুব্ধ পরীক্ষিনি—গ. ঘ. ৪. ঘাঘর বিশাল—গ. ৫. এগ্রাজের বাঁশী—খ. ধোনা সিঙ্গাবাঁশী—গ. ৬. সিঙ্গা কবিলা বিলাসি—গ. ৭. পর্বত—খ.

হাসিতে হাসিতে যেন মরএ যামিনী
রক্তময় হৈল যেন লুপ্ত দীনমণি।
তেনমত দৈত্যপতি করিয়া আটোপ[৮]
পুনি আরম্ভিল যুদ্ধ করি অতি কোপ।
ধনুর টঙ্কার করি জুড়িলেক বাণ
পরীপতি নাম স্মরি জুড়িল সন্ধান।
শাহবাল দেখিল আসিল দৈত্যবর
অপমানে মৃত্যু ইচ্ছি ঘুষিল[৯] সমর।
সমকক্ষই ইলা হাতেত নৈল চাপ
রণস্থলে আইল করিয়া বীরদাপ।
রাজাএ রাজাএ যুদ্ধ হৈল ঘোরতর
দোঁহ গুরু-শিক্ষিত বিখ্যাত ধনুর্ধর।
দোঁহ বীর্যবন্ত হএ দোঁহ বলবান
বাহু বলে কুলেশীলে দোহান সমান।
দোঁহ বৃদ্ধ কলেবর যুবকের গুরু
দোহান বিক্রম দোঁহ সদৃশ সুমেরু।
দোঁহ জনই ছিল দুর্জয় কলেবর
দোঁহ বিশারদ রণে না হএ কাতর।
দোঁহ মরিবার সাধ রণ পুণ্যস্থলে
দোঁহ ভুজে সমতনু দোঁহ সমবলে।
দোঁহ অস্ত্র করিতে সম্বরে দুইজন
দোঁহ বাণ ক্ষেপে দোঁহ করে নিবারণ।
দোঁহ উঞ্চে স্বর্গেত পাতালে দোঁহ ধাএ
দোঁহ মন্ত্রে আত্মশক্তি করেন্ত সদাএ।
রাজাএ রাজাএ যুদ্ধ কটকে দেখিয়া
চারিভিতে করে রণ প্রাণ উপেক্ষিয়া।
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে করি জড়াজড়ি
দড়মড়ি কড়মড়ি দণ্ডে দণ্ডে ভিড়ি।

৮. দেও সব করি কলরব—খ. ৯. গতি ইচ্ছিল—খ. অপমানে মনেত মৃত্যু—খ.

রথে রথে শরতের মেঘের গর্জন
গালাগালি বলাবলি দেবের তর্জন।
ঢাক ঢোল কাড়াপারা আবার বাজন
মারিতে মারিতে রঙ্গ বাড়ে জনে জন।
নূপুর ঘাঘর মুণ্ডা ঝমকি ঝমকি
মৃতে মৃতে উঠিয়া যুঝে ঠমকি ঠমকি।
ঝামর জস্কর আর জলাজলি জলি
নিদ্রাতে জাগিয়া উঠে মার মার বুলি।
ডুম্বর ঝাঞ্ঝর মারু শুনি সুললিত
মারিবার কৌতুকে মারিতে আনন্দিত।
অসি অসি ঘসি ঘসি খসি সৌদামিনী
বিন্দু বিন্দু ইন্দু যেন গগনে আগুনি।
গদাগদা যদাযদা [?] করি ঘরিষণ
খদ্যোত বিদ্যুৎ ভূতাবিভূতা গগন।
ঢাক ঢোল ঢেসম ঠেঠাই ঠেই বোল
খরখরি জড়াজড়ি পড়িয়া কোন্দল।
তালে তালে ফাল কাড়ি ডালে দিয়া গুনি
অলক্ষিতে দূরে যাএ উড়ে আইসে পুনি।
চিলাছোপে মেলা করে পাইক চতুর
কিঙ্কিনী নেপুর ধ্বনি ঝামর ঝুমুর।
খচিত বিচিত্র চিত্র নিশান সকল
ন চটক চটক কি কটক উঝল।
সারি সারি গজ পৃষ্ঠে ধ্বজ বিরাজিত
পাত্রে পাত্রে জয়-ভয় ছত্র সুশোভিত।
ধবেধবে পতাকা উড়এ তার পাশে
অলক্ষিতে বিলক্ষণ নাচএ বাতাসে।
কেবল ধবল গজ অশ্ব নানা বর্ণ
বেগবন্ত পুষ্ট তোলা উড়া সব কর্ণ।
ঘৃণাএ চরণ মর্ত্যেত না পরশে
গগনে ভ্রমএ ভর করিয়া বাতাসে।

চারি চন্দ্র চরণে কপালে দিনপতি
স্বর্গমর্ত্য পাতালে নিমিষে করে গতি।
গলায় চরণে তার মৃত্যু না পরশে
গগনে ভ্রমএ ভর করিয়া বাতাসে।
বীরে বীরে জড়াজড়ি কামড়াকামড়ি
উড়িউড়ি জড়াজড়ি গড়িগড়ি পড়ি।
করেন্ত ভৈরব নাদ ভয়ঙ্কর রোল
বলাবল কোলাহল করএ হিন্দোল।
ভ্রুকুটি কুটিল মুখ কড়মড় দন্ত
নাকে মুখে আঁখি ভরি অগ্নি নিকলন্ত।
বাহিনী বাহিনী যুদ্ধ বিবিধ প্রকার
নৃপতি নৃপতি যুদ্ধ মহাঘোরতর
দোঁহ গজ আরোহণ সিংহ পরাক্রম
দোঁহ মহা মহাশূর অসুরবিক্রম।
ধণর্গুণ মজিয়া জুড়িয়া তীক্ষ্ণবাণ
দৈত্যপতি পরীপতি জুড়িল সন্ধান।
ব্রহ্মঅস্ত্র যে অস্ত্রে ভুবন করে নাশ
তা মারি করএ যেন সর্বারি প্রকাশ।
বাণমুখে আনল হলকা খসি পড়ে
বাণ ভয়ে ধাএ সূর্য গিরির আউরে।
ভুবন প্রকাশ করি আইসে অস্ত্র-ঝড়
অর্ধপথে কাটি পাড়ে পরীর ঈশ্বর।
বাণ বৃথা হইল লজ্জিত দৈত্যবর
ক্রোধে সিংহনাদ করে মহাভয়ঙ্কর।
তর্জএ গর্জএ মুখে জ্বলএ জ্বলন
শরজাল করি করে অস্ত্র বরিষণ।
পরীপতি মারে বাণ করি লঘু হস্ত
শীঘ্র শিক্ষা দৈত্যরাজ সম্বরে সমস্ত।
মারিল আনল বাণ দানবের রাজা
মহা অগ্নি জ্বলি শর দহএ পরীরাজা।

সাগরে পর্বতে অগ্নি আকাশে পাতালে
এহি সে ভুবন নাশ হইল অকালে।
পরীপতি দেখিল বিষম হৈল কাজ
কোপে অপমানে আইল মনে ভাবি লাজ।
এড়িল বরুণ বাণ মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া
ঘোর মেঘ বরিখে আনল নির্বাহিয়া।
দানবে দেখিল হৈল ঘোর বরিষণ
অগ্নি গেল জলে তল করএ ভুবন।[১০]
মহাকোপে বাউ বাণ ধনুকে জুড়িয়া
নিমিষেকে মেঘচয় নিলেক উড়াইয়া।
পুনি দানবের পতি পূরিয়া স ান
শাহ্‌বাল প্রতি মারে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ।
বাণে বাণে নিবারএ পরীর নৃপতি
লঘুহস্তে করে রণ পরম শকতি।
নতুন যৌবন রণে দেখি বৃদ্ধ তনু
নিরক্ষিতে ভীত যেন মধ্যাহ্নের[১১] ভানু।
হেলাএ শ্রধাএ যুঝে শিশু যেন খেলে
সিংহ যেন মৃগ ধরি ক্ষেপি ধরে কোলে।
অস্ত্রে অস্ত্রে যুঝিয়া যুঝে মিশামিশি
উল্‌কা[১২] মাত্র গগনে সঘন ঘষাঘষি।
খদ্যোত হইল উঞ্চে বাণের আনলে
শন্তাপ উৎপাত হৈল আকাশ পাতালে।
অকালে প্রলয় দেখি এাসে দেবচক্র
স্বষ্টিনাশ হেতু চিন্তা পাএ দেবশক্র।
অনির্ণয় দানব পরী অনির্বার
দোহঁ মহাযোধ মাত্র অজয় দুর্বার।
মরিলে নাহএ অন্ন জি'তে নাহি ক্ষেমা
তবে না আইসে রণে দিবারে উপমা।

১০. হৈল করি নিবারণ—খ. ১১. প্রভাতের—খ. ১২. হল্‌কা—খ.

হেনকালে পরীপতি করি মহাকোপ
দশদিক জুড়ি কৈল অস্ত্রের আটোপ।
স্বর্গতলে মর্ত্য কৈল মর্ত্যতলে স্বর্গ
সন্ধিহীনে বান্ধি কৈল খগচর বর্গ।
পুনি ধনুর্গুণ মাঝে জুড়িলেক বাণ
বাণমুখে আনল নিকলে ঘন ঘন।
স্বর্গমর্ত্য দীপ্তি করে বাণ বেগবন্ত
দহি যাএ দানবের বাহিনী যাবন্ত।
অপমানে মহাকোপ করি দৈত্যরাজ
পঞ্চবাণ আমন্ত্রি জুড়িল ধনুমাঝ।
কাটিল পরীর বাণ করি বীর দর্প
মহাকোপে শোঁশএ যেহেন কালসর্প।
লজ্জা পাই পরীরাজ গদা লই করে
মন্ত্র পড়ি ক্ষেপিলেক দানব উপরে।
দানবে ক্ষেপিল গদাগদাএ লাগিল।
গদাগদা ঘরিষণে অগ্নি উথলিল।[১৩]
রদ[১৪] হৈল গদা যদি দেখিলেক পরী
আরবার গদা লই ক্ষেপে শীঘ্র করি।
পুনি অস্ত্র লই গদা কাটিলেক দৈত্য
সুবর্ণের মুষ্টিগদা বিরাজিল সত্য।
ক্রোধ করি ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেক পরী
ব্রহ্ম অস্ত্রে ব্রহ্ম অস্ত্র দানবে সংহারি।
বাণ বৃষ্টি করিলেক দানব উপরে
নিমিষেতে দশদিক অন্ধকার করে।
হস্তীঘোড়া রথরথী পড়ে বহুতর
সেনাপতি তীক্ষ্ণ অতি সে বাণে কাতর।
ভএ ধাএ পরীসৈন্য রাজার নাহি ভএ
যত্ন করি পরীরাজ রাখিতে না রএ।

১৩. নিকলিল—ঘ. ১৪. বৃথা—গ. ঘ.

কোপে ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ি কাটিলেক বাণ
দৈত্যের রাক্ষসী মায়া কৈল খান খান।
খণ্ডিল লোকের ভয় গর্ব হৈল চূর
লঘু হস্তে বিন্ধিলেক রাক্ষস অসুর।
হাসি হাসি বাণ মেলি মারএ কৌতুকে
পিষ্ঠ বাহি রাজার প্রবেশ করে বুকে।
অশ্বগজ ছত্রধ্বজ কৈল খণ্ডখণ্ড
রথরথী কাটিয়া করিল লণ্ডভণ্ড।
কেহ পড়ে কেহ মরে কেহ অচেতন
কেহ ভীত ক্ষেপে কেহ উন্মাদ লক্ষণ।
অনিস্তার দানবের যথেক কাহিনী
অস্ত্র ধরিবারে শক্তি নাহিক পুনি।
আর্তনাদ করিয়া ধাএন্ত চারি ভিতে
রণস্থলে বল নাই তিষ্ঠিয়া রহিতে।
ভয়নাদ বিসম্বাদ ত্রাসে কোলাহল
প্রলয় সমুদ্রে যেন উঠিল হিন্দোল।
অগতি বিগতি যদি গতি স্থিতিহীন
ধৈর্য হীন সহ্যহীন অবশ অদিন।
ভাই ভাই ভাই ভাই অনুশোচ কেহ
কেহ পুত্র পুত্র করি ছাড়িয়াছে দেহ।
কেহ বাপ বাপ করি তাপ বহু পাএ
কেহ বিধি বিধি করি বিচারে উপাএ।
বাপে পুত্র পুত্রে বাপ না চাহে ফিরিয়া
উর্ধ্বমুখে ধাএ সব প্রাণ সম্বরিয়া।
কার তনু প্রাণ অস্ত্রে রক্তেত কৃশাণু
কার বাণ দোহান দহিছে সর্বতনু।
কেহ উর্ধ্বমুখে ধাএ নাহি চাহে অধে
কেহ উঞ্চেত পড়ে কেহ কেহ হ্রদে।
কোপে দৈত্য-ঈশ্বর কাঁপএ সর্বতনু।
জল উথলিল যেন জলন্ত কৃষাণু।

সমিধ কাষ্ঠ হস্তে যেন উথলে আগুনি
তিমির মর্দনে যেন উঠে দিনমণি।
ধনুর্গুণ মাজি হাতে লইলেক বাণ
কাটিল পরীর বাণ করিয়া সন্ধান।
সিংহনাদ করিয়া করএ বীরদাপ
চোখা চোখা বান ছাড়ে যেন কাল সাপ।
লৈতে একবাণ দশ ধনুতে জুড়িতে
চলিতে শতেক হএ সহস্র পতিতে।
হেন হেন অস্ত্র সব ছাড়ে বারবার
লণ্ডভণ্ড করিল পরীর পরিবার।
যত্ন করি পরীপতি না পারে রাখিতে
প্রহারে কাতর লোক ধাএ চারিভিতে।
আত্ম সম্বরিয়া মাত্র রহিল নৃপতি
করএ দানব প্রতি পরীর দুর্গতি।
পুনরপি পরীরাজে করিয়া সাহস
ধনুকেত জুড়িল বাছিয়া বাণ দশ।
মন্ত্র আমন্ত্রিয়া বাণ আকর্ণ পূরিয়া
ছাড়িলেক ব্রহ্ম অস্ত্র সাহস করিয়া।
সেই বাণে কাটিল দৈত্যের যথ বাণ
পুনরপি আর বাণ করিল সন্ধান।
রথধ্বজ ধনু শর কাটিল দানবের
আহাক্কার রোল হৈল দানব সবের।
আর রথে চড়িয়া দানবে করে রণ
পুনরপি দুই বীর ঘোর বরিষণ।
দোঁহর সমান বল কেহ নহে উন
কেহ অস্ত্র মারে কেহ কাটি পাড়ে পুন।
কেহ গদা হানে কেহ সম্বরে প্রহার
কেহ গদাঘাতে রথ করে ছারখার।
কেহ মায়া করে কেহ সংহারএ মায়া
কেহ কোপে অধিক ডাঙ্গর করে কায়া।

টোন গুণ অস্ত্রহীন হইল দোহান
গদা হস্তে করি দোহ করেন্ত সন্ধান।
গদা ঘরিষণে সব কাঁপএ গগনে
পলাইল চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রের সনে।
দানবে মারিল গদা পরীর উপর
মহাঘোর প্রহারে শিথিল কলেবর।
ভ্রমিয়া ভূমিতে পড়ে আত্ম পাসরিয়া
নিমিষেকে জ্ঞান লভি উঠিল জাগিয়া।
কোপ করি মহাগদা শিরে ভ্রমাইল
অতি কোপে দানবের শিরে প্রহারিল।
মৈল মৈল দানব বোলএ দুই লোক
শত্রুকুল আনন্দিত মিত্র কুলে শোক।
প্রহারে জর্জর তনু অবশ দানব
বলবুদ্ধি গুণজ্ঞান হারাইল সব।
অচেতন ভূমিতে পড়িল যেন মড়া
জয়বাদ্য পরীর বাজায় ভেরী কাড়া।
হাসন্ত নাচন্ত সব করি কোলাহল
দৈত্যের বাহিনী মিলি কান্দনের রোল।
বহুল বিলম্বে রাজা চেতন লভিয়া
ধীরে ধীরে সুস্থ হই উঠিল বসিয়া।
গদাযুক্ত শক্তিহীন শিথিল দেখিয়া
সারথি যোগায় রথ সমুখে আনিয়া।
অস্ত্রযুদ্ধ করিবারে পুনি কৈল সাজ
চড়িল আপনা রথে পুনি পরীরাজ।
পুনরপি অস্ত্রযুদ্ধ হৈল ঘোরতর
পুনি দোহ সমরে ক্ষেপএ দোহ শর।
সূর্যবাণ ছাড়িলেক দানব দুর্বার
রাহুঅস্ত্রে সে অস্ত্র গ্রাসিল পরী আর।
ছাড়িল পর্বত বাণ দানব দুর্বার
বজ্রবাণে পরীএ করিল ছন্নকার।

পুনরপি সর্পবাণ দানবে ছাড়িল
পরীর গরুড় অস্ত্রে সর্প সংহারিল।
অগ্নিবাণ মারিল দানব মহাবল
পরীর বরুণ বাণে নিবারে সকল।
ছুড়িল বরুণ বান দৈত্য বলবন্ত
বাউবাণে পরীপতি উড়াএ যাবন্ত।
হস্তীবাণ এড়িলেক দানব মায়ামএ
অস্থিচর্ম স্বর্গমর্ত্য পাতাল দেখএ।
দন্ত দিয়া বিদারে পরীর পরিবার
শুণ্ডের মুদ্গর লই করে মহামার।
গজ ভয়ে বাহিনী পলাএ ডাক ছাড়ি
অশ্ব রথ লোক গজ সংহারে খেদা-ড়ি।
কোপ করি শাহবাল জুড়িয়া সন্ধান
মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া যুক্ত ছাড়ে সিংহবাণ।
লক্ষ লক্ষ সিংহ সব আসি রণ স্থলে
নিমিষেকে গজ সব সংহারিল বলে।
গজ মায়া কাটিল রচিল আর মায়া
স্বর্গ মর্ত্য জুড়িয়া ডাঙ্গর কৈল কায়া।
পরীশ্বর পরীল করিল মায়া যথ
সিংহবাণ দানবে করিল সব হত।
দোহ মহাশিক্ষাবন্ত দোহ মহেশ্বর
দোহানে দোহান মায়া কাটি করে দূর।
মায়াযুদ্ধ ছাড়িয়া সমুখে করে রণ
পুনরপি মহাযুদ্ধ করে দুইজন।
পুন ধনু টঙ্কারিয়া দানবে জুড়ে বাণ
পরীর শরীর হানে করিয়া সন্ধান।
লজ্জা পাই পরীরাজা ধরি আর ধনু
পঞ্চবাণে বিন্ধিলেক দানবের তনু।
ক্রোধ করি দানবে সান্ধিয়া দশবাণ
পরীর শরীর হানে করিয়া সন্ধান।

রক্তে রাঙ্গা পরীশ্বর ফুটিল কিংশুক
টানিয়া খসাএ অস্ত্র দেখে দুই লোক।
ধনুতে জুড়িয়া কোপে ত্রিংশ সপ্ততি বাণ
লঘু হস্তে হানিল দৈত্যের মর্মস্থান।
টানি খসাইল বাণ দানব দুর্বার
ক্ষুর বাণে ধ্বজ কাটে পরীর রাজার।
আর বাণ ধনুকে কাটিল মুষ্টি দেশে
রথছত্র চক্রকাটি খলখল হাসে।
কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ যেমত আছিল
তাহা হনে লক্ষ গুণ সমর করিল।
রাম রাবণের যেন আছিল সমর
তাহা হতে দুই দলে যুঝিল বিস্তর।
পূর্বে যেন যুদ্ধ কৈল সুরাসুর গণ
তাহা হন্তে অধিক আছিল মহারণ।
যদ্যাবধি চন্দ্রসূর্য জন্মিয়া ভ্রমএ
কভু কথা হেন রণ দেখি না আছএ।
খণ্ডএ হইল গিরি লহুতে সাগর
আকাশে উঠিতে পারে খণ্ড করি ভর।
অপমানে মৃত কল্প হৈল পরীরাজ
অতি কোপে পরী সৈন্য আরম্ভিল কাজ।
আর রথে চড়িয়া আর ধনুক লৈয়া
চোখা চোখা শর মারে বাছিয়া বাছিয়া
শরজালে ভুবন করিল অন্ধকার
খগস্থলে না রাখিল খেচর সঞ্চার।
রথধ্বজ অশ্বগজ পড়ে চতুর্ভিতে
গজ অশ্ব ডাক ছাড়ি ধাএ চতুর্ভিতে।
বাহিনী না সহে আর বাণের প্রতাপ
এড়িতে লইতে শর কাঁপাইতে চাপ।
নিমিষেকে বিশিখ মারে লক্ষ লক্ষ
নিরপেক্ষ বিন্ধিয়া পড়এ বৈরীপক্ষ

এইমতে ছয়মাস আছিল মহারণ
পরীরণে পরাভব পাএ দুষ্টগণ।
আরবার দর্প করি গুণ আচরিয়া
মারিল মোহন বাণ ধনুকে জুড়িয়া।
মুহিয়া পড়িল দৈত্য রথের উপর
আহাঙ্কার কান্দন করেন্ত পরস্পর।
মৈল মৈল নৃপতি লোকের হৈল জ্ঞান
মৈল বা জিইল কিবা নাহিক প্রমাণ।
সারথি সারিয়া তারে লৈল রথ 'পরে
ভঙ্গ দিয়া বাহিনী পলাএ চারি ধারে।
রণস্থল শূন্যে করি সৈন্য পলাইল
পরীসৈন্য অগ্রসৈন্য ধাওয়াই চলিল।
ধাএ ধাএ বীরগণ গড়িয়া পড়িয়া
ধাএ ধাএ মানীগণ পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া।
ধাএ ধাএ পাই ভয় মহামহাবীর
ধাএ ধাএ ধৈর্য নহে তিল মাত্র স্থির।
পদাতি ধাওয়াই মারে মহারথী সব
অধমে করএ মহা উত্তম পরাভব।
সারথিএ রথী সব মারে ধাওয়াইয়া
নিমায়া অবস্থা করে প্রধান ধরিয়া।
বিচারি বিচারি প্রাণ লএ পরীগণ
প্রাণভয়ে পলাইয়া যাএ সর্বজন।
জয় জয় পঞ্চশব্দ বাজএ রাজার
ভএ ভঙ্গ দিয়া যায় দানব দুর্বার।
বান্ধিল দানবরাজ ধরি পরীগণ
সামান্যের মত আনে নৃপ বিদ্যমান।
প্রথমে দেখিয়া রাজা পুছিল বচন
কথাতে কি কৈলা আন নৃপতি নন্দন।
ভএ কম্পমান অতি দানবের রাজ
করজোড়ে নিবেদিল নৃপতি সমাজ।

তুমি মহামানী রাজা ধর্ম অবতার
পরীদানবের মধ্যে প্রধান সভার।
যদি বা তোমার সনে না হই সমান
তথাপি একই কুলে জাতির প্রমাণ।
কুটিল অসত্যবাদী অধম মানব
তার লাগি কোটি কোটি বধিলা দানব।
কোন্ গুণে সেই নরে সাধিল কোন্ কাজ
তার লাগি জ্ঞাতিবধ কর মহারাজ।
পরী দানবের শত্রু আদমের জাতি[১]
তার লাগি মিত্রবধ কর মহামতি।
মোর পুত্র বধিল যে মানব দুর্বার
তার লাগি পুত্রবৈরী করিছি সংহার।
রাজা বোলে সত্য কহ স্বরূপ বচন
রাখিছ কুমার কিবা করিছ নিধন।
কুমার বধিছে করি কহে বারবার
সত্য করি পুছে যদি না দেয় উত্তর।
কার্যে বুঝে আছএ দানবে বোলে নাই
একজনে কন্যাত কহিল গিয়া যাই।
নাই বার্তা শুনিয়া আকুল গুণবতী
অচেতন ভূমিতে পড়িল শীঘ্রগতি।
সপ্ত দিন পরে হৈল চেতন কিঞ্চিত
অতিশোকে বিলাপএ পড়িয়া ভূমিত।

---

১. জান নর জাতি—গ. ঘ.

। বদিউজ্জামালের বিলাপ ।

রাগ : শ্রী/কেদার

বিলাপ

সজনী আনিয়া দেও প্রাননাথ । ধু ।
শুন বিবরণ আকুলিত মন
কান্দএ অস্থির হৈয়া
দানব দারুণ অতি অকরুণ
গেল মোর প্রাণ লৈয়া ।
না দেখি উপায় যাইব কোথায়
করিব কেমন কাজ
তত্ত্ব জানি কথা প্রাণি দিব এথা
আছে বা নাই যুবরাজ ।
সুন্দর শরীরে কেমন প্রকারে
প্রহারে দুর্জন সব
অভাগীর লাগি হৈল দুঃখ ভাগী
এথ দুঃখ পরাভব ।
মুঞি অভাগিনী কঠিন পরাণি
অতিশয় বজ্র হানে
হেন প্রাণ নিধি হরি নিল বিধি
প্রাণি রহে কি কারণে ।
নবীন বয়সে প্রথম আবেশে
পিরীতি করিল ভাটা
তাতে কর্ম ফলে হৃদয় কমলে
ফুটিল বিচ্ছেদ কাঁটা ।
বিচ্ছেদ দাহন করি নিবারণ
রহিতে নারএ লোকে

প্রিয়ার সঙ্কট শুনিয়া বিকট
চিত্তদহে সেই শোকে।
হেন কোন জনে এক দরশনে
নয়ানে রহিল বান্ধা
প্রিয়ার নয়নে কেবা তারে জানে
ছিল কামশর ছান্দা।
কেনে অভাগিনী ভগ্নী বার্ত্তা শুনি
সরন্দ্বীপ গেলুঁ চলি
কেনে প্রিয় ভিতে উদ্যানে ভ্রমিতে
হেরিল নয়ন তুলি।
কেনে একসর প্রাণের দোসর[1]
এথা দিল পাঠাইয়া
তার দুঃখ শুনি কেনে অভাগিনী
না মরিল প্রাণ দিয়া।
প্রেমের বেদনা দুষ্টের তাড়না
দোসর বান্ধবহীন
যেন বিনি জলে বাঢ়এ[2] আনলে
সদায় তাপিত মন।
কেন প্রাণ রহে কথ প্রাণে সহে
প্রিয়ের এমত গতি
নাহি দয়া ধর্ম অকারণে জন্ম
অধম রমণী জাতি।
কিবা গুরুগণ কিবা পরিজন
কিবা ইষ্টমিত্র গণ
কেবা বিচারিয়া কথা পাএ গিয়া
পতি হেন অতি ধন।
যাও পিতামহী শুন মাতা কহি
যাও চলি নিজ ঘর

১. ঈশ্বর—গ.ঘ ২. প্রেমের—গ.

আন্ধি এথা বসি   প্রিয় প্রিয় ঘুষি
প্রাণ দিব একসর।
দারুণ জীবন   রহে কি কারণ
প্রিয়ার দুর্গতি শুনি
মরিলে পরাণে   দেখিব কেমনে
ভয় এই মনে গুনি।[৩]
যথ পরীজাতি   কার হেন গতি
পাইয়া হারাএ পতি
দিয়া মোক নিধি   হরি নিল বিধি
মুঞি হেন অভাগী অতি।
কহ সখীগণ   কুশল বচন
প্রিয়ার কেমন গতি
যাও যথা তথা   কহ সত্যকথা
শান্ত কর মোর মতি।
যাও পক্ষী জাতি   যথা প্রাণপতি
আসি বার্তা দেও মোকে
দুষ্ট দৈত্যপতি   করি কোন্ গতি[৪]
রাখিছে তনয়-শোকে।
দেখহ যেমত   বার্তা দিও তত
আছে বা না আছে পতি
জীবন কুশল   মৃত্যু অমঙ্গল
যেই বার্তা সেই গতি।
এই কহি কহি   পড়ি মোহি মোহি
পুনি বিলাপএ জাগি
না যায় পরাণি   জিয়ে পুনি পুনি
কুশল সংবাদ লাগি।
ক্ষেণে মুণ্ডে হানি   ক্ষেণে পুনি পুনি
ধরণী লুটাএ দেহা

৩. ভাবিলেক মনে/দেখিব নয়ানে/রহে এই মনে গুনি—গ. ৪. করিয়া দুর্গতি—গ.

ক্ষেণে বায়ু সন করে আলাপন
ক্ষেণে প্রিয় সনে নেহা।
ক্ষেণে আর্তনাদ ক্ষেণে বিসম্বাদ
ক্ষেণে পাগলের মতি
ক্ষেণে দহে মন ক্ষেণে অচেতন
জিয়ে বা না জিয়ে পতি।

।সয়ফুলমুলুকের মুক্তি।

এই মতে বিলাপি কান্দএ বহু ভাতি
ক্ষেণে জাগি বিলাপএ ক্ষেণে শান্তগতি।
ছয়মাস অনাহার বিনা অন্নজল
বার্তা নাহি আসে মাত্র কান্দিয়া বিকল।
আরদিন বিলাপিতে জ্ঞান হৈল মনে
দৈবে প্রাণ না রাখিব যুবরাজ বিনে।
মাতাপিতা ভাই বন্ধু ইষ্ট মিত্রগণ
অন্যে কি বুঝিতে পারে চিত্তের বেদন।
শরীর বাহির কষ্ট দেখএ নয়ান
তথাপি না পুরে ইচ্ছা ঘটে আইলে প্রাণ।
মোহর দুঃখের চিত্ত কি বুঝিব আনে
লাজে প্রাণে কি কাজ আপনি যাইব রণে।
এথ বুলি যথ পরী ছিল পরিজন
সব সঙ্গে করি রণে করিল গমন।
পুরুষ জিনিয়া দর্প বিরহের রোগে
কুপিত[১] তাপিত তনু কুমারের শোকে[২]।
তথা রাজা যুদ্ধ জিনি দানবের সঙ্গ
বান্ধিল নৃপতি সৈন্য সব দিল ভঙ্গ।

১. কম্পিত—খ, ২. প্রভু অনুরাগে—গ. ঘ.

ভঙ্গ দিয়া লোক সবে যায় চারি ভিতে
কন্যাএ পন্থেত লাগ পায় আচম্বিতে।
বৈরী সব দেখি কন্যা নিজ দুঃখ স্মরি
চল্লিশ হাজার দেও মারিল কুমারী।
বায়ু বেগে জনক গোচরে চলি গেলা
কথাতে দানব রাজা পুছিতে লাগিলা।
নৃপতি দানব রাজা আনি ততক্ষণ
শীঘ্রগতি কন্যাত করিল সমর্পণ।
কন্যা বোলে কথা আহ্মার প্রাণপতি
অবিলম্বে মোর আগে আন শীঘ্রগতি।
দৈত্য বোলে শুন কহি বচন আহ্মার
কোন্ উপকার কৈল সে নরে তোহ্মার।
অধর্ম অসত্যবাদী নির্গুণ মানব
বধিলা তাহার হেতু এথ জ্ঞাতিসব।
পুত্রবৈরী পাই তাকে বধিল তখনে
এখনে করহ যেই লয় তোর মনে।
এথ শুনি যুবতী তাপিত অতিশএ
দানব বচন শুনি মরণ ইচ্ছএ।
পিতার গোচরে গিয়া কহিল কুমারী
দুই কুণ্ড অনল জালহ শীঘ্র করি।
দানব দুষ্টের হাতে মৈল যুবরাজ
তাহার কারণে মোর প্রাণে নহে কাজ।
ইচ্ছিল ধর্মেত পতি নৃপতিনন্দন
পতি বিনে সতী নারী কি ছার জীবন।
এককুণ্ডে দহিব দানব[4] দৈত্যরাজ
বৈরী বধি প্রবেশিব আর কুণ্ড মাঝ।
এথ বুলি দুই কুণ্ড জালিল হুতাশ
ত্রাসিত দানবরাজ জীবনে নৈরাশ।

৩. কি'এ কি কারণ—ম. ৪. দারুণ—ম.

প্রাণ ভয়ে দৈত্যপতি হইয়া কম্পিত
কহিতে লাগিল পুনি কন্যার বিদিত।
অভয় করিলে সত্য রাখিতে জীবন
এক বাক্য করিবারে পারি নিবেদন।
কুশল সম্বাদ বুঝি বচনের রীত
কি বোল বোলহ কহি পুছএ তুরিত।
সত্য কৈল কুমার সজীবে যদি থাকে
না বধিমু এই সত্য কহিল তোহ্মাকে।
দৈত্যরাজ বোলে শুন পরীর কুমারী
এক কূপে তারে[৪] রাখিআছি বন্দী করি।
জিয়ে বা না জিয়ে তাহা না পারি কহিতে
সঙ্গতি আসিলে[৫] পারি স্থান দেখাইতে।
শুনিয়া কিঞ্চিত শান্ত কুমারীর মতি
অতি শীঘ্র রাজা লৈয়া করিলেক গতি।
শুনিয়া সরবাভানু পিছে পিছে ধাএ
নৃপতি শুনিয়া বার্তা চলিল ত্বরাএ[৬]।
দেখিল সুড়ঙ্গ এক অরণ্য মাঝার
লক্ষ লক্ষ অনুচর রক্ষক তাহার।
পঞ্চশত গজ সেই সুড়ঙ্গ গহীন
ঘোর অন্ধকার কূপ ধার অতিক্ষীণ
সুড়ঙ্গ মুখেত এক রাখিছে পাষাণ
আছিল সহস্র মণ তার পরিমাণ।
সুড়ঙ্গের মুখ হতে পাষাণ ক্ষেপিয়া
জিএ বা না জিএ চাহে নিঃশব্দ হৈয়া।
অন্ধকার সুড়ঙ্গ অন্তর নাহি দেখি
শ্বাসের আলাপ বুঝে কর্ণ তথা রাখি।
বুঝিল সজীবে আছে রাজার কুমার
বদিউজ্জামাল স্মরি কান্দে অনিবার।

৪. সুড়ঙ্গেত—গ. ৫. বন্ধন খসাইলে—গ.ঘ. ৬. তথাএ—গ.ধ.

বচনের শক্তি নাহি প্রাণ কণ্ঠগত
তথাপি গাহেন্ত বিরহ বিয়োগগীত।[৭]
শুনিয়া কন্যার চিত্ত অধিক দহিল
কুমারক তুলিবারে পরী পাঠাইল।
কূপে নামি সেই পরী তুলিল কুমার
কুমার পাইয়া পরী হরিষ অপার।
হরিষ সরবাভানু হরিষ নৃপতি
হরিষ বিষাদ ভাবি কান্দে গুণবতী।
কুমার কুমারী দেখি কান্দে অনিবার
কুমারী কুমার দেখি কান্দএ অপার।
প্রেমের কারণে তুহ্মি হৈলা দেশান্তর
আহ্মি অভাগী লাগি তোহ্মা এথ দুঃখভার
দর্শনে নবীন হৈল যথ দুঃখ শোক
উভয়ের কান্দনে কান্দে সর্বলোক।
কান্দএ সরবাভানু কান্দে নরপতি
দৈত্যরাজ কান্দএ করুণা করি অতি।
দৈত্যরাজ সম্ভাষিয়া বুলিল নৃপতি
বহুল কান্দিয়া রাজা হরষিত মতি।
শুনহ দানব রাজা আহ্মার বচন
মনুষ্য সমাজে নাই এই মহাজন।
পূর্বে মুঞি নয়ানেতে না দেখিলু তাকে
গুণ শুনি জীবন দহিল তার শোকে।
মহাকুলশীল সেই মহাগুণবান
আদি অন্ত গুণ সব করিব বাখান।
অশক্য সাহস যথ প্রেম আদি অন্ত
দৈত্যপতি স্থানে রাজা কহিল যাবন্ত।
বোলে কুলগুণ এহি করিল প্রচার
রূপ দেখি ত্রিলোকে দীপ্তি নাই তার।

৭. বিয়োগ সম্বাদ—ম.

হেনজন বধিতে চাহিলা দৈত্য পতি
বজ্র হতে কঠিন তুহ্মিহ মূঢ় মতি।[১]
দৈত্য বোলে সত্য সত্য শুন মহারাজ
না বুঝিয়া চাহিলুঁ করিতে হেন কাজ।
হেন রূপগুণ কুল শরীর নির্ভএ
এহাকে বধিলে লোকের ধর্ম নষ্ট হএ।
বিশেষ যাইত মোর প্রাণপতি ধন
লোক ধর্ম নষ্ট হৈত যাইত জীবন।
পুনি বোলে দৈত্যরাজ শুনহ বচন
শাস্ত্রেত কিমত জ্ঞাত রাজার নন্দন।
শাহবাল রাজা যদি এথেক শুনিল
যুবরাজ সম্বোধিয়া পুছিতে লাগিল।
শুন বাপু কথ বাক্য চাহি পুছিবার
বুঝিয়া উত্তর তুহ্মি কহিবা তাহার।
যুবরাজে বোলে পুছ যেই মত জানি
তোহ্মার সাক্ষাতে আহ্মি কহিব বাখানি।
পন্থের সঙ্কট যথ প্রথমে পুছিল
যুবরাজ করজোড়ে কহিতে লাগিল।
হরিষ হইয়া কহে যুগল চরণ
পাসরিল যথ দুঃখ পাই দরশন।
বচনে হইয়া তুষ্ট পরীর নৃপতি
পুনরপি পুছিতে লাগিল মহামতি।
বোল দেখি কোন বস্তু নিকটে সভার
মৃত্যু অতি নিকটে উত্তর দিল তার।
পুনি বোলে কোন বস্তু বোলহ মঙ্গল
কুমার উত্তর দিল শরীরের কুশল।
সজীবে বহুল কিবা মৃত অতিশয়
কুমার বুলিল মৃত জানিও নিশ্চয়।

---

১. যে তোমার হিয়া অতি—খ.

সঞ্জীবেত আছে যথ নিত্য যাএ মরি
কোন দিন মৃত এক না আসিল ফিরি।
নারী কি পুরুষ 'ধিক সংসারের মাঝ
নারী 'ধিক উত্তর দিলেক যুবরাজ।
এক নারীর দুই পতি নহে কদাচন
এক পুরুষের আছে বহুনারীগণ।
পুছিল প্রলয়কাল হৈব কতদিনে
কুমারে কহিল জানে প্রভু নিরঞ্জনে।
এসব উত্তর যদি দিলেক কুমার
দৈত্যপতি পরীপতি হরিষ অপার।
আপনে উঠিয়া রাজা দিল আলিঙ্গন
গলে ধরি কৃপা করি চুম্বিল বদন।
অস্তেব্যস্তে দৈত্যরাজ পড়িয়া চরণে
পরিহার মাগিলেক বিনয় বচনে।
বোলে আহ্মি অধম পাপিষ্ঠ দুরাচারে
সমস্ত না জানি দুঃখ দিলাম তোহ্মারে।
তুহ্মি মহাজন দোষ ক্ষেমিবা আহ্মার
মহাজনের চরিত্র পর উপকার।
কুমারেহ অনুযোগ সম্ভাষা করিয়া
প্রণামিলা পরীপতি চরণে ধরিয়া।
দৈত্যরাজা সম্ভাষিয়া কৈলা কোলাকুলি।
আশ্বাসিল বহুল মধুরবাক্য বুলি।
আপনি কি দিলেক দুঃখ দিলেক নিবন্ধ
ভাল কালে ভাল হএ মন্দ কালে মন্দ।
মোর কর্মে নিবন্ধ হইল হেন গতি
আজ্ঞা কর মোচন হইতে দৈত্যপতি।
কুমারের বচনে হরিষে শাহবাল
আজ্ঞা কৈল মোচন হইতে দৈত্যপাল।
বদিউজ্জামাল যদি এথেক শুনিল
অতি ক্রোধমতি সতী কহিতে লাগিল।

প্রাণের দুর্লভ মোর প্রিয়া অতি ধন
তাকে এথ কষ্ট দিল সেই দুষ্টগণ।
একধূলা পড়ে যদি শরীরে তাহার
মোহর হৃদয়ে লাগে পর্বতের ভার।
হেন জনে যেজনে করিল বিড়ম্বন
তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে কোনজন।
যে হোক সে হোক আহ্মি বধিব তাহাকে
যে করে সে করে নৃপ কহিল তোহ্মাকে।
এথ কহি খর্গহাতে লই গুণবতী
দৈত্যরাজ বধিতে চলিল শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কন্যার ক্রোধ কিছু নাহি কএ
সভা সনে পরীরাজে হেট্টমাথে রএ।
নৃপতি নিঃশব্দ দেখি ক্রুদ্ধ সভাসদ
নৃপ কৃপা বুঝিল কুমার বিশারদ।
দুই হস্তে কুমারীর ধরিয়া চরণ
সকরুণা কৃপা মনে করে নিবেদন।
যে হৈল সে হৈল প্রিয়া ক্ষেম আজি রোষ
মোর কর্মে দুঃখ দিল এহার কি দোষ।
কুমার বচন সঙ্গী হৈল নরপতি
সভাসদ বুঝাইল কুমারীর প্রতি।
পদেত লাগিল যদি কুমারীর কর[১]
ক্রোধ ছাড়ি গুণবতী করুণা অন্তর।
খর্গদূরে ফেলাইল ঈষৎ আড় মুখে
কুমার পরশে হাসি নিকালিল মুখে।
ধার্মিক উদার মতি নৃপতি তনয়
শত্রুর উপরে অতি সদয় হৃদয়।
বিশেষ কন্যার রূপে আছিল আবেশি
ছলে প্রাণ সান্ত্বাইল চরণ পরশি[২]।

---

১. কুমারে ধরিল যদি কুমারের কর—ক. খ. ২. পরম আশ্বাসি—খ. কর পরশি —ক. খ. ৩. কৃপার্দ—গ. কৃসাঙ্গ—ঘ.

ক্রোধ ছাড়ি কুমারী করিল অঙ্গীকার
দৈত্যরাজ বন্ধনমোচন করিবার।
কুমার উপরে তুষ্ট হৈল পরীশ্বর
কৃশানু[৩] করাইতে আজ্ঞা দিল নৃপবর।
পুষ্পজলে স্নান করাইল ভালমতে
রাজযোগ্য বস্ত্র আনি ভেটাএ তুরিতে।
সুগন্ধি মাখিয়া অঙ্গ সৌরভ বেষ্টিত
অনঙ্গ নিন্দিল অঙ্গ মদন ভূষিত।
কর্ণএ ত্রিবলী আর কণ্ঠ মণিহার
অঙ্গদ বলয়া যেই যোগ্য অলঙ্কার।
নৃপসমে মোহিত দেখিয়া পরীগণ
কুমারের রূপগুণে হরিষ রাজন।
স্নেহভাবে ইষ্টদেব করিলা স্মরণ
গলে ধরি উঠিয়া বৈসাএ সিংহাসন।
স্নেহভাবে এক দৃষ্টে হেরএ বদন
ভাল দ্রব্য সর্বক্ষণে করাএ ভোজন।
কন্যাক ডাকিয়া রাজা করিল আদেশ
কুমারের এত দুঃখ তোহ্মা প্রেম বশ।
দাসদাসী পরীগণ দিলা বহুতর
কন্যা তোহ্মা সমর্পিল নৃপতি কুঁয়র।
আজ্ঞা পাই কন্যা অতি হরিষ অন্তর
বসন্ত সমীর পাএ শুষ্ক তরুবর।
কল্পতরু ফলবন্ত হইল তাহার
সিঞ্চিল মৃতের অঙ্গে অমৃতের ধার।
এই মতে পরীপতি সঙ্গে পরিবার
হরষিত হইলেক দেখিয়া কুমার।[৫]
কুমার হরিষ অতি পাইয়া কুমারী
নাগর ঘটনে অতি সন্তোষ নাগরী।

৩. কৃসার্দ—গ. কৃসাঙ্গ ঘ. ৪. উৎসববাদ্য করিয়া রচন—গ. ঘ. ৫. কুমার দর্শনে অতি হরিষ অপার—ঘ.

কথদিন সেই স্থানে করিয়া বসতি
নিজদেশে যাইতে চলিল পরীপতি।
দানব রাজাকে ডাকি আনিল গোচর
মান্য করি প্রসাদ করিল বহুতর।
হিত উপদেশে তুষি কহিল বচন
পুনি তার রাজ্য তাক করিল সমর্পণ।
কহিল আহ্মার দোষ না লৈঅ মনে
আপনে দোষের শাস্তি পাইলা আপনে।
দৈত্য বোলে যেই হৌক কর্মের লিখন
যুবরাজ স্থান মোরে কর সমর্পণ।
শুনিয়া নৃপতি হই অধিক উল্লাস
দৈত্যপতি সমর্পিল যুবরাজ পাশ।
অন্যে অন্যে কোলাকুলি মিত্রতা হৈল
গোরস মাঝারে যেন শর্করা মিশাইল।
জয় জয় বাদ্য বাজাইয়া সর্বক্ষণ
মহোচ্ছব করি দেশে করিলা গমন।
জয় ধ্বনি বাদ্য রাজা জয় যুবরাজ
খণ্ডিত জন্মের দুঃখ সিদ্ধ হৈল কাজ।
কন্যা সনে যুবরাজ একই চৌদলে
আকাশে উড়িয়া যাএ অতি কুতুহলে।
কুমার রসিক মন হরিষ বিশেষ
দেবকান্ধে আনন্দে ভ্রমিল যেই দেশ।
যথা পূর্বে ভ্রমিছিলি চাহিল ভ্রমিয়া
দেখাইল কুমারীক সেই স্থানে নিয়া।
যথযথ যেই দুঃখ পাইল সকল
যথাত যেই দিন খাইল যেই ফল।
যথাত যাহা পূর্বে দেখিল নৃপসুত
দেখাইল কুমারীক সে সব অদ্ভুত।
পরী অগোচর নাই সে সব কানন
কুমারী চিন্তিত হেতু করিলা গমন।

নানাস্থান ভ্রমিল সঙ্গতি রসবতী
হরিষ নৃপতি সুত রসে পূর্ণমতি।
আর যথ অপূর্ব দেখিয়া নানা স্থান
কুমারী সহিতে তথা করিলা পয়াণ।
নানা স্থানে ভ্রমিয়া হরিষে নানা দেশ
গুলেস্তাঁইরামেত করিলা প্রবেশ।
কন্যার মন্দিরে বাসা কৈল যুবরাজ
মজিয়া রহিল অলি কমলের মাঝ।
দিবস গোঞাএ রসে সুধারসে খেলি[৬]
নিশি রসে আবেশে যে দেএ কোলাকুলি।
রতিবিনে আর যথ রতি ব্যবহার
ভিন্নভেদ না রহিল দুইয়ের মাঝার।
অন্নবিনে ব্যঞ্জন খাই না যায় ভুক
পরদার নাই মাত্র ভাবি পরলোক।
আর দিন কৌতুকে গোঞাইছিল নিশি।
নয়ানে বয়ানে বুকে অঙ্গে মিশামিশি
যৌবন যমুনা কূপে বসন্তের বাও
সহজে তরঙ্গ পার মদনের[৮] নাও।
রতিপতি যুবক[৯] যুবক আরোহণ
মন্মথে উন্মাদ সদা দোহানের মন।
রতিপতি রতি মাগে রতি রহে ভীত
করযোড়ে কহে কন্যা কুমার বিদিত।
ধর্মপতি তোহ্মাকে কহিল[১০] সর্বদাএ
লোকাচার গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না জুয়াএ
পরদার পাতক করিতে অনুচিত
ক্ষেম আজি প্রাণনাথ আপনে পণ্ডিত।
প্রভাতে করহ নিজ কার্য আরম্ভন
সরবাভানুক গিয়া কর নিবেদন।

৬. সদ রসকেলি—গ. ঘ. ৭. মদনে—গ. ঘ. ৮, সহজের ভাও—ঘ.
৯. রসেত—খ. ১০. ধমপতি তোমার আজি হইল—ঘ.

বহু ভক্তি করিয়া তুষিয়া বৃদ্ধ রানী
আন্সিহ আপনা দুঃখ কহিব বাখানি।
রানী নিবেদিব মোর জনকের পাশ
তবে সে আশার পুষ্প হইব বিকাশ।[১১]
ভাবিয়া করিব কার্য নৃপতি নন্দন
সহজে খাইব অন্ন করিয়া রন্ধন।
নিশি গোঞাইল রসে প্রেম আলিঙ্গন
প্রভাতে চলিয়া গেল ভানু যেই স্থান।
বহু ভক্তি সবিনয় করিয়া প্রণাম
কহিল সময় পাই নিজ মনস্কাম।
ভক্তি দেখি বৃদ্ধ রানী বহু তুষ্ট মনে
রাত্রিবাস করাএ বিরল একস্থানে।
সপ্তদিন অতিথ রাখিল বৃদ্ধরানী
নানাদ্রব্য উপহার যোগাইল আনি।
নানাবস্ত্র অলঙ্কার দাসদাসীগণ
দোহানকে প্রসাদ করিল বহুধন।
অষ্টম দিবসে গেল নৃপতি সম্পাশ
মাতা মুখ দেখি রাজা অধিক উল্লাস।

। বিবাহের উদ্যোগ ।

ইষ্ট আলাপন যেন করে ব্যবহার
কহিল সকল কথা দুইর মাঝার।
ছলে কুমারীর বাক্য তুলিয়া জননী
নৃপতিরে করিতে লাগিল বৃদ্ধ রানী।
কহ দেখি সেই নর নৃপতি কুমার
কথা গেল কোন গতি হইল তাহার।
রাজা বোলে তান কন্যার মন্দিরে
আছেন্ত তথাতে রহি কুশল শরীরে।

১১. তবে সে আমার দুঃখ করিবে প্রকাশ—খ.

রানী বোলে নৃপতি আপনে গুণবন্ত
প্রেম অনুক্রম বিধি জানহ যাবন্ত।
আশিক সন্তোষ কোথা আশা পূর্ণ বিনে
এমত আশ্চর্য কথা কহ কি কারণে।
আপনে পণ্ডিত তুহ্মি শাস্ত্রে বিচক্ষণ
বুঝহ চরিত্র সব যার যেই মন।
চতুর্দশ অব্দ যে পাইল দুঃখ ভার
আশা পূর্ণ বিনে তোষ কেমন প্রকার।
জানিয়া এথেক বাক্য কহ মহাশএ
আহ্মি কি কহিব বাপু তোহ্মার আলএ।
এমত সঙ্কট পন্থ দিল যেই জন
রাজ্যপাঠ ছাড়ি কৈল প্রেম আরাধন।
মৃত্যুর না কৈল ভয় ধন মিত্র দয়া
বাঞ্ছিল কন্যার প্রেম ছাড়ি সব মায়া।
কন্যার মজিল মতি তাহার উপর
আদি অন্ত তাহার জানহ নৃপবর।
দেখিছ বয়স রূপ জাতি কুল গুণ
শাস্ত্রেত পণ্ডিত অতি সাহসে নিপুণ।
শরীর নির্ভয় সব শাস্ত্রেত পণ্ডিত
শাস্ত্র গুণ বিদ্যা নাই তাহার বিদিত।
বিষম সঙ্কটে যারে করিলা উদ্ধার
সদয় হইয়া তুহ্মি করিলা নিস্তার।
সম্মান করিলা যারে দিলা প্রাণদান
ভান কার্যে কি কারণে নাই অবধান।
যেমত দুহিতা তোহ্মার তেমত কুমার
যোগ্যকর্ম কিসকে না কর অঙ্গীকার।
নৃপতি হরিষ অতি রানীর বচনে
কহিল উত্তর অতি হরষিত মনে
লঙ্ঘিতে না পারি মাতা তোহ্মা অঙ্গীকার
যে কর আদেশ তুহ্মি কর্তব্য আহ্মার।

রানী বোলে পূর্ণ কর কুমারের আশ
করহ বিবাহ কার্য উচ্ছব উল্লাস।
রাজা বোলে কথা ডাকি আনহ কুমার
শুভক্ষণে শুভকার্য চেষ্টিব[১] তাহার।
নৃপতি আজ্ঞাএ রানী চলিল আপনে
হরিষে কহিল বার্তা কুমারের স্থানে।
বার্তা শুনি যুবরাজ হরিষ হইল
নিকন্টকে বাঞ্ছার কমল বিকশিল।
প্রেম-অগ্নি দহিছিল চিত্তের নলিনী
মৃত্যের শরীরে[২] কিবা বিকশিল পুনি।
হরিষে পুরিত তনু পুলকিত অঙ্গ
জন্মাবধি কষ্ট মোর সব দিল ভঙ্গ।
বাঞ্ছাসরোবরে তার ফুটিল কমল
কবে মধু পিব চিত্ত ভ্রমর পাগল।
কল্পতরু পুষ্প দেখি হৃদয় বিকল
এবে তার কর্মে কবে ধরিবেক ফল।
সম্মুখে অমৃত ধারা পিপাসা না খাএ
প্রিয়া কোলে রঙ্গ মনে প্রাণে ধরাএ।
বন্ধন করিতে চিত্ত না ধরে সহ্য
পরশন বিলম্বে না মানে প্রাণ ধৈর্য।
চতুর্দশ অব্দ দুঃখ পাইল কুমার
রাজ আজ্ঞা বার প্রাণে না সএ তাহার।
শেষ ভাগে মদনে দহএ দশগুণে
কবে হৈব কবে হৈব এহি উঠে মনে।
তবে বৃদ্ধ রানী বোলে শুন যুবরাজ
আজ্ঞা হৈল শীঘ্র চল নৃপতি সমাজ।
আজ্ঞা পাই যুবরাজে করিয়া সাজন
নৃপতি গোচরে শীঘ্র করিল গমন।

১. স্থষ্টিতে—খ. ২. ভাগ্রাভগ্র—ঘ.

দূরে থাকি নৃপতি দেখিয়া আচম্বিত
দ্বিতীয় অরুণ কিবা উলিছে ভূমিত।
কিবা দিবাকর দেখি পূর্ণ শশধর
অধেঃ উর্দ্ধে দিগন্তের হইল অন্তর।
পূর্ব্বে যে দেখিল রাজা কুমার বদন
যদ্যপি মুহিল রূপে না ছিল এমন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণ দহে কষ্ট দুষ্ট ভয়
মলিন বদন ছিল এমত বিষএ।
বস্ত্র না আছিল আর কৃশান বিহীন
নানা মত জোতহীন বদন মলিন।
যখনে প্রিয়ার কাছে থাকি সর্বথাএ
রাজনীতি পরিধান সুখে ভোগে খাএ।
দরশে পরশে সিদ্ধি রসে ব্যবহার
সদাএ সন্তোষ মতি সুবর্ণ আকার।
সুখে ভোগে হরিষে উজ্জ্বল কলেবর
ফাল্গুন ভাদ্রেত যেন পূর্ণ শশোদর।
দেখিল নৃপতি যদি কুমারের মুখ
দশগুণে ধন্ধ মনে শত গুণে সুখ।
তুষ্ট হৈল আপনে নৃপতি শাহ্‌বাল
কৃপা মনে গলে ধরি চুম্বিল কপাল।
ভক্তিভাবে কুমারে করিয়া দণ্ডবৎ
পাদুকা চুম্বিল তান হইয়া ভূমিগত।
রূপেগুণে পরীপতি স্নেহ ভাবি মনে
করে ধরি নিকটে বৈসাএ সিংহাসনে।
প্রথমে কহিলা আগে ইষ্ট আলাপন
কর্পূর তাম্বুল পুষ্প দিল বিদ্যমান।
কুঙ্কুম কুস্তুরী আর চন্দন আগর
গোলাব আতর আর কাফুর কেশর।
আর যথ সুগন্ধি সকল রাজনীতি
আপনে কুমার অঙ্গে লাগাএ নৃপতি।

ভক্ষ্য ভোজ্য রাজনীতি যথ উপহার
সেবা করি নৃপতি করাইল ফলাহার।
শুভক্ষণে আজ্ঞা কৈল পরীর রাজন
শুভকার্য উচ্ছব মঙ্গল সুরচন।
পঞ্চশব্দ রাজ দ্বারে বাজে সর্বক্ষণ
দুমদুমি নাকাড়া দমা নানান বাজন।
পাখোয়াজ সারিন্দা পিনাক কবিলাশ
মঞ্জিরের বোলে সবে হইল উল্লাস।
শিঙ্গাবেণু বাঁশি আর সানাই কন্নাল
ডম্বুর তাম্বুরা আর ঝাঞ্জর করতাল।
বিনোদনাশঙ্খ, বাঙ্কি[৩] দোহরি মোহরি
ভুষঙ্গ মৃদঙ্গ কাঁস তবল ভাঙ্গরি।[৪]
যথ বাদ্যভাণ্ড আছে ত্রিলোক মাঝার
সর্বদাএ বাজিতে লাগিল অনিবার।
ত্রিলোক মাঝারে আছে যথ নৃত্যকারী
গুলেস্তাঁইরাম ভরিল অপসরী।
সপ্তশব্দ রাজদ্বারে বাজে সর্বক্ষণ
নানা শব্দে বাদ্য বাজে আনন্দ রাজন।
ইন্দ্র অপসরী স্বর্গে যথেক আছিল
দেবালয় শূন্য করি এথাতে আসিল।
যথেক নর্তকী আছে সপ্তদ্বীপ মাঝ
নিজ দেশ ত্যাগি আইল এই রাজ্য মাঝ।
রাজপুরী যথা যাই চাহি যেই ভিত
তথাত আনন্দ বাদ্য উচ্ছবের গীত।
অন্তস্পুরী ব্যাপিয়া আনন্দ রঙ্গমএ
বদিউজ্জামাল পুরী আনন্দ সদাএ।
সরবাভানুর রজত পুরী আনন্দিত
যথা যাই তথা পাই আনন্দের গীত।

৩. বিনাদোনা সাঙ্কে বাস্তি—ক ৪. ঝাঁঝেরি—ব।

গুলেস্তাঁইরামে আনন্দ ঘরে ঘর
প্রতি ঘরে আনন্দিত রজত নগর।
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গাহে গীত
অর্দ্ধ নিশি সর্বলোকে আনন্দে মোহিত।
সোহাগ কেশর চুয়া আগর আতর
একে রঙ্গে মেলি মারে আনের উপর।
কেহ অর্দ্ধনিশি বসি থাকএ উল্লাসে
কেহ অর্দ্ধ নিশি কাটে ললিতার পাশে।
কেহ গীতে কেহ নৃত্যে আছএ ভজিয়া।
কেহ কার রূপ দেখি আছএ মজিয়া।
কেহ কামাতুর হৈয়া ছাড়ে লাজ ভয়
কেহ রতিপতি মতি রতির আশয়।
কেহনারী নৃত্য করে দেখিয়া কুমার
মন্মথে উন্মাদ মতি ঘূর্ণিত আকার।
কেহ তার রূপে নিজগুণ পাসরএ
কার কাম কামনাএ তাল ভঙ্গ হএ।
যার ভিতে চাহে তার হরএ চেতন
নয়ান বয়ান মত্তে শমন কেতন।
কেহ পরী অপসরী দেখিয়া কুমার
গৃহকাজ কুললাজ ছাড়ে আপনার।
কেহ জন কার দৃষ্টে থাকএ হেরিয়া
কেহ মুরছিয়া পড়ে জ্ঞান হারাইয়া।
কোন নারী নৃত্যকারী দেখিয়া কুমার
মর্মেত উন্মাদ অতি মূর্ছিত আকার।
কেহ তার রূপে নিজ জ্ঞান হারাইল
কুমার সম্মুখে আসি ঢলিয়া পড়িল।
কেহ কেহ করি অতি রতির আরতি[৫]
রতি মতি পীড়ি হইল আকুল[৬] যুবতী।

৫. হিরণ্য ধাতু রজরতী—খ. ৬. পাত্র রতির—গ. ঙ.

মোহিত পুরুষ সব দেখি সে সকল
সে সবে কুমার দেখি আকুল বিকল।
যে সবে কটাক্ষে পারে ত্রিলোক মুহিতে
সে সব মুহিত সদা কুমার বিদিতে।
কুমার সে সব দেখি মনে নাহি ভাএ
বদিউজ্জামাল রূপ বাঞ্ছএ সদাএ।
বেশ্যাগণ প্রভৃতি নগর যথনারী
নৃত্যগীত গৃহকাজ রহিল পাসরি।
নৃপতি দেখিল কাজ হৈল বিপরীত
কুমার দর্শনে যথ যুবতী মুহিত।
মন্ত্রণা করিয়া নৃপ মন্ত্রিগণ সনে
কুমার লুকাএ নিয়া বিরল ভবনে।
তবে নৃপ একমনে কাজ আরম্ভিল
ত্রিভুবনে যথ রাজা সব আমন্ত্রিল।
দেবতা গন্ধর্বভূত পিশাচ দানব
যক্ষ দৈত্য নিশাচর যথ পরী সব।
ইন্দ্র যম[৭] বরুণ কুবের ভূতপতি
আমন্ত্রিল পৃথিবীর যথ নরপতি।
লিখিল সভাত পত্র ভক্তি অনুসার
নমস্কার আশীর্বাদ যোগ্য যে যাহার।
কুমার বৃত্তান্ত যথ লিখি আদি অন্ত
রূপগুণ কুল শীল লিখিল যাবন্ত।
কন্যা প্রেমে মজি মোর লইল শরণ
কন্যাহ তাহার প্রেম করিল বাঞ্ছন।
পত্রের বৃত্তান্ত জানি যথ নরপতি
দৈত্যস্থানে পুছে সব হই ধন্ধমতি।
কিমত কুমার রূপ নরের সন্তান
বদিউজ্জমাল মতি তাতে ভজমান।

---

৭. চন্দ্র—খ

পৃথিবীর গন্ধর্ব দেবতা সুরপতি
এহিসব মধ্যে তার না রুচিল মতি।
হেনজন কিমতে নরেত মজে মন
অবশ্য দেখিতে তারে করিব গমন।
ত্রিলোকের নৃপসব করিয়া উল্লাস
কুমার কুমারী মুখ দেখিবারে আশ।
পত্রপাঠে ত্রিজগতে যথেক নৃপতি
গুলেস্তাঁইরাম উদ্দেশে কৈলা গতি।
লক্ষ লক্ষ রাজা সব আসিয়া তুরিত
শাহবাল রাজার পুরীত হৈল উপস্থিত।
রাজা সূর্য যজ্ঞ যেন কৈলা পূর্বকালে
তাহা হন্তে শতগুণ হৈল নৃপপালে
মাসেকের পন্থব্যাপি হৈল রাজ সভা
বসিল উৎসবে সবে করি নানা শোভা[৮]।
নানা বর্ণ অন্নময় নানা উপহার
নানা জল নানা ফল নানান প্রকার।
নানা স্থানে নানা কেলি কৌতুক সরস[৯]
নানা রঙ্গ নানা ঢঙ্গ কাব্য সুরস।[১০]
কোটি কোটি বিদ্যাধরী পরী অপসরী
প্রতিস্থানে নাচন্ত গাহন্ত সব নারী।
সুস্বর সুন্দর আর সুবেশ চতুর
কামরূপী কামিনী কামদ কামাতুর।
কটাক্ষ সন্ধানে পারে বধিতে[১১] সংসার
অধরে মধুর হাসি অমৃত সঞ্চার।
নৃপগণ সমুখে করন্ত নানা কেলি
কেহ কাকে কৌতুকে আবীর মারে মেলি।
গোলাব দেঅএ কেহ বসনে কাহার
কেহ কার গলে দেয় কুসুমের হার ॥

৮. বিচিত্র চরিত্র যেন সৌষ্ঠব শোভা—গ. ৯. নানান প্রকার—ঘ. ১০. নানা স্থানে কাব্য করি করন্ত বেহার—ঘ. ১১. মুহিতে—ঘ.

কেহ কার মুখেত অমৃত দেয় তুলি
কেহ কেহ সরসে করএ কোলাকুলি।
কেহ কাকে ঠেলিয়া ফেলাএ কার কাছে
কেহ কাকে ঠারিয়া যৌবন ডালি যাচে।
কোন জনে পড়ে যেন বস্ত্র দূর করি
আরজনে চড়ে গিয়া দুই স্তনে ধরি।
আর জনে ঢলিয়া পড়এ কার গাএ
কেহ ছলে কর ক্ষেপে[১২] কাহার হিয়াএ।
কেহ কেহ লাজ ভয় তেজি কামরসে
কেহ কাকে বিরলে লৈ যায় রস আশে।
কেহ কারে একদৃষ্টে হেরএ অনিবার
কেহ কাকে মেলি মারে গজমোতিহার।
কেহ কার আঞ্চল খসাএ টান দিয়া
আরতি করএ পূর্ণ অঙ্গ পরশিয়া।[১৩]
কেহ গিয়া দিউটি নিবাএ নানা ছলে
কুচে কর ক্ষেপএ চুম্বএ লৈয়া কোলে।
কাঞ্চুলি ফাড়িল কার কুচ লক্ষ রেখা
দশনের ঘাও কার বদনেত রেখা।
ঝাঁকারি ঝাঁকারি[১৪] কার ছিঁড়িল গজহার
টানাটানি কাহার খসিল কেশ ভার।
কাহার পিন্ধন বস্ত্র হইল মোকল
কেহ কামে মত্ত কেহ লজ্জাএ বিকল।
কেহ পুনি শীঘ্রকরি দিউটি জ্বালাএ
কেহ কামে রঙ্গে ঢঙ্গে নিবাই ফেলাএ।
কামের নিকটে নাই লজ্জার বসতি
কথা গুরু গরবিত যথা রতিপতি।
এইমতে ছয়দিন উৎসব রচন
নানারঙ্গ অহর্নিশি করে নৃপগণ।

১২. কুচ ধরে—ক.

১৩. ঠারে ঠারে ফালে ফালে ধরএ নাসিয়া—গ. ১৪. ফালা ফালি—গ.

প্রজাগণে প্রতিস্থানে করএ কৌতুক
ত্রিভুবন ছাড়িয়া চিন্তএ দীন লোক।
প্রতিগৃহে প্রতিস্থানে উচ্ছ্ব আনন্দ
সমীরে বহএ সদা আনন্দের গন্ধ।
জলদে আনন্দ বিন্দু বরিখে সঘন।
আনন্দে তরঙ্গ যেন সাগরে ঘন ঘন।
চন্দ্র সূর্য জন্মাবধি যাবত ভ্রমএ
এমত উৎসব কভু কথা না দেখএ।
হেট'পরে আকাশে না দেখে কদাচিত
এমত অপূর্ব রঙ্গ আনন্দে রচিত।
যে অবধি মৃত্তিকা হইল উৎপণ
নিজ পৃষ্ঠে না দেখিল হেন কদাচন।

।। পাত্র-দর্শন ।।

শুভদিন নিকট হইল উপস্থিত
নৃপতি কহিল যথ সভার বিদিত।
শুভদিন নিকটে গণক যোষীগণ
আজ্ঞা কর কন্যাদান করিমু এক্ষণ।
সন্তোষে নৃপতিসবে বুলিল উত্তর
শুভগ্রহে[১] শুভকার্য কর নৃপবর।
কিন্তু এক অপূর্ব লাগএ ধন্ধমনে
কেমতে নরের গতি হৈল এইস্থানে।
কুলশীল বিক্রম শুনিল স্বতন্তরে
রূপ গুণ গ্রাম মনে লএ দেখিবারে।
যদ্যপি শুনিয়াছিল গ্রাম গুণ রূপ
তথাপি দেখিতে শ্রধা সেরূপ স্বরূপ।
ধর্মবতী তোহ্মার দুহিতা রূপবতী
ত্রিলোকেত একেত না রুচে যার মতি।

১. শোভাগৃহে—গ.

দেবদৈত্য গন্ধর্ব দানব পুরন্দর
না রুচে যাহার মতি এসব উপর।
কেমত নরেত মতি মজিল কুমারী
দেখিব বদন, গুণ চাহিব বিচারি।
এথ শুনি শাহবাল লাগিল কহিতে
আইসহ কুমার সবে দেখ ভালমতে।[২]
একজন পাঠাইল কুমার গোচরে
আইসেন্ত নৃপসবে তোক্ষা দেখিবারে।
যার যেই যোগ্যমত সম্ভাষা করিবা
পুছিলে বচন বুঝি উত্তর করিবা।
হেনকালে উপস্থিত হৈল নৃপগণ
জ্ঞান পাসরিল, কিবা পুছিব বচন।
কেহ তব্ধ নিঃশব্দ রহিল ধন্ধমন
কেহ বোলে নর এই নহে কদাচন।[৩]
কেহ বোলে প্রভুর আপনা রূপরেখ
অবতরি নর ঘটে হৈল পরতেক।
এহিমতে নানা মতে করিয়া কল্পন
একদৃষ্টে হেরে সব কুমার বদন।
কথক্ষণে স্থিরমতি হৈল নৃপগণ
প্রথমে পুছিল বার্তা ইষ্ট আলাপন।
কুলশীল নিবাস প্রেমের আদিঅন্ত
পন্থের সঙ্কট কষ্ট পুছিল যাবন্ত।
অল্প অল্প কুমারে কহিল যথইতি
অশক্য জানিয়া সব ধন্ধ হৈল মতি।
শুনিল বিক্রম, রূপ দেখিল নয়ানে
জ্ঞান পরীক্ষিল সব শাস্ত্র আলাপনে।
যেই শাস্ত্রে যথাতে পুছিল যেইজন
প্রসিদ্ধ উত্তর সব করিল রচন।

২. আইস সব দেখহ কুমার হরষিতে—গ. চল যাই কুমার দেখিতে—খ.
৩. নরকুলে নহে হেন জন—খ.

যেসব উত্তর বোলে পুছে বারবার
আর কথদূর পাছে আছএ তোহ্মার।
সেসব কহিল অর্থ ঈষৎ হাসএ
অল্পজ্ঞান বশে হেন মনেত ভাসএ।
হৈয়া সকল ধৈর্য শাস্ত্রের বিচার
রূপগুণ সর্বত্রে বাখানে বারবার।
ইন্দ্র যম বরুণ বাখানে বারবার
প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে গুণ না দেখিল কার।
কিবা দেব মানব ত্রিলোক যথইতি
না হৈল হেনজন জগতে উৎপত্তি।
এইমতে সভানে বাখানে হরষিতে
পরীরাজে আসিয়া লাগিল নিবেদিতে।

॥ বিবাহ ॥

কৃপাএ করহ আজ্ঞা যথ মহারাজ
শুভক্ষণে সম্পন্ন হউক শুভকাজ।
সন্তোষে যথেক নৃপ কৈল অঙ্গীকার
জয় জয় সবকার্য হইতে সুসার।
কুশলে বঞ্চোক এই যুবক যুবতী
ধনজন আয়ুবৃদ্ধি ধর্ম অনুমতি।
নৃপগণ আজ্ঞা যদি পাইলা নৃপতি
অন্তস্পুরে কহিয়া পাঠাএ শীঘ্রগতি।
কন্যাসাজ করাউক হৈয়া একমতি
নবীন বয়সী যথ রূপসী যুবতী।
যথ নারী পরী ছিল রাজ্যের মাঝার
জ্ঞাতিগোত্র ইষ্ট মিত্র যথ আছে আর।
যথেক সধবাসতী রাজ্যের মাঝার
কন্যাসাজ করাইতে চলে পুনর্বার।
নাচুক গাউক যথ আছে রামাগণ
এথা আসি কুমার সাজাও কথজন।

। ক'নেসাজ ।

। সহেলা ।

ছন্দ : ত্রিপদী

অন্তস্পুর নারীগণ বার্তা পাই শুভক্ষণ
মঙ্গল করিল সুরচন
ঘৃতের দিউটি হাতে সুবর্ণ কলসী মাথে
নবীন রূপসী রামাগণ ।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গীত গায় রসে
কেহ হাতে তালি মারে রঙ্গে
কার হাতে জল ঘটি কার অঙ্গে মারে ছিটি
কেহ ঠমকএ রঙ্গ[১]ভঙ্গে ।
কেহ পানগুয়া খাএ আনন্দে ধামালি গাএ
কৌতুকে খেলএ নানা কেলি
আড়েতে[২] লুকাই পাশে কেহ কাকে পরিহাসে
ফেলাএ কাহার অঙ্গে টেলি ।
আগর চন্দন চুয়া[৩] কর্পুর তাম্বুল গুয়া[৪]
কেহ কাকে হরিষে যোগাএ
গোলাবের কেশর ঝারি সোহাগ[৫] মেলিয়া মারি
কেহ কার বসন তিতাএ ।
কেহ রঙ্গে জড়াজড়ি কেহ করে হুড়াহুড়ি
কেহ কাকে ফেলাএ ঠেলিয়া[৬]
কেহ ব্যগ্রগতি মতি[৭] অঙ্গ করে নানা ভাতি
রসরঙ্গে কৌতুকে ভুলিয়া ।

১. অঙ্গ—গ. ঘ. ২. আগু—ঘ ৩. কর্পুর গুয়া—খ.
৪. কেহ কাকে ডাকে বুয়া—খ. ৫. আবীর—খ. ৬. কেহ রঙ্গে মোড়ামুড়ি গাএ—খ.
৭. কেহ অতি ব্যস্তগতি—ক.

কৌতুকে যথেক পরী   সুবর্ণ কলসী ভরি
চলি যাএ লই অন্তস্পুরে
রাজকন্যা কোলে করি   আনন্দে যথেক নারী
বাহির করিল ধীরে ধীরে।
সুবর্ণের পাটে রাখি   অঙ্গেতে সুগন্ধি মাখি
আনন্দে গাহেন্ত সব গীত
কেহ করি পরিহাস   খসাএ পিন্ধনবাস
কেহ নাচে হৈয়া আনন্দিত।
কেহ বোলে রূপ দেখি   লক্ষিতে না পারে আঁখি
মুহিয়া পড়িল অচেতন
রবিশশী জিনি জুতি   হেরিতে হরএ মতি
নিরক্ষিতে হরএ নয়ান।
যার রূপে মোহে নারী   যেসব জাতিএ পরী
কি সহিব মানব পুরুষে
ইন্দ্র আদি দেব লোকে   আরাধিল দেখি যাকে
সে জনে ভজিল নর-রসে।
কিমত তপস্যা তার   এমত ঘটএ যার
কি জানি করিল আরাধন
যথ সোহাগিনী   করিয়া নানান কেলি
রাজসুতা করাইল স্নান।
কেহ লএ কেশ পানি   কেহ বস্ত্র দেয় আনি
কেহ টানি নেয় বাজু ফিতা
কেহ ধরে বাহুলতা   কেহ দেয় জানু হাতা
আনিয়া বসায় রাজ সুতা।
মেন্দী দিয়া হাতে-পাএ   সুগন্ধি মাখিয়া গাএ
পবিত্র বসনে মুছি অঙ্গ
যৌবন যমুনা জলে   লাবণ্য তরণী হেলে
বহি গেল আকুল তরঙ্গ।

কোন কোন সুবদনী বস্ত্র অলঙ্কার আনি
পৈঢ়াএ আনন্দ কুতুহলে
কেহ বান্ধে কেশভার কেহ করে লই হার
আনন্দে তুলিয়া দেয় গলে।
ললাটে সিন্ধুর বিন্দু অরুণ সহিতে ইন্দু
চন্দনের ফোঁটা তার কাছে
জলদ কাজল রেখা ভুরু ইন্দ্রধনু রেখা
সমযুক্ত বিরাজিয়া আছে।
কানে বালি কর্ণফুল লোলক শ্রবণ মূল
সুবর্ণ পিপলি পাত[৮] দোলে
মুক্তামণি চুনীজড়া অরুণ প্রভৃতি তারা
মুখ-শশী সুখে লইছে কোলে।
কপালে অলক টিকে বেশর বিরাজে নাকে
সারিসারি উড়ি পড়ে তারা
তেল'রী হাঁসুলি হার সিঁথিপাত শোভাকার
মণিমুক্তা জিনি মনোহরা।
তাড় বাজুবন্দ করে অঙ্গদ বলয়া ধরে
পৈঁচি কঙ্কন শোভাকার
হীরামণি হেমে জড়ি মদন মিশাএ গড়ি
দিয়াছে বাহুটি বাহুতাড়।
কনিষ্ঠ কানি অঙ্গুলে শ্রী আঙ্গুরী শোভে ভালে
কাঞ্চন অঙ্গুরী তবে ধরে
আঙ্গুলে নখের সারি ঝর্ঝর অঙ্গুরী ধারী
বিদ্যুৎ দর্পণ শোভাকরে।
কটিতে কিঙ্কিনী ধ্বনি চরণে নেপুরে শুনি
রুনুঝুনু বাজে সুললিত
মোর মনে হেন এ লএ আনন্দমএ
আনন্দে গাহএ রসগীত।

৮. তাতে—খ.

তোড়ল খারুয়া পাএ নখে মাখিয়া আলতাএ
উঝটি বিঝটি পদাঙ্গুলে
মেলিয়া নালুয়া চয় চরণে শরণ লয়
রঙ্গেত মজিয়া অতি ভালে।
আর যথ অলঙ্কার কে জানে নির্ণয় তার
রাজনীতি দেবের ভূষণ
জরির ঝরোকা জড়ি বিচিত্র পাটের শাড়ি
উল্লাসে করএ পরিধান।
করিয়া কন্যার সাজ শীতল মন্দির মাঝ
হরিষে রাখি সবে নিয়া
কৌতুকে সকলে মিলি স্নান করাইতে বুলি
চলিল কুমার উদ্দেশিয়া।

। বর-সজ্জা।

। পয়ার।

কন্যা সাজাইয়া রাখে অন্তঃপুর মাঝ
চলিল সাজাইতে পুনি সবে যুবরাজ।
নাটগীত আনন্দে চলিল যথ রামা
সে সবের সৌন্দর্য ত্রিলোক অনুপামা।
একে পরীজাতি আর নবীন যৌবনী
বস্ত্র অলঙ্কার যথ করিয়া সাজনি।
রঙ্গিমা অধর সব ভঙ্গিমা নয়ানী
ভুবন জীবন হরা ত্রিলোক মোহিনী।
আর উচ্ছবের রঙ্গ করি নানা ভঙ্গ
সর্বাঙ্গ লাবণ্যময় অমিয়া অনঙ্গ।
কামের কামিনী যথ কমলী সকল।[১]
স্নান রসে কাম আশে[২] চলিল সকল।

১. কামের কামনা করি কামিনী সকল—খ. ২. কুতুহলে—ঘ.

গুরু গরবিত নাই সব এক মতি
উত্তম অধম কিবা কুলবতী সতী।
কেহ দেখি কেহ শুনি কুমার বর্ষণ
পূর্ব হতে সবের অধৈর্য ছিল মন।
কিবা বাল কিবা বৃদ্ধ কিবা যুবা নারী
লোক লাজে অবশ্য হৃদয়ে কামাতুরী।
কুলের কামনা ধৈর্য করিল পরাণে[৩]
নিকটে পাইয়া চিত্তে নিষেধ না মানে।
লইয়া সুগন্ধি চাউল রত্ন কুম্ভ ভরি
কুমার নিকটে চলি গেল সবপরী।
সুবর্ণের আসন রাখিয়া একস্থানে
বাহির পুরীতে সব গেল রঙ্গ মনে।
সবার উৎসব রঙ্গ অলঙ্ঘ্য তরঙ্গ
হইল সবার সাধ পরশিতে অঙ্গ।
একহি পুরুষ বর নারী শতে শতে
নায়মাএ ? একস্থানে ধরিব কেমতে।
শতে এক ধরিতে কেমতে পাএ লাগ
কোনেবা ছাড়এ নিজ মন-অনুরাগ।
যে ছোঁএ সে জি'এ পূরে মন-আশা
এক ঝারি অমৃতের শতেক পিপাসা।
একেরে ঠেলিয়া আরে অন্তরে ফেলাএ
কুমার আনিতে ছলে ধাই চলি যাএ।
সেজন ঠেলিয়া অন্তর করে আনে
আনেরে ঠেলএ আনে কামাতুর মনে।
গুপ্তের কামনা সব হইল প্রচার[৪]
লোকলাজ গুরুভয় গেলেক সভার।
হইল মদন মত্ত সর্ব মতিমন্ত
অন্যে অন্যে সবের জানিল সব তত্ত্ব।

৩. আপনে—ষ. ৪. ব্যক্ত হইল কাহার—খ.

কুমার পরশ করে যেই রূপবতী
মত্ত হৈয়া মুরুছিয়া পড়এ যুবতী।
শাশুড়ী সহিতে বধূ হৈল কামযুতা[৫]
মাতা সনে কাম মনে মুহিত দুহিতা।
গুরু গরবিত ভেদ কিছু না রহিল
রজঃবতী যথনারী পড়িয়া রহিল।
হেনকালে শুভ লগ্ন হৈল উপস্থিত
একজন নৃপতিএ পাঠাএ তুরিত।
হৈল কি না হৈল সাজ দেখ যুবরাজ
শুভলগ্ন হইলে হউক শুভ কাজ।
মোহিছে যুবতী সব হই রজঃবতী
দূত আসি অসুস্থ দেখিল এই গতি।
ধাই দূতে নৃপতিত কহিল বিবরণ
মুহিল কুমার রূপে যথ পরীগণ।
অতি কামে বেগযুক্ত সতী কুলবতী
বদ্ধ বালা যুবতী হইল রজঃবতী।
গুরুগররিবত কার নাই[৬] ভিন্নভেদ
হইল কলঙ্ক যোগ না মানে নিষেধ।
স্নান করাইব কিবা রমণী সকল
আপনা পাসরি আছে মুহিয়া বিকল।
স্থান অপবিত্র হৈল নারী সব রজেঃ
হেটমাথে যুবরাজ রহিয়াছে লাজে।
কলঙ্ক রহিল লোককুলে কদাচার
পুরুষ লজ্জিত অতি নারী অবিচার।
নিষেধ করহ তাকে যুবরাজ যথা
ভিন্ন রমণীর গতি না রহৌক এথা।
শীঘ্র করাইতে কাজ যদি থাকে মন
স্নান করাউক গিয়া যথ রাজাগণ।

---

৫. ব্রজসুতা—খ. ৬. ঘনঘোর ভীতিকর নাহি—খ.

এথ শুনি নৃপতি হইল চমকিত[7]
নারী সব তথা হতে ঘুচাএ তুরিত।
পাত্রগণ সঙ্গে করি নৃপতি আপনে
স্নান করাইল গিয়া হরষিত মনে।
সুগন্ধি লাগাই অঙ্গে করিল মর্দন
কুলাচার মত কার্য করিল তখন।
স্নান করাইয়া ঘরে নিয়া যুবরাজ
বহু অলঙ্কারে করাইল মহাসাজ।
অঙ্গদ বলয়া করে কণ্ঠে মণিহার[8]
দেবরাজ পুরুষের নীতি অলঙ্কার।
শ্রীঅঙ্গুরী মণি জড়িত করএ অঙ্গুলে
পৃথিবী কিনিতে পারে অঙ্গুরীর মূলে।
সাজিল কুমার নর জিনি পুরন্দর
পরিল পবিত্র বস্ত্র জরি পাটাম্বর।
যথ সাজ করাইল কহিতে অপার
রাজনীতি যেমত আছএ ব্যবহার।
করি দধি-মঙ্গল সুগন্ধি মাখি গাএ
সুবর্ণ শিরোপা মাথে শোয়াব চড়াএ।
সীতাপতি কদলী আনিয়া শুভক্ষণে
করিল আলমে খাড়া সানন্দিত মনে।
মারোয়া লেপিতে দিল যথ সোহাগিনী
করিল বিচিত্র সব পরীর রচনী।
ভরিল সুবর্ণ ঘট নৃপতি সকল
তৈল চড়াইল অঙ্গে মন কুতুহল।
সুগন্ধি ছিটিয়া কৈল পুকনী সকল
নিজ রূপ গন্ধে পন্থ সুঘ্রাণ উজ্জ্বল।
যার যেই নিজ সৈন্য করিয়া সঙ্গতি
চলিল চলন-সাজে যথেক নৃপতি।
চলিলেক পরীপতি লইয়া কুমার
যায়ন্ত চলিয়া নৃপ পরী পরিবার।

৭. সচকিত—খ. ৮. করেত বলয়া দিল কণ্ঠে দিল হার—গ.

॥ বরযাত্রা ॥

। উৎসবের আরম্ভ ।

। সহেলা ।

দিবস গঞিয়া গেল   রজনী প্রবেশ হৈল
সাজিল কুমার শশোদর
ইন্দ্র আদি যথ সুরা   শশীপাশে যেন তারা
বসিয়াছে কুমার গোচর ।
ইন্দ্র ঐরাবত জিনি   ধবল মাতঙ্গ আনি
কাঞ্চনে করিল সর্বসাজ
হীরামোতি রত্নে জড়ি   সুবর্ণ আম্বারী গড়ি
তুলিয়া বান্ধিল পিষ্ঠমাঝ ।
ইন্দ্র আদি রাজাগণে   শুভলগ্নে শুভক্ষণে
কুমার করাই আরোহণ
উচ্ছব কৌতুকরঙ্গে   সকল চলিল সঙ্গে
হই সব হরষিত মন ।
রাক্ষস পিশাচ দৈত্য   দানবে ভরিল মর্ত্য[১]
দেবপরী ভরিল গগন[২]
গন্ধর্ব কিন্নরী যথ   তাহা বা কহিব কথ
লক্ষে লক্ষে[৩] শূন্যেত গমন ।
চলিছে কটক যথ   কি জানি কহিব কথ
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়িয়া
কেহ ভূমি পদ গতি   কাহার আকাশে মতি
কেহ শূন্য চলিছে উড়িয়া ।
সাফল্য মানব জন্ম   লক্ষিল যাহার কর্ম
হেন সুখ সম্পদ সম্মান

১. দানব অসুর অমর্ত্য—গ.ষ. ২. ভুবন—গ. ঙ. ৩. যক্ষসব—ষ. ঙ.

দেবতা দানব রাজ[৪] ইন্দ্রাদি করি সাজ
চলিয়াছে যাহার যোগান।
এথা দেবপরী তেজি যার রূপগুণ ভজি
পরীরাজসুতা মাঝে[৫] ভোর
চিত্র হএ জীববন্ত সুখ লাভে দুঃখ অন্ত
তাহার ভাগ্যের কিবা ওর।
দুমদুমি টিগরা ঢোল নাকাড়ার কোলাহল
মধুর নেপুর[৬] শিঙ্গাবাঁশী
ঝাঞ্ঝ কাঁস করতাল তাম্বুরা জম্বুরা ভাল
চারিভিতে শুনিতে উল্লাসী।
দোহারি মোহরি[৭] বীণা সবাসুত ভস্করী দোনা[৮] (?)
সর্ব্বরঙ্গী সুরঙ্গী বাজন
মঞ্জির[৯] রবাব সানি মৃদঙ্গ সারিন্দা ধ্বনি
কবিলাস বিলাস মদন।[১০]
ভাওইয়া ভক্ত বাণী[১১] নানা সুরে পুনি পুনি[১২]
গাহন্ত গাহন সারি সারি
নটীর মঞ্চ উপরি[১৩] অপসরা বিদ্যাধরী
আবযথ আছে নৃত্যকারী।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ কার রঙ্গ চাহে
কেহ করে আনন্দ বাজন
কেহ চড়ি গজরাজি নানান ভূষণে[১৪] সাজি
রঙ্গ চঙ্গে করিছে গমন।
কেহ ভ্রমি পদরথী কাহার আকাশে গতি
কেহ শূন্যে চলিছে উড়িয়া
চলিছে কটক যথ তাহারে কহিব কথ
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়িয়া।

---

৪. দেবদানবের রাজ—খ. ঙ. ৫. মতি—ক. ৬. সনে বীনা করি—ক. ৭. দোসরি মোসরি—ক. পরান ভাঙ্গুরীধুনা—খ. ঙ. ৯. বিপঞ্চ—ক. ১০. গাহে সব জনা—ক. ১১. বাউ ভগতিয়া মিলি—ক. ১২ কাঞ্চনি সুন্দর ধ্বনি—ক কাঞ্চন যে মনি পুনি—খ ১৩. মাঞ্চনি পুনি—খ. মজানি পরি—ক. ১৪ বসনে—ক.

মশাল দেউটি দীয়া   কোটি কোটি জ্বালাইয়া
দীপ্তিএ নিন্দিল দিবাকর
মাহতাব স্থানে স্থান   দীপক প্রদীপমান
দিবা জিনি রজনী পসর।
ভূমি চম্পা সীতাহার   বেঙ্গা মোড়া গজহার [?]
কাশ্মীর[১৫] চাদর সারি সারি
অপরাজিতা রাধাচক্র   রাক্ষস দানব বক্র
রাজা সবে যথ ফুল ছড়ি'
কন্দিলে নিন্দিল সূর্য   রৌশন মন্দির মাঝ
নানারঙ্গ করে নৃপদল
হাউই রৌশন তারা   লক্ষ লক্ষ গোড়াহারা ?
সভা মণ্ডপে শোভে ভাল।
বরকন্দাজ লেঙ্গাবাজ   কোটি কোটি তীরন্দাজ
অবুর্দে অবুর্দে আসোয়ার
খাড়া শমন-সাড়া   বিপক্ষ জীবন-কাড়া
কামান শমন সম আর।
লই যথ রাজ বর্গ   ক্ষেণে ভূমি ক্ষেণে স্বর্গ
কৌতুকে ভ্রমিল কথ দূর
রসের আবেশে মগ্ন   হইল বিভার লগ্ন
বাহুড়িয়া নিলা অন্তস্পূর।
আসি যথ বন্ধুবর্গ   করিয়া মঙ্গল অর্ঘ্য
লই গেল পুররী আমার।
আলিম পণ্ডিত আসি   বিবাহ দিলেক বসি
নীতিমত কুলব্যবহার।
বিরল মন্দিরে গিয়া   কন্যা দিল সমর্পিয়া
উৎসব করিয়া নারীগণ
স্ত্রী-আচার নীতিশাস্ত্র   সমুখে রাখিয়া বস্ত্র
জলুয়া গাহেন্ত সর্বজন।

১৫. শকির—ম. কুম্বীর—ক.

। বর-বরণ জলুয়া ।

নিরঞ্জন আজ্ঞা দিল নবীগণ স্থান
করুক সকল লোকে নিজ কন্যা দান ।
হযরত আলিকে রসুলে কন্যা দিল
সেই নীতিশাস্ত্র সব সংসারে রহিল ।
বিভাব মঙ্গল সখী রাজ ব্যবহার
সুবর্ণ গেরুয়া হাতে নৃপতি সবার ।'
নবীন রূপসী শশী পূর্ণ শশী কলা
অধরে মধুর হাসি মদন কুশলা ।
কাব্যের কোমল[1]বাণী অমৃতের ধার
চন্দন ছিটন মত রস ব্যবহার[2] ।
হাসন দশন জুতি চমকে চপলা
সুবর্ণ গেরুয়া রামা অঙ্গে মেলা[3] ।
রজনী গোঞাএ সুখে গেরুয়া মেলিয়া
কৌতুকে কুমার করে যোগাএ তুলিয়া ।
রসের কুমারী রসের বর ভালা
বঞ্চৌক যাবত জি'এ রসে ওলামেলা ।
ফাতেমা আলির যেন ছিল রসরঙ্গ
রসুল বঞ্চিল যেন আয়শার সঙ্গ ।
ইব্রাহিম সায়েরা যেমন রসকলা
তেমতে বঞ্চৌক রসে এই বড় ভালা ।
যাবত আকাশে থাকে চন্দ্র দিবাকর
যাবত থাকএ সৃষ্টি মেদনী উপর
যাবত বিশ্বের পৃষ্ঠে থাকএ উছলা
তাবত বঞ্চৌক দুই রসে ওলামেলা ।

১. কটুর—ক. কচুরী—খ, ২. রসের প্রহার—খ. ৩. হাতে রাঙ্গাএ মারিলা—ক.

জিউক জিউক দুই অতি কুতুহলে
ধনে জনে পুত্রে পৌত্রে থাউক কুশলে।
চন্দ্র সূর্য যেহেন অমরা দীপ্তি কৈলা
তেনমত কুশলে থাউক বিমল উছলা।

। দেবতার বর দান ।

জলুয়া সম্পূর্ণ কার্য হইল সুসার
ভক্তিভাবে ইষ্টদেব স্মরিল কুমার।
বিশ্রামিয়া আনন্দে কুমারী লৈয়া কোলে
কৌতুকে চলিয়া গেল আলমের তলে।
কুমার মুণ্ডের জল কুমারীর শিরে
কৌতুকে ঢালিল সবে নীতি অনুসারে।
কুলনীতি শাস্ত্র বিধি যেমত প্রকার
করিল সম্পূর্ণ সব নীতি কুলাচার।
বাদ্যভাণ্ড আনন্দ কৌতুক জয় ধ্বনি
যথা যাই তথা গীত আনন্দ রচনী।
হরিষ কুমার অতি আনন্দ হৃদএ
পুরীর বাহির হৈল প্রভাত সমএ।
ভক্তিভাবে পরীপতি করে নমস্কার
সম্ভাষিল নৃপসবে সম ব্যবহার।
ইন্দ্র যম বরুণ দেখিয়া তিনজন
ভক্তিভাবে প্রণমিল সেসব চরণ।
পশুপতি দেখিয়া হইয়া ভূমিগত
অধিক ভক্তি করি[১] কৈলা দণ্ডবত।
সন্তুষ্ট হইয়া বর দিল তিনজন
আজ্ঞাপাল হৌক তোর অপদেবগণ।
যেক্ষণে যথাত তুহ্মি স্মর মোর নাম
সেইক্ষণে সাক্ষাত হৈব সেই ঠাম।

১. অদ্ভুত হই—ক.

ইন্দ্র বর দিল হই হরষিত মন
থাকিতে যাবত জি'এ নতুন যৌবন।
নবগ্রহ সর্বদেব সহায় হৌক তোহ্মারে
মিলিব তোহ্মাতে যবে স্মরহ আহ্মারে।
ব্রহ্মাএ দিলেক বর হইয়া সদয়
না হৌক তোহ্মার কায়া আনলের ভয়।
সৃষ্টি বৃদ্ধি হউক যাবত সৃষ্টি থাকে
স্মরণ করিলে দেখা করিব তোহ্মাকে।
যখনে আনল চাও ঘটিব আনল
তোহ্মাকে মিলিব আসি হইয়া শীতল।
বরুণ জলের বর দিল এহি মতে
ইচ্ছাএ মিলিব জল ঘটিব স্মরিতে।
হৌক জলদ সব তোহ্মার আজ্ঞাকারী
বরিয়া রহৌক যেই তোহ্মার আজ্ঞা ধরি।
তুষ্ট হৈয়া যমরাজে বুলিল বচন
অপমৃত্যু তোহ্মার না হৌক কদাচন।
নিরোগী থাকিও তুহ্মি জি'অ যথদিন
পুষাক্রমে তোহ্মার হৌক ব্যাধি হীন।
আর যথ দেবগণে দিলা নানা বর
স্মরিতে করিল আজ্ঞা হৈব গোচর।
পুত্র বধিছিল যেই দানব রাজার
হরিষে দিলেক বর সহিতে সবার।
জয় জয় যুবরাজ সর্বত্রে বাখানে
জয় জয় জোকার দেয়ন্ত সর্বজনে।
বিজয় নৃপতি সূতা জয় বরাঙ্গনা
জয় সিদ্ধি হৈল কার্য জয়ের রচনা।
হাসন রসিক বর রতির অবলা
বঞ্চৌক যাবত জি'এ রসে ওলামেলা।
এই মতে যথইতি আছে দেবাচার
কুমারকে আশীর্বাদ করে বারবার।

পরীরাজ সম্বোধিয়া মিলিয়া কুমার
চলি গেল নৃপ সব গৃহে আপনার।
বিচ্ছেদ তপন যদি গেল অস্তপুরে
কলানিধি চলি আইল কেলির মন্দিরে।
চারিপাশে তারাগণ যেন অলঙ্কার
নিবৃত্ত হইল তাপ গেল অন্ধকার।[২]
রজনী প্রবেশ হৈল দিবা অবসান
রতিপতি রতি আশে মাগে শয্যাদান
পিয়াসী সমুখে[৩] জল প্রাণে কথ ধরে
ক্ষুধার্ত খাইতে অন্ন চাহে দুই করে।

। বাসর । সম্ভোগ ।

কমলিনী সৌরভে আকুল অলিরাজ
সিদ্ধ হৈলে প্রসিদ্ধি হইব কিবা[১] কাজ।
অর্ধনিশি গঞি গেল নীরব মন্দির[২]
ভোমরা ভোমরী গেল কামের মন্দির।[৩]
আসিল কমলমুখী করি কাম সাজ
রতিরসে যুবতী কুসুম শয্যা মাঝ।
কামাতুর যুবক যুবতী লজ্জাবতী
সখীগণে গবাক্ষে হেরএ চারিভিতি।
চিরকাল পিয়াসী সমুখে মিষ্টজল
নিষেধ না মানে চিত্ত অধৈর্য বিকল।
নয়ানের সানে নহে কএ মৃগ আঁখি
ক্ষেমহ যাবত ঘরে না যাএ সর্বসখী।
আলিঙ্গন করএ কুমার লজ্জাহীন
লাজ ধৈর্য কিবা তার যেই কামাধীন।

২. দিবাকর ডুবি হৈল যামিনী আকার—ঙ. খ. ৩. খাইতে—খ
১. কার—ক. চ. করে—খ. ২. অর্ধনিশি গোঞাইয়া নিভৃত লোক ধন্ধ—ক. চ.
৩. ভোমরা ভ্রমিয়া আইল যথাএ মকরন্দ—ক. যথামধুগন্ধ—খ.

উহুঁ উহুঁ নহে নহে বোলএ কুমারী
নির্জনে ভ্রমরা প্রাণ রাখিতে না পারি।
অধরের মধু পান করিবার আশ
বিমুখে লজ্জিত রামা চাহে আন পাশ।
বিমুখ কমলমুখী বৈসএ লজ্জিত
ভ্রমরা ঘুরিয়া আসে মুখ যেই ভিত।
হাসন্ত কৌতুকে আর যথ সব নারী
অধৈর্য কুমার অতি লজ্জিত কুমারী।
ক্ষেণে বাহু প্রসারিয়া টানি লএ কোলে
ক্ষেণে কুচে কর ক্ষেপে কেলি কুতুহলে।
ক্ষেণে পরিধান বস্ত্র চাহে মুকাইতে
ক্ষেণেকে বাড়াএ কর গুপ্ত-অঙ্গ ভিতে।
ক্ষেণেকে অধর মধু পিয়ে অবিরত
ক্ষেণে কামে ছুটক ক্ষেণেকে পারাবত।
ক্ষেণে অশ্ব ক্ষেণে বৃষ ক্ষেণে অজাজিৎ
ক্ষেণে অঙ্গ রঙ্গ চাহে সঙ্গমে জড়িত।
কামাতুর আগে কথা লজ্জা ধৈর্য রএ
প্রবল আনলে কাঁচা ভিজা কাষ্ঠ দএ।
লোক লাজে সখী মুখে নহি নহি বুলি
সরসে কেলির আশে কোলে পড়ে ঢলি।
কামাতুর অত্যন্ত দেখিয়া দুই জন
লজ্জাএ অন্তর গেল যথ সখীগণ।
করে করে টিপাটিপি চক্ষে ঠারাঠারি
ঈষৎ হাসিয়া ঘরে গেল সব নারী।
স্থান হৈল বিরল পিয়াসী পাইল জল
আশিক বিভোর মতি রসিক কমল।
বিচারে কুমুদ মুক্তা মধু কুণ্ড ধরি
অমিয়া সাগরে চাহে করিতে সাঞ্চরি।
রতি রসে পতি কান্দে রতিপতি আশে
অধিক আরতি মতি রতির আবেশে।

কামশরে ভেদিল কামিনী গুপ্ত অঙ্গ[8]
বহু বেগে দুইভাগে যুঝএ অনঙ্গ।[৫]
পুরুষ মদন মতি মত্ত অতিশয়
কামাতুর কামিনী নাহিক পরাজয়।
ক্ষেণে কামরতি রণে শ্রমযুক্ত মতি
ক্ষেণে রতি কামজিত ক্ষেণে কামরতি
ক্ষেণেকে বাহন কাম রতি আরোহণ
ক্ষেণে বিপরীত ক্ষেণে উচিত রমণ।
ক্ষেণে উর্ধ্বে যুবতী অধঃতে যুবরাজ
রতিপতি রস-চোরে নিল রতি লাজ।
মুছিল চুম্বন ঘন কাজলের রেখা
শ্রমজলে সিন্দুর-চন্দন হৈল মাখা।
বিকশিত কবরী গলিত কেশ ভার
নখঘাতে কুচযুগে রক্ত আকার।
কুন্দ আর বিন্দু যদি হইল সম্ভোগ
করিল দোহের রস দোহ উপভোগ।
শ্বেত বর্ণ যার যেই মৌজুদ আছিল
আন রস উপেক্ষিয়া নিজ উপেক্ষিল।
পলটি লইল রস রসিক নাগর
রসমতি রস অতি রসিক অন্তর।
সিদ্ধ হৈল মনস্কাম নিবারে রমণ
অঙ্গ ঘুরি অঙ্গনা উঠিল ততক্ষণ।
রতিরণ যিনি রামা তেজিল কামনা
রাগ উলটিয়া যেন রতি দিল টানা।
কিঙ্কিনী ডাকিয়া বোলে নূপুরের তরে
দ্বিতীয় বিবাহ গীত গাহ উচ্চ স্বরে।

---

৪. কামরসে কামিনী খুলিল সর্ব অঙ্গ—চ. ৫. বহুলোভে দুইভিতে আসিয়া অনঙ্গ—ঘ. তরঙ্গ—খ.

। বিবাহের দ্বিতীয় দিবসে ।

অতি ভোগে ভ্রমরা করিল মধুপান
বিকশিল কমলিনী নিশি অবসান।
অন্তস্পুরে নারীগণ পাইয়া সংবাদ
জয় জয় জোকার করে বিজয়ের নাদ।
প্রতি কর্ণে কর্ণে হৈল অমৃত ঘোষণ
রুচিল উচ্ছব পুনি মধুর রচন।
মহাদেবী মহারাজা আছিল শয়নে
উঠাই উচ্ছব বার্তা কহে দাসীগণে।
হাসিয়া বসিল দোহ প্রসন্ন বদন
আজ্ঞা দিল করিবারে ফাগু[১] বরিষণ
আবীর চন্দন চুয়া কস্তুরী আনিয়া
কেলি করে একে আনে অঙ্গেত মেলিয়া
সুগন্ধি পূরিত হৈল পুষ্প গন্ধ জলে
সোয়াব কেশর লই খেলন্ত সকলে।
রাজাক তিতাএ রানী করি পরিহাস
বৃদ্ধ হৈলে তরুণী-রসের হাভিলাষ।
তথাত সুন্দরী সব ছিল সজ্জা করি
বৃদ্ধ বালা সবে মিলি পাতিল চাতুরী।
বৃদ্ধ দিকে ফাগ হানে রানীর আদেশে
একে উচ্ছবের রঙ্গ আর নব নারী
পরীর দুহিতা সব রূপে অপসরী।
যে সবে এসব লই করে কেলিরস
বিধাতা সরসে তার হইয়াছে বশ।
জিঅতে যে এমত করে লৈয়া বন্ধুবর্গ
এহাতু অধিক কি মইলে পাইব স্বর্গ।

---

১. পুষ্প—খ.

এহিমতে বৃদ্ধ রাজে কৌতুক করিয়া
লাবণ্য সাগরে ক্রীড়া করে ঝাম্প দিয়া ।
এথা মহাদেবী গিয়া দুহিতার পুরী
ইষ্ট মিত্র রাজ্যের আনিল যথ নারী ।
একেরে হানএ তার দুই আক্ষি হেরি
একেরে মেলএ আনি গোলাবের ঝারি ।
রাজপুরী দেখিল পরীর পরিবার
ধাইয়া ধাইয়া সবে আবীর প্রহার ।
লক্ষ লক্ষ সুন্দরী করএ নানা কেলি
অন্যো অন্যো দুইজনে করে মিলামিলি ।
পঙ্ক জল আনি কেহ পঙ্ক লৈয়া হাতে
পঙ্ক মেলি মারে সব পঙ্কজ সভাতে ।
লক্ষ লক্ষ সুন্দরী করএ রস কেলি
চান্দ-অরুণের কিবা ফাগু মেলামেলি ।
মধুপান কারণে অনেকে করে সাধ
কোটি কোটি ভ্রমর করএ বোলনাদ ।
পুরীর পুষ্করিণী সব পুষ্প জলে পুরি
কেলি করে সুন্দরী সবে তাহাত সাঞ্চরি ।
হংস মত ভাসে কিবা মাতঙ্গ গামিনী
মৃগ মত চলে কিবা কুরঙ্গ নয়ানী ।
কেহো ঝাম্প দিয়া পড়ে আপনার রসে
কেহো কারে ঠেলি ফেলে কৌতুকের রসে ।
কেহো কারে করে ধরি জলেত নামাএ
কেহো কারে জল ছিটি বসন তিতাএ ।
কেহো তিতি শীতে অতি কম্পিত অবলা
রসে যেন অক্ষিএ লক্ষিতে নারে লীলা ।
কেহো কারে দেখাইয়া মারে জল ছিটা
শশী বেষ্টিয়া খেলে তারা গোটা গোটা
কেহ ধাএ আপনার শিরে বাহু মেলি
রাধাতু সম্বরে যেন কেলিরস কালি ।

কেহো স্তন ধোএ নিজ বস্ত্র দূর করি
জোড়ে জোড়ে ভাসে যেন কনক কটোরী।
কেহো জল ডুবা দেখি গহীন বিলম্ব
প্রবালের বৃক্ষ কিবা কাঞ্চনের স্তম্ভ।
কেহ পরি পট্ট বস্ত্র করিল উঝল
দীপ ঢাকি ফানুস হেন ঝলমল।
কার অঙ্গ হতে জল পড়ে মুক্তাবৎ
কাঞ্চন উনাই যেন পড়এ রজত।
কেহো জলে অলঙ্কার কৈল পরিধান
লবণ মাঞ্জনে বাড়ে কাঞ্চনের শান।
চন্দ্র যেন জ্যুতির্ময় বেষ্টিত নক্ষত্রে
লাবণ্যে লাবণ্য কৈল লাবণ্যের পাত্র।
হংস যেন জলক্রীড়া করি দিনান্তরে
মনোজ গমনে চলে রসের বাসরে।
জড়িয়া মকরধ্বজে যত কুম্ভ তুলি
মাতঙ্গ গামিনী সব আইল গৃহে চলি।
কাঞ্চনের কুম্ভ ভরি মীনের জীবন
মিথুন রঞ্জক গৃহে করিল গমন।
নীতিধর্ম কুলাচার ব্যবহার মতে
দ্বিতীয় বিবাহ হৈল শাস্ত্রের বিহিতে।
করিল যুবতী সবে নৃত্যগীত রঙ্গ
সুখের সাগরে ছিল রসের তরঙ্গ।
সেসব কহিতে মতি হএ রসে বশ
রস কি কহিব গেল রসের বয়স।
গঞ্জিল যৌবন-ধন আন আন রসে
কিবা ফল বৃদ্ধকালে সেসব সুরসে।
যুবতী দেখিলে মুখ পুনি নাহি হেরে
সুতিলে দেখিলে মুখ উপহাস্য করে।
মুকুতার পাঁতি দন্ত হইল নিপাত
বাক্য আপেক্ষি আপনি কহিতে নারি বাঁতি।

উচ্চারিতে সঙ্কট হাসএ শিশুগণ
নিরক্ষিতে জুতিহীন যুগল লোচন।
চলিতে বিভোল মন পিছলে[2] চরণ
যুক্তিবুদ্ধি উক্তিহীন কহিতে বচন।
শ্রবণে শুনিয়া কার্য না যাএ করণ[3]
বলবুদ্ধি বিহনে[4] কি ফল জীবন।
আপনার যৌবন-ধন গেল আন পাণ
আনের সম্বাদে কেবা অধিক উল্লাস।
তোষহীন মতি আর গাহন গৌরব
তেকারণে খর্ব কৈল কৌতুক[5] উচ্ছব।
ভক্তিহীন নাহি ছিল উচ্ছব নাহি উন
অল্প অল্প জানিবা শুনিবা দশগুণ।
জিউক যুবকবর মনুরথ পূরি
জিউক যুবতীবালা কনক মঞ্জরী
এহিমতে অমিয়া সাগরে ঝাম্প দিয়া
অমিয়া মধুর পানে বঞ্চোক মজিয়া।
পুরুষ জলদ সঙ্গী শূন্য-উপকারী
কামিনী মজিল অতি নিলাজ সঞ্চরি।
মধু যেন ছিল হীন মিলিল গোরসে
অন্যে অন্যে রসবৃদ্ধি কেলির আবেশে।
রসে অতি মগ্ন হই রসে অতি ভোর
রসমতি রস অতি রসিক চকোর।
আত্ম পরিচ্ছেদ দুই আত্মবিবর্জিত
আত্মপর ভিন্ন ভেদ নাহি কদাচিত।
দিবানিশি দণ্ডপল পক্ষ পল ভেদ
হরিষে বরিষ যাএ কূলে পরিচ্ছেদ।
এহিমতে কথ কাল যাএ নির্বাহিয়া
প্রেমরসে যুবক যুবতী রহে মজিয়া।

২. বিচল—খ. ৩. বাক্য না যাএ কহন—ক. ৪. বলবীর্যহীনের—ক. ৫. গাহন—খ.

উৎপত্তি বসতি স্থিতি মনে নাহি পড়ে
কথা বিবেকের স্থিতি রসের নিয়ড়ে।
একদিন অহঃনিশি জাগিয়া সুরসে[৬]
প্রেম সম্ভাষে[৭] দুই কৌতুকে সন্তোষে।
প্রভাতে শীতল পাইয়া বসন্তের বাও
পুষ্পবনে ডাকে শুনি বিহঙ্গের রাও।
ঝামর নয়ান যুগ নিশি উজাগর
মুদিত কুমুদ যেন দেখি দিবাকর।
প্রভাতে মধুর নিদ্রা মধুর সমীর
পুষ্পবনে সৌরভ বহে ধীরে ধীর।
কুমার কুমারী দুই আলসে মজিয়া
পুষ্পবনে যুগল শয্যা বিছাইয়া।
বাহুযুগ ভিড়ি দোহ করিলা শয়ন
তরুরে ঘিরিয়া লতা বেষ্টিত শোভন।

। সয়ফুলের স্বপ্ন ও রোদন ।

হেনকালে কুমারে করিয়া অতি তাপ
অচেতন নিদ্রাযোগে করএ বিলাপ।
অতি শোকাকুল মতি নাই তোষ লেশ
অতিশয় মনস্তাপ নাহি পরিশেষ।
যুবরাজ কান্দন শুনিয়া সুবদনী
চমকি জাগিল যেন ত্রাসিত হরিণী।
নয়ান মেলিয়া দেখে স্বপ্নবিষ যোগ
অচেতন যুবরাজ কান্দএ বিয়োগ।
দেখিয়া উদাসমতি হৈল অতিশয়
স্বপনে প্রিয়ের দুঃখ সহিতে সংশয়।
কিহৈল কিহৈল করি মনে ভাব তাপ
না চেতাইলে প্রাণ দহে চেতাইলে পাপ।

৬. আশারস বশে—ক. ৭. বিবস্তল—চ. বিরক্ত—ক. বিবচ্যএ—ঘ.

স্থির করিতে যদি নারিল কোনমত
ঝরএ নয়ান যুগে জল মুক্তাবৎ।
অতিপ্রেমে চিত্ত যদি নহে নিবারণ
অধরে অধর যোগে চাপে ঘনে ঘন।
বক্ষে বক্ষে লাগাইয়া করে আলিঙ্গন
জানুতে লাগাই কর করএ মর্দন।
সঘন চুম্বন ঘন করে আলিঙ্গন
ক্ষেণেকে কুমার বর পাইল চেতন।
দুই আক্ষি মেলি যদি বসিল উঠিয়া
না কহিল স্বপ্নহাল যে ছিল ঘটিয়া।
বিমরিষ মতি অতি পুরুষ গম্ভীর
স্মরিয়া স্মরিয়া স্বপ্ন চিত্ত যাএ চির।
মুখে না নিঃসরে বাণী তাপিত লক্ষণ
অধঃমুখে বিরস অতি শোকাকুল মন।
তাহা দেখি রাজকন্যা অতি শোকান্বিত
মনে ভাবে কি জানি ঘটিল বিপরীত।
বহুল বিনয় করি কৈল নিবেদন
কেমত দেখিলা প্রভু সঙ্কট স্বপন।
বিস্তারিয়া মুখে বাক্য কহ অকপটে
মোর প্রাণ পূর্ণ সত্য তোহ্মার সঙ্কটে।
মাতাপিতা স্নেহ কিছু নাহি মোর মনে
ভজিল চরণ তোহ্মা সজীব জীবনে।
তোহ্মাপদ বিনে যদি আন থাকে আশা
সত্য সত্য মুঞি যেন কুলটা কুলনাশা।
মো'তে কহিবা সব বিস্তারি স্বপ্ন কথা
মোহর শপথ যদি করহ অন্যথা।
মাতাপিতা ব্যথা যদি পড়ি থাকে মনে
অবিলম্বে তথা চলি যাব তোহ্মা সনে।
কাহার লাগিয়া তুহ্মি হইয়াছ উদ্ধব
মনে কি পড়িয়া আছে সায়াদ বান্ধব।

সায়াদ মিত্রকে যদি করহ স্মরণ
তাহাক উদ্দেশি চল যাই এহিক্ষণ
নতু কথা দেখিয়াছ কেমত সুন্দরী
তুষিব তোম্মার মতি দিয়া সেই নারী।
কুমার শুনিল যদি এসব বিনয়
দেখিলেক সতী অতি দয়ালু হৃদয়।
করুণা করিয়া কথা লাগিল কহিতে
কান্দিতে কান্দিতে মতি দহিতে দহিতে।
শুনিছ সায়াদ ভাই পাত্রের নন্দন
জনম অবধি প্রেম জীবের জীবন।
না জানি কি হেতু কৈল ভিন্ন দুইজন
শিশুকাল হতে দুই জীবের জীবন।
প্রাণপণ করি মোরে তোষে অভিলাষ
মোর হেতু মাতাপিতা ছাড়ি রাজ্য আশ।
তোম্মা অন্বেষণে যবে পড়িল তরঙ্গে
তখনে বিচ্ছেদ হই ছিল মোর সঙ্গে।
চতুর্দশ অব্দ যবে হল দুঃখ শেষ
মালেকাক উদ্ধারি নিল তান পিতৃদেশ।
একদিন হৈল হেন বিধির সংযোগে
সরন্দীপে মিলন হইল দৈব যোগে।
তথা হেন উপযোগ হৈল দৈব গতি
মালেকার রূপেত মজিল তার মতি।
মুঞি যে তোম্মাতে মিত্র মালেকাতে মজি
ভক্ষ্য ভোজ্য স্নান সব আছে পরিতেজি।
কহিতে সেসব কথা বিবিধ প্রকার
দহিয়া দহিয়া প্রাণ উঠে বারবার।
স্বপনে দেখিল সেই প্রেম হাভিলাষী
দেহ ছাড়ি প্রাণ তার হৈল কণ্ঠবাসী।[১]

১. উদাসী—খ.

না জানি আছে কি নাই কি হৈছে কাজ
এ বুলিয়া মুহিয়া পরিল যুবরাজ।
উদ্বিগ্ন হই কুমারী অক্ষিতে জল দিয়া
কহিতে লাগিল বহু যত্নে জাগাইয়া।
কেনে প্রভু চিন্তা কর তাহার কারণ
মোহোতে আছএ বিধি জীব সঞ্চারণ।
উত্তর পর্বতে আছে জীবকুণ্ড জল
দেবপুরে আছএ অমৃত নামে ফল।
মৃত্যু হরণের আহ্মি জানি উপদেশ
জীব সঞ্চারনী আছে বনজ বিশেষ।
জিয়াইতে পারি আহ্মি অপমৃত লোক
তাহার কারণে তুহ্মি না বাসিও শোক।[২]
বিশেষ মালেকা হেতু মুই তোহ্মা দাসী
হেন মালেকাত আশিক মন উদাসী।
আহ্মাক আনিয়া দিল তোহ্মার চরণ
উপরোধ তান বাক্য না কৈল লঙ্ঘন।
মাতা হস্তে ধিক মোর মালেকার মাতা
মোর সনে কৈল সত্য সেই সুচরিতা।
বুলিল যে জন কৈল মালেকা উদ্ধার
দেখা দিয়া তার চিত্ত তোষ একবার।
আহ্মিহ করিল সত্য তোহ্মার বিদিত
না করিব এই বাক্য আন কদাচিত।
যেমত আদেশ তুহ্মি কর মালেকাকে
ভালমন্দ অবিচারে সমর্পিব তাকে।
এথেক বচনে কেনে আন আচরিব
বিশেষ উত্তম বর উত্তমে পাইব।
মোহোর জনক পাশে চল তুরমান
আজ্ঞা লই তুহ্মি আহ্মি যাই সেইস্থান।

২. তাঁর হেতু কিসকে করহে এত শোক—চ.

পিতামহী যাইব তোহ্মার প্রেম ভাবি
উপরোধে চলিবেক মাতা মহাদেবী।
তথা গিয়া সবে মিলি হৈয়া এক মন
করিব যেমত হএ কার্য সুঘটন।
নৃপ আগে যাও প্রভু না কর বিলম্ব
শীঘ্র চল শীঘ্র হোক কার্যের আরম্ভ।
এথ শুনি শান্ত হৈয়া চলে যুবরাজ
হরিষে মিলিল গিয়া নৃপতি সমাজ।
মোকল করিয়া অঙ্গ নম্র অনুগত
প্রতি রোমে সর্ব অঙ্গে কৈল দণ্ডবত।
জামাতা দেখিয়া রাজা হরিষ অপার
ইচ্ছাপূর্ণ হইতে সন্তুষ্টে দিল বর।
হইয়া করুণাময় তুলি লৈল কোলে
প্রেম আলিঙ্গন করি চুম্বিল কপালে।
পুছিল কুশল বার্তা ইষ্ট আলাপন
চিরদিনে আজু কেনে এথা আগমন।
করজোড় করিয়া কুমার বিচক্ষণ
বিরচিয়া নিবেদিল সব বিবরণ
রাজা বোলে কার্যসিদ্ধি হইব তোহ্মার
কি বড় অসাধ্য দেখি চিন্তা কর তার।
বদিউজ্জামাল তুহ্মি করিয়া সহিত
চলি যাও সরন্দীপ নৃপতি বিদিত।
শুভ লগ্ন করিয়া করিবা আলাপন
যোগ্যবর সে কেনে হইব অন্যমন।
আহ্মিহ লিখিব পত্র করিয়া বিনয়
মহাদেবী তথা যাইব তাহার বিষয়।
মাতা মোর যাইব তার কার্য অন্বেষণে
সবে মিলি এ কার্য সাধিবা প্রাণপণে।

।। সরন্দীপে মিত্র-মিলন ।।

এহিমতে বহুতর করি প্রেমবাণী
আজ্ঞা কৈল সরন্দীপে যাইতে নৃপমণি।
নৃপ আজ্ঞা হইল যাইতে শীঘ্রগতি
বণিতা দুহিতা আর জামাতা সঙ্গতি।
রঙ্গ হৈল তরঙ্গ কুরঙ্গ দরশনে
বহুল উৎসাহ করি উচ্ছব হৈল মনে।
পরী অপ্সরী যথ সুন্দর যুবতী
হরিষে চলিল সবে সহরিষ মতি।
উড়ি যেন চলিছে গগনে করি ভার
বিমানে চলিয়া যাএ বিমান অপার।
নিশি নিশাকর যেন নক্ষত্র বেষ্টিত
সুন্দর সুন্দরী সব সুন্দর সহিত।
সুমেরু পর্বত্ত যত কানন লঙ্ঘিয়া
কথ দিনে সরন্দীপে মিলিল আসিয়া।
এথা সরন্দীপ রাজা অতি শোকাকুল
সায়াদ সমুখে করি কান্দিয়া ব্যাকুল।
প্রচারি না কৈল প্রেম কাহার বিদিত
বিচ্ছেদে আছিল চিত্ত সদাএ দহিত।
কুমারে আসিব করি পন্থ নিরক্ষিয়া
এথ কাল কষ্টে প্রাণি আছিল রাখিয়া।
বিচ্ছেদের দাহন না সহে যদি আর
মিত্র প্রাণ দর্শন নাহি পাএ মালেকার।
কুমার বিলম্ব দেখি হইয়া নৈরাশ
অতি তাপে প্রাণ দিল ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
অন্তপুরে মালেকা কান্দএ অনুশোচি
না আসিল এথামাত্র হৃদয় সংকোচি।

হেনকালে তথা আসি মিলিল কুমার
সঙ্গতি করিয়া যথ পরী পরিবার।
দেখিয়া মোহিত হৈল নৃপতি নন্দন
আহা মিত্র মিত্র করি কৈল আলিঙ্গন।
বদিউজ্জামাল মোহ দেখি বিপরীত
মৈল কিবা যুবরাজ মিত্রের সহিত।
জামাতা দুহিতা যদি এথেক দেখিল
অতি তাপে পরীরাজ মুছিয়া পড়িল।
দেখিয়া সরবাভানু এথেক লক্ষণ
ধরিবারে গেল রানী হৈল অচেতন।
মালেকার পিতা দেখি হেনহি বিপাক
শব্দহীন তব্ধ রহে মুখে নাহি বাক।
তাহান মহিষী দেবী প্রমাদ গুণিয়া
বিলাপে করুণা করি হৃদএ হানিয়া[১]।
অন্তস্পুরে মালেকাত কহে একজন
বদিউজ্জামাল সনে কুমার নিধন।
পাত্রপুত্র মৃত রামা দেখিল আসিয়া
মিত্র শোকে প্রাণ দিল মৃত আলিঙ্গিয়া।
স্বামীশোকে সতী নারী তেজিল জীবন
মাতাপিতা দোঁহ মৈল তাহার কারণ।
এথ শুনি মালেকা তাপিত অতি মতি
গড়িপড়ি বিলাপি ধাইল শীঘ্রগতি।
আসিয়া দেখিল এথা সর্ব বিপরীত
লাজ ছাড়ি ধাইলেক কুমার বিদিত।
কুমার পড়িয়া আছে সায়াদের সনে
দুইকায়া এক হইয়া ঘোর আলিঙ্গনে।
অতিশোকে মালেকা প্রসারি দুইবাহু
চন্দ্র সূর্য একালে আলিঙ্গিল রাহু।

১. ভূমিতে পড়িয়া—ব.ঙ.

মালেকা পরশে জি'ল পাত্রের নন্দন
ঔষধ সমীরে যেন লভিল জীবন।
যাহার পরশে মৃত লভিল জীবন
সাফল্য জীবন তার উদাসী মরণ।
যথাত অমৃত তথা বিষের কিবা ভএ
যথা নিবে তথা যাবে দিয়া পরাজএ।
প্রিয়া আলিঙ্গন যদি পড়িল হরিষে
দেখিল কুমার মৃত জড়িত বিশেষে।
মিত্র মিত্র করিয়া করিল হাহাকার
মিত্র শব্দে মিত্র কর্ণে অমৃত সঞ্চার।
চেতিল কুমার মিত্র সজীব দেখিয়া
বদিউজ্জামাল ধরি তোলে চেতাইয়া।
প্রভুর কুশল দেখি হরিষ কুমারী
মাতা পিতামহীক চেতায় শীঘ্র করি।
সরন্দীপ রাজা দেখি কুশল লক্ষণ
মহিষী সহিতে অতি হরষিত মন।
মালেকা হরিষ দেখি সর্বত্র কুশল
বিঘটিত ঘটনে বিশেষ কৌতূহল।
শোক ভোগে ক্ষেণেকে সন্তোষ ভোরমতি
জ্ঞান লভি ক্ষেণেকে লজ্জিত গুণবতী।
কুমারী সায়াদ সঙ্গ ছাড়ি তুরমান
লজ্জাযুক্ত হৈয়া পুনি করিল পয়াণ।
তাহা দেখি পাত্র সুত অধিক দুঃখিত
মিলাইয়া নিধি বিধি হরে আচম্বিত।
হস্তে দিয়া পিয়াসার জল নেয় কাড়ি
আলিঙ্গিয়া প্রিয়া যাএ আনস্থানে ছাড়ি।
চিরদিনে শুভদিন প্রেম আলিঙ্গন
অতিসুখে সুখভঙ্গ দূরেত গমন।
মৃত জি'এ সুখী হই পুনি পাএ শোক
মালেকা পরশে জি'এ ধন্দ হৈল লোক।

নৃপতি ভাবিল ধন্ধ ভাবে মহাদেবী
নিঃশব্দে সরবাভানু ধন্ধ মনে ভাবি
কুমার ভাবিল ধন্ধ সাথে মহারাজ
সংক্ষেপে বিস্তারি কহিব সবকাজ।

।। সায়াদ-মালেকার বিবাহ সমস্যা ।।

সম্প্রতি আতিথেয়তা কর মহাশএ
কহিব সময়ক্রমে তোহ্মার আশএ।
এথ শুনি নৃপতি হইল সাবধান।
সবিনয়ে সম্ভাষিল যেই যোগ্যমান।
ভক্ষ্য ভোজ্য আসন বসন যথ ইতি
যোগাইল দেবযোগ্য রাজযোগ্য নীতি।
ইষ্টলোক কুশল সম্বাদ সম্ভাষণ
অন্যে অন্যে উভয়ে আছিল আলাপন।
নৃপতি পুছিল বার্তা কুমার আলএ
তোহ্মার বিবাহ বার্তা কহ মহাশএ।
কথদিনে পূর্ণ হৈল তোহ্মার বাঞ্ছিত
কথদিনে পূর্ণ হৈল তোহ্মা মন হিত।
কুমারে কহিল যথ আদি অন্ত বাত।
যেই মতে দৈবে নিল দানবের হাত।
পরীরাজে যেমত করিল মহারণ
যেমতে দানব বান্ধি বন্ধন মোচন।
যেইমত কণ্ঠগত জীবন আছিল
বদিউজ্জমাল দেখি জীব সঞ্চারিল।
কিন্তু এক বচন কহিতে শঙ্কা করি
সায়াদ কার্যের হেতু আসি ত্বরা করি।
সত্য সত্য জ্ঞানবন্ত কহিতে বচন
এককাজ আন করে কার্যের রচন।

রাজা বোলে সত্য কহ অপূর্ব কথন
প্রিয়া পরশে প্রেম-মৃত লভএ জীবন।
কুমার বোলএ নৃপ দেখিছি এখন
নৃপতি বুলিল এ যে পাত্রের নন্দন
মালেকার বিউগে তেজিল প্রাণ-ধন।
কিন্তু কিছু না কহিল হরিষ বিষাদে
অনুমানে অন্যে অন্যে আছিল সম্বাদে।
বুঝিয়া নিঃশব্দে রহে মালেকার মাতা।
কিন্তু শোকযুতা এই বাক্যে সুচরিতা।
ওথা দুই মহাদেবী বৃদ্ধরানী সনে
বিশ্রামিল কৌতুক করিয়া একস্থানে।
বদিউজ্জমাল সনে মালেকা কুমারী
একস্থানে নিবসিল প্রেম অনুসারি।
নিবসিল যুবরাজ সায়াদ আলএ।
রাজকার্যে প্রবেশিল রাজা মহাশএ।
দিবস গঞিয়া গেল কৌতুকের রসে
নবীন প্রেমের কথা রমণী পুরুষে।
প্রেম-ফান্দে ফাঁসাইতে আশা মালেকাক
বদিউজ্জমাল বোলে 'ধিক করি বাক।
নবীন যৌবনী বালা রসে পূর্ণ মতি[1]
রসবাক্যে রসেতে রসিক গুণবতী।
কহিতে কহিতে বাক্য স্মরিতে স্মরিতে
পূর্ব দুঃখ মালেকা স্মরএ মনেতে।
তখন আম্মার বাক্য কৈলা অবহেলা
এথ রসে এখনে রসরতি[2] কৈলা।
বদিউজ্জামালে বোলে সত্য এ বচন
নিজগণ অজ্ঞান কর্ম বচন লঙ্ঘন।
জ্ঞানীজন না লঙ্ঘনএ সুহৃদ আদেশ
বিশেষ প্রেমেত হেলা পাপ সবিশেষ।

১. শশী—খ. ২. রসবাসি—খ.

এখনে শুন, মোর এহি বাক্য মান
তোহ্মার পরশে মৃত জি-এ কি কারণ।
সাক্ষাতে দেখিল আজি পাত্রের নন্দন
মৃতকায় জীবমান তোহ্মা পরশন।
অকপটে মোহোতে কহিবা সত্য করি
কিমত প্রকারে তার চিত্ত কৈলা চুরি।
যুবরাজ হস্তে সেই মহাজ্ঞান বস্তু
তার রূপ বাখানিয়া আছুএ যাবস্তু।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ মতি অতি ধীর
ধীর বুদ্ধি স্থিরমতি গহীন গম্ভীর।
ধীর বুদ্ধি কিমতে বিকল কলেবর
সত্য কহ কিমতে হানিলা পঞ্চশর।
মালেকা বুলিল ভগ্নী কহ অনুচিত্ত
সে কথা, কথা আহ্মি কিমতে পিরীত।
শপথ তোহ্মার যদি জানি ভাল মন্দ
বিনে আজি শুনি পরশে জিয়নে আছি ধন্ধ
বদিউজ্জামালে বোলে করহ অন্যথা
কপটে ছলহ নাহি কহ সত্য কথা।
না হএ বসনচিত্র না হএ স্বপনে
কিমতে হরএ মতি বিনা দরশনে।
মালেকা কহিল সত্য কিছু নাহি জানি
কিন্তু আগে শুনি লহ এবে পরিমাণি।
একদিন কুমার যখনে এহিদেশ
আহ্মারে উদ্ধারে আনি করিল প্রবেশ।
সায়াদ প্রশংসা বহু কৈল দিবা নিশি
জ্ঞানবন্ত অন্য নাহি তাহান সদৃশী।
অহঃনিশি উদাসী তোহ্মাক ভাবি মতি
ক্ষেণেকে তাহান স্মরি শোচন ভারতী।
হেনকালে একদিন বিধির ঘটনে
সায়াদ মিলিল পথে মৃগয়া গমনে।

যে অবধি যুবরাজ আনিল আহ্মাকে
ধর্ম সহোদর হেন মানিল তাহাকে।
যখনে বসিত রাত্রি বিরল মন্দিরে
আহ্মি গিয়া তাহাকে তুষিত সমাদরে।
আর দিন সায়াদ সহিত একস্থানে
বসিছিল যুবরাজ বিরল ভবনে।
পূর্বমতে মুই তথা করিল পয়াণ
সায়াদ তথাতে হেন নাহি মো'ত জ্ঞান।
অজ্ঞাত তথাত আহ্মি গেল আচম্বিত
সায়াদ দেখিয়া মুই হইলুঁ লজ্জিত।
সায়াদের অক্ষি যদি পড়িল আহ্মাত
ঘূর্ণিত ভূমিত মুহি পড়িল অকস্যাত।[৩]
না জানিল তত্ত্ব তার রোগ কিবা ছিল
আন অবধানে তার তত্ত্ব না জানিল।
যে অবধি তোহ্মাপুরী কুমার গমন
সায়াদ উন্মাদ হৈল কহে সর্বজন।
হিত তার নাহি জানি কিমত প্রকার
মনে এই ধন্ধ মাত্র হইল আহ্মার।
কুমারে কহিল জ্ঞানবন্ত পাত্রসুত
উন্মাদ চরিত্র দেখি অতি অদ্ভুত।
না জানি কিমতে মো'ত মজাইল মন
ধর্মসাক্ষী ছলে যদি কহিএ বচন।
কন্যা বোলে একই দর্শনে বান্দি মতি
কটাক্ষে হানএ বাণ পঞ্চরতি পতি।
এখনে পুরুষ বধী হৈলা তুহ্মি নারী
কেনে তথা গতি কৈলা ছাড়ি নিজপুরী।[৪]
বিশেষ পুরুষবর রূপগুণ ধরে
এতিন ভুবনে নাই সদৃশ তাহারে।

৩. আচম্বিত—খ. ৪. কেমতে তথাত গেলা ছাড়ি অন্তপুরী—খ. ছ.

যুবরাজ হতে তান প্রেম অতিশএ
কথা যুবরাজ মরি জিইয়া আছএ।
প্রেমেত মরিয়া জি-এ প্রিয় পরশন
কথা হেন প্রেম কিবা শুনিছ কথন।
সত্য তুহ্মি ধর্মপত্নী হইলা তাহার
ভজ গিয়া বিলম্বে উচিত নাহি আর।
অবহেলা তাহারে ধর্মেত অনুচিত
বিচ্ছেদে যে মরি জি'এ উঠি আচম্বিত।
তুহ্মি যে সাধিলা পূর্বে বুঝাই আহ্মাক
অবহেলা পাপ জানি না লঙ্ঘিল বাক।
অখনে সে-বাক্য মানি করহ স্মরণ
ভেট গিয়া প্রেমপতি ভেটাহ যৌবন।
মালেকা বোলএ হেন না হএ উচিত
পুরুষ অন্বেষণে নারী কামে বিমোহিত।
রাজার কুমারী মুঞি সতী গুণবতী
কামে মুহি পুরুষের রাখিমু আরতি।
দানকর্তা জনক মোর আছএ বিদ্যমান
তান আজ্ঞা বিনে কেনে আচরিব আন।
বদিউজ্জামালে বোলে তুহ্মি মূঢ়মতি
কথাত শুনিছ পিতা কর্ম অধিপতি।
অন্যে কর্মে কার কিছু নাহি অধিকার
প্রভু আজ্ঞা বিনে কেহ হৈতে নারে আর।
মাতাপিতা হৈত যদি কর্ম অধিপতি
জন্মাইত যখনে লইত তার মতি।
কেলিরসে সে সকলে করএ রমণ
বিধাতা জন্মাএ সুত ইচ্ছাএ যখন।
জন্ম যদি হইত সে সব হস্ত বশ
তবে কেনে মরে শিশু প্রথম বয়স।
কেহ রুগী হএ কেহ আউ ভঙ্গ হীন
জন্ম যদি হৈত মাতাপিতার অধীন।

ভাবেত্তে ভাবক হএ প্রেমে পাএ প্রিয়া
প্রেমহীন যেজন কিসকে থাকে জিইয়া।
প্রেমেত আনএ জন্মু জগতের মাঝ
প্রেম অবহেলাএ[৫] সাধিবা কোন কাজ।
তোর মাতাপিতা যদি না করিত প্রেম
তোহ্মার উৎপত্তি ভবে হৈত কোন ক্রম।
মালেকা বোলএ কহ কি করিব কর্ম
লজ্জা হতে নারীর নাহিক 'ধিক ধর্ম।
লজ্জা রাখি কার্য সিদ্ধি কিমত প্রকার
হেন উপদেশ কহ করিয়া বিচার।
মহাকুলে অভ্যাসি চাহে সুরেশ্বর
নীতি ধর্ম লজ্জা কিবা কিসের অন্তর।
এহি দুই বিনে আন আর না দেখিল
আসন আগম আন অবধান ছিল।
কেমন পুরুষবর কোন্মত রীত
মনমত দেখি প্রেম করিতে উচিত।
এথ শুনি পরী সুতা লাগিল কহিতে
লজ্জার বসতি কথা প্রেম সন্নিহিতে।
মন্ত্রণা করহ ভগ্নী যেমত প্রকার
সেতত্ত্ব জানিয়া আহ্মি পারি দেখিবার।
প্রভাতে কহিব তোর মাতার সম্পাশ
তোহ্মার সম্মতি আর সায়াদ উদাস।
পুনি যদি জননী পুছএ তোর আগে
প্রকারে হইবা সুপ্তি এহি অনুরাগে।
মালেকা বুলিল মোর মনে নাহি বাসে
কহিতে গুরুর পাশে রতির আবেশে
সত্য কহি তোহ্মার বচনে আছি ভুলি
কভু তাক না দেখিছি দুই আক্ষি তুলি।

৫. অব হিংসিয়া—খ.

সেই যে করিছি পূর্বে অপূর্ব দর্শন
এহি যে শুনিছি আহ্মি অপূর্ব কথন ।
কথা রূপ গুণ কথা প্রেমের বসতি
জলদ নিকটে কথা অরুণের গতি ।
এ সব আলাপে নিশি হৈয়া গেল শেষ
নিদ্রাএ পীড়িত পরী-তনয়া বিশেষ ।
মালেকা বচনে প্রেম বাঢ়ি অতিশএ
পুনি পুনি ছলে এহি বাক্য আলাপএ ।
বদিউজ্জামাল অক্ষি গাবের[৬] বরণ
ঘুমিয়া ঘুমিয়া কহে বিচল বচন ।
ক্ষেণে এক পুছিতে উত্তর কহে আন
ক্ষেণে জাগিয়া চমকি করএ অবধান ।
মালেকা ব্যাকুল মতি মদন দাহনে
নানান বচন কহে কামাতুর মনে ।
বোল ভগ্নী বোল এবে উপায় বচন
কিমতে দেখিব এহি কমল লোচন ।[৭]
উপদেশ দেহ মোরে করি নিবেদন
কিমতে দেখিব তার কমল বদন ।
উপদেশ দেও মোরে গঞি যাএ নিশি
কিমতে দেখিব গিয়া সেই মুখ শশী ।
দীপ্তি প্রকাশিত ঘন মদন তপন
আহ্মার জপন সেই তোহ্মার স্বপন ।
উঠ উঠ ভগ্নী মোরে দেও স্থির বুদ্ধি
আগে দর্শাইয়া পাছে কর কার্যসিদ্ধি ।
মালেকা এসব যদি কহিল ভারতী
নিদ্রা তেজি পরীসুতা উঠে শীঘ্র গতি ।
বুলিলেক যুবরাজ বিরল ভবনে
বসিয়াছে সায়াদ সহিত একস্থানে ।

৬. গোমের—ছ. জামের—খ. ৭. বদন—খ.

শীঘ্রগতি তথা গিয়া আছেত বসিয়া
আঙ্খি ভরি মনোরথ চাহ নিরক্ষিয়া।
মালেকা বুলিল চল মোহোর সহিত
দোষগুণ বিচারি স্মরহ হিতাহিত।
বদিউজ্জামাল বোলে নাহি মোর কাজ
ক্রুদ্ধ হৈব উদ্দেশ পাইলে যুবরাজ।
বুলিব দেখিতে ভিন্নপুরুষ বদন
কামভাবে আসিয়াছে বিমোহিত মন।
মালেকা বুলিল হেন নহে কদাচিত
না দুষিব ভগ্নী আম্মি থাকিতে সহিত।
বদিউজ্জামাল বোলে নাহি জ্ঞান শুদ্ধি
কামের কামনা বাঝি বিসর্জিলা বুদ্ধি।
রমণীর মায়া হস্তে পুরুষ ব্যাধ হএ
রমণী বিষম ধন প্রাণ কুল ক্ষএ।
রমণী মনেত আনি ছাড়ে তপ ধ্যান
রমণীর রসে ভ্রমে পণ্ডিতের জ্ঞান।
কিন্তু পুরুষের শোভে শতেক রমণী
রমণীর গতি নাহি এক পতি বিনি।
একস্বামী বিনে যদি করে আন আশ
লোকেত কলঙ্ক আর ধর্মেত বিনাশ।
বিশেষ পুরুষ মতি অতি কোপ হএ
রমণীর অন্যদৃষ্টি সহিতে নারএ।
শতেক রমণী লৈয়া কেলি করে আপে
অন্যভিতে হেরিতেহ রমণীকে কোপে।
পিতামাতা ভ্রাতৃর নিকটে যদি যাএ
প্রত্যয় পুরুষ মনে নাহি সর্বথাএ।
নারী মূলে নষ্ট হয় মহামহাজন
নারী মূলে বান্ধব শত্রু নারীর কারণ।
মাতাভগ্নী দুহিতা যাইতে অন্যস্থান
এথ দুঃখ নহে যথ নারীর কারণ।

অন্যে অন্যে আচরিতে না করে বিচার
নানা ছলে রমণী পরীক্ষে বারেবার।
মোর অনুচিত তথা করিতে গমন
নতুন যৌবন আহ্মি পরাধীন জন।
তুহ্মি যাও তোর তথা উপস্থিত কাজ
বিশেষ ধর্মেত ভাই তোর যুবরাজ।
সায়াদক তোহ্মা তরে সমর্পিতে আশ
জানিলেহ দোষ নাহি জন্মিব উল্লাস।
নিজ কাজে দোষ নাহি যে হএ সে হএ
অন্যপাশে অন্য বধূ উচিত না হএ।
মালেকা বুলিল ভগ্নি করহ অন্যথা
তুহ্মি আহ্মি মধ্যে কেহ অন্য ভিন্ন কথা।
মহাজন কুট প্রেম প্রেম ব্যাধ ভিন
ভজিলে প্রলয় কাল উপস্থিত চিন।
ক্রুদ্ধ মুখে হেন তেন কহি কথ বাণী
মন দুঃখে বিমুখে বসিল সুবদনী।
বদিউজ্জামালে দেখি কোপ অতিশএ
বচন লঙ্ঘন আর উচিত না হএ।
ঈষৎ হাসিয়া রামা উঠে শীঘ্র গতি
উঠ উঠ চল যাই সুমতি শ্রীমতী।
কোপ ছাড়ি কোপবিহীন সদএ শুচি
উঠ বিবদনী ধনি অকপট রুচি।
মোহোর সাথে কোপ না কর বিলম্ব
তোর ইষ্ট কল্লি সিদ্ধি করি শুভ কর্ম।
মালেকা নবীন অঙ্গ কোপ না ছাড়এ
প্রেম তাপে মনে কোপ দ্বিগুণ বাড়এ।
চরণ পরশি তার ধরিলেক গলে
উঠ উঠ বুলিয়া তুলিয়া লৈল কোলে।
দুই শশী চলিলেক নিশি অবশেষ
হেন কালে দীপ্তিময় করিল দিনেশ।

লজ্জিত কুমুদ অক্ষি হেরে চারিভিত
পদ্মমিত্র মুখ দেখি পদ্মিনী লজ্জিত।
বাহুড়ি আপনা স্থানে গেল সুবদনী
বিচ্ছেদ তপন তাপে অতি সন্তাপিনী।
রসিক আশক যথ গোপাল গোপিনী
সে সকল মতি ভঙ্গ হেতু দিনমণি।
গুপ্ত প্রেম প্রকাশিত রজনী সমএ
তস্করের মতি ভঙ্গ ভাস্কর উদয়।
দিবসে রবির তাপে দীপ্ত দশদিশ
কথা তার সমাগমে চকোর হরিষ।
চিন্তিত মালেকা যদি গেল নিজ ঘর
মদনে তপনে অতি তাপিত অন্তর।
উঠে বৈসে এক স্থানে নারে তিষ্ঠিবার
নয়ান সঘন ঘন বহে জলধার।
যদি বা চিত্তের অগ্নি নয়ানে না লক্ষি
নয়ানের তপ্ত ধারে দেয় তার সাক্ষী।
যথযথ দিবস প্রকাশ দীপ্তমএ
নিদাঘের রৌদ্রে যেন লবণী উনাএ।
নতুন যৌবন যেন ঝামর তপনে
নলিনী মলিন অতি অঙ্গ নীনী বিনে।
ক্ষেণে বিচ্ছেদের শ্বাস অতি রতি মতি
ক্ষেণে স্থির ক্ষেণে অস্থির ভোর মতি।
ক্ষেণেকে বাহিরাই দেখে দিবাকর
কথক্ষণে অস্তমিত হইব ভাস্কর।
দুস্কর ভাস্কর অতি বেলাএ পুরান
ডণ্ডেকে দিবস শত বৎসর প্রমাণ।
যাওরে যাওরে রবি যাও যাও ঘরে
স্বামীব্রত মানি সেবা করিব তোহ্মারে।
মালেকা বোলএ বোন কর ভাল হিত
নারীবধ পাতক জানিয়া হিতাহিত।

এহি এহি কহি কহি দহি দহি মতি
রহি রহি মোহি মোহি আলাপে ভারতী।
মটে প্রাণ থাকিতে করহ মোর হিত
নারী বধ পাতক জানিঅ অনুচিত।
বদিউজ্জামাল দেখি অশক্য আবেশ
সর্বদা বুঝাএ এহি হিত উপদেশ।
সন্ধানে সাধিব কর্ম রাখি লোক ধর্ম
জ্ঞানী হই অজ্ঞানীর মত কর কর্ম।
কথা কুলশীল কথা কামের কামনা
কথা সতীমতি যথা কামের বাঞ্ছনা।
মালেকা বোলএ ভগ্নি কহ ভাল হিত
নিষেধ না মানে মনে উপায় বর্জিত।
সদা উদ্বিগ্ন মতি উগ্র ব্যগ্রমএ
স্থির হতে স্থির নহে সঘন দহএ।
দারুণ দিবস মোর হৈল যমকাল
কথেক দিবসে আসি ঘটিব বিকাল।
কথকালে প্রস্তুত হইব আসি নিশি
কথকালে দেখিব প্রিয়ার মুখ শশী।
এহি মতে সেই মতে কহি স্বতান্তর
বঞ্চিল যাবত মরে গেল দিবাকর।
রজনী প্রবেশ হৈল ঘোর চারিভিত
নক্ষত্র সহিতে শশী ব্যোমে বিরাজিত।
দূরে থাকি চকোর আবেশে রসপান
মনোরথে উড়া করি ধরিবারে জ্ঞান।
লোকের জাগনে মনে বাড়ে 'ধিক ব্যথা
আর যে বিলম্ব হৈব যাইবারে তথা।
অর্ধ নিশি গোঞাইল হেন অনুক্রমে
বিশ্রামিল শ্রমে লোক যার যেই ঠামে।
রজনী চকোর পদ্ম হইল মোকল
নিশাচর বেহারের সময় কুতুহল।

কন্যা বোলে হইল সময় উপস্থিত
চল চল চল যাই যথা মনহিত।
মনসুখ মনে[৮] যাএ যৌবনের ভারে
কথক্ষণে উপস্থিত আশার বাসরে।
মালেকাক ঠেলি বোলে পরীর দুহিতা
যাও মনস্কাম হের ভগ্নী সুচরিতা।
গবাক্ষে নয়ান দিয়া হেরএ বয়ান
চিন দিয়া যেজনে হানিল পঞ্চবাণ।
শীঘ্র গিয়া মালেকা গবাক্ষে দিয়া আক্ষি
এক দৃষ্টে প্রিয়পানে চাহিল নিরক্ষি।
দেখিল সুন্দর মুখ পূর্ণ শশোদর
কুসুম রচিত অঙ্গ ক্ষীণ যে কোমর।[৯]
ভুরু কামান মদন জান পঞ্চশর
মদন পীড়িত অতি তাপিত অন্তর।
বসিয়াছে যুবরাজ তাহার সমীপ
পুছিলে উত্তর না দেয় শুনে মনস্তাপ।
অন্যবাক্য মুখেতে না আইসে কদাচন
বিরহে বিউগগীত গাহে সর্বক্ষণ।
মালেকা মালেকা করি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া
ক্ষেণে উঠে কান্দি ক্ষেণে ধরণী গড়িয়া।
ক্ষেণে ধ্যানে হেরি রূপ করে দণ্ডবত
ক্ষেণে ক্ষেণে হেরি মতি উন্মাদের মত
ক্ষেণে কামে মজিয়া কল্পএ কামরস
ক্ষেণে বৃষ-বৃক্ষএ অমৃত পান আশ।
ক্ষেণেকে মদন দেয় শমনের হাতে
ক্ষেণেকে মদন ক্ষেপে শমন বিদিতে।
ক্ষেণে ধাএ সাগরে পড়ি দিতে ঝাঁপ
ক্ষেণে ধাএ আনলে পড়িয়া দিতে লাফ।

৮. মনোযোগ মতে—খ. ৯. কুসুম বিষ তনু কেতন মকর—ক. ছ.

ক্ষেণেকে অমৃত স্মরি করে জীবমান
ক্ষেণে হেন ক্ষেণে তেন ক্ষেণে আনআন।
ক্ষেণে কৃত্তিকা স্মরি সদাএ দহে মতি
ক্ষেণেকে রোহিণী দুখে পরাণ ভারতী।
ক্ষেণে মৃগ শিবা সেজ পতি আবেশএ
ক্ষেণে পুষ্পপতি যেন নির্জনে ঝলএ।
ক্ষেণে মিত্র ইন্দ্রপতি দহে কলেবর
ক্ষেণে জল বিনে যেন রেবতী ঈশ্বর।
ক্ষেণে হরিপতি ধৈর্য মূলাপতি নিয়া
অলক্ষিতে বাণ মারে মর্যাদা তেজিয়া।
ক্ষেণে হস্তপতি শত বিষাপতি শুনি
রোহিণী ঈশ্বর বাঞ্ছি সতীপতি হীনী।
নবীন যৌবন দেখি সুন্দর কুমার
তুলনা বর্জিত যার ত্রিজগ মাঝার।
প্রেম বুঝ প্রেম ভিক্ষু প্রেম পরিমাণ
প্রেম বাদ্য প্রেম সূক্ষ্ম প্রেম সন্বিধান।
হেন জন দেখি 'ধিক কে করিতে পারে
প্রেমের জন্য প্রভু সৃজিয়াছে যারে।
চিত্তে চিত্তে অবশ্য আছুএ প্রেমিক
চিত্তে সে প্রেমের বাস প্রভু স্থানে মুখ।
প্রথম যৌবনী রামা দেখি কামরতি
প্রেমভাবে প্রভু পাই মজাইল মতি।
বদিউজ্জামাল দেখি নিশি অবশেষ
চকোরে ছাড়িতে নারে শশীর আবেশ।
ধীরে ধীরে আগুসারি অঞ্চলেত ধরি
বোলে দেখ নিশি শেষ চল অন্তস্পুরী।
মালেকা না শুনে বাক্য না চাহে যাইতে
জাতিকুল লোক-লাজ চাহে মজাইতে।
বদিউজ্জামাল বোলে নহে ব্যবহার
সম্ভোগে সাধিক কার্য রাখি কুলাচার।

নিশি শেষ শুনি রামা ভাবে মনে মন
কিমতে বাহুড়ি গৃহে করিব গমন।
কিমতে দারুণ চিত্তে দুখ ধরাইব
সমুখে হেরিয়া প্রিয় বিমুখে ছাড়িব।
সাত পাঁচ ভাবিয়া অবশেষে বিরহিণী
বাহুড়ি মন্দির ভিতে চলিল তাপিনী।
এক দুই পদ গিয়া চাহে ফিরিবার
লোক-লাজে পরীসুতা করএ নিবার।
ফিরি ফিরি রহি রহি[10] যাএ কথ দূর
ধীরে ধীরে[11] পরীসূতা নেএ অন্তপুর।
নিষেধ না মানে মতি বিশেষ আবেশ
কথা প্রেম নিয়ড়েত লোক-লাজ লেশ।
কথদূর বালা যদি ধরি ধরি নিল
অতি তাপে মতি দহি ফিরিয়া ধাইল।
পুনি আসি পরীসুতা আঞ্চলে ধরিয়া
লোক-লাজে ভয়ে চাহে নিতে ফিরাইয়া।
কথ ধৈর্য সহ্য প্রেমের সন্নিহিত
উন্মাদ নিকটে কথ প্রমাদের রীত।
অতি কামে বিমুখে হেরিয়া সেই চিত
প্রিয় প্রিয় করি মোহি পড়িল ভূমিত।
জ্ঞান ছাড়ি ধরণী পড়িল বিমোহিতা
পরিসবে শীঘ্রে শীঘ্রে আনে সুচরিতা।
পরীসবে কোলেত করিয়া তুরমান
অলক্ষিতে লৈয়া গেল আপনার স্থান।
নিদাঘে তপন যেন বিনাশে কমল
অমৃত মথনে যেন জন্মিল গরল।
রোগী যেন জল পাই জন্মিল তিয়াস
প্রিয় দরশনে হৈয়া অধিক উল্লাস।

১০. হেরি হেরি—খ. ১১. ধরি ধরি—খ.

ভালরে মদন তোর চরিত্র বিহিত
মিত্র চিত্ত দহে কভু আহ্মার সহিত।
আঁখি মেলি দশভিতে লাগিল হেরিতে
কালুকা নিশির শশী গেল কোন্ ভিতে।
কোন্ জনে মুক্ত কৈল পরশ নাগর
কোনশূরে আহ্মাকে কৈল স্থানান্তর
বদিউজ্জামাল বোলে ধৈর্য কর মতি
উন্মাদের মত তুহ্মি না কহ ভারতী।
মন্ত্রণা বিহিত কাজ করহ রচন
উন্মাদ প্রকৃতি তুহ্মি না কহ বচন।
মালেকা বুঝিল এবে কহি দেঅ শুদ্ধি
কিমতে মনের হিত হইবেক সিদ্ধি।
বদিউজ্জামালে বোলে হও স্থির ধীর
সন্ধানে করিব কর্ম এহার ফিকির[১]
আহ্মি গিয়া কহি যুবরাজের গোচর
তোহ্মা তোষে[২] মালেকা সায়াদে ইচ্ছে বর
কুমারে কহৌক তোর পিতার বিদিত
আহ্মি আসি মাতাক তোর বুঝাইব হিত।
মাতা মোর কহিব প্রভৃতি পিতামহী
সম্মত করিব তাকে নানামত কহি।
এথ বুলি সুন্দরী পাঠাই একজন
যুবরাজ ডাকি আনে বিরল ভবন।
কহিল মালেকা তোহ্মা আজ্ঞা অনুগত
কায়মনে তোহ্মা পরিতোষ অনুরত।
মালেকা বুলিল আহ্মি তান প্রাণবশ
তাহার বিরসে মোর কিমত সরস।
প্রাণের তারক মোর জ্যৈষ্ঠ সহোদর
মান্যতায় গুরু হতে 'ধিক গুরুতর।

১. সাধিব কার্য অসম অচির—ছ.   ২. তে সে—ছ.

যুবরাজ যেই আজ্ঞা মোর সেই গতি
সত্য সত্য মোর প্রতি তান অনুমতি।
নিবেদউক যুবরাজ তাহান গোচর
না লঙ্ঘিব তাহান আদেশ নৃপবর।
এথ শুনি যুবরাজ হরিষ হইল
শশী যেন নিশি যোগে তিমির নাশিল।
হারাইয়া পন্থ যেন পাইলেক পুনি
সাগরে ডুবিতে যেন পাইল তরণী।
আজ্ঞা আদরিল সতী ধর্ম-সহোদর
কি মোক বাক্য লাগি কহি ভগ্নীবর।
ভাবিব সায়াদ মোর নহে জ্যৈষ্ঠবর
মুঞি নৃপসুত সেই পাত্রের কুঙর।
বিশেষ মোর তান অশেষ ভালবাসা
ভিন্নভেদ বিহীন বর্জিত ভিন্ন আশা।
তথাপি কি জানি ভাবে কহিতে বচন
আহা ধর্ম বোন প্রেম করহ রৈক্ষণ।
কুমারে কহিল যাও মাতার বিদিত
আহ্মি গিয়া বুঝাইব নৃপতিক হিত।
যার যেই পর্যমানে চেষ্ট শুভ কর্ম
আরাধিতে কার্য ধৈর্য যে করএ ধর্ম।
কুমার কুমারী এই যুক্তি করি স্থির
কুমার চলিয়া গেল পুরীর বাহির।
মালেকাত গোচরিতে গেল পরীসুতা
পুনি তথা তাহানে দেখিল বিমোহিতা।
বদিউজ্জামাল আছে মালেকার ঘরে
তথা তিন রানী আইল কৌতুক অন্তরে।
হেনকালে সমুখে দেখিল আচম্বিত
শয্যাতে মালেকা পড়ি আছে বিমোহিত।
মাতা দেখি সুতার এমত মতিগতি
কহ কহ বক্ষে হানি পুছএ ভারতী।

কোন্ ব্যথা হৈল হৈল কোন রোগ
কেনে হেন হৈল তার ব্যাধি উপযোগ।
কহ কহ তত্ত্বকথা কহ সখীগণ
মোর প্রাণধন হেন কিসের কারণ।
সখীগণে কি দিব উত্তর ভাবে ভীত
হেনকালে পরীসুতা তথা উপস্থিত।
বলে শুন জননী করহ অবধান।
মৃগছন্ন[৩] বেদনায় হৈল মূর্ছামান।
বিশেষ তাহার লাগি কিফল শোচন
রাজবংশে কন্যা যথা কিফল জীবন।
সোয়ামী সেবা বিনে যুবতী-ধর্ম নাই
রাজকন্যা কথা আছে স্বামী বর পাই।
অন্যরাজ্যে কন্যাদিতে মনে বাস ডর।
নিজরাজ্যে নৃপতির নাই সমসর।
যদি বা প্রধান রাজ্যে[৪] থাকে কুলেশীলে
নিজপরিজন করি মনে অবহেলে।
স্বামীসেবা না করএ রাজবংশী বলি
হেলায় কলঙ্ক লাগি কুলে লাগে কালি।
পতিপুত্র হীন নারী নাহি তার পতি
ঐবিনে আর তার কি হইব গতি।
বদিউজ্জামাল বোলে মো'ত না কহিল
সংসার অসার করি হৃদয় বাড়িল।
নারী জন্ম বিফল বিহীন স্বামী সেবা
অসার সংসার সার করিয়াছে কেবা।
আর এক বাক্য মোর ধন্ধ পরিহাসে
সায়াদ কিসকে জি'ল মালেকা পরশে।
মালেকাত সায়াদ উদাস অনুমানি
সোমত্ত ভগ্নীত আহ্মি না পুছিল বাণী।

৩. পতিশূল—ছ. ৪. দেশে—ছ.

লোক হস্ত বশ নহে চিত্তের বান্ধন
চিত্ত কথা নাহি জানি বিনে নিরঞ্জন।
ভাল বা মন্দ বা যেই যার চিত্তে ভাএ
সকল প্রভুর লীলা প্রভুএ যোগাএ।
হেন পর পীড়ায় সন্তোষ অতিশএ
কেহ কার উপকার সদাএ বাঞ্ছএ।
কেহ মদপান কেহ পরদারে রুচি
কেহ শুদ্ধ মতি কেহ কর্মে সদা শুচি।
কেহ সদ বিবেচন সুরসে কহে হাসি
কেহ কঠোর ভারতী বিরোধে অভিলাষী।
কেহ দয়াহীন কেহ মায়া বিবর্জক
কাহাকে দর্পিয়া শর হানিছে দর্পক।
এই মহীতে সব চিত্তের পরিহাস
যার চিত্ত যাহাতে মজিল অভিলাষ।
প্রভুর অঙ্গের[৫] রূপ চিত্রেত দেখএ
ছলি পলাইতে চিত্ত ধরিয়া রাখএ।
হেনচিত্ত অধিকারী প্রভু বিনে নাই
কেবা পারে যাএ-চিত্ত রাখিতে রহাই।

। সঙ্কটের অবসান ।

এথ শুনি মালেকার মাতা সুচরিতা
ইঙ্গিতে বুঝিল কন্যা প্রেমে বিমোহিতা।
গর্ভপাত হৈয়া কেনে না হৈল বিনাশ
কেনে না হৈল প্রাণি মৃত্তিকার গ্রাস।
হেন কিবা কর্ম দোষে মোকে হেন ব্যথা
দারুণ শ্রবণ কেনে শুনি দুষ্ট কথা।
কি বোল বুলিব আহ্মি লোকের সমাজ
কিছলে ছলিব আহ্মি ধর্ম মহারাজ।

৫. আলেখ্য—ক.

মোহোর দুহিতা দুষ্ট মালেকা কুমতি
হীন ভিন-পুরুষের রতির আরতি।
ক্রুদ্ধমুখ মাতার দেখিয়া পরীসুতা
হেষ্ট মাথে নিঃশব্দে রহিল সুচরিতা।
তাহা দেখি পরীরাজ মহিষী শ্রীমতি
কহিল প্রবোধ বাণী গঞ্জনা ভারতী।
কথা নারী-পুরুষের নাহি সমাগম
কার চিত্ত না রুচে দেখিলে মনোরম।
কোন্ শাস্ত্রে কন্যার বিবাহ নিষেধিল
গৃহেত করিতে বৃদ্ধ কথাতে লেখিল।
কেবল মালেকা হইল রাজসুতা
পাত্রপুত্র মিত্রেত হৈল বিমোহিতা।
পাত্র হোন্তে নৃপতি না হএ স্বতান্তর
পাত্রের মুটক[1] নৃপ রাজ্যের ঈশ্বর
রাজাহীন রাজ্যেত পাত্র সে স্বতান্তর।
পাত্র তরু নৃপলতা বৃক্ষে আরোহণ
তরণী বিহীন পাত্র-বিহীন জীবন।
জামাল বুলিল শুন আহ্মার বচন
পরিণয় দেঅ কন্যা না লঙ্ঘ বচন।
স্বামী আর পীর যদি একস্থানে বৈসে
স্বামী বন্দিয়া তার পীর তার শেষে।
তবে বোলে মালেকা হইয়া তোর সুতা
পাত্রসুত প্রেমেত হইল বিমোহিতা
বিশেষ সায়াদ আর নৃপতি কুমার
এহি দুই মধ্যে নাহি ভিন্ন ব্যবহার।
যদি কদাচিত হেন হএ দৈবগতি
মোর রাজ্যে সায়াদ হৈব অধিপতি।
বদিউজ্জামাল যেন তোহ্মার দুহিতা
সত্য সত্য মুই হই মালেকার মাতা।

১. মুকুট?

তুহ্মি আহ্মি পুত্রহীন দুহিতার আশ
দুহিতাক সর্বদা না করহ নৈরাশ।
তোর রাজ্য মোর রাজ্য কুমারের দেশ
বিবর্তিয়া দুই ভাই খাইব বিশেষ।
মোর রাজ্য ভুঞ্জির মালেকা মোর সুতা
সে রাজ্যের রাজা হবে তোহ্মার দুহিতা।
বদিউজ্জামাল বোলে কহিয়াছ ভাল
সর্বরাজ্যে সায়াদ হইব নৃপপাল।
দারাপুত্র কারণে সংসার করে লোকে
কুমার সংসার করি আনি দিব মোকে।
মালেকাক না দিয়া ভুঞ্জিব আহ্মি রাজ্য
সত্য সত্য না চাহিমু এমন ঐশ্বর্য।
ভগ্নীক না দিয়া ভগ্নী খাইবারে আশ
মিত্রকে না দিয়া খাএ মিত্র মতি-নাশ।
আর এক বাক্য মোর করহ স্মরণ
একদিন সত্য করি কহিলা বচন।
ধর্মসাক্ষী করি কহিলা মোর পাশে
মালেকার বর হবে তোহ্মার আদেশে।
উত্তম অধম কিবা হএ যথাতথা
সত্য তাকে দিবা কন্যা নাহিক অন্যথা।
পরীর রমণী বোলে স্মরাইলা ভাল
সত্য কৈল বদিউজ্জামাল জন্ম কাল।
সুত বাস করি মোর সুতা রাখিবার
নিজ সুতা তাহার নিছনি করিবার।
সত্য সত্য মানবের সত্য নাহি রহে
অসত্য প্রণয় লাগি সত্য সত্য কহে।
এথ শুনি বৃদ্ধরানী কহিলা উত্তর
অনুচিত গঞ্জিয়া কহিলা বহুতর।
কিবা মোর গুণ কিবা মোর শত দোষ
সমান বিরাগ ভাগী সমান সন্তোষ।

কিন্তু বাক্য শুন এক মালেকার মাতা
দুহিতার গতিহীন বিহীন জামাতা।
দুহিতার মাতা তুহ্মি পুত্রহীন জন
তার বধ বংশ বধ না চিন্ত কারণ।
তার অংশে তার বংশে সন্তান রহিব
বিবেচক আপনি বিশেষ কি কহিব।
বৃদ্ধ রানী মুখে শুনি এহি সব কথা
মালেকার মাতাসতী হৈল হেট মাথা।
শুন শুন জননী মোহর নিবেদন
মুই হীন অনাথিনী নিরপরাধী[২] জন
পরবশ পরের পরম উপশম
রাখিয়া আপনা মনে রহিছি আপন।
তোহ্মার বচন সব লয় মোর মন
জামাতাক উচিত্ত দুহিতা সমর্পণ।
লোকের কলঙ্ক ভএ নাহি কিছু মন
তুহ্মি ভাল বলিলেহ কিসের ভাবন।
ছিদ্রগ্রাহী শত্রু দুষ্ট ভয়-গ্রাহী মিত্র
ভাল নহে মন্দ বোলে কি বড় বিচিত্র।
শত্রু-ভয় নাহি মোর নাহি লোক-লাজ
এহি ভয় কি জানি বোলএ নররাজ।
কিন্তু মালেকায় শুনি কামাতুর মতি
ক্রোধে জানি কিমতে আছেরে নরপতি।
বদিউজ্জামালে বোলে শুনহ জননী
তুহ্মি কেনে নৃপেতে কহিবা এহি বাণী।
মালেকার প্রেম কথা করিয়া প্রচার
আহ্মি কিবা সন্ধানে লইব অঙ্গীকার।
নানা ছলে যুবরাজ পাইয়া সময়
নিবেদিব যবে দেখে সদয় হৃদয়।

২. পরাধিনী—খ.

আজ্ঞা পাই সুসার করিব নিজ কর্ম
কেনে ব্যক্ত এখনে করিবা তুহ্মি মর্ম ।
দেবী বোলে ভাল যুক্তি কহিয়াছ মাতা
কুমারেত এহি বাক্য জানাও সুচরিতা ।
নিবেদউক কুমার নৃপতি সন্নিকট
ছাড়উক মনের ধন্ধ ঘুচুক সঙ্কট ।
এথ শুনি সুবদনী হরিষ অন্তর
শীঘ্রগতি চলি গেল কুমার গোচর ।
দেখিল কুমার তথা সায়াদ সহিত
অলক্ষিতে বাহুড়িয়া আসিল তুরিত ।
তথা হস্তে একজন দিয়া তুরমান
কুমারক ডাকিয়া আনে বিরল ভবন ।
মালেকাক সমর্পিতে সায়াদ সমীপে
বহু যত্নে নৈল আজ্ঞা তোহ্মার প্রতাপে ।
তুহ্মি যদি আজ্ঞা লইতে পার নৃপতির
শুভ লগ্নে শুভ কর্ম করহ অচির ।
আর এককথা মনে সন্দেহ করএ
রাজ কন্যা গ্রহিবেক পাত্রের তনএ ।
বিস্তারিয়া কহে কথা কুমার গোচর
সম্মত হইল মাতা মালেকার বর ।
এক বচনে ভীত কিছু জননী শ্রীমতী
পাত্রেসুত না হইল রাজ্য অধিপতি ।[৩]
হাসিয়া কুমার বোলে এ বড় বিস্ময়এ
প্রাণ হস্তে 'ধিক মিত্র রাজ্য কিবা হএ ।
এহি সব বাত কহি মালেকা গোচরে'
হাসিতে হাসিতে যাএ সায়াদ হুজুরে ।
সায়াদক সাম্ভাইল সংবাদ কহিয়া
অবিলম্বে নৃপস্থানে গেলেক চলিয়া ।

৩. তার কি উত্তর দিবা বোল মহামতি—ছ.

নৃপতি কুমার দেখি হরিষ অন্তর
আগুবাড়ি অনুসারি কৈল সমাদর।
ভক্তিভাবে যুবরাজ করিল প্রণাম
সৃষ্টিবর মাগিতে আশিক অনুপাম।
নৃপতি পুছিল বাত কহ মহাশএ
আজি এথা আগমন কিসের বিষএ।
যুবরাজ বোলে তোহ্মা পদে রাখি ভার
সর্বক্ষণ মনোবাঞ্ছা আছএ আহ্মার।
যোগী হৈয়া আসিয়াছি তোহ্মার সমীপে
রাজসুখ পাইল আহ্মি তোহ্মার প্রতাপে।[৪]
প্রাণ-প্রিয়া দিয়া মোরে কৈলা পরিত্রাণ[৫]
মৃত ঘটে মোহোর জীবন কৈলা দান।
পাইল সায়াদ মিত্র কৃপায় তোহ্মার
বিঘটিত ঘটাইলা করিয়া সুসার।
তোহ্মা হতে বাপ মোর নহে 'ধিকতর
বিনি সেই রূপ তুহ্মি পথিক ঈশ্বর।
সর্বক্ষণ হও তুহ্মি মোর পালককার
জন্মে জন্মে বাখানিব তোহ্মা উপকার।
তোহ্মাপদ দর্শনে ছাড়এ জন্ম তাপ
তোহ্মা অবধান হবে জন্মের সন্তাপ।
রাজা বোলে মুই হীন অধম নিকৃষ্ট[৬]
পাপ অনুরত মতি অজ্ঞান পাপিষ্ঠ।[৭]
আজ্ঞা কর কিকর্ম আছে মোর স্থান[৮]
সম্পূর্ণ হইবে বোল আহ্মা অবধান।[৯]
আহ্মা হতে হএ যদি তোহ্মা উপকার
প্রাণপণ তোহ্মা কার্য করিব সুসার।

৪. পিয়া অন্বেষণে দুঃখী হই কতরূপে—খ. ৫. প্রাণ রাখিলা আমার—ক.
৬. শতমতে দাস—ক. ৭. কোন কর্মে তুমি মোরে এত সন্তোষ—ক.
৮. হৈল পরিতোষ—খ. ৯. সত্য সে করিব কর্ম না করিব রোষ—খ.

সাধিব তোহ্মার কার্য যেই মত হএ
রাজ্য নষ্ট হএ কিবা ধন প্রাণ ক্ষএ।
কুমার বোলএ মোর আছে নিবেদন
অভয় পাইলে পারি কহিতে বচন।
রাজা বোলে কহ বাপু না করিঅ ভয়
তোর মোর মধ্যে কিবা ভয়ের বিষয়।
তোহ্মা দোষ লইতে মোহোর অনুচিত
কায়ামনে সর্বদা বাঞ্ছিএ তোহ্মা হিত।
সন্দেহ ছাড়িয়া বাপু কহ মোর পাশ
তোহ্মার হরিষে মোর হৃদয় উল্লাস।
পুত্র হীন জন মুই তুহ্মি মোর পুত্র
আপনা শরীর মাংস কথা হয় শত্রু।
কিসের সন্দেহ তোর মোহোর নিকট
আহ্মাতে কহিতে তোর কিসের সঙ্কট।
রাজ্য লইবার যদি থাকে তোর মন
অবিলম্বে রাজ্য তোকে করি সমর্পণ।
কিবা তোর কোন কর্ম হএ আহ্মা হতে
অবিলম্বে দিব সাধি হএ যেই মতে।
কুমার বুলিল তুহ্মি থাক ক্ষিতিপাল
চন্দ্র সূর্য আকাশ থাকএ যথকাল।
এক নিবেদন মোর শুন নরেশ্বর
দেশ হতে যখনে হইল দেশান্তর।
শোকে বহু বিলাপিল বৃদ্ধ নরপতি
বিলাপিল আকুলিনী জননী মহামতি।
বিরহের বেগে সব আইলাম ত্যাগি
অখনে হৃদএ জাগি উঠে সেই আগি।
কৃপা মনে হএ যদি তোহ্মার আদেশ
সে সব দেখিতে গিয়া পারি নিজ দেশ।
রাজা বোলে কি বড় দিয়াছ মহাভার
তাহার কারণে এথ সঙ্কোচ তোহ্মার।

সরন্দীপ দেশ জান সাগর মাঝার
নিরবধি এই দেশ সাগর সঞ্চার।
সাগরে জন্মএ লোক সাগরে তরএ
তথাবাসী লোকের সাগরে নাহি ভএ।
মোর দেশে বড় বড় তরণী আছএ
অবিলম্বে উজাইয়া যাইতে পারএ।
যেইমতে মতি তোর হএ পরিতোষ
সত্য সত্য সেই কর্ম মোহোর সন্তোষ।
ধন জন বহুল দিবাম খাইবার
রাজনীতি যেইসব দিব আনি আর।
তোহ্মা স্থানে নিবেদিল এহার কারণ
মন দিয়া কহি শুন এক নিবেদন।
বদিউজ্জামাল প্রিয়া প্রাণের দুর্লভ
যাহার কারণে হএ[১০] এথ পরাভব।
যার লাগি মরি মরি লম্ভিল জীবন
কিমতে তাহাকে ছাড়ি করিব গমন।
নৃপ বোলে এ কোন উচিত ব্যবহার
কন্যা কেনে না যাইব সঙ্গতি তোহ্মার।
স্বামী বিনে নারীর জীবনে কোন ফল
জীবন যৌবন ধন স্বামীর সকল।
আহ্মি গিয়া তান তরে বুঝাইব মতি
তোহ্মার সঙ্গতি সতী করিবারে গতি।
কেনেবা রহিব নারী পুরুষ ছাড়িয়া
পুরুষ যাইব কেনে রমণী ছাড়িয়া।
সতী মতি গুণবতী পরীর দুহিতা
সর্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত সুচরিতা।
এ বুলিয়া সভা হতে উঠিয়া রাজন
ধীরে ধীরে অন্তপ্পুরে করিলা গমন।

১০. যার লাগি পাইলাম দুঃখ—ছ.

হরিষ বিষাদে গেল রানীর নিকটে
মহাদেবী সহিত বসিল এক ঘাটে
বিরস চিন্তিত মতি দেখিয়া রাজার
করজোড় করি সতী লাগে কহিবার।
কি কারণে মহারাজা দেখি অসন্তোষ
মুই অভাগিনী করিলুঁ কোন্ দোষ।
রাজা বোলে দোষ নাহি তোহ্মার আহ্মার
কুমার যাইতে চাহে দেশে আপনার।
পুত্র স্নেহ দারুণ বিষম মায়া জাল
পুত্রের বিষম শোক হৃদে ফুটে শাল।
দেবী বোলে পুত্র যদি বাঞ্ছিলা হৃদয়
তবে কেনে তাহাকে ছাড়িবা মহাশয়।
রাজা বোলে বৃদ্ধ তার জনক জননী
পুত্র শোকে শোকাকুল অতাপে তাপিনী।
অখনে উচিত নহে রাখিতে তাহারে
ছাড়িব করাই সত্য পুনি আসিবারে।
দেবী বোলে হেন যদি বাঞ্ছিলা হৃদএ
বিলম্ব করিতে আর উচিত না হএ।
দেশে যাইবারে চাহে রাজার তনএ
পরীরাজ সুতা তান সঙ্গে না চলএ।
দেবী বলে আন আশ নাহি তান মন
যাইতে সম্মত নহে মালেকা কারণ।
অন্যে অন্যে কেহ কাক না চাহে ছাড়িতে
মালেকা সঙ্গতি করি চাহএ যাইতে।
একদিন এহার প্রসঙ্গ বহু ছিল
বদিউজ্জামাল মো'ত কান্দিয়া কহিল।
মুঞি পরাধিনী নৃপের দেশেত যাইব
সত্য সত্য মালেকা-বিচ্ছেদে প্রাণ দিব।
রাজা বোলে মালেকা হইল যোগ্যবর
কেমতে ছাড়িয়া দিতে পারি দেশান্তর।

এথেক দেরেগ যদি থাকে চিত্ত মাঝ
তবে কেনে বিবাহ না দেও মহারাজ।
তোহ্মার দুহিতা আর পরীর কুমারী
কেহ কাক ছাড়িয়া না যাএ স্থানান্তরী।
এথ শুনি নৃপতি চিন্তিত মনে মন
যুবরাজ ডাকিয়া আনিল ততক্ষণ।
বোলে আইস বৈস বাপু কর অবধান
সুহৃদ নাহিক মোর তোহ্মার সমান।
তোহ্মা সঙ্গে যাইবারে পরীর কুমারী
মালেকাক নিবারে চাহএ সঙ্গে করি।
কুমার বুলিল ইথে 'ধিক কোন ফল
জন্মে জন্মে অন্তরে মোর জন্মিব সাফল।
কিন্তু এক চিন্তাএ মোহোর মনে ভীত
বিবেচিয়া বুঝহ আপনে সুপণ্ডিত।
হইল বিবাহ যোগ্য মালেকা কুমারী
যোগ্য কন্যা জাতির কলঙ্ক কুলবৈরী।
কুমার বোলএ কেবা আছএ ভুবন
যুক্তিএ করিতে পারে নিবন্ধ মোচন।
বিশেষ মনেত যদি কুল লাজ জ্ঞান
তবে কি কারণে কন্যা নাহি কর দান।
নরেশ্বর জানহ ঈশ্বর অবতার
ইচ্ছা সিদ্ধি ব্যত্যয় না হএ তাহার।
সাবধানে সাধ কার্য না গঞ্জিতে কাল
আগুবাড়ি সুসারহ ঘটিব জঞ্জাল।
কুমারে বুলিল শুন আহ্মার বচন
আপনার কন্যা দান কর এহি ক্ষণ।
রাজা বোলে কথা হেন না দেখি কুমার
কন্যা-দান পুত্র বাস দিয়া রাখিবার।
হেনকালে বদিউজ্জামাল আইল তথা
পিতা আর পতির শুনিতে সব কথা।

রাজা মহাদেবী আর কুমার কুমারী
তথা বসি মন্ত্রণা করএ এহি চারি।
সমুখে সায়াদ নাম কেহ নাহি লএ
আন আন ছলে আন বচন কহএ।
কুমার কুমারী দুই নয়ানের সানে
কহে বোলে বাক্য পূর্ব সম্বাদ বিধানে।
হেনকালে সরবাভানুর আগমন
মাতা বুলি নরপতি বন্দিল চরণ।
বৃদ্ধরানী বসিল নৃপতি সন্নিকট
মাতাত কহিল রাজা ভাবিয়া সঙ্কট।
জনক জননী আর রাজ্য সিংহাসন
যার লাগি ছাড়িল করিল প্রাণপণ।
তাহাকে ছাড়িয়া গতি করিব কেমন
সেইসঙ্গে না চলএ মালেকা কারণ।
মালেকা তাহার সনে যাইবারে আশ
ই বচনে মোর মনে নাহিক উল্লাস।
কুমার দেশেত গতি দহে তার মতি
না ছাড়এ তার তরে জনক নৃপতি।
ছাড়িলেহ কুমারে না পারে যাইবার
পরীসুতা না চলএ সহিত তাহার।
তাহাক ছাড়িয়া গতি করিব কেমনে
সেইসঙ্গে নাহি যায় মালেকা কারণে।
মালেকাএ তাহাকে ছাড়িতে নাহি পারে
অন্যে অন্যে দোহান বিচ্ছেদে দুই মরে।
হইল বিভার যোগ্য নতুন যৌবন
হেন জন অবিহিত বিদেশে গমন।
বৃদ্ধরানী বোলে সত্য কহিলা বচন
যোগ্য কন্যা পিতার মন্দিরে অশোভন।
কুল হতে অধিক কলঙ্ক করে হীন
যোগ্য কন্যা পিতৃগৃহে কলঙ্কের চিন।

উত্তমে অধমে হএ অতি তুরমান
অবিলম্বে শুভলগ্নে কর কন্যা দান।
এথ শুনি রাজা পুনি লাগে কহিবার
কোন্ দেশে দিব কন্যা কর অঙ্গীকার।
রানী বোলে দিতে চাই দেশ দেশান্তর
তবে কেনে বোল হৈতে নারে স্থানান্তর।
যদিউজ্জামাল হৈতে ভিন্ন হৈতে মরে
কিমতে রহিব সেই দিক দিগন্তরে।
কিমতে এমত কার্য হৈব সুসার
মাতাপিতা জীববন্ত দেখিতে কুমার।
রাজা বোলে মাতা আহ্মি হই নরাধম
কথাতে মানব উক্তি দেবতার সম।
বয়সে অধিক তুহ্মি আর গুরুজন
আপনে আদেশ কর করিব রচন।
রানী বোলে ভীত বাসি উচিত বচনে
আপনারা বিবেচন যেই লএ মনে।
রাজা বোলে বিরস দেখিয়া লাগে লাজ
সব্য করি সরসে করিতে নারি কাজ।
রুম শাম এরাক পারসী হিন্দুস্তান
এরান তুরান চীন বঙ্গ খোরাসান।
কোন্ দেশে দিবা কন্যা কর অঙ্গীকার
আজ্ঞা কর দেশ গুণ করিয়া বিচার।
বয়সে অধিক তুহ্মি আর গুরুজন
আপনে আদেশ কর করি বিবেচন।
যেইমতে দুই কর্ম হইব সুসার
যেইমতে লোক ধর্ম রহিব আহ্মার।
রানী বোলে ভীত বাসি উচিত বচনে
বিস্তারিয়া কর কাজ যেই লয় মনে।
নৃপ বোলে বিরস দেখিয়া যুবরাজ
সত্য করি সুরসে করিতে নারে কাজ।

রাজা বোলে কহ কহ উচিত বচন
তোহ্মা বাক্য লঙ্ঘিবারে পারে কোনজন।
রানী বোলে না করি সঙ্কোচ তাকে মনে
কুমার হয় বা রুষ্ট উচিত বচনে।
কুমারে বোলএ হেন কিমত উচিত
মোর মনে বিমর্ষ গুরুর বাসে ভীত।[১১]
ভালমন্দ যখনে যেই কর অঙ্গীকার
মুঞি আজ্ঞাপাল সেই কর্তব্য আহ্মার।
রানী বোলে শুন নৃপ শুন নৃপসুত
নৃপ আভরণ রাজ্য যোগীর বিভূত।
ক্ষেতি আভরণ সূর্য স্বর্গের নক্ষত্র
পক্ষীর আভরণ পক্ষ পণ্ডিতের ছত্র।
তুহ্মি যদি রাজ্য লোভ ছাড়িবারে পার
সমভাবে সায়াদ সহিতে ভোগ কর।
তবে মালেকারে আহ্মি সমর্পিতে পারি
নতু রাজকন্যা কেনে হবে পাত্র নারী।
বদিজ্জামাল আর মালেকা যুবতী
তুহ্মি আর পাত্রসুত অধিক পিরীতি।
রাজ্যরক্ষা প্রেমরক্ষা দুই আপেক্ষিলে
মালেকাক না ছাড়িব বদিউজ্জামালে।
কুমারে বুলিল কেনে কহ বহুতর
প্রেমের অঙ্কুর যার হৃদয় অন্তর।
সে কেনে বিভোল হবে ধন রাজ্য লোভে
অন্ধলের বদন দর্পণে কিবা শোভে।
সায়াদক রাজ্য দিতে কি বড় অতোষ
নয়ানে কাজল দিতে অধিক সন্তোষ।
অমৃত খাইতে কেবা মুখে দুঃখ পাএ
স্থান বুঝি থুইলে ধন কোনে বা হারাএ।

১১. মতি বিরসে গুরুমতি—ছ.

সায়াদক রাজ্যদিয়া করিমু নৃপতি
পাত্র হৈয়া তার পাশে করিমু বসতি।
লিখিব প্রতিজ্ঞাপত্র সব বিদ্যমান
হৈব নরকবাসী আচরিলে আন।
রাজা বোলে প্রতিজ্ঞা না পালে যেইজন
কি ফল প্রতিজ্ঞা তার কি ফল লিখন।
কিন্তু এই বচন লাগএ মোর মনে
সমর্পিতে কন্যা মোর সায়াদক স্থানে।
পুত্রহীন জন আহ্মি দুহিতার পিতা
সমর্পিতে পরবাসে জামাতা দুহিতা[১২]
বদিউজ্জামাল বোলে শুনহ জনক
কেনে হও অধর্ম পাপী ত্রিলোক নিন্দক।
কথাতে পাষাণ লিখা থুইলে লুকাএ
কথাতে সুজন প্রেম মদন লোভে যাএ।
কুমারে করিল সত্য গোচরে তোহ্মার
আহ্মিহ করিল সত্য সাক্ষাতে তোহ্মার।
সায়াদ হউক রাজা মালেকা মহিষী
কুমার হইব পাত্র আহ্মি হব দাসী।
অখণ্ড প্রতিজ্ঞা জান পরী দেবতার
তবে কেনে প্রত্যয় না হএ[১৩] আপনার।
এথ বুলি শপথ করিয়া বহুতর
বারে বারে কহে কন্যা গোচরে রাজার।
কুমারে তোহ্মার পুত্রে কেহু নহে ভিন্ন
এই তিন মধ্যে নাহি ভিন্ন পর চিহ্ন।
এথ শুনি বৃদ্ধরানী কহিলেক পুনি
মোর বাক্য অবধান কর নৃপমণি।
কহি যদি ভিন্ন তুহ্মি কর কদাচিত
একের বিচ্ছেদে তিন মরিব তুরিত।

১২. সমর্পিতে সামান্য জনএ দুহিতা—খ. ১৩. সন্দেহ হৃদএ—খ.

এথ শুনি নৃপতি হইল হেট মাথা
নয়ানের সানে পুছে মহিষীতে কথা।
অভিমত বুঝি মহাদেবী বিচক্ষণ
সন্তার যুক্ত দেখি ঢালিল ব্যঞ্জন।
হিত বোলে কন্যা হিত বোলএ কুমার
জননী কহএ হিত বিহিত সুসার।
সমভাবে রাজ্য যদি করে বিবর্তন
পুত্রের বচনে কন্যা কর সমর্পণ।
আদি অন্ত মালেকার তারক কুমার
যা করে আদেশ সেই সত্য আপনার।
নৃপবোলে ভাল বাক্য কহিলা মহিষী
তুহ্মি সব পরিতোষে আহ্মি অভিলাষী।
সবে মিলি যুক্তি যদি করিয়াছ ধার্য
শুভক্ষণে আরম্ভন কর শুভ কার্য।
আজ্ঞা পাই হরষিত কুমার কুমারী
প্রণমিল রাজার চরণ দুই ধরি।
বহুভক্তি বিনএ হইয়া দণ্ডবত
মহাদেবীর চরণে পড়িলা ভূমিগত।
যার যেই আলএ সবে করিল প্রবেশ
বৃদ্ধ রানী চরণ বন্দিল অবশেষ।
কুমার সায়াদ তরে গিয়া হরষিতে
কহিল হরিষ বার্তা হাসিতে হাসিতে।
বদিউজ্জামাল গিয়া মালেকা সদন
হরিষে কহিল বার্তা সন্তোষ বদন।
ভগ্নীমুখে বার্তা শুনি হরিষ অন্তর
তিমির নাশিয়া যেন উদয় ভাস্কর।
সায়াদ কুমার মুখে শুনি অকস্মাত
আকাশের শশী যেন পাএ হাতে হাত।
হরিষ যুবকবর হরিষ যুবতী
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবর্গ হরিষ সম্প্রীতি।

তিমির নাশিয়া যেন উজ্জ্বল চপলা
হরিষ পুরুষ বর যুবতী অবলা।
হরষিত মহারাজা হরিষ মহিষী
পরীরাজ-পত্নীরানী অধিক উল্লাসী।
বৃদ্ধরানী তরুণী হৈলা সহরিষ
আজ্ঞা কৈল উচ্ছব আরম্ভ রসে বশ।

॥ অতিথির আগমন ॥
বিবাহের আয়োজন

প্রথমে লেখহ পত্র মান্যতা বিশেষ।
বদিউজ্জামাল পিতা পরীরাজ পাশ।
'আফরিত'[1] নামে এক দানব প্রধান
পত্রসমে তাহাকে পাঠাএ তুরমান।
পত্র পাইয়া পরীরাজ হরিষ অন্তর
বিমানে চড়িয়া তথা আইল সত্বর।
আসিলে যথেক পরী তাহার সহিতে
কোনে বা জানএ নাম কে পারে কহিতে।
কেহ অঙ্গণে রহে কেহ তেপান্তরে
কেহ কাননেত রহে কেহ বৃক্ষ 'পরে।
নানাস্থানে পরীর রহিল পরিবার
বিনে বাঁশি গগনে সঘন হুহুঙ্কার।
পরীরাজ আগমন দেখি নরপতি
আগুবাড়ি ভক্তি ভাবে করিলা প্রণতি।
সিংহাসন বৈঠক করিল স্থিতিমণ্ডপ[1]
আওয়ামী যথলোক করিল সমরূপ।[2]
ইষ্টালাপ আলাপ[3] আছিল অন্যে অন্য
কহিল মিসির পতি হই অগ্রগণ্য।

১. আপজ্জিত—ছ ১. স্তুতিতর্প—ক. ২. মাএয়ানি যতন করিলা সমর্প—ক.
৩. ইষ্টমিত্রে সম্ভাষি—ছ.

বহু ভক্তি ভারতী করিয়া যে মনএ
কহিলেক মালেকার বিবাহ আলএ।
তোহ্মার দুহিতা আর তাহার জননী
একহি বচন দুই সমে বৃদ্ধরানী।
মোহোর মহিষী আর রানী বৃদ্ধমাতা
কুমার প্রভৃতি সবে হই এক কথা।
যুবরাজ মিত্র পাত্র-নন্দনের তরে
মোর কন্যা মালেকাক বিবাহ দিবারে।
এহি কর্মে এহি সবের হৈল উল্লাস
একারণে নিবেদন করি[৪] তোহ্মা পাশ।
ত্রিভুবনে মিত্র মোর নাহি তুহ্মি বহি
করিমু আদেশ তুহ্মি কর যেই সেহি।
রাজা বোলে ভাল যুক্তি করিয়াছ ধার্য
শুভক্ষণে সুসার করহ সব কার্য।[৫]
পূর্বেত শুনিছি যুবরাজের যে স্থান
সায়াদের রূপগুণ জ্ঞানের বাখান।
রূপগুণ কুলশীল জ্ঞান অতি ভাল
কথাত তৎকালে মিলে এমত ছুওয়াল।
তোহ্মার দুহিতা হৈব পাত্রের ঘরিণী
এ বিষএ হৃদএ না হৈঅ অপমানী।
বদিউজ্জামাল আর মালেকা যুবতী
সয়ফুলমুলুক আর পাত্রের সন্ততি।
অন্যথা এ চারি মধ্যে নাহি মহারাজ
সেবক ঈশ্বর ভাব ভাবক সমাজ।
তোহ্মার আহ্মার আর কুমারের দেশ
বিবর্তিয়া দোহজনে ভুঞ্জিব বিশেষ।
রাজা বোলে হেন যদি কহিলা জানিয়া
তোহ্মার আদেশ শিরে লইল মানিয়া।

৪. এক আরাধন করি—ছ. ৫. মালেকা সায়াদ তরে সমর্প অব্যাজ—ক.

পরীরাজ বোলে এহি হৈল শুভক্ষণ
এহিক্ষণে উচ্ছব করহ আরম্ভন।
আজ্ঞা পাই হরষিত সরন্দীপ পতি
পাত্রমিত্র ডাকি আজ্ঞা কৈল শীঘ্রগতি।
যথ নরপতি আছে ভুবন মাঝার
আমন্ত্রিয়া তুরিতে সভান আনিবার।
পঞ্চশব্দে সর্বদা বাজউক অহঃনিশি
গাহউক আনন্দে গীত অন্তঃপুরবাসী।[৬]
প্রজাসবে প্রতিগৃহে করৌক আনন্দ
নাচৌক গাহৌক সবে করি নানা ছন্দ।
আজ্ঞা পাই পাত্রবর কৈল সব কাজ
আনন্দ মণ্ডলী হৈল সরন্দীপ মাঝ।
হইল আনন্দময় প্রতি ঘরে ঘরে
আনন্দে বিক্রী কিনি শহরে নগরে।
আনন্দ আনলে চিন্তা দহিল সকল
আনন্দের ভারে ভূমি করে টলমল।
আনন্দিত নরনারী যার যেই ঘরে
আনন্দে নন্দন বালা আনন্দে-বেহারে।
যাহার আনন্দে পর আনন্দ-বিভোল।
না জানি কথেক আনন্দ তারে দিল কোল
আনন্দে সানন্দ মতি পরীর ঈশ্বর
আদেশিল পাত্রমিত্র ডাকিয়া গোচর।
দেবতা দানব দৈত্য যথ পরীগণ
গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ কর নিমন্ত্রণ।
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের মহেশ্বর
দেবতাকুলেত যথ রাজ রাজেশ্বর।
শীঘ্রগামী দূত গিয়া তা সভার পাশে
আমন্ত্রিয়া সকল আনহ এহি দেশে।

৬. হউক আনন্দ গীত অন্তপুর বাসী—ক. বথপুরবাসী—ছ.

ত্রিলোকের নরদেবের যেমতে হএ লোভা[৭]
স্বর্গপুর জিনি কর সরন্দ্বীপ শোভা।
পরী অপ্সরী যথ আছে বিদ্যাধরী
ত্রিজগতে যথেক আনহ এহি পুরী।
নররাজে করুক নরের নিমন্ত্রণ
মোর আমন্ত্রিক মুই করাইমু ভোজন্।
মোহোর দেশেত্ত চর তুরিতে পাঠাই
অনৌক নিমন্ত্রণ সামগ্রী সবে যাই।
মালেকা অধিক মোর নিজ কন্যা হতে
যথসাধ্য পর্যমান করিব এহাতে।
যৌতুকের সামগ্রী আনহ বহু ধন
গজবাজী আভরণ বসন বাহন।
বহুমূল্য ধন সব বাছিয়া ভাণ্ডার
রত্নমণি কাঞ্চন আনহ ভারে ভার।

। উৎসবের শুরু ।

আজ্ঞা পাই পাত্রবর করি শীঘ্রগতি
করিল সকল কার্য আজ্ঞা অনুমতি।
পৃথিবীর যথ রাজা যথ নরেশ্বর
সভান করিলা আনি ভূমির উপর।
পৃথিবী ভরিয়া সভা[১] কৈল যথ নরে
বিমানে গগনে সভা[২] করিল খেচরে।
বিশ্বকর্মা আনাইয়া পরী অধিপতি
করিলা আলগ শোভা নিলক্ষ্যেত স্থিতি।
হেন স্থির কৈল স্থান ব্যোমের উপর
ধরিতে না রএ যেমন তিমির সম্বর।

৭. চাউক সভা—ক. ১. সেভো—ছ. ২. সোভা—ছ.

রচিল। উত্তম বাট সুরম্য সুগম্য
এথা তথা করিতে পারএ গতাগম্য।
ক্ষেণে নর সব যায় পরীর সভাত
রঙ্গমনে আসি রঙ্গ কৌতুক দেখিত।
ক্ষেণে দেব এথা সব হইয়া উল্লাসী
রঙ্গ দেখিবারে আইল রঙ্গ মনে বাসি।
দেব নর সভানের রঙ্গ হৈল মনে
যথা যাই তথাত অপূর্ব এথা হনে।
এথা পূর্ব তথা পূর্ব স্থান পূর্বস্থিতি
পূর্ব হনে অপূর্ব হইল রঙ্গ অতি।
রচিল উত্তম পুরী অতি উত্তম স্থান
বৃদ্ধে বৃদ্ধ যুবকে যুবক সন্নিধান।
যথা চাহি তথা দেখি নানামত রঙ্গ
দীপময় সভাসব বেষ্টিত পতঙ্গ।
স্থানে স্থানে গাহনে গাহএ নানারঙ্গে
স্থানে স্থানে নর্তকী নাচএ বহু ভঙ্গে।
অন্তস্পুরে নারীগণে রঙ্গ পরিহাসে
বিস্মরি আছএ কার্য রঙ্গের উল্লাসে।
রসে মজি তাতে বিস্মরে সবকাজ
কুসুম রঙ্গিণী সব কন্টকের মাঝ।
রসের নাগর মজি রসে বশ হৈয়া
রাজাসবে রাজকার্য আছে পাসরিয়া।
পরীরাজ বিভোল বিভোল দেবরাজ
স্থির বুদ্ধি নাহি এক নর দেব মাঝ।
রঙ্গে মজি এথাতে বিস্মৃত সবে কাজ
কুসুম কৌতুক সব কন্টকের মাঝ।
পাত্রের নন্দন তথা নিঃলক্ষ্য বাসরে
অন্তরে নিমজ্জিল মীনকেতন সাগরে।
রমণী যামিনী কান্দে করিয়া বিলাপ
পুরুষ বিস্মরে সদা বিমরিষ তাপ।

ঘন ঘন হাহাকার সঘন নিঃশ্বাস
মিলিয়া নাহএ যেন হুতাশ বাতাস।
হেনকালে যুবরাজ মতি চমকিত
সে আনলে হৃদয় দহিল আচম্বিত।
পবন সহিত অগ্নি হৈল এক কাএ
না জানি বিচ্ছেদ তাপে আছে বা না আছএ।
আহা বন্ধু করিয়া আকুল অতিশএ
না জানে বিচ্ছেদ তাপে আছে না আছএ।
দেখিল বিকল রতি স্মরে কামশর
শীঘ্রকরি আইল যথা মিত্র কলেবর।
দেখিল বিকল বর মজি কামশর
হেলিয়া ঢুলিয়া আছে কামের বাসর।
স্বস্তিবাক্য বুঝাইল বহু তার পাশ
গলে ধরি মায়া করি করিল আশ্বাস।
সরস নিকটে আর অ-রস কেনে মন
নিবর্ত্তিল কষ্ট রুষ্ট মত কি কারণ।
নিবর্তিল বিষম সুসম উপযোগ
উল্লাস নিকটে কেনে বিচ্ছেদ বিয়োগ।
এহিমতে মালেকার নিকটেত গিয়া
বহু শান্তিপূর্ণ বাক্য কহে বুঝাইয়া।
সাগর মাঝারে কিবা পিয়াসার ভয়
বিলম্বে খাইঅ যথ তোহ্মা মনে লএ।
নিমেষে হইব কার্য না কর বিষাদ
সিদ্ধি হৈব মনোরথ না ভাব প্রমাদ।
মদন বেদনে রামা হইয়াছে তব্ধ
মৃত্যুর শয্যায় যেন না নিঃসরে শব্দ।
অন্যে অন্যে দোহান সান্ত্বাই যুবরাজ
তুরিত গমনে গেল নৃপতি সমাজ।
মালেকার পিতাত প্রথমে নিবেদিল
সময় বহিয়া যাএ এমত কহিল।

নৃপতি কহিল কার্য কর শীঘ্রগতি
নৃপতি সবার আগে লৈয়া অনুমতি।
নৃপবাক্যে নৃপসুত হৈয়া হরষিত
করজোড়ে কহে নৃপ সবার বিদিত।
সভানে বোলএ পুছি পরীরাজ স্থানে
সুসার করহ কার্য হরষিত মনে।
পরীরাজ তরে দণ্ডাইল যুবরাজ
নিবেদিল সুসার হইতে শুভকাজ।
পরীপতি আনন্দে করিল অঙ্গীকার
আনন্দে আনন্দ কর্ম করহ সুসার।
স্থানে স্থানে পরী অপসরী বিদ্যাধরী
কটাক্ষে সবার মন লই গেল হরি।
সুটান সুন্দর বিনে না দেখে নয়ন
বাদ্যগীত বিনে ধ্বনি না শুনে শ্রবণ।
যথা যাএ তথা দেখে আন মত রঙ্গ
দীপমএ সভাসব বেষ্টিত পতঙ্গ।
কোন দীপ হালিয়াছে আনন্দ বাতাসে
হেলিয়া ঢুলিয়া যাএ পতঙ্গের পাশে।
কোন দীপ স্থির দেখি আকুল পতঙ্গ
রঙ্গে অঙ্গ দহি যাএ হইতে অনঙ্গ।
যথা তথা সরস হরষ অতিশয়
যথা তথা কটাক্ষে লাবণ্য লীলামএ।
ক্ষেণে কুম্ভমণ্ডলী করএ আলিঙ্গন
দুই গজ কুম্ভ যেন বাণ বরিষণ।
বাণের সমুখে কথা গজের নিস্তার
দুই দীপ সঞ্জোগ পতঙ্গ নাশিবার।
নবরঙ্গে পঞ্চ শব্দ বাজে যথা তথা
ত্রিভুবনে নাহি বাজে কেহ কহে কথা।
ঢাক করতাল বীণা দোহরি মোহরি
করঙ্গ মৃদঙ্গ বাজে কাসরী ঝাঁঝরি।

করুনা বরুনা বাজে রবাবের ধ্বনি
চারিভিতে এহি বিনে আর নাহি শুনি।
সারিন্দা রবাব ঘুরি দিছে নানা পাক
তরনি তরনি গীত হএ যে পিনাক।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেও যথবাদ্য ছিল
সেই সব যন্ত্র তন্ত্র আমন্ত্রি আনিল।
গজকুম্ভ জিনি সব কুরঙ্গ নয়ানী
সিংহ মধ্য জিনি যথ মাতঙ্গ গামিনী।
শ্রবণ গৃধিনী জিনি সুরম্য গঠিত
নাসা খগপতি জিনি অতি সুললিত।
কমল বদনী সব কুমুদ নয়ানী
মুখ-শশী কপালে সিন্দুর দিনমণি।
নানাবর্ণ অলঙ্কার করি পরিধান
নৃত্যগীত উচ্ছব করএ নানাস্থান।
নাচন্তি সুন্দরী সবে গাহন্তি সুস্বর
লীলাএ মুনির মন অবহেলে ভোর।
যেজনে তথাত যাএ দেখিবারে রঙ্গ
আনল পাইয়া যেন আকুল পতঙ্গ।
সাগর পাইয়া যেন নদী হএ লীন
রঙ্গেত রঙ্গে মজি হএ জ্ঞান হীন।
এহিমতে কথ মাস যাএ নির্বাহিয়া
রঙ্গ মধ্যে মন সব বিভোল হইয়া।
বরিষ দিবস মাস রঙ্গে বহি যাএ
রঙ্গ বিনে আন কিছু মনে নাহি ভাএ।
রসের সাগরে মজি রসে বশ হৈয়া
রাজা সবে রাজকার্য আছে পাসরিয়া।
প্রজাগণে ছাড়িল ব্যবসা অনুরাগ
সাধুগণে বিক্রী কিনি কৈল পরিত্যাগ।
মুনি হারা হৈল স্তব যোগ ছাড়ে হরে
বিস্মরিল স্বর্গসুখ স্মরদেব শরে।

পরীরাজ বিভোল ত্রিভুবন দেবরাজ
স্থির ভূমি নাহি এক নর-দব মাঝ।
মালেকার পিতা রাজা রঙ্গেত মজিয়া
বিস্মরিল বিবাহ কার্য রঙ্গে নেহালিয়া।
যুবরাজ রঙ্গেত হইয়া অতি মগ্ন
পাসরিয়া রহিয়াছে বিবাহের লগ্ন।
অন্তস্পুরে নারীগণে রঙ্গ পরিহাসে
বিস্মরি আছএ কার্য রঙ্গের উল্লাসে।
রসে মজি এথাতে বিস্মরে সবে কাজ
কুসুম রঙ্গিনী সব কন্টকের মাঝ।
এথা হনে যুবরাজ হরষিত মনে
শীঘ্র গেল বদিউজ্জামাল বিদ্যমানে।
আদেশ করিল প্রিয়া হও সাবধান
মালেকাক সুসজ্জ করহ তুরমান।
এ বুলিয়া সায়াদের নিকটে চলি গেল
শোক শীর্ষ পরে যেন অমৃত বরিখিল।
কহিল অদেশ হৈল নৃপতি সবার
মালেকার পিতা আর পরীর রাজার।
তোহ্মারে সুজ্জ করি শীঘ্রেত আনিতে
শুভক্ষণে কন্যাক তোহ্মাক সমর্পিতে।
এথশুনি পাত্রসুত হরিষ হইল
সাগরে পড়িয়া যেন তরণী পাইল।
কুমারের চরণ ধরিয়া দুই হাতে
কায়ামনে সায়াদ তুলিয়া লৈল মাথে।
কুমারেহ স্নেহভাবে কৈল আলিঙ্গন
অধিক আদরে কৈল ললাটে চুম্বন।

। ক'নে-সজ্জা ।

সুগন্ধি চন্দন যেন সুবর্ণ কলসে
আনিল নৃপতি সবে করিয়া হরিষে ।
মহোচ্ছব করিয়া যথেক রাজাগণে
কৃশানু করাই স্নান করাই যত্তনে ।
কাজল উপল যুগ লোচন সুন্দর
শশীপাশে আলগ বিরাজে জলধর ।
বদন-মদন সনে করিছে বিসম্বাদ
রসিকে বধিতে তারে বিনি অপরাধ ।
নাসাএ নাশিতে পারে মুনিকুল জ্ঞান
কামগীত বহুল করিয়া অর্থদান[১] ।
শ্রবণে শ্রবণ পাঁতি সুচারু দুইভাগে
বিরাজে ভাদ্রপতি যুগল সম্ভোগে ।
অধর উজ্জ্বল অতি জিনিয়া কৃশাণু
বিম্বফল বিকল মলিন নিজ তনু ।
কিবা রসিকের রক্ত করিয়াছে পান
অধর ইঙ্গিত দিল সাক্ষী অনুমান ।
সুরঙ্গ রঙ্গিমা তার বদন সুললিত
কিবা কাম সিন্দুর তথা উপজিত ।
দশন ডালিম্ব বীজ হাসন মধুর
অপমানে ডালিম্ব বিদরে[২] কলেবর ।
আছএ অমৃত কূপ অধর বিবরে
শতে শতে রসিক ডুবিছে সে বিবরে ।
শিরে রহিয়াছে যেন অন্ধকার নিশি
নয়ন যুগল তার মুখ পূর্ণ শশী ।

১. কম্পিত তপবে যে করিয়া অপমান—ক.   ২. মোকল—ছ

কেশের সমুখে তার গুম্ফিত হীরামণি
স্বর্গের গগনে তারা তিমির রজনী।
রম্ভরম্ভা জিনি গ্রীবা ঝলকে কমল
মিষ্টকে পালিয়া কিবা মিষ্টতার ফল।
কুচযুগ রত্ন কি আনল সমধিক
পরশের রস করে অন্তর বিদাহক।
বিমল কমল নাভি মধুপূর্ণ কূপ
তথাত বৈসএ মীন কেতন স্বরূপ।
কটোরা কমল কাম-সিন্দূরে পূরিয়া
পুষ্প-ধনু হাতে লৈল যতন করিয়া।
নিঠুর কঠোর কিবা প্রবল নলিনী
রসিকের হৃদের ঘাএ লবণ মাখনি।
কুচযুগ গজকুম্ভ কটি সিংহ জিনি
সিংহ আরোহণ দেখি অপূর্ব হস্তিনী।
কটিক্ষীণ নিতম্ব গুরুয়া সুকোমল
গজকুম্ভ' পরে যেন মৃগপতি স্থল।
উরুর লক্ষণ যে সীতাপতি সুবলন
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণখানি লইছে গঠন।
কিবা অলঙ্কার হৈয়া মজিল চরণে
মণিরত্ন সুবর্ণ মাণিক্য মুক্তা সনে।
চরণে শরণে যদি লৈল আভরণ
সর্বাঙ্গে ধরিল এহি গৌরব কারণ।
নতুবা সুরূপ অঙ্গে কিবা আভরণ
দীপের কি কাজ যথা দিনেশ কিরণ।
কুরূপ রূপসী হএ আভরণ পৈরি
নক্ষত্র কথাত দীপ্ত করএ শর্বরী।
কিন্তু এক ব্যবহার আছএ ভুবন
উত্তমে অধম না তেজএ কদাচন।
যদি বা না লাগে আর আভরণ তার
একারণে দয়া মনে পৈরে অলঙ্কার।

কুসুম্ব কন্টকময় ধনমাত্র কাল
হীরামণি মুকুতা কুসুম্বে গাঁথা মাল।
তিক্ত কটু অম্ল অন্য রস সমুদিত
মহাদেব উপদেব ভূত প্রমথ।
নয়ান কাজলে বশ দর্পণের ছার
আপেক্ষিল অধমে উত্তম ব্যবহার।
অলঙ্কার পড়িল অধমে ভালবাসি
নক্ষত্র শোভিল যেন পূর্ণিমার শশী।
কাঞ্চন গুণএ যেন শোভে মুক্তামণি
হরিদ্রাএ যেহেন ছনের কুটাখানি?
সুবর্ণ পালকে যেন করে শোভাকার
ঘৃত চিনি অতি রস গোরস মাঝার।
আভরণ রূপবতী করিল শোভন
উপমা বর্জিত হেন লএ মোর মন।
সেই হতে মহাপদ পাএ অলঙ্কার
বিরাজএ যথইতি সুন্দর শরীর।
কেশপাশ দেখি যেন কালভুজঙ্গিনী
তাহার আশ্রয়বাসী হৈল মুক্তা মণি।
খেলে খুশী ভুজঙ্গিনী মণির সহিত
চরণ পরশি ধাএ পাতালের ভিত।
ললাটে সিন্দুর ফোঁটা অতি মনুহর
নিশি অবসানে যেন উদয় ভাস্কর।
চন্দনের বিন্দু আর কাজলের রেখা
জলদ ছড়াই যেন তারা দিল দেখা।
কর্ণফুল দোলে তার ছলনার হেতু
পূর্ণশশী গ্রাসিতে সেই সে কলাকেতু।
নোলক অবলগতি তবল বোলাক
সঘনে রসিক যেন চাহে ধরিবাক।
শ্রবণে পিপলপাত মণি মুক্তা জড়ি
হেরিতে বদন পাশে করে লড়ালড়ি।

সিঁথিপাট পরিপাটি কুন্তলের কাছে
জলদের মধ্যে যেন চপলা চলিছে।
সীতাএ কাজল-বন করি দুইভাগ
লক্ষ্মণের শিরেত বসিয়া অনুরাগ।
বেশর দোসর নাহি দিবারে উপাম
তথা বসি হাত সানে ফুকারএ কাম।
গলে গজমুতি হার বেষ্টিত হাঁসুলি
জড়িত কনক লতা সুবর্ণ কদলী।
কণ্ঠে মাণিক্য শোভএ মুতিহার
কুচযুগ নিছনি চাহএ লইবার।
কেবা হেন গৃহেত বঞ্চএ বিভাবরী
কিবা কামের ফাঁদে পাঠাএ সে ডোরি।
কটিতে কিঙ্কিনী ধ্বনি রণুঝনু নাদ
রসিক ডাকিয়া বোলে সুরঙ্গ সম্বাদ।
আর আর যথ যথ ছিল অলঙ্কার
চরণে শরণ লই রহিল তাহার।
জরি জরকশি জর শাড়ী পাটাম্বর
সুন্দর শরীর মাঝে বিরাজে সুন্দর।
মুখ নাক ঢাকি ঢাকি করিলা শোভন
চোখ নাক অধিক জোত বাধার কারণ।
দেখি দেখি না দেখি রূপের আলিঝালি
প্রেমের আনলে যেন ভূষি মারে মেলি।
বুঝিল তস্কর গতি সুন্দর বদন
সাধুজন হইলে লুকাএ কি কারণ।
হরিয়া পরের চিত্ত হৈয়া অপরাধী
সেই ভএ লুকাই বঞ্চএ নিরবধি।
বিমল কোমল তনু কমল বিরাজিত
মদন রঞ্জক কুচ কুম্ভ বিনিন্দিত।
লজ্জাবতী কুলবতী সদাএ অধঃমখী
কার ভিতে স্বইচ্ছাএ না চাহে তুলি আঁখি।

ভুরু পুষ্পধনু আর আঁখি পঞ্চশর
আঁখি তুলি না চাহে রসিক বধের ডর।
বান্ধিয়া রাখিতে কেবা পারএ বাতাস
ঢাকিয়া রাখিতে কেবা পারএ হুতাশ।
স্বরূপ দেখিয়া ধৈর্য হএ কার মন
পতঙ্গ বধের হেতু দীপের সৃজন।
যদ্যপি মালতী মালা বস্ত্র আচ্ছাদিত
তথাপি সৌরভ তার চৌদিকে ব্যাপিত।
যদ্যপি বরিষা নাই বসন্ত সমএ
তথাপি পুষ্পের বৃক্ষে পুষ্প বিকশএ।
দক্ষিণ পবন পাশে শুনিয়া সন্দেশা
তৃপ্ত হএ তরুলতা আসিব বরিষা।
যদ্যপি সুন্দরী রূপ না দেখি নয়ানে
তথাপি বাখান তান হএ কানে কানে।
যদ্যপি সতীর মুখ কেহ না দেখিল
তথাপি বাখান তার ত্রিলোকে আছিল।

। বরসজ্জা ।

বিবাহের সজ্জা যদি করিয়া রাখিল
রূপ দেখিবারে লোক ব্যাকুল হইল।
দেব নর পরী আর সভানের মাঝ
কৌতুকে কুমার সাজাইল পুরী মাঝ।
বিচিত্র জরির বোঁটা হরিষ বসন
নানা পুষ্পে যেহেন পুষ্পিত পুষ্পবন।
মণি-মুতি জড়িত সুচারু কাবাই উত্তম
মণি রত্ন ঝলমল দীপ্তি মনোরম।
শুয়া সুরুয়াল ভাল মলমল খাস
ত্রিভুবনে যথ চিত্র যথেক চিত্রবাস।

পাগড়ী পেটিকা আর নিমা পায়জামা
সুবর্ণ ওড়নী সনে তাতে মনোরমা।
পুরুষের বিহিত যথেক অলঙ্কার
পরিধান করাইল সাজাই কুমার।
সুবর্ণ যে আনলে উনাই টলমল
গন্ধক প্রযুক্ত যেন উনাএ আনল।
দীপ যেন নিশাএ মলিন শোভাকার
শশী যেন পরিল নক্ষত্র অলঙ্কার।
পূর্ণমাসী শশী যেন নিশি জ্যোতির্ময়
বস্ত্র অলঙ্কারে তেন কুমার শোভএ।
গড়িল আলাম বেদী বান্ধিল যতনে
করিল বিচিত্র চিত্র যথ পরীগণে।
ভরিল সুবর্ণ ঘট হরষিত মতি
ধর্মপত্নী সহিতে যথেক নরপতি।
হেনকালে শুভলগ্ন হৈল উপস্থিত
যুবরাজ গেল পুছিতে রাজার সহিত।
শুভক্ষণ হইল কহিল বিজ্ঞগণ
চল চল সবে মিলি করাই চলন।

।বরযাত্রা।

নরদেব কুলেত যথেক নরপতি
চলিল বরের সাথে করিয়া সঙ্গতি।
গমন চলন অশ্ব খচ্চর মাতঙ্গ
রাজগতি দেখিয়া মারুত গতিভঙ্গ।
জ্বালাই আতশ বাজি বহু বহু বিধি
পঞ্চ পঞ্চ করি শশী রাখে কলানিধি।
গুটি গুটি কোটি কোটি তারা ছুটি ধাএ
গগনে নক্ষত্র যেন খসিয়া বেড়াএ।

দীপক দিয়টি বাজি লৈয়া বহুতর
ভুবনেত বাদ্য ভাণ্ড আছে তদন্তর।
কাঞ্চন আমারী পৃষ্ঠে বান্ধিয়া তাহার
বিমল উজ্জ্বল অতি ঝলমলকার।
কুমারক গজপৃষ্ঠে করাই আরোহণ
চলিল গগন পথে যথ রাজাগণ।
রাজা সবে মুক্তা মণি নিছি বারেবার
কুমারক নিছিয়া ফেলাএ চারিধার।
সুবর্ণ গ্রীস্মেত যেন রত্ন বরিখিল
তেন সরন্দীপ ভরি ধনবৃষ্টি হৈল।
বৃক্ষের ঝরিল পত্র ধনের প্রহারে
ধনের প্রহারে মীন মরিল সাগরে।
পশু পক্ষী বিঘ্ন হৈল ধনের বাতাসে
পাতাল কম্পিত হৈল ধনের হুতাশে।
ধনরত্নে লুকাইল সরন্দীপ মহী
ধনতলে পাতালে লুকাএ যথ অহি।
কৃষাণ আপনা ক্ষেত না পারে চিনিবার
ধন দিয়া ঢাকা শস্য বন অন্ধকার।
বহু রঙ্গ উল্লাস হইল রঙ্গমন
বিস্তারি কহিতে হএ গ্রন্থ পূরণ।
দেবতা গর্ন্ধব পরী কিন্নর দানব
দৈত্য বাক্ষস যক্ষ যথ আর সব।
ভূতপতি সহিতে আইল ভূতগণ
দেবপরী নর সব অনুচরগণ।
পরীরাজ সহিতে সুন্দর যথ পরী
কটাক্ষের মধ্যে প্রাণ লই যাএ হরি।
একভিতে হেরিতে মতি হয় ভয়ঙ্কর
আনভিতে হেরিতে মদনে হানে শর।
এহিমতে কথদিন ভ্রমিয়া গগনে
বাহুড়িয়া রঙ্গে গৃহে গেল রঙ্গমনে।

বণিক্ক রমণীসব গন্ধর্ব দুহিতা
সর্বঅঙ্গ অলঙ্কারে হইয়া দীপিতা।
বিদ্যাধরী অপ্সরী পরীগণ সঙ্গে
গাহন্ত সহেলা সবে নাচি নানা রঙ্গে।

। বিবাহ ।

মুখ দুই পূর্ণ শশী তারা চারি আঁখি
দুই মুখ চারি চোখ হৈল দেখাদেখি।
কৌতুকে দ্বিগুণ শশী হৈল ষোল কলা
মালতী কুসুম মিলি কৈল পুষ্প মালা।
অধরে মধুর হাসি ভুরু পুষ্পধনু
কামের কুসুম রচিয়াছে দুই তনু।
বিচ্ছেদের রজনী আছিল ঘোরতর
নয়ান খঞ্জন মুখ-কমলের উপর।
দর্শনে ছাড়িল দুঃখ ঘুচিল কাফর
মধুকর বসে যেন কমল উপর।
তাহাত দ্বিগুণ হৈল শশী ষোলকলা
রতি পরাজয় করে মদন কুশলা।
আনন্দে শশীএ কৈল তিমির বিনাশ
উভয়ের আনন্দে দুইর হাবিলাষ।
শুভক্ষণে কুমারে লই গেল অন্তস্পুরী
করিলেক কন্যা দান শুভ লগ্ন করি।
মালেকার জনক নৃপতি মতিমান
কুলাচার মতে কন্যা কৈল সম্প্রদান।
দেবী সনে মহারাজ একাসনে বসি
অজগৃহে সমর্পিল জগতের শশী।
বিজয় দুমদুমি বাজে অন্দরে বাহিরে
জয় জয় করি ধ্বনি হৈল অন্তস্পুরে।

উভয়ের আনন্দে লোক আনন্দিত মতি
নরবান্ধব দেববান্ধব সবান্ধব মতি।
অন্দরে বাহিরে হৈল আনন্দের মেলা
গাহএ আনন্দে লোকে আনন্দে সহেলা।

। সহেলা : জলুয়া ও গেরুয়া ।

গাহএ রসের গীত যথ সোহাগিনী
রঙ্গের ধামালী সহেলা নাচনি।
সুন্দর সুন্দরী সব করি এক ঠাঁই
আইস এরূপ চাহি সোহাগ চড়াই।
জলুয়া খেলে গেরুয়া মেলে মনোহর আঁখি
অপরূপ রূপ চাহি নাচে সব সখী।
নতুন যৌবন সব নব নব বালি
করতালি দিয়া নাচে হেলাএ কাঁখালি।
ঠমকে নাচে ঠমকে গাএ ঠমকে বাড়াএ পাএ
ঠমকে হালিয়া পড়ি ঠমক করি গাএ।
রূপ চাহি গীত গাএ মধুর মধুর
পান খাইয়া উক্কা দিয়া লাগাএ সিন্দূর।
অমিয়া কৌতুক করি মিলি যথ আও (এয়ো)
সব সোহাগিনী মিলি জলুয়া খেলাও।

। বাসরে সায়াদ-মালেকা ।

প্রসন্ন দর্শনে মতি হইল অতি সাধ
চিরকাল হৈতে তান হইল প্রমাদ।
ব্যাকুল পতঙ্গ দীপ ফানুসের মাঝ
কমলের সৌরভে আকুল অলিরাজ।

নিলেক আলাম তলে যুবক যুবতী
নির্বহিল কুলাচার সম্প্রদান নীতি।
গেরুয়া জলুয়া আর খেলিল অঙ্গুরী
বিরল মন্দিরে লৈয়া গেল নব নারী।
ইষ্টমিত্র গুরু গরবিত যথ সখী
রস হেরে সরসে গবাক্ষে দিয়া আঁখি।
নির্জন ভ্রমরবর লজ্জিত কমল
কমল পত্রের জল করে টলমল।
লোভীর বদনে যেন অমৃত জোয়ার
উর্ধ্বে অধঃ উছলিত দোহ জল ধার।
গলএ নয়ন ধার বিচ্ছেদ অন্ত
জলাদীপ নিবাইতে দ্বিগুণ বাড়ন্ত।
হৈল রসের আশ দোহানের মাঝ
লজ্জিত যুবতী মতি নারী সব লাজ।
কার মতি ধরাইব কামনার আনলে
লোহা আদি ধাতু সব আনলেত গলে।
লক্ষিতে যুবতী নারী অতি ব্যবহার
ব্যাকুল ভ্রমরবর পুরুষ আচার।
বিকশিত কমলিনী বিকশিত অলি
চারি পাশে কন্যাক হেরিয়া যথ বালি।
কথা কামাতুর মনে লাজের নিরোধ
তস্করে পাইলে ধন কথা উপরোধ।
কামলোভী কুমার কুমারী কামাতুর
মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমএ মধুপুর।
বসন্তের রসবর রসের আবেশী
রসবতী বদন চুম্বএ নর বসি।
ব্যাকুল ভ্রমরবর রসের আবেশে
সলজ্জিত সুন্দরী ঢাকিল অঙ্গ বাসে।
সখী দেখি শশিমুখী হৃদয় দুঃখিত
বুঝিল চতুর সবে রসের ইঙ্গিত।

অন্তগত হৈল সব অন্তস্পুরবাসী
বিরলে শীতল জল পাইল পিয়াসী।
নিকণ্টকে ভ্রমর পাইল মধুপান
জন্ম অন্ধ কর্ম ফলে পাইল চক্ষুদান।
চির উপবাসী অন্ন পাইয়া সমুখে।
চারি করে ভোজন করিল দুই মুখে।
খণ্ডিল জনম দুঃখ চির মনস্তাপ
রতিরণ শ্রম কাম তেজে সব তাপ।
নয়ন অধর ভোগ এক এক করি
প্রেম আলিঙ্গন[1] করে আপনা পাসরি।
জলধি অন্তরে যেন মীন জলধার
শর্করা মিশাইল যেন গোরস মাঝার।
এক অঙ্গ হএ তাতে অন্যান্য বিহীন
লবণ হইয়া জলে মজি আছে লীন।[2]
কতক্ষণ মজিয়া আছিল প্রেমভোলে
শশী যেন তনু বির্বজিত রবি-কোলে।
কতক্ষণে ক্ষেণেকে জাগিল কদাচিত
দ্বিতীয়ার শশী যেন প্রকাশে কিঞ্চিত।
অন্যে অন্যে দোহানের পূর্ব দুঃখবাণী
কহিল শুনিল দুই বিরহ কাহিনী।
পঞ্চবাণে যেহেন হানিল পুষ্পধনু
বিচ্ছেদ দীপে পতঙ্গ দহিল সর্বতনু।
নিদাঘের বনে বনে দহিল যে ননী
অন্যে অন্যে গোচরিল নিজ দুঃখবাণী।
দোহান বচনে দোঁহে করুণা হৃদএ
আনলের তাপে যেন ননী উথলএ।

১. আলাপন—ছ. ২. লবণ হৈল যেন জলেত মিলন—ক.

উনাই দুইখানি দেহ হএ একতনু
দহিয়া দহিয়া উঠে জলন্ত কৃশাণু।
জনম সাফল্য জানি দুই মহাদুঃখী
অন্যে অন্যে রহিলেক[৩] বদন নিরক্ষি।
পুষ্পলাভ হইলে কন্টকে কিবা কাজ
কি ফল আপদ স্মরি সম্পদের মাঝ।
এহিমতে কথক্ষণ দুঃখ বিবর্তিয়া
সুখের সাগরে দুঃখ দিলেন্ত ভাসাইয়া।
দুঃখ সমালাপে দুই দুঃখীক দুঃখিনী
পোহাইল দুঃখশেষ সুখের রজনী।

।জামাতা সম্ভাষণ ঃ অতিথি বিদায়।

আকাশে উদয় যদি হৈল দ্বিজরাজ
চলিল কুমারবর নৃপতি সমাজ।
না ধরে দারুণ মতি ছাড়িয়া যাইতে
দরিদ্রের আর্তি যেন না যাএ খাইতে।
নৃত্যগীতে আগুবাড়ি যথ রাজাগণ
কুমারক বৈসাইল উত্তম আসন।
প্রথমে করিলা সভা দেব ভূতপতি
ইন্দ্রবীর বরুণ প্রভৃতি যথ ইতি।
প্রণমিল পরীরাজ পরম ভকত
মালেকার পিতাকে করিল দণ্ডবত।
আর যথ নৃপতি আছিল সমহিত
সম্ভাষিলা যার যেই যোগ্য বিহিত।
আশীর্বাদ করিয়া যথেক নৃপগণ
যার যেই নিজ গৃহে করিল গমন।

৩. রুহিলেক—ক.

তুষ্ট মনে দেব গণে দিয়া বর দান
যার যেই আশ্রমেত করিলা গমন।
যার যেই শিবিরে গেল রাজা যথইতি
কথদিন এথাতে রহিল পরীপতি।
দিন দুই চারি পঞ্চ রহি বহু রঙ্গে
যুবরাজ সায়াদ নৃপতি দুই সঙ্গে।

। গুলেস্তাঁইরাম যাত্রা ।

আর দিন প্রভাতে উঠিয়া পরীরাজ
গুলেস্তাঁইরাম যাএ করিয়া সমাজ।
কুমার সায়াদ মুখে যথ শুনিছিল
তাহা হস্তে শতগুণ অপূর্ব দেখিল।
কপিপুর রাজ্যেত মনুষ্য অধিকারী
রত্নাকর সাগর দেখিল রত্নগিরি।
ভ্রমিয়া কানন গিরি পর্বত সাগর
চলি গেলা গুলেস্তাঁইরাম শহর।
তথাত অপূর্ব সবে দেখে বহুতর
ধনহীন শৌর্যহীন হৈল নরেশ্বর।
কাঞ্চন আঙিনা বাটী কাঞ্চন ধরণী
স্থানে স্থানে বিরাজিত হীরামুক্তা মণি।
কাঞ্চন লতায় বৃক্ষ পরিয়াছে হার
মুকুতাকুণ্ডলদ্বয় তাত শোভাকার।
দেখিয়া অপূর্বসব সরন্দ্বীপ পতি
দণ্ডপাল হরিষ বিস্ময় মনে অতি।
নগর বাজার যদি করিল প্রবেশ
আগুবাড়ি নিবারে আইল সবদেশ।

নৃত্যগীত আনন্দ উৎসব বহুতর
আনন্দে কদলী রুপি প্রতি ঘরে ঘর।
পরীগণে অগ্রপত্র লই পরী ব্রতী
গাহন্ত মধুর গীত কথেক যুবতী।
উৎসবে দেয়ন্ত অন্তরের ধ্যান
দীর্ঘ আউ অধিক হউক কল্যাণ।
দুই জামাতারে নিছিল চারিধারে
জয়বিজয় বাজে জয় ধ্বনি করে।
পুষ্পের উদ্যান এক জিনি স্বর্গপুরী
তথাত বসতি ছিল যুগ বরনারী।
পরীরাজ পুরী মাঝে নররাজ স্থান
বৃদ্ধে বৃদ্ধ যুবকে যুবক সন্নিধান।

। উদ্যানে যুবরাজ ও সায়াদ।
—মাতাপিতাকে স্মরণ

আর দিন সায়াদ সহিতে যুবরাজ
কৌতুকে বসিয়া আছে উদ্যানের মাঝ।
নানা পুষ্পতরুলতা তাতে বিকশিত
পুষ্প গন্ধে চৌদিক করিছে বিমোহিত।
বৃক্ষ'পরে বিহঙ্গে করএ কলরব
ফলে মধু পান করে নানা পক্ষীসব।
বৃক্ষ মধ্যে কোন পক্ষী করিয়াছে বাসা
কেহ বাসা করিতে বিচারিছে কুশা।
কেহ বাসা করি আছএ ডিম্ব দিয়া
কেহ ডিম্ব দিয়া ছাও আছএ তুলিয়া।
কোন পক্ষী আহার যোগাএ বাপমাএ
উড়িয়া আহার করে কোন কোন ছা'এ
হেন কালে মারুত হৈল বেগবন্ত
কর এ দুর্গতি সব বিহঙ্গ যাবন্ত।

এক বৃক্ষ হালি আর বৃক্ষে পড়ে ঝাড়ি
বৃক্ষে বৃক্ষে লতে লতে করে কড়মড়ি।
ডালে ডালে পবন লাগিল যখন
এক বাসা হতে ছাও পড়িল তখন।
রহিত হৈল যদি বহিত পবন
শুনিল সঘন নাদ করে পক্ষীগণ।
ক্ষেণে ডালে ক্ষেণে বৃক্ষে ক্ষেণে ভূমিগত
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কান্দে উন্মাদের মত।
ক্ষেণে ক্ষেণে মৃতের সমুখে পড়ে উড়ি
ক্ষেণে ধাএ ক্ষেণে কান্দএ শিরে মারি।
তা দেখিয়া যুবরাজ সকরুণা মতি
পাত্রসুত মিত্র স্থানে কহিল ভারতী।
দেখ দেখ পুত্র স্নেহ বিহঙ্গের শোক
পুত্র স্নেহ কেমতে ছাড়িব নরলোক।
পশুপক্ষী ছাড়িতে না পারে পুত্র দয়া
ভবন স্থাপন পাপ মহাজনে মায়া।
সায়াদ কহিল ভাল কহিলা আপনে
পুত্রসম স্নেহ নাই এতিন ভুবনে।
প্রথমে আদম হৈতে হৈল কুলাচার
পুরান পুরুষ হৈতে হইল আচার।
পুত্রহীন পৃথিবীত হইল আদম
তেকারণে অন্যে অন্যে স্নেহ নহে সম।
দেখ তুহ্মি যখনে ছাড়িলা নিজদেশ
বৃদ্ধ রাজা জীবন হইল কণ্ঠদেশ।
অদ্যাবধি জিএ বা না জিএ কেবা জানে
সে তোহ্মার স্নেহ বিনে আন নাহি মনে।
পাত্রসুত বচন শুনিয়া যুবরাজ
আচম্বিতে অশনি যেন ফুটে চিত্তমাঝ।
দুগ্ধে যেন অম্বল পড়িয়া হৈল দধি
মলিন হইল যেন পূর্ণ কলানিধি।

প্রদীপের শিষে যেন জন্মিল কাজল
সন্তাপে হৃদয় যেন আকুল হইল।
কেমতে সহিব পুত্র-সন্তাপিত বাপ
গৃহ দহে অবশ্য আঙিনা পাএ তাপ।
বৃক্ষ যে মরিতে পত্র ঝরএ অবশ্য
ক্ষেতিতে যেমতে লোকে করএ যে শস্য
অন্নজল উপাহার করি পরস্তুত
দুইবর ডাকিবারে নিয়োজিল দূত।
দূত আসি সমুখে দেখিয়া দোহান
পদুত্তর না দিলেক বিরস বদন।
বিরস দেখিয়া দোঁহে চলি গেল দূত
গোচরিল দুই রাজ কন্যার বিদিত।
বিরস বদন শুনি কন্যা দুইজন
না জানি কেমত শোকে পীড়িয়াছে মন।
তাহা শুনি দুই সতী মতি চমকিত
চপলা চমকি বজ্র পড়ে আচম্বিত।
কি হৈল কি হৈল করি আকুল হইল
ভাদ্রের নলিনী যেন তপনে দহিল।
মধ্যাহ্নের সূর্য যেন হৈল গ্রহবাসী।
কুগ্ন পাই কি শোকে[১] আকুল হতাশী।
দুই ভগ্নী বিচার করএ মনে মনে
একেকে নিন্দয়ে আনে গঞ্জনা বচনে।
কেহ বোলে তুহ্মি না বুঝিলা কার্যগতি
মায়ায় না কৈলা বশ পুরুষের মতি।
কেহ বোলে তুহ্মি নি বুলিলা কঠোর বাণী
আহ্মাকে গঞ্জনা কর আপনা না গুনি।
ক্ষেণেকে ভাবিয়া মনে মালেকা যুবতী
ভ্রাতৃ-পতি গোচরে চলিলা শীঘ্রগতি।

১. কিসকে—ছ.

ভগ্নীদোষে ভ্রাতৃ যদি রুষ্ট হই থাকে
চরণে ধরিয়া আহ্মি মানাইব তাকে।
মোর দোষে স্বামী যদি হই থাকে রুষ্ট।
মায়া লীলা বচনে করিমু তাকে তুষ্ট।
ভক্তি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল সমুখে
ভএ ভীতে সঙ্কোচে বচন নাহি মুখে।
কিরূপে বিরস মতি কিসকে কান্দন
কোন্ অপরাধ দেখিল পাত্রের নন্দন।
কিবা আহ্মা হৈতে কি হইল কোন দোষ
তেকারণে তোহ্মার হৃদয় অসন্তোষ।
কুমারে বুলিল দোষ নাহিক তোহ্মার
নাহিক পরীর দোষ ভার্যা যে আহ্মার।
ভগ্নী তোর মোর সনে না করিল বিবাদ
তোহ্মার তাহার কার নাহি অপরাধ।
কিন্তু মোর হৃদএ জন্মিয়াছে তাপ
চিরদিন অবধি না দেখি মাও বাপ।
জি'এ বা না জিএ মোর জননী তাপিনী
পুত্র-শোকে মরে মোর জনক-জননী।
ক্ষেণে কর মোহোর চরণে বাঢ়াইত
ক্ষেণে কর মোহোর শিরে তুলি দিত।
অশেষ প্রকারে মোরে চাহিল রাখিতে
রহাইতে নানান প্রকার কৈল মতে।

। স্বদেশ যাত্রার উদ্যোগ ।

দুই শোক কৈল হৈল নিশি অবসান
প্রভাতে মালেকা গেল পরীসুতা স্থান।
বদিউজ্জামাল স্থানে কহিল বচন
মাতাপিতা স্থানে গিয়া কর নিবেদন।

হেনকালে বৃদ্ধরানী পরীরাজ মাতা
বাক্য হেতু তথাত আসিল সুচরিতা।
দেখিল নাতিনী দুই হরিষ বিষাদ
কোনহেতু পুছিলেক কারণ সম্বাদ।
কেনেরে রুদিত অক্ষি কেনে কোলাকুলি
শিশুজ্ঞান কিবা আছএ ফালাফালি।
পিতামহী দেখিয়া নাতিন দুইজন
ভক্তিমনে চরণ বন্দিল ততক্ষণ।
কহিল তাহার তরে যাবন্ত বৃত্তান্ত
কুমারের গমন আক্ষেপ আদিঅন্ত।
শুনিয়া রানীর মনে মায়া উপজিল
করুণা করিয়া কথা কহিতে লাগিল।
রানীবোলে না চিন্তিও শুন যুবরাজ
পিতৃপ্রাণ রাখিতে উচিত হেন কাজ।
তোর মাতাপিতা যদি মরে পুত্রশোকে
এহার বধের পাপ লাগিব আহ্মাকে।
বৃদ্ধরানী গিয়া বোলে যথা পরীরাজ
মাতাপিতা দেখিবারে যাইব যুবরাজ।
রাজা বোলে এথা মুই আছুম হরিষে
বৃদ্ধরাজা প্রাণ যাএ তথা নিজ দেশে।
পরীরাজে বোলে মাতা কহ সমুচিত
আহ্মার সম্মতি যেবা তোহ্মা মন হিত।
পাত্র ডাকি পরীরাজ কৈল অঙ্গীকার
যথেক সামগ্রী প্রস্তুত করিবার।
ই বুলিয়া সরন্দীপ নরেশ্বর আনি
পুছিলেক কুমারের গমনের বাণী।
নিজ দেশে যাইবারে চাহে যুবরাজ
এখনে রাখিয়া তারে নাহি কোন কাজ।
সায়াদ যাইব দেখি তাহান সহিত
মালেকা তাহার সঙ্গে যাইতে উচিত।

দুই ভাই দুই ভগ্নী যাইব নিজ দেশ
অবিলম্বে তা সবার হইব হরিষ।
শুভ কার্য উচিত বিলম্ব নহে আর
বিশেষ সঙ্কট পাএ মাতাপিতা তার।
মালেকার পিতা কহে ভাবি নিজ মনে
পিতৃ গৃহে কন্যা জন্ম অন্যের কারণে।
নারীর কর্মের লিখা স্থানান্তরে গতি
কি করিতে পারি আহ্মি নিবন্ধের মতি।
কিন্তু যবে মালেকাকে উদ্ধারি আনিল
ধর্মপিতা করিয়া যে আহ্মাক কহিল।
এথেকে ছাড়িতে তাক না রএ জীবন
শশী উলে নিশি যোগে তিমির নাশন।
এহি মতে কহি কহি করুণা ভারতী
কুমার গলাএ ধরি কান্দে নরপতি।
যুবরাজ কান্দনে কান্দে পরীরাজ
কান্দএ করুণা করি সকল সমাজ।
হেন কালে বৃদ্ধ রানী তথা উপস্থিত
দুই পুত্র কান্দন শুনিয়া চমকিত।
কান্দনের তত্ত্ব জানি বুঝি হিতাহিত
কহিতে লাগিল মাতা ভাবিয়া বিহিত।
অসার সংসার জানি ভাবের রচনা
মায়ায় ভাণ্ডিল প্রভু করি প্রপঞ্চনা।
কেবা মাতা কেবা পিতা কিবা মিএতা
কেবা ইষ্ট কেবা নিষ্ট কেবা সুতসুতা।
কেবা ভ্রাতৃ কেবা ভগ্নী কেবা স্বামী নারী
কেবা উপকারী কেবা কথা অপকারী।
সকল মায়ার বশে জানিঅ নিশ্চএ
অতি মতি মায়াতে না কর মতি ক্ষএ।
কুমার ছাড়িতে যদি মায়া লাগে অতি
একান্ত চলহ সবে তাহার সঙ্গতি।

বৃদ্ধ রানী-বচন শুনিয়া দুই রাজা
ভক্তিভাবে করিল মাতার পদে পূজা।

। সকলের মিশর যাত্রা ।

আজ্ঞা কৈল পরীরাজ দেশে আপনার
সাজিয়া চলিল সব পরী পরিবার।
কুমার সায়াদ আর সরন্দীপ পতি
মালেকা প্রভৃতি আর জামাল শ্রীমতী।
যথ নর তা সবার আছএ পরিজন
কান্ধে করি পরী চল নরনারীগণ।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া তা সব যথ ইতি
সবে আইল সুসজ্জ করিয়া সম্প্রতি।
দুই বধূ সহিতে যাইব বৃদ্ধ রানী
সাজাই লইল দুই নূতন নাতিনী।
করিলা মাঙ্গলিক যথ বৃদ্ধগণ
রবি শশী ছায়া করি করিল গমন।
যুবরাজ দুই রাজা সায়াদ সহিত
চলিয়া যাইতে পিতৃদেশে হরষিত।
ব্যোমগতি বিমানে পরী বহিয়া বহিয়া
চলিল যথেক সবে বিমানে উড়িয়া।
সাগর পর্বত গিরি লঙ্ঘি বহুতর
কথ দিনে আসিলেক মিসির শহর।

। মিশরে পুনর্মিলন ।

নরেশ্বর পরীশ্বর সব পরিবার
নীল তটে আইলে সবে লাগে কহিবার।
এথা কুমারের পিতা মিশরের পতি
পুত্রশোকে ব্যাকুল হৈল বৃদ্ধ গতি।

যদবধি কুমার ছাড়িল নিজ রাজ্য
তদবধি রাজাএ ছাড়িল নিজ কার্য।
দেবাসনে শোকানলে বসি একাসন
অহঃনিশি বিলাপিত পুত্রের কারণ।
কান্দিতে কান্দিতে আন্ধা হৈল দুই আঁখি
প্রাণ রহিয়াছে মাত্র পুত্রপন্থ দেখি।
এহি মতে বহুকাল গেল নির্বহিয়া
জল বিবর্জিত শোকানলেত মজিয়া।
অন্ধল হইল রাজা অন্ধ মহাদেবী
ধন্ধ হৈল পাত্র মিত্র উপায় না ভাবি।
কেহ বোলে শোকে প্রাণ হৈল অনুদ্দেশ
কেহ বোলে এই সে হৈল যে প্রবেশ।
হেনকালে গগনে উঠিল মহারোল
তাহা শুনি সকল হৈল কুতুহল।
তথা পরীরাজ আর নর নৃপমণি
নীলতটে থাকি শুনে কান্দনের ধ্বনি।
বিষম যে হৈল হেন বিষম যে জানি
আদেশিল সায়াদকে নিকটেতে আনি।
রাজগৃহে প্রবেশিয়া করি অতি মান্য
লইয়া কুশলবার্তা আইস অগ্রগণ্য
আহ্মিসব প্রণাম কহিঅ তান তরে
গোচরিব সব তত্ত্ব তাহান গোচরে।
এথ শুনি সায়াদ সন্তোষ অতিশএ
চলিলেক আরোহিয়া ব্যোম খচ্চরএ।
শীঘ্রগতি আইল যথা রাজপুরী
পরীপরিবার লই নিজ সঙ্গে করি।
এথা আসি শুনএ এসব হাহাকার
আহাস্কার হাহাস্কার করিল নিবার।
মহারোল নিবারিল শুনি নর বোল
ছুঁইল আকাশ রস্মি ধরণীর কোল।

ধন্ধ আচারিল সবে তেজি শোক ভীতি
কোন্ দেব আইল ধরিয়া নরমুর্তি।
নরের আকার দেখি দেবের আচার
কিহেতু আগমন তাহা করএ বিচার।
কেহ বোলে চিনি হেন লাগএ এহারে
কথাত দেখিয়াছি নারি কহিবারে।
কেহ বোলে অদ্ভুত না কহ হেন বাণী
গগনে উড়এ নর কথা কবে চিনি।
দঢ় মনে ভাবিল হামিদ মহাশএ
দৈবে লই আইল বুঝি মোহোর তনএ।
যখনে ছুওয়াল ছাড়িলেক বাড়ি
বদনে উদয় নাহি ছিল গোঁফ দাড়ি।
গোঁফ দাড়ি হইয়া বদন আন রীত
তেকারণে মনেত কিঞ্চিত্ত ভয়ভীত।
নিজ নারী ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি
মাতা সে চিনিতে পারে আপন সন্ততি।
পুত্র মুখ দেখিয়া তাপিনী আচম্বিত
পুত্র পুত্র করি কোলে লইল ত্বরিত।
ধরি মুহিয়া মাতা ছিল কথক্ষণ
মুহিল জননী দেখি আপনা নন্দন।
জল যেন তপ্ত লাগে প্রভাতের কালে
অতিশয় শীত হেতু বিনা জলে চলে।
ক্ষণেকে চৈতন্য লব্ধি নয়ান মেলিয়া
পুত্র পুত্র পুত্র বলি রহিল ধরিয়া।
কহ পুত্র কথকাল এথাত আছিলা
কিবা দুঃখে কিবা শোকে কাল নির্বাহিলা।
তেনমতে নানামতে করিয়া আলাপ
হরিষ বিষাদ করি কৈল মনস্তাপ।
দুঃখের সুখে যাএ কাল রুচিয়া অরুচি
কিফল বিফল কার্য গত অনুশোচি।

অখনে আল্লার বাক্য কর অবধান
উপস্থিত কার্যে মন দেএ মতিমান।
নীল নদী তীরেত আইল যুবরাজ
জায়া লই প্রসিদ্ধি করিয়া সব কাজ।
এথ শুনি পাত্রবর বুলিল বচন
পুত্রশোকে মহারাজা তেজিল জীবন।
সপ্তদিবা ধরিয়া মোহিছে জ্ঞান হরি
জি-এ বা না জি-এ নৃপ কহিতে না পারি।
শীঘ্র যাই কুমার আনহ কতুরমান
অবশ্য চেতিব যদি কন্ঠে থাকে প্রাণ।
এথ শুনি সায়াদ হইল চমকিত
দেখিল নৃপতি মুহি পড়িয়া ভূমিত।
অনুশোচি কদাচিত করিয়া কান্দন
করপুটে পিতাত করএ নিবেদন।
অবধান কর মুই অধমের কথা
শোকে মুহি আছে রাজা তেজিয়া সর্বথা।
শীঘ্রগতি গিয়া আন্ধি আনি যুবরাজ
তাহার বিষয় শুন উপস্থিত কাজ।
কন্যাসনে রাজা সঙ্গে মহাসতী
আইল কুটুম্ব আলএ জামাতা সঙ্গতি।
পুত্রহীন সরন্দ্বীপ নৃপতি মতিমান
কুমারের প্রেমে মোরে কৈল কন্যাদান।
দুইদেবী সঙ্গে আর দুই নরপতি
ইষ্টালয়ে বেড়াইতে আইল সঙ্গতি।
খচ্চরে খচ্চরে চলি গগনে গগন
নীল তটে আছে 'বার' করিয়া আপন।
পিতৃপদ শিরে ধরি রাজার নন্দন
হরিষে করিল পিতৃ চরণ বন্দন।
মাতাপিতা বিমোহিত দেখিয়া কুমার
চরণে পড়িয়া করে অতি হাহাকার।

দেখিয়া কুমার মুখ পাত্র পরিজন
হরিষ বিষাদ করি করিল কান্দন।
মেঘ বরিখিতে যেন জীবকুল ধায়া
জীবের জীবন পাই জি'ল দুই মরা।
দীপ্তিময় সংসার দেখিল আঁখি মেলি
পুত্র সে জীবন পুত্র নয়ান পুতলি।
মাতাপিতা পুত্র মুখ দেখি আচম্বিত
সর্বদুঃখ দূরে গেল পূরিল বাঞ্ছিত।
কহ বাপু এথদিন ছিলা কোন্ ঠাম
কথা কথা ভ্রমিলা শুনি তার নাম।
পুত্রবধূ লই রাজা হরষিত মন
শান্ত হৈল মহারাজা মহাদেবীগণ।
কুমার রহিয়া তথা করে রাজ ভোগ
হরষিত আছে তথা নাহি বিষম যোগ

সমাপ্ত

শব্দার্থ

অগম—অগম্য ।
অকুমারী—কুমারী, 'অ' আগম।
অনাধারে—বিনা জলধারায়, বিনাপানে।
অনাস্ত্রে—বিনা অস্ত্রে।
অবস্বর—কটু, কটুকণ্ঠ।
অমুক, অমূর্খ—মূর্খ, মূঢ়, নির্বোধ, 'অ' আগম।
অমূরখ—মূর্খ।
অসব্য—অস্থির

আউ—আয়ু।
আউল—এলো, আলুলায়িত।
আউরে—আড়ালে, অন্তরালে।
আওয়ামী—সাধারণ, অবিশেষ।
আগি—অগ্নি>অগ্গি>আগি, আগ।
আওসারি—অগ্রসর হইয়া।
আচম্বিত—অকস্মাৎ, হঠাৎ।
আছুক—থাকুক, আসা দূরে থাকুক, খবরও দেয় নাই।
আছউক—থাকুক, আছউক দেখিব, নাহি সেদেশ উদ্দেশ।
আজল—সরল, নিষ্পাপ।
আটোপ—আড়ম্বর, অতি জাঁকজমকের সঙ্গে।
আবশ—অবশ্য।
আমন্ত্রিক—আমন্ত্রিতজন, অতিথি।
আমরা—অমরাবতী।
আম্বরী, আমারী, আম্বারী—হাতীর পিঠে হাওদা।
আলগ—অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন, অলগ্ন>অলগ্গ>আলগ।
আলাম—বৃহদাকার ছত্র, রাজছত্র, পতাকা।
আলিসে—আলসো।
আশোয়াস—আশ্বাস।
আশা-কর—আশারূপ হাত।
আহাক্কার—'আহা' আহা' ধ্বনি, দুঃখজ্ঞাপক।

ই—ইহা, এই।
ইষ্ট—কল্যাণকামী, আত্মীয়।

উচাটন—চঞ্চল, অস্থির, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠ।
উছলা—স্ফীত।
উঝটা—হুছট।
উঞ্চশ্বর—উচ্চকন্ঠ, উচ্চ>উঞ্চ।
উদ্ধব—বিচলিত।
উপাধিক—সমধিক, উৎকৃষ্ট, মূল্যবান।
উপেক্ষিল—ঝরাইল, নিঃসৃত করিল।
উর—বুক।
উলিছে—উদিত হইয়াছে।
উশ্বাস—উর্ধ্বশ্বাস।

একসর—একা, একাকী।
এড়ি—ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া।
এড়ায়—নিষ্কৃতি পায়।

ওর—সীমা।

কটোরী—কটোরা, বাটি।
কথ—কতেক, কত।
কথা, কথায়—কোথায়।
কদাক্ষিত—কদাচিৎ, কখনো।
কন্দিল—প্রদীপ।

কর্ম—ভাগ্য, অদৃষ্ট।
কাবাই—জামা, কামিজ, আলখাল্লা।
কামান—ধনুক।
কামোদ—কামদ, কামদান করে (জাগায়) যে কামসঞ্চারক।
কিসকে, কিসেকে—কি জন্য, কেন।
কুঞর—কুমার, রাজপুত্র।
কুটএ—(মাথা)-কুটে, হাতে আঘাত হানে।
কৃশানু—কেশচ্ছেদন, ক্ষৌর কর্ম।
ক্ষেমা—বিরতি, সংযত করা, ক্ষমা করা।

খণ্ডের—দস্যুর, তুল: খাণ্ডার।
খেওয়া—খেয়া।

গঠনিয়া—নির্মাতা।
গহন—গম্ভীর।
গোর—গোত্র, সমূহ (এখানে) রাজবৃত্ত।
গোরস—দুধ।
গোহারী—অভিযোগ, নালিশ, অনুযোগ, বিচার-প্রার্থনা।
গৌরব—স্নেহ।

ঘুমি, ঘুমিয়া—ঘুরিয়া (পড়া)।
ঘোঁটা—পিণ্ড, স্তূপ।

চিজ—দ্রব্য, বস্তু।
চিত—চিত্র, ছবি।
চিরি—চিরিয়া, ছিন্ন করিয়া, বিদীর্ণ হইয়া, ফাটিয়া।

ছন্ন—মতিভ্রষ্ট, সম্বিৎহীন, পাগল।
ছাই—আচ্ছাদন করিয়া।
ছার—ক্ষার, ছাই, ভস্ম।

জনমপত্র—কোষ্ঠী, জন্ম-পত্র।
জ'রিয়া—জওহরিয়া, জহুরী।
জিঅতে—জীবিতকালে।
জিউক—বাঁচিয়া থাকুক।
জি'এ, জি'ল—বাঁচে, বাঁচিল।

জিরাএ—বিশ্রাম করে।
জুয়াএ—যুক্তিযুক্ত হয়, উচিত হয়।
জুষী—জ্যোতিষী।

ঝামর—মলিন, গ্লানিযুক্ত।

টোন—তূণ।

ঠাম—স্থান, ঠাঁই।
ঠারিয়া—কটাক্ষ করিয়া।
ঠোষাইত—ঠোষা-, ফোস্কা পড়িত।

ডাগর, ডাঙ্গর—বৃহৎকার, বড়, ধনী।

তন্ত্র—তাঁত।
তন্ত্রী—তাঁতী।
তিকিচ্ছা—চিকিৎসা।
তিতে—ভিজে।
ত্রিপিষ্ঠক, ত্রিপিষ্ঠ—ত্রিলোক, ত্রিভুবন।
তেরচ—তীর্যক, টেরা বা বাঁকা দৃষ্টি, কটাক্ষ।
তে'লরী—ত্রিলহরী (-হার)।
তোহর, তোহোর—তোর, তোমার।

দঢ়াইয়া—দৃঢ় করিয়া, শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া।
দি—দিয়া, দ্বারা।
দিঠি—দৃষ্টি।
দিয়টি—দীপবর্তিকা।
দ্বিপিষ্ঠ—দ্যুলোক, দুই জগৎ।
দেউটি—দীপবর্তিকা।
দেউয়া—দেবতা, তুল: আকাশে দেওয়া > দেয়া (=মেঘ)গর্জন করে।

ধাউত—ধাতু; তুল: সাধু > সাউধ।

নগরুয়া—নগরবাসী, নাগরিক, তুল: শহরিয়া > শহুরে।
নওল—নতুন, নবীন।
নিউন—নিপুণ।

নিরল—বিজন, নিরালা।
নিয়ড়ে—নিকটে।
নিলয়া—নিলয়, আশ্রয়, নিবাস।
নেহা—স্নেহ, প্রেম।
নেহারে—দেখে।
নেহালিয়া—দৃষ্টিপাত করিয়া।

পরদল—শত্রুসৈন্য।
পর্যমানে—সামর্থ্যানুসারে, পরিমাণে।
পাকে—প্রকারে, উপায়ে, কৌশলে।
পাট—রাজাসন, সিংহাসন।
পাসরি—অপস্মরণ, বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া।
পিষ্ঠ—'নরলোক' অর্থে ব্যবহৃত।
পুছএ—জিজ্ঞাসা করে।
পেলায়—(পেল্লা) ফেলায়।
প্রকারে—উপায়ে, কৌশলে।
প্রতিয়াশী—প্রত্যাশী।
প্রথেক—প্রত্যক্ষ।
প্রপঞ্চ—মায়া, বঞ্চনা।

ফাফর, ফাঁফর—বিমূঢ়, নিরুপায়।
ফালাএ—লাফায়।

বট—ক্ষুদ্রতম মুদ্রা।
বনিজ্যর—বণিকের।
বরিখে—বর্ষণ করে, বর্ষে।
বলিত—গোলাকার।
বাউ—বায়ু।
বাখান—প্রশংসাসূচক বর্ণনা।
বাচে—বাচনে, বাক্‌-ভঙ্গিতে।
বাটক—দস্যু, বাটপার।
বাটোয়ার—দস্যু, বাটপার।
'বার'—শিবির স্থাপন করিয়া (আড়ম্বরে বাস করা)।
বাহুড়ি—দ্রুত গমন বা দ্রুত প্রত্যুৎগমন।
বিউগ—বিরহ, বিচ্ছেদ।
বিজ্ঞান—বিগতজ্ঞান, মূঢ়তা।
বিবর্তহ—বণ্টন কর।
বিমরিষ—বিমর্ষ, নিরানন্দ।
বিলাত—বিদেশ।
বেভার—ব্যবহার।

ভাএ—প্রতিভাত হয়।
ভাগা—ভাগ্য।
ভাণ্ড—ভাঁড়ানো, প্রতারণা।
ভাবক—প্রেমিক।
ভাবিনী—প্রেমিকা।
ভারতী—বৃত্তান্ত।
ভিড়ি—দৃঢ়, আঁট করিয়া, কশিয়া।
ভুর—ভেলা।
ভেশে—বেশে।
ভেট—উপহার, উপঢৌকন।

মঙ্গল—কল্যাণার্থ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান-ঘট, দীপ প্রভৃতির সহযোগে গানের অনুষ্ঠান।
মন্দিরে—ঘরে।
মুকাই—মুক্ত করিয়া, খুলিয়া।
মূরে, মূড়ে—মূলে, গভীরে।
মূলাপতি—চন্দ্র, মূলা নামের নক্ষত্রের পতি।
মৃগচ্ছয়—মৃগিরোগ।
মোকল—মুক্ত।
মোহকে—আমাকে।
মোহর, মোহোর—আমার।

রাজধ্বনি—রাজপ্রসিদ্ধিযোগ্য।
রাজনীতি—রাজযোগ্য, রাজযোগ্য আচার।

লগ্নি-গুৰি—মলমূত্র।
লম্ভিয়া—লভিয়া, লাভ করিয়া।
লহু—রক্ত।
লৌকিক—লৌকিকতা, লোকাচার সম্মত আপ্যায়ন।

শানে—ইঙ্গিতে, কটাক্ষে।
শোয়াস—শ্বাস।

সঞ্চ—সঞ্চারকারী, সঞ্চারী।

সব্য—স্থির, অচঞ্চল, স্থৈর্য, তুল , সাব্যস্ত।

সভান—সকল।

সমসর—সমকক্ষ।

সমে—সমেৎ, সহ।

সম্পাশ—পাশে, কাছে, নিকটে।

সরা—সরাহ্, ছরাহ, পার্বত্য ঝর্ণাধারা।

সাঙ্গাল—ইন্ধন।

সাঞ্চর—সাঁতার।

সানে, শানে—কটাক্ষে, চোখের ইশারায়।

সাপক্ষে—অপেক্ষায়।

সাবহিতে—সর্তকতার বা সাবধানতার সঙ্গে; স+অবহিত।

সাবুটি—সাপটিয়া, জড়াইয়া।

সামাই—স্থান সংকুলান, ধরা আঁটা, প্রবেশ।

সোমন্ত—সমর্থ, প্রাপ্ত যৌবন।

হনে, হন্তে—হইতে।

হরসি—হরণ কর।

হাবিলাষ, হাভিলাষ—অভিলাষ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	চরণসংখ্যা	আছে	হবে
৬	১	নিত্যকাব্য রস	নিত্য কাব্যরস
১৩	১৩	দতে	দূতে
১৫	১৩	আমরী	আমারী
২০	২২	হাস্তে	হস্তে
২০	২৪	পিষ্ঠে	পিষ্ঠ
২৮	২৬	চাল	চলি
৩১	১৬	অধ্যাবধি	অদ্যাবধি
৪০	১৫	নিলুয়া	নিলয়
৫৪	১৪	দিষু	দিয়ু
৬১	২৪	কহি বা	কহিবা
৭০	২১	বুঝাইরা	বুঝাইয়া
৭৪	১৭	তোম্র	তোম্রা
৭৫	৮	জ্ঞান হত	জ্ঞান-হত
৭৫	২২	যেই	সেই
৭৯	২৮	ভাগা	ভাগ্য
৮৩	২৭	পাত্র	পাএ
৯০	২৬	সেই	যেই
৯৪	১	বিপরীতি	পিরীতি
৯৫	৬	জীবন পতি	জীবন-পতি
৯৫	২১	আজি	অর্জে
৯৬	৩	যথ	যথ করি
৯৯	২৪	আনিয়াছিলে	আনিয়া দিলে
১০০	২০	সাজিয়াছে	মজিয়াছে
১০৫	৫	পাত্র	পাএ
১০৮	১৪	প্রেম-চাবি	প্রেম-চারি
১০৯	২০	অভি	অতি
১১০	১৮	ইষ্টদের তুষ্টহেতু	ইষ্টদেব তুষ্টিহেতু
১১১	১	তম্নি	তুম্নি
১১১	৭	কন্যাত্র	কন্যাএ
১১৩	১৭	মিথ্য	মিথ্যা

পৃষ্ঠা	চরণসংখ্যা	আছে	হবে
১১৮	৮	সৌষ্ঠিব	সৌষ্ঠব
১২০	২৮	স্বর্গ বর্গ	স্বর্গবর্গ
১২৫	১৯	কিতার	কিতাব
১২৭	৬	বাথানিয়া	বাখানিয়া
১২৭	২৫	সৌশাদর	নৌশাদর
১৩০	১৬	নতুনরে	নতু নরে
৯৩৭	১৪	না না	না
১৩৯	২৭	এথা	এথ
১৪৪	১৭	ঘুবতী	যুবতী
১৪৪	২৫	একএ	একত্র
১৫০	৩	মূর্চ্ছিলে	মূছিলে
১৫৬	১৩	কমার	কুমার
১৫৯	২৬	পাত্র	পাএ
১৬০	১৮	কুমায়	কুমার
১৬৪	১৬	কতিতা	কতিতার
১৬৬	৩	সঙ্গে	সঙ্গ
১৬৬	১২	একা কী	একাকী
১৭১	১৫	মনো!তে	মনেতে
১৭৩	২১	কবীবর	করীবর
১৭৩	২৪	গাঁখি	গাঁথি
১৭৩	২৭	উজ্ঞ	উষ্ণ
১৭৫	২৫	যাত্র	যাএ
১৮২	২	লম্ভিয়	লম্ভিল
১৮২	১৩	উষ্ণতর	উষ্ণতর
১৮২	১৮	শর্ম্বরী	শর্বরী
১৮২	১৯	সনয়	সময়
১৮৩	৫	উষ্ণ	উষ্ণ
১৮৩	৯	সৌষ্ঠিব	সৌষ্ঠব
১৯৩	২১	সুডঙ্গ	সুড়ঙ্গ
১৯৪	১	তেড্যালিয়া	তেডালিয়া
১৯৪	১৩	ব্রাম্ব	বাম্ব
১৯৮	২৪	স্বর্গবাসী	স্বর্গবাসী
২০০	১৪	মানা	নানা
২০১	১৯	কমার	কুমার
২০২	২০	বক্ষ	বৃক্ষ
২০৭	১৪	বেসে	বসে

পৃষ্ঠা	চরণসংখ্যা	আছে	হবে
২১৯	১০	আদ রে	আদরে
২২১	১৯	যৎ'বদি	যৎ'বহ্নি
২২২	১৩	সম্ভাসা	সম্ভাষা
২২৩	৮	উক্ষ	উক্ষ
২২৫	২৪	নোকল	মোকল
২২৭	১	নোহিতে	মোহিতে
২২৯	২২	নিরা	নিয়া
২৪১	১২	সময়ে	সমরে
২৪১	২৩	হৈএ	হএ
২৭৩	২৫	ধর্ম পিতা	ধর্ম পিতা
২৭৪	২	অক্ষত্য	অসত্য
২৭৮	১৬	পছিলে	পুছিলে
২৮১	৯	চতুর্দেশ	চতুর্দশ
২৮৩	৮	বাখিল	রাখিল
২৮৪	১৭	পম্বেত	পম্বেতে
২৮৪	২৪	ভুলিয়া	তুলিয়া
২৯১	১১	বস্ত্র	বস্ত্র
৩০৫	৯	পদর থী	পদরথী
৩০৭	৪	সাধিকার	সাধিবার
৩১২	২১	মুছে	পুছে
৩২০	১২	শ্মরণ	শরণ
৩২৯	২৮	বঞ্জন	ব্যঞ্জন
৩৩৬	১২	মস্ত	মস্ত
৩৩৭	১৩	সময়ে	সমরে
৩৩৭	২৬	নৃত্যকারে	নৃত্য করে
৩৩৮	২	দীনমণি	দিনমণি
৩৩৯	২৫	ধবেধবে	ধবধবে
৩৪০	৭	করেস্তু	করেস্তু
৩৪০	১৫	ধর্ণগুণ মজিয়া	ধনুর্গুণ মাজিয়া
৩৪১	১১	সান	কামান
৩৪১	২২	শন্তাপ	সন্তাপ
৩৪১	২৪	দেবশক্র	দেব শক্র
৩৪৩	৩০	কৃষাণু	কৃশানু
৩৪৫	১৪	বলবদ্ধি	বলবুদ্ধি
৩৪৫	১৫	কাডা	কাড়া
৩৪৬	১৯	পরীল	পরীর

পৃষ্ঠা	চরণসংখ্যা.	আছে	হবে
৩৬৫	১০	মৃত্যের	মৃতের
৩৬৮	১৮	মতে	মতি
৩৮৩	১৮	আবযথ	আর যথ
৩৮৪	২২	পুররী আমার	পুরীর মাঝার
৩৮৬	৮	আলমের	আলামের
৩৯৪	২	ষুগল	যুগল
৩৯৪	৮	সম্বাদে	সম্বাদে
৩৯৬	৩০	পড়িরা	পড়িয়া
৩৯৮	২	পরিল	পড়িল
৪০৩	১	ধন্ধ	ধন্ধ
৪০৬	২৩	বান্দি	বান্ধি
৪১৬	২২	পরিসব	পরীসব
৪২৭	১৩	প্রিরা	প্রিয়া
৪২৮	২	ষাটে	খাটে
৪৩৫	২৪	মিসির	সরন্দীপ
৪৩৬	১৮	তৎকালে	একালে
৪৩৮	৮	অনৌক	আনৌক
৪৪১	২৯	চাক	চাক
৪৪৩	২	নর-দব	নর-দেব
৪৪৩	১৭	অদেশ	আদেশ
৪৪৩	১৯	শীঘ্রেত	শীঘ্রেত
৪৪৭	১৪	সম্বাদ	সম্বাদ
৪৫৪	১১	জলধাব	জলধার
৪৬৪	৩০	রস্মি	রশ্মি
৪৬৫	৬	কহিবাবে	কহিবারে
৪৬৬	৯	কতুরমান	তুরমান

সমাপ্ত